কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

قرآن مجيد وتجويد

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি

لا إله إلا الله محمد رسول الله

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

اَلْقُرْآنُ الْمَجِيْدُ وَالتَّجْوِيْدُ

কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দাখিল
নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়াকুব হোসাইন
মাওলানা আ.খ.ম. আবু বকর সিদ্দীক
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ শেখ
মাওলানা আ.ন.ম. আব্দুল কাইউম
মাওলানা মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীক

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০১৮
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন মাজিদ আল্লাহ্ তাআলার মহান বাণী ও ইসলামি শরিয়তের মূল উৎস। কুরআন মাজিদ অনুযায়ী জীবন গঠনের জন্য এর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত এবং অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে '**কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির** বানানরীতি এবং কুরআন মাজিদ থেকে উদ্ধৃত আয়াতের অনুবাদের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আল-কুরআনুল করীম এর অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

অক্টোবর ২০২৪

অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	পাঠ	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
		আল কুরআনের পরিচয়	
		আল কুরআনের পরিচয়	২
		ওহির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও অবতরণের পদ্ধতি	৫
		কুরআন অবতরণের সময়কাল ও পর্যায়	৮
		হেরা গুহায় ওহি অবতরণের সূচনা	৯
		কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ	১০
		কুরআন মাজিদ সংকলন	১১
প্রথম অধ্যায়	১ম ভাগ : সুরা আল বাকারা		
		সুরা আল বাকারার নামকরণ ও বিষয়বস্তু	১৪
		সুরা আল বাকারা	১৬–২২৬
	২য় ভাগ : সুরা আলে ইমরান		
		সুরা আলে ইমরানের বিষয়বস্তু, অবতীর্ণের সময়কাল ও নামকরণ	২২৮
		সুরা আলে ইমরান	২৩০–৩৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	নির্বাচিত বিষয়সমূহ		
	১ম পাঠ	মানব সৃষ্টি	৩৪৮
	২য় পাঠ	যাদুর বিধান	৩৫৩
	৩য় পাঠ	দুর্নীতি	৩৬১
	৪র্থ পাঠ	সুদ	৩৬৭
	৫ম পাঠ	পারস্পরিক লেনদেন	৩৭৪
	৬ষ্ঠ পাঠ	আয়াতের প্রকারভেদ	৩৮১
	৭ম পাঠ	ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা	৩৮৭
	৮ম পাঠ	ইতায়াতে রসুল সা.	৩৯২
	৯ম পাঠ	বাইতুল্লাহ	৩৯৮
	১০ম পাঠ	আদর্শ মানুষের গুণাবলি	৪০৭
তৃতীয় অধ্যায়	তাজভিদ শিক্ষা		
	১ম পাঠ	ইলমুত তাজভিদের পরিচয়	৪১৪
	২য় পাঠ	ইলমে কেরাতের পরিচয়	৪১৫
	৩য় পাঠ	সাত কারির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৪১৭
	৪র্থ পাঠ	আল কুরআন তেলাওয়াতের পদ্ধতি	৪১৯
	৫ম পাঠ	মাখরাজের বিবরণ	৪২১
	৬ষ্ঠ পাঠ	লাহন	৪২৩
	৭ম পাঠ	নুন সাকিন ও তানভিনের বর্ণনা	৪২৪
	৮ম পাঠ	মিম সাকিনের বর্ণনা	৪২৬
	৯ম পাঠ	মাদ্দের বিস্তারিত বর্ণনা	৪২৭
	১০ম পাঠ	অক্ষরের সিফাতের বিবরণ	৪৩১
	১১শ পাঠ	পোর ও বারিকের বিবরণ	৪৩৩
	১২শ পাঠ	ওয়াকফের বিবরণ	৪৩৬
	১৩শ পাঠ	হায়ে যমির পড়ার নিয়ম	৪৪০
	১৪শ পাঠ	যমিরে আনা পড়ার নিয়ম	৪৪১
	১৫শ পাঠ	অতিরিক্ত আলিফের বর্ণনা	৪৪২
	১৬শ পাঠ	তাআওউয ও তাছমিয়া পড়ার নিয়ম	৪৪৪
	১৭শ পাঠ	সাকতার বিবরণ	৪৪৬
	শিক্ষক নির্দেশিকা		৪৫১

কুরআন মাজিদ

القرآن المجيد

আল কুরআনের পরিচয়

আল কুরআন মহান আল্লাহ্‌র শাশ্বত বাণী। মানব জাতির পার্থিব কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য ফেরেশতা জিবরাইল (ﷺ) এর মাধ্যমে রাহমাতুল্লিল আলামিন হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর ওপর সুদীর্ঘ তেইশ বছরে ইহা নাজিল হয়। আসমানি গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আল কুরআন বিশুদ্ধ, নির্ভেজাল, শাশ্বত, অবিকৃত ও চিরন্তন গ্রন্থ। ইহা সর্বকালের সকল মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। এ মহাগ্রন্থ বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের একমাত্র উৎস। আল কুরআনের ভাব, ভাষা, মর্ম ও বিষয়বস্তু সব কিছুই আল্লাহ তাআলার নিজের। পূর্বের সকল নবি-রসুলের দাওয়াত ও কর্মপদ্ধতি এবং সকল আসমানি গ্রন্থের নির্যাস এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন :

{وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ } [يونس: ٣٧]

এই কুরআন আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো রচনা নয়। পক্ষান্তরে এর পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে এটা তার সমর্থন এবং এটা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। (ইউনুস: ৩৭)

আল কুরআন নাজিলের পর অন্য কোন আসমানি গ্রন্থের কার্যকারিতা আর নেই। পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে। আল-কুরআন বিশ্ব মানবের প্রয়োজনীয় বিধানাবলী, দিকনির্দেশনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদিতে পরিপূর্ণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ } [النحل: ٨٩]

আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ আপনার প্রতি অবতীর্ণ করলাম। (নাহল: ৮৯)

আল কুরআন পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা

কুরআন মাজিদের ঘোষণা অনুযায়ী ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহ মানুষকে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তিনি মানব জীবনের পরিপূর্ণ শান্তি-শৃংখলার জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুস্পষ্ট নীতি, বিধানাবলি নির্ধারণ করেছেন। আল কুরআনে বান্দাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে আল কুরআন মুসলমানদের সার্বিক জীবন পরিচালনার পথ নির্দেশক। প্রতিটি মুসলিম আল কুরআনের নির্দেশ পালনে বাধ্য। শরিয়াতের প্রধান উৎস হচ্ছে আল কুরআন। কুরআন মাজিদ শরিয়াতের অকাট্য দলিল। এর ওপরই শরিয়াতের মূল কাঠামো স্থাপিত।

আল কুরআনের কাঠামোগত পরিচয়

পবিত্র কুরআন রমজান মাসের লাইলাতুল কদরে লাওহে মাহফুয হতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানের বাইতুল ইযযাতে এক সংঙ্গে অবতীর্ণ হয়। পরবর্তীতে সেখান হতে মহানবি (ﷺ) এর প্রতি সুদীর্ঘ তেইশ বছরে প্রয়োজন অনুসারে অল্প অল্প করে সমগ্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। বলাবাহুল্য, আল কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক

পঠিত, সমাদৃত ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। কুরআনের সুরা সংখ্যা ১১৪টি। যার মধ্যে মাক্কি সুরা ৯২টি ও মাদানি সুরা ২২টি। যা মহানবি (ﷺ) এর হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে তাকে মাক্কি সুরা বলে, আর যা হিজরতের পরে নাজিল হয়েছে তাকে মাদানি সুরা বলে। এর মোট ৩০ পারায় ৫৪০টি রুকূ আছে। কুফি গণনা মতে আল কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬। মাক্কি সুরাসমূহে সাধারণতঃ তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত, কিয়ামত, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি আকাইদ ও ইমান সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে। মাদানি সুরাসমূহে সাধারণতঃ ইসলামি আইন-কানুন তথা ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদি, তালাক, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ

পূর্বের সকল আসমানি কিতাব নির্দিষ্ট কোন জাতি বা বিশেষ কোন এলাকার ভৌগোলিক সীমারেখায় মানুষের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু আল কুরআন সর্বকালের সমগ্র বিশ্ববাসীর হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাই বলা হয়, আল কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য সার্বজনীন পথপ্রদর্শক। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন

{إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ} [التكوير: ٢٧]

এটা তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। (তাকবির : ২৭) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-

{تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا} [الفرقان: ١]

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (ফুরকান: ১)

আল কুরআনের ভাবভাষার গুণগত মান

আল কুরআন এক অতুলনীয়, অনুপম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ। আল-কুরআনের ভাব-ভাষা, উপমা, ছন্দ-মূর্ছনা, রচনাশৈলী, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, সব কিছু মিলে এক অতুলনীয় বিস্ময়কর সাহিত্যিক মানে অধিষ্ঠিত। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

{قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا} [الجن: ١]

আপনি বলুন, 'আমার প্রতি ওহি প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে' এবং বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করছি।' (জিন: ১)

কুরআন মাজিদ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

গ্রন্থকারগণ তাদের গ্রন্থের ভূমিকায় সাধারণত উল্লেখ করে থাকেন- এ গ্রন্থে কোন ভুল থাকলে পাঠক যেন, সে বিষয়ে লেখককে অবগত করে যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা যায়। কিন্তু একমাত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, যার শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ অর্থাৎ, ইহা এমন একটি গ্রন্থ, যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন যে, সমগ্র মানব ও জিন জাতি সাধ্যমত গবেষণা করেও কেউ এর কোন ভুল বের করতে পারবেনা। আয়াতটি কুরআন মাজিদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে।

আল্লাহ বলেন-

{وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: ٢٣]

আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমারা এটার অনুরূপ কোন সুরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। (বাকারা: ২৩)

আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে সকলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন যে, তাদের সন্দেহ থাকলে তারা যেন কুরআন মাজিদের মত একটি ছোট সুরা রচনা করে যা ভাষা, ছন্দ, শব্দ, বাক্যবিন্যাস অর্থ-তত্ত্ব, তথ্য এবং ভাষার অলংকার ও রচনাশৈলীর দিক দিয়ে কুরআনের ঐ সুরার মত হয়।

আল কুরআনের ভাব-ভাষা, পাঠ ও উচ্চারণ খুব সহজ-সাবলীল। এটা মুখস্থ করতে ও মনে রাখতে কোন অসুবিধা হয় না। এ কারণে প্রত্যেক যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য হাফেজে কুরআন বিদ্যমান ছিল, বর্তমানেও আছে, আর কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এটাও কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন:

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر: ١٧]

কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?
(কামার: ১৭)

জীবন সমস্যার সমাধানে আল কুরআনের ভূমিকা

মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন রকমের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক দিকগুলোর অসংখ্য সমস্যায় পৃথিবীর মানুষ পতিত হয়। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদের এমনি ছেড়ে দেননি। তাদের মধ্যে শান্তি-শৃংখলা এবং উন্নত চরিত্র ও আচরণ সর্বোপরি আল্লাহ তাআলার ইবাদত শিক্ষা দেয়ার জন্য যুগে যুগে নবি ও রসুল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের কাছে তাঁর ওহি সম্বলিত আসমানি গ্রন্থসমূহ নাজিল করেছেন। পূর্বে নবি ও রসুলদের কাছে প্রেরিত তাওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর ও অন্যান্য সহিফার মত সব শেষে আল্লাহ তাআলা আল-কুরআন নাজিল করেছেন। এর সাথে সমস্ত নবি ও রসুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসুল ও নবি হিসেবে মুহাম্মদ (ﷺ) কে পাঠিয়েছেন। তাঁর নিকট যুগ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে এবং তিনি ঐ আয়াতগুলোর হুকুম নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে : মানুষ তার স্বভাব চরিত্র, ধর্ম, বিশ্বাস, মিথ্যা, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, ইত্যাদি দোষে গুণে ব্যক্তিগত জীবনে দোষী গুণী হতে পারে। আল-কুরআন মানুষকে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

পারিবারিক জীবনে : মানুষ পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন সমস্যায় পতিত হয়। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়সহ সকলের মধ্যে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কুরআন মাজিদ বিধান দিয়েছে। কুরআন মাজিদে ব্যভিচার ও অসামাজিক কর্মকান্ড চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সামাজিক জীবনে : সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে অগণিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যাবতীয় অনাচার-অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদসহ সব ধরণের অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হতে কুরআন কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। অপরদিকে সকলের প্রতি ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে : রাষ্ট্রীয় জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে সরকার ও জন সাধারণের মধ্যে মধুর সম্পর্ক ও পারস্পরিক সংহতির ওপর। রাষ্ট্র নাগরিকদের সকল চাহিদা নিশ্চিত করবে এবং নাগরিকগণ রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থেকে স্ব স্ব দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে। এরূপ পারস্পারিক দায়িত্ব পালন ও অধিকার সংরক্ষণসহ জীবনের সার্বিক কল্যানের নির্দেশনা রয়েছে আল কুরআনে।

আন্তর্জাতিক জীবনে : মানুষের আন্তর্জাতিক জীবনের শান্তি নির্ভর করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর। কেননা পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতা। তাই পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা ও মানব প্রেমের নীতি অনুসরণ করতে বলেছে ইসলাম। সকল মানুষই আল্লাহ তাআলার বান্দা ও আদমের সন্তান। অতএব, বিশ্বের সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা আল্লাহ তাআলার বিধান। বিনা কারণে দুনিয়ার যে কোন মানুষকে কষ্ট দেওয়া মহাপাপ।

উপসংহার : আল কুরআন হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক জীবন সংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ মহাগ্রন্থ। মহানবি (ﷺ) যেভাবে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত বিশ্বনবি, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর ওপর অবতীর্ণ আল-কুরআনও সর্বকালীন মানুষের মুক্তির মহাসনদ। কুরআনের শিক্ষা সকল যুগের উপযোগী এবং মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধানকারী। তাই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন শুধুমাত্র একখানা ধর্মীয় গ্রন্থই নয়, বরং এটা বিশ্বগ্রন্থ, এর আবেদন বিশ্বজনীন।

ওহির সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও অবতরণের পদ্ধতি

ওহির সংজ্ঞা : ওহি শব্দের আভিধানিক অর্থ হল الإعلام في خفاء অর্থাৎ, গোপনভাবে কোন কিছু জানিয়ে দেওয়া। এ ছাড়াও ওহি শব্দটি ইঙ্গিত করা, লেখা এবং গোপন কথা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইসলামি শারিয়তের পরিভাষায় هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه অর্থাৎ,আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাঁর নবিগণের মধ্য হতে কোন নবির ওপর অবতারিত আল্লাহর বাণীকে ওহি বলে। (আইনি, পৃষ্ঠা ১৪, ১ম খণ্ড)

নবিদের ক্ষেত্রে ওহি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. سماع الكلام القديم **তথা আল্লাহ তাআলার চিরন্তন বাণী শ্রবণ করা :** যেমন- মুসা (عليه السلام)আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন [النساء: ١٦٤] {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا} এবং মুসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যালাপ করেছিলেন। (নিসা: ১৬৪)

২. وحي رسالة بواسطة الملك **তথা ফেরেশতার মাধ্যমে ওহি প্রেরণ করা** : ফেরেশতা জিবরাইল আমিন তাঁর নিজস্ব আকৃতিতে অথবা মানুষের আকৃতিতে রসুলের নিকট এসে ওহি পৌছে দিতেন। যেমন- হাদিসে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَاقَالَتْ.....فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اِقْرَأْ ... الخ (رواه البخاري:٣)

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,... রসুলের কাছে ফেরেশতা আসেন অতঃপর বলেন, পাঠ কর। (বুখারি-৩)

৩. وحي تلقيٌ بالقلب **তথা জাগ্রতাবস্থায় হৃদয়পটে ওহি প্রেরণ** : জাগ্রত অবস্থায় হজরত জিবরাইল (আ.) নবিদের অন্তঃকরণে পয়গামে এলাহি উদ্রেক করে দিতেন। একে تَلَقِّيْ بِالْقَلْبِ বা اِلْقَاءٌ فِي الْيَقْظَةِ বলা হয়। আর এ অবস্থায় আমাদের নবি (সা.) ও হজরত দাউদ (আ.) এর ওপর ওহি অবতীর্ণ হত। এ প্রসঙ্গে নবি (সা.) বলেন : اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رَوْعِيْ "নিশ্চয়ই জিবরাইল আমার অন্তঃকরণে ফুঁকে দিয়েছেন।" (কানজুল উম্মাল)

নবি ব্যতীত অন্যান্য মানুষ বা জীবের ওপর যে প্রত্যাদেশ নাজিল হয় শারিয়তের পরিভাষায় তাকে (الهام)ইলহাম বলে। যেমন: এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন- {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا} [النحل: ٦٨]

আপনার প্রতিপালক মৌমাছিকে এটার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, 'গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়ে। (নাহল: ৬৮)

ওহির প্রকারভেদ: ওহিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. الوحي المتلو (পঠিত ওহি) : ওহি মাতলু সেই চিরন্তন ও অবিনশ্বর বাণী, যা নবিগণের ওপর নাজিল হয়েছে। যার ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতারিত। যেমন– আল-কুরআনুল কারিম।

২. **الوحي غير متلو** (অপঠিত ওহি) : যে ওহির ভাবধারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে, কিন্তু নবি করিম (সা.) নিজ ভাষায় তা বর্ণনা করেছেন তাকে ওহি গায়রে মাতলু বলে। যেমন– হাদিসসমূহ।

ওহি অবতরণ পদ্ধতি

আল কুরআনের উৎস হচ্ছে ওহি। মহানবি (সা.) এর নিকট বিভিন্ন পদ্ধতিতে ওহি নাজিল হত। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি র. স্বীয় কিতাব উমদাতুল কারির মধ্যে সুহাইলির উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর সাত পদ্ধতিতে ওহি অবতীর্ণ হয়েছে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হল।

১. **ঘণ্টা ধ্বনির ন্যায় ওহি** : ওহি নাজেলের পূর্ব মুহূর্তে মহানবি (সা.) ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আওয়াজ স্বীয় কর্ণে শ্রবণ করতেন। আওয়াজ শেষে বিশ্বনবির (সা.) এমনিতেই তা মুখস্থ হয়ে যেত। এ পদ্ধতি ছিল নবি

(ﷺ) এর জন্য খুবই কষ্টদায়ক। এ পদ্ধতিতে ওহি নাজিল হলে প্রচণ্ড শীতেও নবি (ﷺ) এর কপাল হতে ঘাম নির্গত হত। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে-

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضى الله عنها أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْيَانًا يَأْتِيْنِيْ مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ . (رواه البخاري:٢)

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হারেছ ইবনে হিশাম (রা.) নবি করিম (ﷺ) এর কাছে প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! (ﷺ) আপনার কাছে কীভাবে ওহি আসে? নবি (ﷺ) উত্তরে বলেন, কখনও কখনও ঘন্টাধ্বনির ন্যায় আমার কাছে ওহি আসে।"

২. **সত্য স্বপ্ন** : নবুয়াত লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে নবি (ﷺ) এর ওপর ওহির শুভ সূচনা হয়েছিল সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। যেমন- হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ . (رواه البخاري:٣)

উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসুলের ওহির প্রারম্ভ হয় ঘুমের মধ্যে সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে।

৩. **সরাসরি হৃদয়পটে ওহির উদ্রেক** : কোন মাধ্যম ছাড়া হজরত জিবরাইল (আ.) সরাসরি আল্লাহ তাআলার কালাম রসুল (ﷺ) এর হৃদয়পটে ওহি ফুঁকে দিতেন। প্রখ্যাত মুফাসসির হজরত মুজাহিদ র. নিম্নের আয়াত হতে উক্ত ওহির বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا} [الشورى: ٥١]

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ব্যতিরেকে। (আশ শুরা: ৫১)

৪. **মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন** : হজরত জিবরাইল (আ.) অধিকাংশ সময় প্রখ্যাত সাহাবি হজরত দাহইয়া কালবি (রা.) এর আকৃতিতে এসে নবি করিম (ﷺ) কে সরাসরি আল্লাহ তাআলার কালাম শুনাতেন। যেমন– وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً (رواه البخاري:٢)

আর কখনো কখনো আমার জন্য ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধারণ করতেন (ওহি নিয়ে আসার সময়ে) (বুখারী: ৩)

৫. **জিবরাইল (আ.) এর নিজস্ব আকৃতিতে ওহি** : আল্লাহ তাআলা জিবরাইল (আ.) কে যে ছয়শত ডানা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যা হতে ইয়াকুত ও মনিমুক্তা চমকাতে থাকে তিনি অবিকল উক্ত আকৃতিতে নবি করিম (ﷺ) এর কাছে ওহি নিয়ে আসতেন। হেরা পর্বতের গুহায় ও মিরাজ রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায় রসুল (ﷺ) জিবরাইলকে উক্ত আকৃতিতে দেখেছিলেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

{وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى (١٣) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى (١٤)} [النجم: ١٣، ١٤]

নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী বদরি বৃক্ষের নিকট। (নাজম: ১৩-১৪)

৬. **পর্দার অন্তরাল থেকে ওহি প্রেরণ :** মহানবি (ﷺ) এর সাথে আল্লাহ তাআলা কোন মাধ্যম ছাড়াই জাগ্রত অবস্থায় পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেছেন। মিরাজ রাতে এই পদ্ধতিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ } [الشورى: ٥١]

মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ব্যতিরেকে। (আশ শুরা: ৫১)

৭. **ফেরেশতা ইসরাফিল (عليه السلام) এর মাধ্যমে ওহি প্রেরণ :** কোন কোন সময় মহানবি (ﷺ) হজরত ইসরাফিল (عليه السلام) এর মাধ্যমে ওহি পেতেন। তিন বছর ওহি বন্ধের সময় রসুলুল্লাহ (ﷺ) হজরত ইসরাফিল (عليه السلام) এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। যেমন হাদিস শরিফে এসেছে-

عن الشعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل به اسرافيل فكان يتراء له ثلاث سنين و يأتيه بالكلمة من الوحي ثم وكل به جبرائيل.

হজরত শাবি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি করিম (ﷺ) কে ইসরাফিল (عليه السلام) এর দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। তিন বছর পর্যন্ত তিনি তাঁকে দেখাশুনা করেছেন এবং তাঁর কাছে ওহি নিয়ে আসতেন।

কুরআন অবতরণের সময়কাল ও পর্যায়

সময়কাল : মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ তাআলার সুমহান বাণীর সমষ্টি। বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর ওপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে সমগ্র কুরআন নাজিল করেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শা'বি বলেছেন যে, নবি (ﷺ) এর ওপর যখন কুরআন নাজিল শুরু হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর।

কুরআন রমজান মাসে ক্বদরের রজনীতে নাজিল হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। কেননা মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنَ রমজান মাস, যেটাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। (বাকারা : ১৮৫) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- [القدر: ١] {اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ}

নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে। (কদর: ১)

কুরআন অবতরণের পর্যায়

পর্যায় : সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- ইহা বিশ্ব মানবের জন্য আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ শাশ্বত, নিখুঁত, পূর্ণাঙ্গ, সার্বজনীন জীবন বিধান। এ মহাগ্রন্থটি দু'পর্যায়ে নাজিল হয়েছে, যা নিম্নে বর্ণিত হল।

প্রথম পর্যায় : আল্লাহ তাআলার আরশে আজিমে অবস্থিত "লাওহে মাহফুয" বা সুরক্ষিত ফলক হতে সম্পূর্ণ কুরআন একই সাথে রমজান মাসের লাইলাতুল কদরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে বাইতুল ইজ্জতে অবতীর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- [البروج: ٢١، ٢٢] {بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ (٢١) فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ (٢٢) }

বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। (আল বুরুজ: ২১-২২) ১০২৫

অন্য আয়াতে আছে-

{حٰمٓ (١) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (٢) اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ (٣)} [الدخان: ١ - ٣]

হা-মিম, শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তো এটা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে: আমি তো সতর্ককারী। (আদ দুখান: ১-৩)

দ্বিতীয় পর্যায় : দ্বিতীয় পর্যায়ে বাইতুল ইজ্জত থেকে আল্লাহ তাআলার আদেশে ফেরেশতা জিবরাইল (عليه السلام) এর মাধ্যমে মহানবি (ﷺ) এর ওপর তা নাজিল হয়।

কুরআনের এ অবতরণ মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে খণ্ড খণ্ড আয়াতের আকারে, অল্প অল্প করে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর তেইশ বছরের জীবনে সম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

{وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا} [الإسراء: ١٠٦]

আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খণ্ড খণ্ডভাবে যাতে আপনি এটা মানুষের নিকট পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি এটা ক্রমশ অবতীর্ণ করেছি। (বনি ইসরাইল: ১০৬)

হেরা গুহায় ওহি অবতরণের সূচনা

সর্বপ্রথম ওহি নাজেলের ব্যাপারে বুখারি শরিফের একটি হাদিস, যা হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) থেকে বর্ণিত আছে- أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ ، অর্থ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি সত্য স্বপ্নের মধ্য দিয়ে ওহি অবতরণের সূচনা হয়েছিল।

এরপর আস্তে আস্তে তাঁর মধ্যে নির্জন ও নিরিবিলিতে ইবাদত বন্দেগি করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি কোলাহলপূর্ণ সংসার ও সমাজ ত্যাগ করে নির্জন হেরা গুহায় রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ইবাদত বন্দেগিতে মশগুল থাকেন। হেরা গুহায় যাওয়ার সময় তিনি কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। প্রেমময়ী স্ত্রী হজরত খাদিজা (رضي الله عنها) মাঝে মাঝে একসাথে কয়েক দিনের খাবার তৈরি করে দিতেন। এমতাবস্থায় এক পবিত্র রাতে ফেরেশতা জিবরাইল (عليه السلام) এর মাধ্যমে তাঁর নিকট সুরা "আল আলাক" এর প্রথম পাঁচটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। জিবরাইল (عليه السلام) মহানবি (ﷺ) এর নিকট এসে বললেন, আপনি পড়ুন। মহানবি (ﷺ) বললেন, "আমি তো পাঠক নই।" মহানবি (ﷺ) বলেন, "জিবরাইল (عليه السلام) আমাকে ধরে এমন জোরে আলিঙ্গন করলেন যে, আমি তাতে বেশ কষ্ট অনুভব করলাম। এরপর ফেরেশতা আমাকে ছেড়ে দিয়ে পুনরায় পড়তে বললেন। আমি বললাম, "আমি পাঠক নই।" রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "তখন ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে বেশ জোরে আলিঙ্গন করলেন। তৃতীয়বার আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন–

{اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ (١) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ (٣) الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) } [العلق: ١ - ٥]

পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন– শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। (আলাক : ১-৫)

বর্ণিত আছে এ সময়ে হজরত জিবরাইল (عليه السلام) তাঁর নিজের রূপে এ ওহি নিয়ে এসেছিলেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে ফিরলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী খাদিজা (رضي الله عنها) কে বললেন, . زملوني زملوني তোমরা আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও, তোমরা আমাকে চাঁদর দিয়ে ঢেকে দাও। হজরত খাদিজা (رضي الله عنها) তাঁকে তাড়াতাড়ি ঢেকে দিলেন। ভীতিভাব কেটে গেলে, তিনি খাদিজা (رضي الله عنها) এর নিকট হেরার গুহার বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলেন। তিনি আরও বলেন, "আমি আমার জীবনের ব্যাপারে আশংকাবোধ করছি।" তখন খাদিজা (رضي الله عنها) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الحَقِّ

"আল্লাহ তাআলার কসম! তিনি আপনাকে কখনও অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, (অন্যের) বোঝা বহন করেন, নিঃস্বকে উপার্জন করে দান করেন, অতিথি আপ্যায়ন করেন এবং সত্যপন্থীদের সাহায্য করেন।

এরপর তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে নিয়ে ইসায়ি ধর্মে বিশেষজ্ঞ তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফল-এর কাছে আসেন। ওয়ারাকা তখন বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদিজা (رضي الله عنها) ওয়ারাকাকে ঘটনা বললেন। এবার ওয়ারাকা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে বিস্তারিত ঘটনা জানতে চান। মহানবি (ﷺ) হেরা গুহার ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেন তখন ওয়ারাকা বলেন, "ঊর্ধ্বজগত থেকে আল্লাহ তাআলার ওহি নিয়ে ফেরেশতা জিবরাইল (عليه السلام) এসেছিলেন। ইনি সেই নামুস, যাকে আল্লাহ মুসা (عليه السلام) এর কাছে প্রেরণ করেছিলেন। হায় আফসোস! আমি যদি তোমার নবুয়তের সময় শক্তিবান থাকতাম। হায়! তোমার কওম যখন তোমাকে বহিষ্কার করবে তখন যদি আমি জীবিত থাকতাম।" রসুলুল্লাহ (ﷺ) বিস্ময়ের সাথে বললেন, "আমার কওম কি আমাকে বহিষ্কার করবে?" ওয়ারাকা বললেন, "হ্যাঁ, তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছ, এর পূর্বে যে কেউ তা নিয়ে এসেছে তার শত্রুতা করা হয়েছে।" সে সময় আমি বেঁচে থাকলে আমার সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব। উল্লেখ্য, এর কিছুকাল পরেই ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করেন।

কুরআন মাজিদ সংরক্ষণ

বিশ্বমানবতার প্রতি মহান আল্লাহর অফুরন্ত দান হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন স্বয়ং এ কিতাবের সংরক্ষণকারী বলে ঘোষণা করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩]

Aek¨B আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এটার সংরক্ষক। (সুরা হিজর : ৯)

আরবদের স্মরণ শক্তি ছিল অতি তীক্ষ্ণ। কুরআনের যে অংশ যখন নাজিল হত নবি করিম (ﷺ) সাথে সাথে তা মুখস্থ করতেন। যেমন নবি করিম (ﷺ) বলেন : وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُوْلُ অর্থাৎ, কখনও কখনও জিবরাইল আমিন আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে আগমন করে আমার সাথে কথা বলতেন। অতঃপর তিনি যা বলতেন তা আমি মুখস্থ করতাম। (বুখারি : ওহি অধ্যায়)

এমনকি ওহি নাজিল হওয়ার সময় নবি করিম(ﷺ)তাঁর দুই ঠোঁট ও জিহবা নেড়ে মুখস্থ করতে চেষ্টা করলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে তা থেকে বিরত থাকার জন্য আদেশ করে বলেন-

{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)}

[القيامة: ١٦ - ١٨]

তাড়াতাড়ি ওহি আয়ত্ব করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা এটার সাথে সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি এটা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (সুরা কিয়ামাহ : ১৬-১৮)

অনেক সাহাবি হাফেজে কুরআন ছিলেন। হাফেজে কুরআন সাহাবিদের কণ্ঠে কুরআনের বাণীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হতে থাকত। সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অগণিত কুরআনের হাফেজ বিদ্যমান আছেন।

কুরআন মাজিদকে মুখস্ত করা ছাড়াও, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগেই তা সুষ্ঠভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এ কাজের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন যায়েদ বিন সাবেত (رضي الله عنه)। তাছাড়া আবু বকর (رضي الله عنه), ওমর (رضي الله عنه), ওসমান (رضي الله عنه), আলি (رضي الله عنه), মুয়াবিয়া (رضي الله عنه), যুবায়ের ইবনে আওয়াম (رضي الله عنه), উবাই ইবনে কাব (رضي الله عنه), আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (رضي الله عنه), আমর ইবনে আস (رضي الله عنه) প্রমুখ কাতিবে ওহি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া, আরও বেশ কয়েকজন সাহাবি কাতিবে ওহি ছিলেন। তখনকার যুগে লেখার উপকরণ ছিল দুর্লভ। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় সাহাবিগণ কুরআনের আয়াত খেজুরের ডাল, প্রস্তর খণ্ড, চামড়া- উটের চামড়া, হাড়, কাপড়ের টুকরা, গাছের পাতা, প্রভৃতি বস্তুর ওপর লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহাবি যায়েদ ইবনে সাবেত (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন :

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ

"আমরা রসুলের নিকটে চামড়া ও গাছের পাতায় কুরআন লিপিবদ্ধ করতাম। (ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬)

তা ছাড়া কুরআন নাজেলের সময় ইহার আয়াতসমূহ হাদিসের সংগে সংমিশ্রণের ভয়ে রসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবিদের শুধু কুরআন লিপিবদ্ধ করার জন্য আদেশ দিতেন। এ প্রসঙ্গে হজরত আবু সাইদ (رضي الله عنه) বলেন-

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ (رواه مسلم:٧٧٠٢)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন, আমার পক্ষ হতে লিখ না। যে ব্যক্তি আমার থেকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছুই লিখবে সে যেন তা মুছে ফেলে। (মুসলিম)

কুরআন মাজিদ সংকলন

মহানবি (ﷺ) এর জীবদ্দশায় তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রথম পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু এগুলো এক জায়গায় একত্রিত করা হয়নি। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর যুগে দ্বাদশ হিজরি সালে ইয়ামামার যুদ্ধে

সত্তর জন হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। এতে হজরত ওমর (رضي الله عنه) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি খলিফা আবু বকর (رضي الله عنه) কে বলেন, "এভাবে ধর্মযুদ্ধে হাফেজগণ শহিদ হতে থাকলে কুরআনের অনেক অংশ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অতএব, আপনি কুরআন মাজিদ একত্রে সংকলনের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।" তখন আবু বকর (رضي الله عنه) বললেন, হে ওমর, আপনি এমন কাজ কি করে সম্পাদন করবেন যা রসুলুল্লাহ (ﷺ) করেননি।?" ওমর (رضي الله عنه) তখন বললেন, "আল্লাহ তাআলার শপথ, এতে কল্যাণ রয়েছে।" পরিশেসে আবু বকর (رضي الله عنه) রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগের ওহি লেখক যায়েদ ইবনে সাবেত (رضي الله عنه) কে এ গুরুদায়িত্ব প্রদান করেন।

যায়েদ ইবনে সাবেত (رضي الله عنه) নিজে হাফেজে কুরআন ছিলেন। তিনি কুরআন সংকলন করার ব্যাপারে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। একটি হল-কুরআনের আয়াতটি সংশ্লিষ্ট সাহাবি মুখস্থ বলবেন, অপরটি হলো তিনি মহানবি (ﷺ) এর যুগে লিখিত ঐ আয়াতটি প্রদর্শন করবেন। তিনি লিখিত ছাড়া কুরআনের আয়াত সত্যায়নের জন্য শুধু হেফয্ যথেষ্ট মনে করেননি। তিনি বহু যাচাই বাছাই করতঃ সাহাবায়ে কেরামের নিকট রক্ষিত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর জীবদ্দশায় লিখিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থাকারে কুরআন লিপিবদ্ধ করেন।

লিপিবদ্ধ কুরআনখানা হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। তাঁর ওফাতের পর, এটি হজরত ওমর (رضي الله عنه) এর হেফাযতে থাকে। তাঁর শাহাদাতের পর, তাঁরই ওসিয়ত অনুসারে কুরআনের এ কপিটি নবি করিম (ﷺ) এর স্ত্রী বিবি হাফসা (رضي الله عنها) এর নিকট গচ্ছিত থাকে।

তৃতীয় খলিফা উসমান (رضي الله عنه) এর যুগে ইসলামি সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ইসলামের এ প্রসারের ফলে বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষি লোকেরা দলে দলে ইসলাম কবুল করে। তাঁদের অনেকেই কুরআনের পঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে কুরআনের বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করতে পারত না। বিশেষ করে আরমেনিয়া এবং আযারবাইজান যুদ্ধে সমবেত মুসলমানদের কুরআন পাঠ পদ্ধতির বিভিন্নতা দেখে বিশিষ্ট সাহাবি হুযাইফা (رضي الله عنه) খলিফা হজরত উসমান (رضي الله عنه) কে বিষয়টি অবহিত করেন। তিনি অবিলম্বে এ নিয়ে নেতৃস্থানীয় সাহাবিগণের সাথে পরামর্শ করে, চার জন বিশিষ্ট সাহাবি সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন। এ চার জন সাহাবি হচ্ছেন, (১) যায়েদ ইবনে ছাবিত (رضي الله عنه), (২) আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (رضي الله عنه) (৩) সাইদ ইবনুল আস (رضي الله عنه) (৪) এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস (رضي الله عنه)। (ইতকান পৃষ্ঠা ৭৯, ১ম খণ্ড, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি)

হজরত উসমান (رضي الله عنه)এর উদ্যোগে হিজরি ২৪ সালে শেষবারের মত কুরআন সংকলনের এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বোর্ড হজরত হাফসা (رضي الله عنها) এর নিকট সংরক্ষিত হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর আমলে লিখিত মূল কপিটি সংগ্রহ করেন। উক্ত বোর্ড পূর্বলিখিত কপিটি অনুসরণ করে পাঠ ও উচ্চারণের বিভিন্নতা দূর করার জন্য শুধু কুরাইশি উচ্চারণ ও ভাষায় তার আরও সাতটি কপি প্রস্তুত করেন। বর্ণিত আছে যে, সাতটি কপি তৈরি করে মক্কা, শাম, ইয়ামন, বাহরাইন, বসরা, কুফা প্রদেশে একটি করে প্রেরণ করা হয়। আর রাজধানী মদিনাতে একটি কপি খলিফার নিকট সংরক্ষিত রাখা হয়। (ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০ আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি)

২০২৫

এরপর বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত কপিগুলো সকলের কাছ থেকে সংগ্রহ করে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। এভাবে ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান (رضي الله عنه) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন সংকলিত ও বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হয় বিধায় তাঁকে جامع القرآن বা কুরআন একত্রকারী বলা হয়।

কুরআনের এ সংগ্রহে আল্লাহর হুকুম অনুসারে মহানবি (ﷺ) কর্তৃক সাজানো আয়াত ও সুরাসমূহের কোন স্থান পরিবর্তন করা হয়নি। কেননা, আয়াতের ক্রমধারা রক্ষা করা ওয়াজিব। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট হজরত জিবরাইল (عليه السلام) কুরআনের যে অংশ যখন নিয়ে আসতেন, তা কোন সুরায় কোন স্থানে সংযোগ করতে হবে তা তিনি বলে দিতেন। আর রসুলুল্লাহ (ﷺ) তখন ওহি লেখক সাহাবিকে ডেকে অবতীর্ণ অংশকে সংশ্লিষ্ট সুরার নির্ধারিত স্থানে সংযোগ করার নির্দেশ দিতেন। অনুরূপভাবে সুরাসমূহের ক্রমধারাও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে কুরআন মাজিদের সুরাগুলো ঠিক সেভাবেই সজ্জিত রয়েছে, যেভাবে লাওহে মাহফুযে কুরআন সংরক্ষিত আছে।

কুরআন মাজিদে পূর্বে হরকত বা স্বর চিহ্ন এবং নুকতা ছিল না। এতে পরবর্তীকালে অনারব মুসলমানগণ কুরআন পাঠে অসুবিধার সম্মুখীন হন। তখন ইরাকের উমাইয়া বংশীয় শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ কুরআন মাজিদে হরকত, অর্থাৎ যের, যবর ও পেশ এবং নুকতা সংযোজনের ব্যবস্থা করে এ অসুবিধা দূর করেন। তবে কারও কারও মতে, হজরত আলি (رضي الله عنه) এর নির্দেশে তাবেয়ি আবুল আসওয়াদ দুয়াইলি এ নুকতা সংযোজনের কাজটি করেছেন।

প্রথম অধ্যায়

১ম ভাগ

سورة البقرة

(সুরা আল বাকারা)

নামকরণ : بقرة শব্দটি একবচন, এর বহুবচন بقر যার অর্থ গাভী। সুরাটির ৬৭ নং আয়াত থেকে ৭১ নং আয়াত পর্যন্ত বনি ইসরাইলের প্রতি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি গাভী জবাই করার আদেশ এবং তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কিত ঘটনাবলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন-

{وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: ٦٧]

অত্র আয়াতে উল্লিখিত بقرة শব্দ অবলম্বনে সুরাটিকে سورة البقرة (সুরা আল বাকারা) নামে নামকরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সুরাটিতে বনি ইসরাইলের গাভী জবাই সম্পর্কিত বিষয় ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ের আলোচনা ও হিদায়াত সম্পর্কিত বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। মহানবি (ﷺ) মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে পবিত্র আল কুরআনের সকল সুরার জন্য পৃথক পৃথক নাম নির্ধারণ করেছেন।

বিষয়বস্তু :

সুরা আল বাকারা কুরআন মাজিদের সবচেয়ে বড় সুরা। এতে ২৮৬টি আয়াত ও ৪০টি রুকু রয়েছে। এ সুরায় শরিয়াতের আহকাম, রীতিনীতি এবং আদেশ-নিষেধ এত বেশি বর্ণিত হয়েছে যে, অন্য কোন সুরাতে এত বেশি বর্ণিত হয়নি। (মাআরেফুল কুরআন)

সুরাটির প্রারম্ভে আল্লাহ তাআলা বলেন, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ এ কিতাবে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিতাবখানা মুত্তাকি বা খোদাভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক। এরপর মুমিনদের গুণাবলি অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের পরিচিতি বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে মানব জাতির জীবন-মৃত্যুর দর্শন, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল সৃষ্টির তত্ত্ব, হজরত আদম (عليه السلام) ও হাওয়া (عليها السلام) এর জন্ম বৃত্তান্ত, তাঁদের জান্নাতে অবস্থান, তাঁদের পৃথিবীতে অবতরণ।

মহান আল্লাহ বনি ইসরাইলদের প্রতি তাঁর বিভিন্ন অনুগ্রহ ও নেয়ামত দান, তাদের অবাধ্যতা এবং তাঁর আদেশ অমান্য করার ভয়াবহ পরিণাম উল্লেখ করেছেন।

আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাদের (খৃষ্টান) নিজ নিজ ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাদের স্বীয় নবি ও রসুল তথা হজরত মুসা (عليه السلام) কে অস্বীকার করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

সুরাটির মধ্যে বনি ইসরাইলের একটি গরু জবাইয়ের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। ফেরাউন কর্তৃক বনি ইসরাইলের ওপর অত্যাচার, তার কবল থেকে তাদের মুক্তি এবং লোহিত সাগরে ফেরাউনের মৃত্যুর বিবরণ এতে বর্ণিত হয়েছে। তিহ্ ময়দানে বনি ইসরাইলের খাদ্যের জন্য মান্না ও সালওয়ার ব্যবস্থাকরণ এবং পাথরের গায়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করে আল্লাহ্র অনুগ্রহে পানির ব্যবস্থা করার বিবরণ এতে উল্লেখ হয়েছে। শনিবারের বিধান লংঘনের জন্য বনি ইসরাইলের এক দলের বানর হয়ে যাওয়ার বর্ণনাও এতে রয়েছে।

এ সুরায় মহান আল্লাহ হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) ও ইসমাইল (عليه السلام) এর পবিত্র কাবা ঘর নির্মাণ, হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) এর বিনীত প্রার্থনা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ সুরাতেই পূর্বের কিবলা বাইতুল মোকাদ্দাসের পরিবর্তে পবিত্র কাবাকে নির্ধারণের ঘোষণা নাজিল করা হয়। এজন্য আহলে কিতাব তথা ইহুদি ও নাসারাদের অন্তরে তাদের কিবলা বাইতুল মোকাদ্দাস পরিবর্তিত হওয়ায় যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা আলোচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ সুরা অবতরণের সমসাময়িককালে মদিনা সনদ রচিত হয়। এর ফলে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম পালনে সুযোগ পায়। ফলে অনুকূল পরিবেশে একের পর এক শরিয়তের আহকামসমূহের আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসলমানগণ সে হুকুমগুলো বাস্তবায়ন করতে থাকেন। সালাত, সাওম, জাকাত, হজ্জ, খাদ্য ও পানীয় বস্তুর হালাল হারাম সম্পর্কিত হুকুমও এ সময় নাজিল হয়।

যুগের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে নাজিল হয় দণ্ডবিধি, কিসাস, ওসিয়ত সম্পর্কিত আয়াতসমূহ।

মহান আল্লাহ নারীমুক্তির পথ হিসেবে তথা নারী-পুরুষ সকলের শান্তিময় সমাজ গঠনের উদ্দেশে নাজিল করেন বিবাহ, মোহরানা, তালাক, ইলা, খুলআ, রাজাআতের বিধানসমূহ।

আল্লাহ পাক সম্পদের সুষম বন্টনের উদ্দেশে তাঁর রচিত অর্থনীতির বিধিবিধান তথা জাকাত, ক্রয়-বিক্রয়, সুদ, বন্ধক, জুয়া, ঋণ আদান-প্রদান, অনাথ ও এতিমদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানসমূহ নাজিল করেন।

এ ছাড়াও বর্ণিত হয়েছে তালুত, জালুত ও হজরত দাউদ (عليه السلام) এর ঘটনা, বাবেল শহরে হারুত ও মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর বর্ণিত হয়েছে হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) এর সাথে নমরুদের বির্তকের ঘটনা, হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) কর্তৃক আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও তাওহিদের ঘোষণা, মানুষের লেনদেনের চুক্তি লেখা ও সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধান।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ও কাফেরদের বিপক্ষে সফলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মুমিনদেরকে তাঁর দরবারে মুনাজাত করার দোআ শিক্ষা দিয়েছেন।

১০১৬

সুরা আল বাকারা

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত : ২৮৬

প্রথম পাঠ : ১ম রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ (١) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٢) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٣) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ ؕ(٤) اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٥) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ
عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٦) خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ؕ وَعَلٰٓى
اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۫ وَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٧)

সরল অনুবাদ :

১. আলিফ-লাম-মিম,

২. এটা সেই কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্য এটা পথ নির্দেশ,

৩. যারা অদৃশ্যে ইমান আনে, সালাত কায়েম করে ও তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছে তা হতে ব্যয় করে,

৪. এবং তোমার প্রতি যা নাজিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তাতে যারা ইমান আনে ও আখিরাতে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী,

৫. তারাই তাদের প্রতিপালক নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

৬. যারা কুফরি করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর, তাদের উভয়ই সমান; তারা ইমান আনবে না।

৭. আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কর্ণ মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চক্ষুর উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

تحقيقات الألفاظ

الْكِتَابُ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে الكتب অর্থ– পুস্তক, বই, গ্রন্থ। এখানে الْكِتَابُ দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বুঝান হয়েছে।

هدى : শব্দটি মাসদার, বাব ضرب, এখানে هاد ইসমে ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ– পথপ্রদর্শক।

متقين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– খোদাভীরুগণ।

يؤمنون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ– তারা বিশ্বাস স্থাপন করে।

يقيمون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإقامة মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ– তারা কায়েম করে।

رزقناهم : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الرزق মাদ্দাহ ر+ز+ق জিনস صحيح অর্থ– আমরা তাদেরকে রিযিক দিয়েছি।

يوقنون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيقان মাদ্দাহ ي+ق+ن জিনস مثال يائي অর্থ– তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

المفلحون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإفلاح মাদ্দাহ ف+ل+ح জিনস صحيح অর্থ– সফলকামীগণ।

لم تنذر : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব إفعال মাসদার الإنذار মাদ্দাহ ن+ذ+ر জিনস صحيح অর্থ– তুমি ভয় দেখাওনি।

أنذرت : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإنذار মাদ্দাহ ن+ذ+ر জিনস صحيح অর্থ– তুমি ভীতি প্রদর্শন করেছ।

عظيم : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব كرم মাসদার العظمة মাদ্দাহ ع+ظ+م জিনস صحيح অর্থ– মহান, বড়।

تركيب الجملة

أولئك على هدى من ربهم : এখানে أولئك হলো مبتدأ আর على هدى من ربهم ثابت বাক্যাংশটি শিবহে ফেল এর সাথে মিলিত হয়ে خبر হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية خبرية হয়েছে।

শানে নুজুল

الٓمّٓ (١) ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ .... وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٥)

ওপরের আয়াতসমূহ মালিক সাইফ নামক একজন ইহুদি প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে। সে মুমিনদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বলে বেড়াত, এ কুরআন সেই কিতাব নয়, যার শুভ সংবাদ পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করে তার এ বিভ্রান্তিকর উক্তিতে সৃষ্ট সন্দেহ ও সংশয় দূর করেছেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ......................لَا يُؤْمِنُوْنَ (٦)

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, উক্ত আয়াত আবু লাহাব, আবু জাহল, ওয়ালিদ ইবনে মুগিরা, উতবা শাইবা এবং তাদের মত ভয়ঙ্কর কাফেরদের প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছিল। যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এরা সকলেই রসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। আল্লামা সুয়ুতি র. বলেন, আলোচ্য আয়াত দুটি সে সকল কাফেরের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে যাদের কেউ ইমান আনেনি এবং বদর যুদ্ধে কাফের অবস্থায় তারা নিহত হয়েছিল।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ .... وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

এ আয়াতে ইসলামের চিরশত্রু কতিপয় কট্টর কাফেরের অব্যাহত দুষ্কর্মের পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমান না আনার কারণে বরং রসুলুল্লাহ (ﷺ) এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতি শত্রুতামূলক কাজ করায় এবং শয়তানের অনুগত হওয়ায় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে এবং কর্ণসমূহে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। আর তাদের চক্ষুসমূহের ওপর পর্দা পড়ে আছে। ফলে তারা সত্যকে অন্তর দিয়ে বুঝতে পারে না, কান দিয়ে সত্য সম্পর্কিত উপদেশ শুনতে পায় না, তদ্রূপ চোখ দিয়ে সত্য সম্পর্কিত নিদর্শন দেখতে পায় না। ফলে তারা ইমান আনতে পারে না।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ও কর্ণে মোহরাঙ্কিত করেছেন এবং চোখে পর্দা পড়ে আছে বলে তাদের অন্তর, কান ও চোখ অনুভূতিহীন অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং ইমান না আনার জন্য তাদের দোষারোপ করা যাবে কিনা? এর উত্তরে বিভিন্ন তাফসিরকার বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

মুফাসসিরগণের কেউ কেউ এর উত্তরে আল্লাহ তাআলার বাণী পেশ করেছেন। যথা আল্লাহ বলেন: বরং তারাই তাদের নিজেদের (বদ) কর্মের কারণে তাদের অন্তরসমূহে মরিচা বসিয়ে দিয়েছে। (সূরা মুতাফফিফিন)

আল্লাহ এ মরিচারভাবকেই মোহর বা পর্দা শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেছেন, তাদের পাপ কাজসমূহের কারণে তাদের অন্তরসমূহে পাপের যে কালিমা (কাল মরিচা বা কাল দাগ) পড়েছে, তাকে এ আয়াতে পর্দা বলা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

الم এর তাৎপর্য: م ، ل ، ا আরবি বর্ণমালার তিনটি বর্ণ। সমগ্র কুরআন মাজিদে ২৯টি সুরার শুরুতে এরূপ বিচ্ছিন্ন বর্ণ রয়েছে। এ বর্ণগুলোকে الحروف المقطعات বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমালা বলা হয়। মুফাসসিরগণ একে আয়াতে মুতাশাবিহ-এর মধ্যে গণ্য করেছেন। অধিকাংশ মুফাসসির এ রকম বিচ্ছিন্ন বর্ণমালার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ পাকই ভাল জানেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (র) বলেছেন–الله أعلم بمراده به অর্থাৎ, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনিই ভালো জানেন। এরপরও কোন কোন তাফসিরকার এ বিচ্ছিন্ন বর্ণগুলোর মর্ম ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর এক বর্ণনায় আছে, الم এর অর্থ أنا الله أعلم অর্থাৎ আমি আল্লাহ অধিক জানি। তাঁর অপর এক বর্ণনায় আছে, الم এর الف দ্বারা আল্লাহ, لام দ্বারা জিবরাইল (আ.) এবং ميم দ্বারা হজরত মুহাম্মদ (সা.) কে বুঝান হয়েছে।

২. আল্লামা যামাখশারি বলেছেন, الم কুরআন মাজিদের নামসমূহের একটি নাম।

৩. কেউ কেউ বলেছেন, الم আল্লাহ তাআলার নামসমূহের একটি নাম।

৪. আবার কোন মুফাস্সির বলেছেন, الم সুরাসমূহের একটি সুরার নাম।

৫. কেউ বলেছেন, الم আল্লাহ তাআলার কসমের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখ্য, এ সকল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনুমানমাত্র। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রসুল (সা.) এগুলোর অর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছুই বলেন নি।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এমন গ্রন্থ যাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

২. ইহা মুত্তাকীদেরকে পথ প্রদর্শনকারী।

৩. মুত্তাকিদের প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো তারা অদৃশ্য সত্তাকে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে, আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে।

৪. কাফিররা ঈমান আনবে না। কারণ অব্যাহত দুষ্কর্মের পরিণামে আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন।

সুরা আল-বাকারার দ্বিতীয় রুকুতে বর্ণিত মুনাফিকদের লক্ষণসমূহ :

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের সুরা মুনাফিকুনসহ বিভিন্ন স্থানে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর যুগের মুনাফিক তথা কপট বিশ্বাসীদের লক্ষণ ও পরিচয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। যথা:

১. তারা প্রকাশ্যভাবে নিজেদেরকে আল্লাহ তাআলার, তাঁর রসুল এবং আখেরাতে বিশ্বাসী বলে দাবি করে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে এ সকল বিষয়ে ঘোর অবিশ্বাস পোষণ করে। তাই প্রকৃতপক্ষে তারা ইমানদার নয়।

২. তারা মনে করে, তারা আল্লাহ, রসুল এবং মুমিনদেরকে প্রবঞ্চিত করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কেবল নিজেরাই প্রতারিত হচ্ছে, আর সে সম্পর্কে তাদের কোন চেতনাই নেই। এ অজ্ঞতার কারণে তাদের অন্তরে যে অবিশ্বাস ও প্রতারণা রয়েছে, তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ জন্যই তাদেরকে পরিণামে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৩. তাদের তৃতীয় লক্ষণ এই যে, তাদেরকে অশান্তি সৃষ্টি করতে নিষেধ করলে তারা বলে إنما نحن مصلحون "আমরা শান্তি স্থাপনকারী মাত্র।" প্রকৃতপক্ষে তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝে না।

৪. তাদের চতুর্থ লক্ষণ এই যে, তাদেরকে যদি বলা হয় آمنوا كما آمن الناس "অন্যান্য বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মত তোমারাও বিশ্বাস স্থাপন কর।" তারা বলে, أنؤمن كما آمن السفهاء "আমরা কি ওই নির্বোধগণের মত (অন্ধভাবে) বিশ্বাস করব?" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্বোধ তো তারাই। অথচ তারা তা উপলব্দি করতে পারে না।

৫. মুনাফিকদের পঞ্চম লক্ষণ এই যে, তারা যখন ইমানদারদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আমরা ইমান এনেছি। আবার যখন তারা তাদের দুষ্ট দলপতিদের সাথে গোপনে মিলিত হয় তখন বলে, إنا معكم إنما نحن مستهزئون অর্থাৎ "আমরা তো তোমাদের সঙ্গেই আছি, মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়েছিলাম তো কেবল তাদেরকে প্রতারিত ও উপহাস করার উদ্দেশ্যে।" প্রকৃতপক্ষে তারা অবিশ্বাস ও সন্দেহের আবর্তে পড়ে কোন দিকে যাবে কিছুই স্থির করতে পারে না।

৬. মুনাফিক তারা, যাদের অন্তর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। হিদায়েত ও সদুপদেশ গ্রহণ এবং এর জন্য অনুতাপ প্রকাশের শক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বীয় জবানিতে صم بكم عمي অর্থাৎ বধির, মূক ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা সত্য অনুধাবনে অক্ষম, সত্য শ্রবণে অক্ষম, সত্য প্রকাশে অক্ষম এবং সত্য দর্শনে অক্ষম। তাদের সত্যের দিকে ফিরে আসা এবং একনিষ্ঠভাবে সত্য বা হিদায়েত গ্রহণ করা অসম্ভব। তাই তারা আর সত্যের পথে, হিদায়েতের পথে ফিরে আসবে না।

২০২৫

দ্বিতীয় পাঠ : ২য় রুকু

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ (٨) يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ (٩) فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ
وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ ۙ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (١٠) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا
نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ (١١) اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ (١٢) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ
اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ (١٣) وَاِذَا
لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ
(١٤) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٥) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ
بِالْهُدٰى ۠ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ (١٦) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ
اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ (١٧) صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا
يَرْجِعُوْنَ (١٨) اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ
الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۭ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ ۢ بِالْكٰفِرِيْنَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۭ كُلَّمَآ اَضَآءَ
لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۭ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٠)

সরল অনুবাদ:

৮. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি', কিন্তু তারা মুমিন নয়,

৯. আল্লাহ এবং মুমিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না, এটা তারা অনুভব ও করতে পারে না।

১০. তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।

২০১৫

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না', তারা বলে, 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'।

১২. সাবধান! তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।

১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সকল লোক ইমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ইমান আনয়ন কর, তারা বলে, 'নির্বোধগণ যেরূপ ইমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ইমান আনবো?' সাবধান! তারাই নির্বোধ কিন্তু তারা জানে না।

১৪. যখন তারা মুমিনগণের সংস্পর্শে আসে তখন তারা বলে, 'আমরা ইমান এনেছি', আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।'

১৫. আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন, এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

১৬. তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়।

১৭. তাদের উপমা, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল; এটা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায় না–

১৮. তারা বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরবে না।

১৯. কিংবা যেমন আকাশের বর্ষণমুখর ঘন মেঘ, যাতে রয়েছে ঘোর অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুর ভয়ে তারা তাদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবেশ করায়। আল্লাহ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

২০. বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয় তারা তখনই পথ চলতে থাকে যখন অন্ধাকারাচ্ছন্ন হয় তখন তারা থমকে দাঁড়ায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করতেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

تحقيقات الألفاظ

يخادعون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার الخداع
মাদ্দাহ خ+د+ع জিনস صحيح অর্থ– তারা প্রতারণা করে।

ما يشعرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الشعور
মাদ্দাহ ش+ع+ر জিনস صحيح অর্থ– তারা বুঝতে পারে না।

لقوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার اللقاء মাদ্দাহ

২০২৫

ل+ق+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তারা সাক্ষাত করল।

مستهزئون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব استفعال মাসদার الاستهزاء মাদ্দাহ ه+ز+و জিনস ناقص واوي অর্থ– বিদ্রূপকারীগণ।

يمد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার المد মাদ্দাহ م+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– সে অবকাশ দেয়।

يعمهون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার العمه মাদ্দাহ ع+م+ه জিনস صحيح অর্থ– তারা দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

اشتروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاشتراء মাদ্দাহ ش+ر+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তারা ক্রয় করল।

ما ربحت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي منفي معروف বাব سمع মাসদার الربح মাদ্দাহ ر+ب+ح জিনস صحيح অর্থ– সে লাভবান হয়নি।

استوقد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستيقاد মাদ্দাহ و+ق+د জিনস مثال واوي অর্থ– সে আগুন জ্বালালো।

أضاءت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإضاءة মাদ্দাহ ض+و+ء জিনস مركب অর্থ– আলোকিত করলো।

لا يبصرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإبصار মাদ্দাহ ب+ص+ر জিনস صحيح অর্থ– তারা দেখে না।

صيب : শব্দটি মূলে ছিল صَيْوِب এটা باب نصر থেকে মাসদার। অর্থ অবতরণ করা। এখানে বৃষ্টি উদ্দেশ্য।

رعد : এটা باب فتح থেকে মাসদার। অর্থ- গর্জন।

يكاد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব كاد মাসদার الكود মাদ্দাহ ك+و+د জিনস أجوف واوي অর্থ– উপক্রম হয়।

محيط : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإحاطة মাদ্দাহ ح+و+ط জিনস أجوف واوي অর্থ– পরিবেষ্টনকারী।

مشوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার المشي মাদ্দাহ م+ش+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তারা হাঁটলো।

يخطف : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার الخطف মাদ্দাহ خ+ط+ف জিনস صحيح অর্থ– সে ছিনিয়ে নেয়।

تركيب الجملة

إن الله على كل شيء قدير : এখানে إن হলো حرف مشبه بالفعل এবং الله হলো اسم إن . على হলো حرف جار আর كل شيء হলো مجرور অতঃপর জার-মাজরুর মিলে قدير এর সাথে متعلق مقدم হয়েছে। অতঃপর قدير، شبه فعل তার فاعل ও متعلق مقدم মিলে خبر إن হয়েছে। এখন اسم إن ও خبر إن মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ آمَنَّا بِاللهِ .... وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ .

মাআলিমুত্ তানজিলে বর্ণিত আছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াত মদিনার মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, মাতাব ইবনে কুশাইর ও জুদ ইবনে কাইস প্রমুখ মুনাফিকদের উদ্দেশ্যে নাজিল হয়েছে। এরা যখন মুসলমানগণের সাথে মিলিত হত, তখন তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ইমানের কথা স্বীকার করত। আবার যখন তারা নিজেরা নির্জনে পরস্পর একত্রিত হত, তখন তারা তাদের ইমানের কথা অস্বীকার করত। তারা মুখে ইমানের দাবি করত এবং অন্তরে কুফরি পোষণ করত। তাদের এ রকম দ্বিমুখী আচরণ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, একবার হজরত আলি (ﷺ) মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সাথীদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং মুনাফেকি ত্যাগ কর। প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়া এবং গোপনে কাফের বা অবিশ্বাসী থাকা অত্যন্ত খারাপ ও ঘৃণিত কাজ।" এ কথার উত্তরে মুনাফিকগণ বলল–

"হে আলি, আমরা খাঁটি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কি তুমি আমাদেরকে মুনাফিক ও কাফের বলছ?' মহান আল্লাহ তাদের এ উত্তরের প্রতিবাদ স্বরূপ এ আয়াতসমূহ নাজিল করেন।

২০২৫

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ .... وَاللهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ

মদিনার দুজন মুনাফিক দুরভিসন্ধি নিয়ে মক্কার কুরায়েশদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রসুল (ﷺ) এর দরবার হতে গোপনে মক্কায় পালিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় রাতে ভীষণ ঝড় ও বজ্রবৃষ্টি শুরু হল যে, তাদের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল। অন্ধকারে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে তারা সামান্য অগ্রসর হতে থাকল, আবার অন্ধকার হয়ে গেলে তাদেরকে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছিল। এই ঘোর বিপদে পড়ে তারা মনে করল, হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবার থেকে মুসলামনদের বিরুদ্ধে অসৎ উদ্দেশ্যে মুশরিকদের সাথে মেশার জন্য তারা মক্কায় যাচ্ছে বিধায় তাদের ওপর এ বিপদ বা আল্লাহ তাআলার গযব পড়েছে। তাই তারা প্রতিজ্ঞা করল, রসুলের দরবারে হাজির হয়ে তওবা করত: মুসলমান হয়ে যাবে। পরদিন সকাল হলে তাঁরা রসুল (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁদের সম্পর্কে অত্র আয়াত নাজিল হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوْا .... وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। মুনাফিকদেরকে যখন মক্কার মুসলিম তথা সাহাবায়ে কেরামের ন্যায় ইমান আনার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়, তখন তারা বলে, "আমরা কি নির্বোধ লোকদের ন্যায় ইমান আনব? তাদের এ জঘন্য মানসিকতার উত্তরে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবির কাছে তাদের স্বরূপ উদঘাটন করে বলেন الا إنهم هم السفهاء প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল কপট বিশ্বাসী নির্বোধ, কিন্তু তাদের মূর্খতার কারণে তারা তা উপলব্দি করতে পারে না।

মুনাফিকদের দল অন্যান্য ইসলাম গ্রহণকারীদের নির্বোধ বলেছিল। কারণ তাদের ধারণা ছিল, ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের মান-সম্মান, সামাজিক প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে। আর আল্লাহ পাক তাদের নির্বোধ বলেছেন এ অর্থে যে, এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর সাময়িক ভোগ-বিলাসের তুলনায় পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি অনেক উত্তম উপার্জন, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সত্যিকারের নির্বোধ বলেছেন।

وَإِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ آمَنُوْا .... إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক মুনাফিকদের মুনাফেকির স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। মুনাফিকগণ যখন মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করত তখন বলত, "আমরা ইমান এনেছি, আমরা তোমাদের সাথেই আছি।" অথচ তাদের অন্তর নেফাক ও কপটতায় পূর্ণ থাকত। তারা মুসলমানদের নিকট থেকে সুযোগ সুবিধা লাভ করার উদ্দেশ্যে এ ভ্রাতৃসুলভ কথা বলত, কিন্তু যখন তারা তাদের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করে তখন বলে, তারা শুধুমাত্র পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিল এবং ঠাট্টা বিদ্রুপের নিমিত্তে মুসলমানদের এভাবে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের দলপতিদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। কারণ তারা ইসলামের ক্ষতি সাধনে ইবলিস শয়তানের মতই তৎপর থাকে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَالَّذِيْنَ .... وَمَا يَشْعُرُوْنَ

মুনাফিকগণ আল্লাহ ও মুমিনগণকে ধোকা দিচ্ছে এর মর্মার্থ :

আয়াতটির প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায়, মুনাফিকগণ আল্লাহ তাআলা এবং মুমিনগণকে ধোকা দিচ্ছে, কিন্তু এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, আল্লাহ তাআলা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, হাজের ও গায়েব দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুর এমনকি মানুষের মনের খবরও জানেন। আর ধোকা সে ব্যক্তিকেই দেওয়া যায়, যে ব্যক্তি ধোকাদানকারীর মনের খবর জানে না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকগণ আল্লাহ ও তাঁর মুমিন বান্দাদের ধোকা দিচ্ছে-এর প্রকৃত মর্মার্থ হচ্ছে, ধোকাদানকারী মুনাফিকগণ অমূলক চিন্তা করে যে, আল্লাহ ও মুমিনগণ তাদের মুনাফেকির বা দ্বিমুখী নীতির খবর জানেন না। তাই তারা মনে করছে, তারা আল্লাহ ও মুসলমানগণকে ধোকা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই নিজেদের ধোকা দিচ্ছে। তাদের জন্য কিয়ামত দিবসে কঠোর শাস্তি রয়েছে, তারা তা বুঝছে না।

হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইসহ মদিনার মুনাফিকগণ মুসলমানদের সামনে বলত, "আমরা ইমান এনেছি।" আবার কাফেরদের সাথে মিলিত হয়ে বলত, "আমরা তোমাদের সাথেই আছি।" আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে এ আয়াত নাজিল করেন-

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ .... بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

তাদের (মুনাফিকদের) অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে এর মর্মার্থ :

আলোচ্য আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, "তাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে সে ব্যাধি আরও বৃদ্ধি করে দিলেন।" মুফাসসিরগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মত পেশ করেছেন।

আল্লামা কুরতুবি র. বলেন, "আল্লাহ পাক মুনাফিকদের অন্তরে সন্দেহ, সংশয় ও নিফাক আরও বৃদ্ধি করে দিলেন। কেউ কেউ বলেন, এখানে ব্যাধি বলতে ধর্মীয় ব্যাধি বুঝান হয়েছে। যথা-আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহের রোগ ব্যাধি বাড়িয়ে দিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ পাক যতই মুমিনগণের উন্নতি তথা ক্রমে ক্রমে মুমিনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিচ্ছেন, মুনাফিকদের হিংসা, ঈর্ষার যন্ত্রণারূপী ব্যাধি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অর্থাৎ মুমিনদের সংখ্যা ও প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজে যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, মুনাফিকদের অন্তরে হিংসা ও ঈর্ষার যন্ত্রণা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. মুনাফিকরা মুখে ঈমানের কথা বললেও তাদের অন্তরে কুফুরি।
২. তারা মনে করে মুনাফেকি / দ্বিমুখী আচরণের দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে ও মুমিনদেরকে ধোকা দেয়া যায়।
৩. তাদের অন্তরে কপটতার ব্যধি রয়েছে ।
৪. তারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে কিন্তু তারা তা বুঝতে সক্ষম হয় না।
৫. তারা মুসলমান ও কাফেরদের সাথে দ্বিমুখী আচরণ করে।
৬. মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

তৃতীয় পাঠ : ৩য় রুকু

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (٢١) الَّذِىْ جَعَلَ
لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ
فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٢) وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ
مِّنْ مِّثْلِهٖ ۖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٢٣) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۚ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ (٢٤) وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا
هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيْهَآ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ
(٢٥) اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْىٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا
وَّيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (٢٦) الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ
وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (٢٧) كَيْفَ
تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٨) هُوَ
الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيْمٌ (٢٩)

সরল অনুবাদ:

২১. হে মানুষ ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার,

২২. যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে শুনে কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করো না।

২৩. আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমার কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এটার অনুরূপ কোন সুরা আনয়ন কর এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতিত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর।

২৪. যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনোই করতে পারবে না, তবে সেই আগুনকে ভয় কর মানুষ ও পাথর হবে যার ইন্ধন, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

২৫. যারা ইমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে তাদেরকে শুভ সংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিম্ন দেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকারূপে যা দেওয়া হয়েছে এটাতো তারই'; তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গীনী রয়েছে, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

২৬. আল্লাহ মশা কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উপমা দিতে সংকোচ বোধ করেন না। সুতরাং যারা ইমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয়ই এটা সত্য যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে। কিন্তু যারা কাফির তারা বলে যে, আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এই উপমা পেশ করেছেন? এটা দ্বারা অনেকেই তিনি বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু লোককে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি পথ পরিত্যাগিগণ ব্যতিত আর কাউকে বিভ্রান্ত করেন না–

২৭. যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর এটা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

২৮. তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তার দিকেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

২৯. তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং এটাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

تحقيقات الألفاظ

تتقون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা বেঁচে থাকবে।

اعدت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإعداد মাদ্দাহ ع+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।

متشابه : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفاعل মাসদার التشابه মাদ্দাহ ش+ب+ه জিনস صحيح অর্থ– পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।

مطهرة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم مفعول বাব تفعيل মাসদার التطهير মাদ্দাহ ط+ه+ر জিনস صحيح অর্থ– পবিত্রকৃতা।

خالدون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الخلود মাদ্দাহ خ+ل+د জিনস صحيح অর্থ– অনন্তকাল অবস্থানকারীগণ।

لا يستحيي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব استفعال মাসদার الاستحياء মাদ্দাহ ح+ي+ي জিনস لفيف مقرون অর্থ– সে লজ্জাবোধ করে না।

استوى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاستواء মাদ্দাহ س+و+ي জিনস لفيف مقرون অর্থ– তিনি মনোনিবেশ করলেন।

تركيب الجملة

فلا تجعلوا لله أندادا : এখানে ف হলো تعليلية আর لا تجعلوا ফেল ও ফায়েল, لله হল متعلق এবং أندادا হলো مفعول, এখন فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية إنشائية হয়েছে।

শানে নুজুল

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِيْ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا .... إِلَّا الْفَاسِقِيْنَ

তাফসিরকার সুদ্দি র. স্বীয় তাফসিরে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন মহান আল্লাহ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا এবং أو كصيب من السماء নাজিল করেন তখন মুনাফিকগণ বলতে শুরু করল, "আল্লাহ মহান ও সুউচ্চ। আল্লাহ তাআলার জন্য এমন ক্ষুদ্র বস্তুর উদাহরণ উপস্থাপন করা শোভনীয় নয়।" মুনাফিকদের কথা প্রত্যাখ্যান করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন, আল্লাহ কোন মশা, মাছির উদাহরণ প্রদান করতেও লজ্জাবোধ করেন না।

কাতাদা (রাঃ) হতে আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন, যখন মহান আল্লাহ إن أهون البيوت لبيت العنكبوت নাজিল করেন, তখন মুশরিকগণ, বলে, আল্লাহ এত ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ উপস্থাপন করেন, অথচ আল্লাহ মহান। তখন উক্ত কথা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ উপরোক্ত আয়াত নাজিল করেন।

মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু

يَآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ .... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অত্র আয়াতে সৃষ্টি জগতের সব কিছুর উপাসনা আরাধনা হতে বিরত থেকে এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি সকল মানুষকে আহবান জানান হয়েছে। আহবানের সাথে অকাট্য দলিলও পেশ করা হয়েছে। যাতে সামান্য জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিও একটু চিন্তা করলেই তাওহিদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়। কারণ, সে একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে যে, সমস্ত সৃষ্ট প্রাণীর প্রতিপালনের এ সকল দায়িত্ব নেওয়া আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে এ অগণিত নিয়ামত মাটি বা পাথর নির্মিত কোন মূর্তি দান করতে পারে না।

১০৩৮

এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে সত্তার ইবাদতের জন্য আবহান জানান হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা ইবাদত প্রাপ্তির উপযুক্ত নয়।

অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, তিনি শুধু বর্তমান কালের মানবগণকেই সৃষ্টি করেননি; বরং তাদের পূর্বপুরুষগণকেও মানুষরূপে সৃষ্টি করেছিলেন বানররূপে নয়। তিনি আয়াতটির শেষাংশে মানুষ জাতির কর্তব্য সম্পর্কেও বলেছেন যে, মানুষ যেন তাকওয়া অবলম্বন করে, তারা যেন আল্লাহ্‌র নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশিত কাজ করে।

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا .... وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অত্র আয়াতে সেই সমস্ত নিয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা মানুষের জন্য সৃষ্ট বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ সকল নিয়ামত দান করেছেন। নিয়ামতের মধ্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ফসলের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যমিনকে পানির মত এমন নরম করা হয়নি যাতে কেউ স্থির হয়ে দাঁড়াতে না পারে, আবার লৌহ অথবা পাথরের মত এত শক্তও করা হয়নি যে, প্রয়োজনে সহজে ব্যবহার করা যাবে না; বরং নরম ও শক্ত এ দু'-এর মধ্যবর্তী অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে মানুষ সহজে ভূমি কর্ষণ করে জীবনের প্রয়োজনীয় উপায় উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে। দ্বিতীয় নিয়ামত উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আকাশকে অতি মনোরম শোভায় শোভিত করে একটি ছাদের ন্যায় ওপরে বিস্তৃত করে রাখা হয়েছে। তৃতীয় নিয়ামত এই যে, আল্লাহ আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। চতুর্থ নিয়ামত হচ্ছে, আল্লাহ পানি বর্ষণ করে মানুষের খাদ্যের জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেন।

অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি লালন-পালন করেছেন এবং আমাদের জীবন ধারণের জন্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একমাত্র ইবাদত বন্দেগী ও আনুগত্য পাবার মালিক। অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ বিবেচনা করা যাবে না।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا .... إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ

এ আয়াতে মহানবি (ﷺ) এর রিসালাত প্রমাণ করা হয়েছে। প্রত্যেক নবিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবুয়াতের সত্যতার অনুকূলে মুজেযা বা অলৌকিক বিষয়ের ক্ষমতা প্রদান করেছেন। কাজেই মহানবি (ﷺ) কেও তাঁর নবুয়াতের প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহ্ অসংখ্য মুজিজা দান করেছেন। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুজিজা হল এই কুরআন মাজিদ। কুরআন মাজিদ সম্পর্কে কাফেরগণের সন্দেহ ছিল যে, সম্ভবত মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজেই এর রচয়িতা। এমতাবস্থায় কুরআন যে আল্লাহ তাআলার বাণী এবং তিনি যে, আল্লাহ্‌র নবি এ বিষয়েই সন্দেহ এসে যায়। এ সন্দেহ দূর করে তাঁর নবুয়াতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই আল্লাহ পাক এ আয়াত নাজিল করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা যদি আমার এ কিতাব সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের মধ্যে থাক, যা আমার বান্দার ওপর আমি নাজিল করেছি।" আর যদি মনে কর যে, এ কিতাব আল্লাহ্‌র কালাম নয় বরং মুহাম্মদ (ﷺ) নিজেই রচনা করে আল্লাহ তাআলার নামে চালিয়ে দিচ্ছেন, তা হলে তোমরাও উক্ত কিতাবের অনুরূপ কোন একটি সুরা রচনা করে দেখাও, আর তোমরা আরবি ভাষায় রসুল (ﷺ) অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ। এ ব্যাপারে তোমাদের আরও সুযোগ দেওয়া যাচ্ছে যে, তোমরা সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মধ্য থেকে যারা সুরা রচনা করার ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করতে পারে এমন সব লোকদের সাহায্য নিয়ে ছোট্ট একটি সুরা রচনা কর। অতএব, তোমাদের সমবেত চেষ্টায় যদি কুরআনের অনুরূপ কোন সুরা রচনা করতে না পার, তা হলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে,

১০২৫

কুরআন আল্লাহর বাণী এবং হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ তাআলার নবি। এ আয়াত দ্বারা প্রামাণিত হয়েছে যে, কুরআন মাজিদ মহানবি (ﷺ) এর সর্বাপেক্ষা বড় মুজিজা। ইতোপূর্বে সকল নবির মুজিজা তাঁদের জীবন কাল পর্যন্ত শেষ হয়েছে। কিন্তু কুরআন এমন এক বিচিত্র মুজিজা যা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। কেননা, মহানবি (ﷺ) এর নবুয়াতও কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا .... إِلَّا الْفَاسِقِينَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা অবিশ্বাসী কাফেরদের একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। কাফেররা বলত, "মুসলমানগণ যে বলে, তাদের আল্লাহ মহান আর তাঁর বাণীও মহান, কিন্তু এ মহান গ্রন্থে, তথা কুরআন মাজিদে উপমা ও দৃষ্টান্ত প্রদানের জন্য তিনি কি মশা-মাছি, পিঁপড়া, মৌমাছি, মাকড়সার ন্যায় এ রকম তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী ও বস্তু ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেলেন না?" কাফেরদের প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের সাহায্যে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর জন্য তাঁর দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ প্রদান করা হয় কোন বক্তব্যকে শ্রোতাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যই। তাতে বক্তার ব্যক্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে উদাহরণ বা দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য থাকা জরুরি নয়। তাই যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসী ও পরিণামদর্শী, তারা এ দৃষ্টান্তকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং উপলব্ধি করতে পারে যে, এ ক্ষুদ্র মশা-মাছির উপমা দ্বারা আল্লাহ তাআলা কাফেরদের কল্পিত দেব-দেবি যে এই তুচ্ছ প্রাণীদের চাইতেও দুর্বল ও অসার, তাই প্রমাণ করেছেন। পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী কেবল তারাই এ ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন করে এবং পবিত্র কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে পথভ্রষ্ট হয়। কোন কোন তাফসিরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, আল্লাহ মশা-মাছি ইত্যাদির মত ক্ষুদ্র প্রাণী অথবা এর চেয়ে বড় প্রাণী উভয় ধরনের উপমা বা দৃষ্টান্ত দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ .... أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব জাতি এ জগতে আগমনের পূর্বে মহান স্রষ্টা তাদের আত্মাগুলোকে একত্রিত করে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' জবাব অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সকলে স্বীকার করে বলেছিল, হ্যাঁ মহান আল্লাহ (আপনিই) আমাদের প্রতিপালক।"

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে, আত্মীয়স্বজন এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সাথে যথার্থভাবে সম্পর্ক বজায় রাখা ইসলামের বিধান। এ ব্যাপারে অমনোযোগিতার কারণে পৃথিবীব্যাপী অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিশেষে আল্লাহ বলেছেন, যারা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে অশান্তি ও ফাসাদ সৃষ্টি করে, তারা ক্ষতিগ্রস্থ। তাদের পরিণতি খুবই করুণ।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত টীকা

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا .... وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

الجنة (বেহেশত) : الجنة শব্দটি একবচন, এর বহুবচনে الجنان এর অর্থ, উদ্যান, বেহেশত। আরবগণ খুব ঘন ছায়াদানকারী খেজুর ও অন্যান্য গাছের বাগানকে جنة বলে। এর অপর অর্থ الستر এর অর্থ কোন কিছু ঢাকা বা আবৃত করা। তাই গাছপালা ও লতা পাতা দ্বারা আবৃত স্থানকে جنة বলে। আখিরাতের জীবনে

আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে جنة অর্থাৎ বাগান বা উদ্যানসহ মনোরম বালাখানাগুলোতে বাস করতে দেবেন। এ বালাখানাগুলো বা উদ্যানগুলোর পার্শ্বদেশ দিয়ে ছোট ছোট নহর বা নদী প্রবাহিত থাকবে। জান্নাতবাসীদের খাবারের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু অনেক রকমের প্রচুর ফলফলাদির বাগান থাকবে। পূত পবিত্র রমণীগণ থাকবে। তারা চিরদিন এখানে বসবাস করবে।

জান্নাতের স্তর বা শ্রেণি: জান্নাতের স্তর বা শ্রেণি ৮টি। যথা- ১. জান্নাতুল ফিরদাউস, ২. জান্নাতুল মাওয়া ৩. দারুল মাকাম, ৪. দারুল কারার, ৫. জান্নাতুন্নাঈম, ৬. জান্নাতুল আদন, ৭. দারুল-খুলদ এবং ৮. দারুস-সালাম

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. মহান স্রষ্টার ইবাদত করার নির্দেশ।

২. আল্লাহ তাআলা এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করতে নিষেধ করেছেন।

৩. আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের সুরাসমূহ থেকে একটি ছোট সুরা উপস্থাপন করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআনের মোকাবিলা করার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বিশ্ববাসীর সামনে।

৪. বেহেশতে অসংখ্য প্রকারের ফল মূল থাকবে দুনিয়ার ফল মূলের মত তবে স্বাদ ও ঘ্রাণ-ভিন্ন হবে।

৫. আল্লাহ তাআলা মশা-মাছি, পিপড়া, মৌমাছি, মাকড়সার মত ছোট ছোট প্রাণী দ্বারা উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না এতে আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব ও কমে যায় না। কারণ কাফের মুশরিকদের পাথরের তৈরি দেব-দেবীগুলো এ সব প্রাণীর চেয়েও দুর্বল অসার।

৬. আমাদের জীবন-মরণের তিনিই একমাত্র মালিক।

৭. এ পৃথিবীর সব কিছুই তিনি মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন।

চতুর্থ পাঠ : ৪র্থ রুকূ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٣٠) وَعَلَّمَ اٰدَمَ
الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٣١)
قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (٣٢) قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ
بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ
وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (٣٣) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ۗ

اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ (٣٤) وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٣٥) فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا
فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۪ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ
اِلٰى حِيْنٍ (٣٦) فَتَلَقّٰۤى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (٣٧) قُلْنَا اهْبِطُوْا
مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٣٨)
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٣٩)

সরল অনুবাদঃ

৩০. স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলবেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি কারী', তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।'

৩১. আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সমুদয় ফেরেশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, 'এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদি হও।'

৩২. তারা বলল, 'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।'

৩৩. তিনি বললেন, 'হে আদম! তাদেরকে এ সকল নাম বলে দাও।' সে তাদেরকে এই সকলের নাম বলে দিলে তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদিগকে বলিনি যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তুর সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাও জানি।'

৩৪. যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলিশ ব্যতিত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

৩৫. এবং আমি বললাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হইও না; ফলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

৩৬. কিন্তু শয়তান এটা হতে পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম, 'তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।'

৩৭. অতঃপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৮. আমি বললাম, 'তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।'

৩৯. যারা কুফরি করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

تحقيقات الألفاظ

خليفة : শব্দটি একবচন, বহুবচনে خلفاء অর্থ- প্রতিনিধি।

يسفك : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার السفك
মাদ্দাহ س+ف+ك জিনস صحيح অর্থ- সে রক্তপাত করবে।

أنبئوني : ني শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব
إفعال মাসদার الإنباء মাদ্দাহ ن+ب+ء জিনস مهموز لام অর্থ- তোমরা আমাকে সংবাদ দাও।

استكبر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستكبار
মাদ্দাহ ك+ب+ر জিনস صحيح অর্থ- সে অহংকার করল।

لا تقربا : ছিগাহ تثنية مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব سمع মাসদার القرب মাদ্দাহ
ق+ر+ب জিনস صحيح অর্থ- তোমরা দু'জন নিকটবর্তী হবে না।

أزل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإزلال
মাদ্দাহ ز+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে পদস্খলন ঘটাবে।

تلقى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التلقي মাদ্দাহ
ل+ق+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে লাভ করল।

كذبوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التكذيب
মাদ্দাহ ك+ذ+ب জিনস صحيح অর্থ- তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

تركيب الجملة

اسكن أنت و زوجك الجنة : এখানে **اسكن** ফেল আর **أنت** হল **معطوف عليه** এবং **و** হলো **حرف عطف** আর **زوجك** মুযাফ ও **مضاف إليه** মিলে **معطوف** . এখন **معطوف عليه** ও **معطوف** মিলে **فاعل** হয়েছে। আর **الجنة** হলো **مفعول فيه** . অতঃপর **فعل** আর **فاعل** ও **مفعول فيه** মিলে **جملة فعلية** হয়েছে।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ .... إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

এ আয়াতে আদম (عليه السلام) এর সৃষ্টি সম্পর্কে ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহ তাআলার পরামর্শের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। ফেরেশতাগণ মানুষ সৃষ্টির রহস্য জানার জন্য বললেন যে, মানুষ সৃষ্টি করা হলে তাঁরা পৃথিবীতে মারামারি কাটাকাটি করতে পারে। সেখানে তারা মারাত্মক অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে। ফেরেশতাগণ আরও বললেন, তাঁরাই তো আল্লাহ পাকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনায় লিপ্ত আছেন। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সন্দেহের উত্তর প্রদান করে ঘোষণা করলেন **إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ** অর্থাৎ আমি যে আদম সৃষ্টি করতে যাচ্ছি তার রহস্য সম্পর্কে আমি যা জানি তোমরা তা জান না। এরপর আল্লাহ পাক মাটি দ্বারা আদমের দেহ সৃষ্টি করত তাতে রূহ সংযোগ করলেন। আদম (عليه السلام) মানবরূপে সঞ্জীবিত হলেন।

আল্লাহ পাক আদম (عليه السلام) কে সৃষ্টির পূর্বে আরও অনেক জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। আদম সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বে জ্বিন জাতিও সৃষ্টি করেছিলেন। ফেরেশতাগণ এদের অশান্তিমূলক কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আদম (عليه السلام) এর সৃষ্টিতে মানুষের অশান্তিমূলক কার্যকলাপ করার বিষয়ে সন্দেহ করেছিলেন মাত্র। ফেরেশতাদের এ উক্তি আল্লাহর কাজের বিরোধিতামূলক ছিল না; আর এতে ফেরেশতাদের কোন অন্যায়ও হয়নি।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ .... وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাগণকে হজরত আদম (عليه السلام) কে সাজদা করতে বলায় ইবলিস ছাড়া সকল ফেরেশতা কর্তৃক হজরত আদম (عليه السلام) কে সাজদা করার মধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ আর ইবলিসের গর্ব ও অহঙ্কারজনিত অপরাধের কারণে তার চরম অধঃপতনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত বস্তুগুলো নাম বর্ণনা করায় হজরত আদম (عليه السلام) এর চরম বিজয় আর ফেরেশতাদের অপারগতার মাধ্যমে ফেরেশতাকুলের ওপর হজরত আদম (عليه السلام) এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। মহান আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদম (عليه السلام) এর প্রতি সম্মানসূচক সাজদার নির্দেশ দেন। একমাত্র ইবলিস ছাড়া সকল ফেরেশতাই এ আদেশ মেনে নেন। ইবলিস মূলত জ্বিন ও আগুনের তৈরি হওয়ায় মাটির তৈরি আদম (عليه السلام)

এর চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। অহঙ্কারবশত এ আদেশ অমান্য করে ইবলিস স্বীয় দাম্ভিকতার ফলে অভিশপ্ত শয়তানে পরিণত হয়ে জান্নাত হতে বিতাড়িত হয়।

হজরত আদম (عليه السلام) কে যে সাজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং মিসরে হজরত ইউসুফকে তাঁর ভ্রাতাগণ যে সাজদা করেছিল, তা ছিল সম্মান প্রদর্শনের, ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। পূর্ববর্তী নবিদের শরিয়তে এ ধরনের সাজদা বৈধ ছিল, কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মাদিতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا ....وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

আয়াতটিতে অভিশপ্ত শয়তান ইবলিসের প্ররোচনায় হজরত আদম (عليه السلام) ও হজরত হাওয়া (عليها السلام) এর পদস্খলন এবং এর পরিণতি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। হজরত আদম (عليه السلام) কে সৃষ্টি করে তাঁকে সাজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দেন। ইবলিস ব্যতীত সকল ফেরেশতা সাজদা করলেন। ইবলিস অহংকার করে সাজদা করল না। সে অভিশপ্ত হল। এতে সে হজরত আদম (عليه السلام) ও হজরত হাওয়া (عليها السلام) কে বেহেশত থেকে বিতাড়নের প্রতিজ্ঞা করে।

বেহেশতে বসবাসরত হজরত আদম (عليه السلام) ও বিবি হাওয়া (عليها السلام) এর সুখ-শান্তি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ইবলিস তাঁদেরকে বেহেশতচ্যুত করার উদ্দেশে তাঁদের নিতান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে তাদেরকে আল্লাহ ঘোষিত নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর চক্রান্তে লিপ্ত হয়। ইবলিস তাঁদেরকে বলে যে, উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণের ফলে তাঁরা জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে। অন্যথায় তাঁদেরকে অচিরে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হবে। ইবলিসের এ প্ররোচনায় প্রথমে হাওয়া (عليها السلام) পরে তাঁর লোভ দেখানোতে আদম (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। সাথে সাথে তাঁদের দেহ থেকে বেহেশতের পোশাক খসে পড়ে যায়। তখন তাঁরা লজ্জিত হয়ে গাছের পাতায় তাঁদের লজ্জাস্থান আবৃত করে নেন। তখন আল্লাহ পাকের হুকুম হল-" তোমরা জান্নাতে বসবাসের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছ। অতএব, তোমাদের এবার পৃথিবীতে অবতরণ করতে হবে। সেখানে তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বসবাস করতে থাকবে।" অতঃপর তাদেরকে পৃথক পৃথক স্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। কারো কারো মতে, হজরত আদম (عليه السلام) কে সিংহলে এবং হজরত হাওয়া (عليها السلام) কে বর্তমান সউদি আরবের জেদ্দায় নামান হয়।

নবি রসুলগণ পাপ থেকে পবিত্র। এ সম্পর্কে চার ইমাম অভিন্ন মত পোষণ করেন। এতদসত্ত্বেও হজরত আদম (عليه السلام) কিরূপে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্য করে পাপে লিপ্ত হলেন? এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- {وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: ١١٥] আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম, কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। (ত্ব-হা : ১১৫) আদম (عليه السلام) ইচ্ছাকৃত আল্লাহ তাআলার আদেশ অমান্য করেননি; বরং ভুলবশতঃ অমান্য করেছেন, যা পাপ নয় বলে বিবেচনা করা যায়।

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ .... هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

নিষিদ্ধ ফল খাওয়ায় হজরত আদম (عليه السلام) ও হাওয়া (عليها السلام) কে বেহেশত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তাঁরা শূন্য পৃথিবীতে নিজ নিজ অঞ্চলে একা একা ভীষণ করুণ অবস্থায় বসবাস করেন। ইতোপূর্বে তাঁরা এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হননি। তাই তাঁরা চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। ২০১৫

এ করুণ অবস্থা দেখে আল্লাহ পাক ক্ষমা প্রার্থনার কয়েকটি বাক্য হজরত আদম (ﷺ) কে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা অত্র আয়াতে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হজরত আদম (ﷺ) স্বীয় প্রতিপালকের নিকট থেকে কয়েকটি বাক্য লাভ করলেন এবং রাত দিন কান্নাকাটি করে, অত্যন্ত অনুতাপের সাথে সেই বাক্যসমূহ পাঠ করতে থাকেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁদের তওবা কবুল করলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। বর্তমান সউদি আরবের আরাফাতের ময়দানে কয়েকশত বছর পর তাঁদের দু'জনের পুণর্মিলন হয়। যে সব বাক্য হজরত (ﷺ) কে তওবার উদ্দেশ্যে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা কুরআন মাজিদের অন্যত্র বলা হয়েছে তা হল– [الأعراف: ٢٣] {رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ}

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ .... إِنِّيْٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

হজরত আদম (ﷺ) ও হজরত হাওয়া (ﷺ) এর ঘটনা :

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ফেরেশতাদের নিকট মানুষ সৃষ্টি করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ইতোপূর্বে আল্লাহ পাক জিন জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। জিনরা অধিকাংশ সময় নিজেদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাটি অশান্তি সৃষ্টি করত। তাদের অনেকে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য ছিল। ফেরেশতারা তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আরয করেন, "হে আমাদের রব, আপনি এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, যারা (পূর্বসৃষ্ট জিনদের মত) নিজেদের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে, অযথা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে পারে। হে রব, আমরাই তো সর্বদা আপনার যিকির করছি, তাসবিহ পাঠ করছি। আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি।" তাদের এ কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন إِنِّيْٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ "নিশ্চয়ই আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" এরপর আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাক ফেরেশতার মাধ্যমে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে পবিত্র মাটি সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁর পছন্দমত এবং তাঁর প্রিয় আকৃতিতে আদম (ﷺ) এর দেহ ও অন্যান্য অবয়ব সৃষ্টি করেন। এরপর আল্লাহ আদম (ﷺ) কে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা ঘোষণা করার পূর্বে আদম (ﷺ) কে সমস্ত সৃষ্টির নাম ও কোন জিনিসে কি উপকার হয় তাও শিখিয়ে দিলেন। এবার সে সকল জিনিস ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করে তাদেরকে সেগুলোর নাম বলতে বললেন। ফেরেশতাগণ বললেন, 'হে আমাদের রব, আপনি যতটুকু আমাদের শিখিয়েছেন, তাঁর চেয়ে বেশি আমাদের জানা নেই।' এবার আল্লাহ আদম (ﷺ) কে সকল জিনিসের নাম বলতে বললেন। আদম (ﷺ) তা বলে দিলেন। এতে হজরত আদম (ﷺ) এর জ্ঞান এবং হেকমত ফেরেশতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হল। এবার আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে হজরত আদমকে সাজদা করতে নির্দেশ দেন। সকল ফেরেশতা সাজদা করলেন, কিন্তু ইবলিস শয়তান তাঁকে সাজদা করল না। সে অহংকার করে বলল, "আমি আগুনের তৈরি, আর আদম মাটির তৈরি। আমি আদমকে সাজদা করতে পারি না।" সে

অবাধ্য হওয়ায় অভিশপ্ত হয়ে বেহেশত থেকে বিতাড়িত হয়। আল্লাহ হজরত আদম (عليه السلام) কে বললেন, "তুমি এবং তোমার স্ত্রী দু'জনে বেহেশতের মধ্যে থাক। এর ভিতরে যেখান থেকে চাও এবং যা চাও আনন্দের সাথে খাও এবং পান কর। তবে খবরদার, তোমরা ঐ নির্দিষ্ট গাছটির কাছেও এসো না।" এদিকে ইবলিস বেহেশতে তাঁদের এত আরাম দেখে তাঁদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তাঁদের খুব হিতাকাংক্ষী সাজে। সে তাঁদেরকে প্রলোভন দেখায় যে, যদি ঐ বৃক্ষের ফল তাঁরা খান, তাহলে চিরদিন তাঁরা বেহেশতে থাকতে পারবেন। হজরত হাওয়া (عليه السلام) ইবলিসের এ প্রবঞ্চনায় পড়ে ঐ নিষিদ্ধ ফল খান। তাঁর লোভ দেখানোতে হজরত আদম (عليه السلام)ও খান। নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ায় অকস্মাৎ দু'জনের শরীর থেকে বেহেশতি পোশাক খুলে পড়ে গেল। আল্লাহ তাঁদের বললেন, "তোমরা এখন বেহেশতে থাকতে পারবে না। তোমাদের পৃথিবীতে নির্দিষ্ট কিছুকাল বসবাস করতে হবে।" এ বলে তাঁদেরকে ফেরেশতার মাধ্যমে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে পাঠালেন। হজরত আদম (عليه السلام) সিংহলে এবং হাওয়া (عليه السلام) বর্তমান সউদি আরবের জিদ্দায় অবতরণ করেন। দু'জন দু'অঞ্চলে সম্পূর্ণ একা একা তাওবাসহ অনুশোচনার সাথে আল্লাহ তাআলার দরবারে কান্নাকাটি করতে থাকেন। এক সময় আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে আদম (عليه السلام) কে তাঁদের ভুল মাফের জন্য কিছু দুআ শিখিয়ে দিলেন। আল্লাহ শেখালেন- { رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ } [الأعراف: ٢٣] হজরত আদম (عليه السلام) এবং হজরত হাওয়া (عليه السلام) এ দুআ পড়ে পড়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে মাফ চান। আল্লাহ তাঁদের মাফ করে দেন। অবশেষে একদিন আরাফার ময়দানে হজরত আদম (عليه السلام) ও হজরত হাওয়া (عليه السلام) এর পুনর্মিলন হয়।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

সম্মান প্রদর্শনের সাজদা:

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (عليه السلام) কে সাজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। হজরত ইউসুফ (عليه السلام) এর ভাইগণ যখন মিসরে পৌছেন, তখন তারা হজরত ইউসুফ (عليه السلام) কে সাজদা করেছিলেন। অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, উপরে উল্লিখিত ২টি ঘটনায় বর্ণিত সাজদা দ্বারা ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাজদা বুঝা যায় না। কারণ ইবাদতের উদ্দেশ্যে সাজদা একমাত্র আল্লাহকেই করা যায়। ইবাদতের উদ্দেশ্যে অন্য কাউকে সাজদা করা শিরক। কেউ কেউ বলেছেন, প্রাচীন কালের সাজদা আমাদের বর্তমানকালের সালাম, মুসাফাহা ইত্যাদির মত। ইমাম জাসসাস র. বলেন, পূর্ববর্তী নবিদের শরিয়ত বড়দের প্রতি সম্মানজনক সাজদা করা বৈধ ছিল। যেমন- হজরত আদম (عليه السلام) ও হজরত ইউসুফ (عليه السلام) কে সম্মান প্রদর্শনের সাজদা করা হয়েছে। শরিয়তে মুহাম্মাদিতে سجدة تحية বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সাজদা করার অনুমতি রহিত হয়ে গেছে।

এখানে ১টি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, আল কুরআন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, পূর্বের নবিদের যুগে সম্মান প্রদর্শনের সাজদা অনুমোদিত ছিল। সে অনুমতি কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা রহিত হয়েছে বলে বুঝা যায় না। জমহুর আলিমগণ বলেন, মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা সম্মানের জন্য সাজদা করা হারাম করা হয়েছে। হাদিসে কুদসিতে হজরত রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "যদি আমি আল্লাহকে ছাড়া

অন্য কাউকে সাজদা করা বৈধ মনে করতাম, তা হলে প্রত্যেক স্ত্রীকে তার স্বামীকে সাজদা করতে নির্দেশ দিতাম। এ হাদিস ২০ জন রাবি বর্ণনা করেছেন। এ হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তে মুহাম্মদিতে সম্মান প্রদর্শনের সাজদা হারাম।

সংক্ষিপ্ত টীকা

خليفة : এর অর্থ-নায়েব বা প্রতিনিধি। এখানে খলিফা দ্বারা হজরত আদম (عليه السلام) কে বুঝান হয়েছে। তিনি আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রতিনিধি। খলিফা কখনও মালিক হতে পারে না। তিনি শুধু মালিকের দেওয়া ক্ষমতাই ব্যবহার করেন। এভাবে প্রত্যেকটি মানুষই তার দক্ষতা, যোগ্যতা ও জ্ঞান অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার হুকুম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার খলিফা।

الشجرة : এর অর্থ- গাছ। আল্লাহ তাআলা জান্নাতে আদম (عليه السلام) ও হাওয়া (عليها السلام) কে একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন। কেউ বলেন, সেটা ছিল আঙ্গুরলতা। কেউ বলেন, ডুমুর। কেউ বলেন, এটা ছিল এমন গাছ, যার ফল খেলে মানবীয় প্রয়োজন দেখা দেয়।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নিয়ামত সমূহের অন্যতম নিয়ামত হলো মানব সৃষ্টি তা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

২. আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। মানব জাতিকে যে কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শ করার শিক্ষা দিলেন।

৩. আদম (عليه السلام) কে আল্লাহ তাআলা শিক্ষায়-দীক্ষায় পরিপূর্ণ করে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করলেন।

৪. অহংকার দাম্ভিকতা শয়তানের কাজ, মুমিন মুসলমানের নয়। ইবলিশ শয়তান তাই প্রমাণ করলো আদমকে সম্মান সূচক সাজদা না করে।

৫. মানব সৃষ্টি লগ্ন থেকেই শয়তান মানুষের চরম শত্রু।

৬. শয়তানের প্রবঞ্চনায় আদম (عليه السلام) ও হাওয়া (عليها السلام) যে অনিচ্ছাকৃত ভুল করেছিলেন তার ক্ষমা পেয়েছিলেন আল্লাহ তাআলার শিক্ষা দেয়া দোআর মাধ্যমে তা হলো-

{ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ} [الأعراف: ٢٣]

পঞ্চম পাঠ : ৫ম রুকু

يٰبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيٓ أُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَإِيَّايَ

فَارْهَبُوْنِ (٤٠) وَاٰمِنُوْا بِمَآ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ ۖ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ

২০১৫

ثَمَنًا قَلِيْلًا ۘ وَاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ (٤١) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٢)
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (٤٣) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ
اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٤٤) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ
اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ (٤٥) الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (٤٦)

সরল অনুবাদ:

৪০. হে বনি ইসরাইল! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তোমরা শুধু আমাকে ভয় কর।

৪১. আমি যা অবতীর্ণ করেছি। তোমরা তাতে ইমান আন। এটা তোমাদের নিকট যা আছে এটা প্রত্যয়নকারী। আর তোমরাই এটার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হইও না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

৪২. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ কর না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।

৪৩. তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু করো।

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যায়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?

৪৫. তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং এটা বিনীতগণ ব্যতিত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন।

৪৬. তারাই বিনীত যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রতিপালকের সাথে নিশ্চিতভাবে তাদের সাক্ষাৎকার ঘটাবে এবং তারাই তাঁর নিকট ফিরে যাবে।

تحقيقات الألفاظ

أوفوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإيفاء মাদ্দাহ و+ف+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা পূর্ণ করো।

لا تلبسوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব ضرب মাসদার اللبس মাদ্দাহ ل+ب+س জিনস صحيح অর্থ– তোমরা মিশ্রিত করো না।

استعينوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব استفعال মাসদার الاستعانة মাদ্দাহ ع+و+ن জিনস أجوف واوي অর্থ– তোমরা সাহায্য কামনা কর।

راجعون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الرجوع মাদ্দাহ ر+ج+ع জিনস صحيح অর্থ– প্রত্যাবর্তনকারীগণ।

تركيب الجملة

وانتم تتلون الكتاب : এখানে و হল حالية আর انتم হলো مبتدأ এবং تتلون হল ফেল ও ফায়েল, الكتاب হল مفعول به অতঃপর ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হয়েছে। مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে حال হয়েছে।

শানে নুজুল

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ .... اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

এ আয়াতের শানে নুযুল :

১. ইহুদিরা মানুষকে দান খয়রাত করার আদেশ করত কিন্তু এ কাজ তারা নিজেরা করত না। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বায়জাবি)

২. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, ইহুদি আলেমগণ তাদের আত্মীয় মুসলমানদের বলত তোমরা রসুল (সা.) এর ধর্মের উপর বহাল থাক কারণ এটা সত্য ধর্ম। অথচ তারা নিজেরা ইমান গ্রহণ করত না। তাদের এ আচরণ সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ .... اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইহুদি ধর্মযাজকদের কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল এবং তাদের খারাপ আচরণের উল্লেখ করেছেন।

মদিনার কোন কোন ইহুদি ধর্মীয় নেতা তাদের সম্প্রদায়ের লোকদেরকে গোপনে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করত, কিন্তু নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করত না। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন, "তোমরা মানুষকে যে সত্য গ্রহণের নির্দেশ দান কর, সে সত্য নিজেদের জীবনে বরণ করে নেওয়া থেকে বিরত থাক কেন?" এ আয়াতে সে সকল লোকদের জন্যও ভর্ৎসনা রয়েছে, যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় অথচ নিজেরা তা পালন করে না। তাদের উচিত ছিল নিজেরা সৎকাজ করা এবং অপরকে সৎকাজের নির্দেশ দেওয়া।

এ জঘন্য শ্রেণির লোকদের সম্পর্কে হাদিসে করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির ওয়াদা রয়েছে। হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, মহানবি (সা.) বলেছেন, "মেরাজের রাতে আমি এমন কিছু সংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাইল (আ.) কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "এরা আপনার উম্মাতের পার্থিব

স্বার্থপূজারী এবং (অপরকে) উপদেশদানকারী। যারা অপরকে সৎ কাজের আদেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখত না।"

মুনাফেকি ও কপটতা বর্জনপূর্বক কথা ও কাজের সামঞ্জস্য বিধানে ব্রতী হবার জন্য এ আয়াতে সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত টিকা :

بَنِي اسرائيل : ইসরাইল শব্দটি অনারবী হিব্রু শব্দ অর্থ আল্লাহ তাআলার বান্দা। ইমাম রাজি (র.) বলেন, সমস্ত তাফসীরকারগণ একমত যে, ইসরাইল হলো হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) এর নাম তাঁর পিতার নাম ইসহাক (عليه السلام) যিনি হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) এর পুত্র। এখানে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নিয়ামত প্রাপ্ত সম্প্রদায় বনি ইসরাইল জাতিকে বিশেষভাবে সম্বোধন করেছেন। যাদের উপর কুরআন ব্যতিত সমস্ত আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ... الخ :

"সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না"। প্রকাশ থাকে যে ইহুদিরা জানতো যে, হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) সত্য নবি। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি, কিন্তু তারা ছিল জ্ঞানপাপী। ইসলামের সত্যতার সুস্পষ্ট এবং পূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা এ জ্ঞানকে গোপন রাখতো। দ্বিতীয়তঃ সত্যকে গোপন রাখতে না পারলেও তারা সত্যের সঙ্গে কিছু অসত্য কথা সংযোজিত করে, মূল সত্য থেকে মানুষকে দুরে রাখার অপচেষ্টা করতো, যাতে করে কোন ভাবেই মানুষ সত্যকে গ্রহণ ও বরণ করতে না পারে।

তাই এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছে, হক্ক ও বাতিল তথা সত্য ও অসত্যকে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করবে না। আর তোমাদের নিকট যে আসমানী কিতাব রয়েছে তাতে সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, তা গোপন করো না। তোমরা তো এ সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফ হাল। যারা পৌত্তলিক তারা হয়তো তাঁর সম্পর্কে জানেনা, কিন্তু তোমরা তো জান, অতএব সত্যকে অসত্যের সাথে মিলিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করো না।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. বনী ইসরাইলকে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। তার স্মরণ করিয়ে দিয়ে নবি মুহাম্মদ (ﷺ) ও তার উপর অবতীর্ণ কিতাবের পূর্ণ আনুগত্য করতে বলেছেন।

২. সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছে, হক্ক ও বাতিল তথা সত্য ও অসত্যকে মিশ্রিত করো না। সত্যকে গোপন করো না ইহা বড় অন্যায়।

৩. ন্যায় কাজের নির্দেশ দেয়া শুধু ভাল কাজই নয় বরং প্রত্যেক আলিমের কর্তব্য। তবে আলিমের জন্য অত্যাবশ্যক হলো যা নির্দেশ দিবে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করবে।

৪. দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য সবর ও সালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫. আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে সম্বোধন করে উম্মতে মুহাম্মদীকেও সতর্ক করেছেন যেন তারা বনি ইসরাইলের মত নিন্দনীয় জ্ঞানপাপি না হয়।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) পবিত্র কুরআন নাজিল হয়েছে কত বছর ধরে?

(ক) ২০ বছর (খ) ২২ বছর
(গ) ২৩ বছর (ঘ) ২৪ বছর

(২) الم কী?

(ক) الحروف المقطعات (খ) الحروف المهملات
(গ) الحروف الصحيحة (ঘ) الحروف الموضوعة

(৩) المتقين এর মাসদার কী?

(ক) تقوى (খ) اتقاء
(গ) وقي (ঘ) وقاية

(৪) ومما رزقناهم ينفقون দ্বারা কিসের কথা বুঝানো হয়েছে?

(ক) সদকাহ (খ) জাকাত
(গ) ফিতরা (ঘ) কাফফারা

(৫) فزادهم الله مرضا আয়াতাংশে مرضا শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

(ক) حال (খ) تمييز
(গ) مفعول به (ঘ) مفعول له

(৬) মাক্কি সুরার মৌলিক ও প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) সুরাগুলো ছোট ছোট।
(খ) সুরাগুলোতে مكة শব্দ আছে।
(গ) সুরাগুলোর ভাষা বালাগাত ও ফাসাহাতে পূর্ণ।
(ঘ) সুরাগুলোতে ইমান ও আকিদার আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

(৭) কুরআন মাজিদ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের কী?

(ক) সত্যায়নকারী (খ) রহিতকারী
(গ) ব্যাখ্যাকারী (ঘ) সারাংশ

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) মুত্তাকিদের পরিচয় দাও।

(খ) মুনাফিকদের লক্ষণসমূহ বর্ণনা কর।

(গ) إني جاعل في الارض خليفة আয়াতাংশে خليفة বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

(ঘ) بني اسرائيل-এর পরিচয় দাও।

(ঙ) ان الله على كل شيئ قدير : কর تركيب

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

اَلْكِتَابُ - أُنْزِلَ - مُفْلِحُوْنَ - يُخَادِعُوْنَ - اٰمَنُوْا - قُلُوْبُ - اَلدِّمَاءُ - اَعْلَمُ ۔

ষষ্ঠ পাঠ : ৬ষ্ঠ রুকূ

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٧) وَاتَّقُوْا يَوْمًا
لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ
(٤٨) وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ
نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (٤٩) وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ
فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٠) وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ
وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٥١) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٢) وَاِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى
الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (٥٣) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْٓا اِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ۭ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (٥٤) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً
فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٥٦)
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ۭ كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۭ وَمَا ظَلَمُوْنَا
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (٥٧) وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ ۭ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٨) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ
ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ
(٥٩)

সরল অনুবাদ:

৪৭. হে বনি ইসরাইল! আমার সে অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম এবং বিশ্বের সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।

৪৮. তোমরা সে দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও কোন কাজে আসবে না, কারও সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কারও নিকট হতে বিনিময় গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

৪৯. স্মরণ কর, যখন আমি ফেরাউন সম্প্রদায় হতে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়ে ছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রগণকে জবেহ করে ও তোমাদের নারীগণকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং এটাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল;

৫০. যখন তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা এটা প্রত্যক্ষ করতে ছিলে।

৫১. যখন মুসার জন্য চল্লিশ রাত্রি নির্ধারিত করেছিলাম, তার প্রস্থানের পর তোমরা তখন গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে; আর তোমরা তো জালিম।

৫২. এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৫৩. আর যখন আমি মুসাকে কিতাব ও 'ফুরকান' দান করেছিলাম যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও।

৫৪. আর যখন মুসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ, সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার নিকট এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৫৫. যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মুসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনো বিশ্বাস করব না', তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে আর তোমরা নিজেরাই দেখতেছিলে।

৫৬. অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৫৭. আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম এবং তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, 'তোমাদেরকে যে উত্তম জীবিকা দান করেছি তা হতে আহার কর।' তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করেনি, বরং তারা তাদের প্রতি জুলুম করেছিল।

৫৮. স্মরণ কর, যখন আমি বলেছিলাম, 'এই জনপদে প্রবেশ কর, যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশীরে প্রবেশ কর, দ্বার দিয়া এবং বল, 'ক্ষমা চাই'। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব।'

৫৯. কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম; কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।

১০১৫

تحقيقات الألفاظ

لا يؤخذ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الأخذ মাদ্দাহ
أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ– গ্রহণ করা হবে না।

نجينا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التنجية মাদ্দাহ
ن+ج+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– আমরা মুক্তি দিয়েছি।

فرقنا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الفرق মাদ্দাহ
ف+ر+ق জিনস صحيح অর্থ– আমরা পৃথক করেছি।

أغرقنا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإغراق মাদ্দাহ
غ+ر+ق জিনস صحيح অর্থ– আমরা ডুবিয়ে দিয়েছি।

واعدنا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المواعدة মাদ্দাহ
و+ع+د জিনস مثال واوي অর্থ– আমরা ওয়াদা করলাম।

عفونا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার العفو মাদ্দাহ
ع+ف+و জিনস ناقص واوي অর্থ– আমরা ক্ষমা করেছি।

لن نؤمن : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব إفعال মাসদার الإيمان
মাদ্দাহ أ+م+ن জিনস مهموز فاء অর্থ– আমরা কখনো ইমান আনবো না।

ظللنا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التظليل মাদ্দাহ
ظ+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– আমরা ছায়া দিয়েছি।

رزقنا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الرزق মাদ্দাহ ر+ز+ق
জিনস صحيح অর্থ– আমরা রিজিক দিয়েছি।

تركيب الجملة

نرى الله جهرة : এখানে نرى হল فعل ও فاعل , আর الله হল ذو الحال হল جهرة হলো حال অতঃপর حال ও ذو الحال মিলে مفعول به হয়েছে। অতঃপর فعل তার فاعل ও مفعول به মিলে جملة فعلية خبرية হয়েছে।

১০৪৫

মূলবক্তব্য/ বিষয়বস্তু

يٰبَنِيْٓ إِسْرَاۗءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ .... عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

অত্র আয়াতে আল্লাহ বনি ইসরাইল জাতিকে তাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি ইতোপূর্বে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের যে সকল নিয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, তৎকালীন পৃথিবীতে আল্লাহ পাক সকল জাতির ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। এ শ্রেষ্ঠত্ব এ জন্য ছিল যে, শত শত বছর ধরে পৃথিবীর বুকে তারা তাওহিদের ধারক বাহক ছিল। অধিক সংখ্যক নবি ও রসুল তাদের বংশের মধ্য থেকে আগমন করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত শত শত বছর ধরে তারা রাজ্য শাসনের সম্মানও লাভ করেছিল। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "আর যখন মুসা (عليه السلام) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে তোমরা স্মরণ কর: যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে অনেক সংখ্যক লোককে নবি বানিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্য শাসক বানিয়েছেন, তিনি অন্য কোন সম্প্রদায়কে যা প্রদান করেননি তা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন।"

সুতরাং তোমরা আমার এ সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করে তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 'আমার প্রতি আমার কিতাব আল কুরআনের প্রতি তথা আমার নবি ও রসুল মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি ইমান আন। আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।"

অত্র আয়াতে প্রিয়নবি (ﷺ) এর সম-সাময়িক ইহুদিদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সাধারণত যে অনুগ্রহ ও সম্মান পিতৃপুরুষদের প্রদান করা হয়, তা দ্বারা তাদের পরবর্তী বংশধরগণও উপকৃত হয়। এ জন্য পিতৃপুরুষদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা পরবর্তীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰٓى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً .... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

এখানে হজরত মুসা (عليه السلام) এর তাওরাত কিতাব প্রাপ্তির জন্য ৪০ রাত সিনাই বা বরকতময় পর্বতে অবস্থান, তাঁর অনুপস্থিতিতে বনি ইসরাইলের গরুর বাছুর পূজা এবং পরিশেষে হজরত মুসা (عليه السلام) এর দোআয় আল্লাহ পাক কর্তৃক তাদের সেই শিরক-এর পাপ মার্জনার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হজরত মুসা (عليه السلام) স্বীয় উম্মতের পথ প্রদর্শনের জন্য তাওরাত গ্রন্থ প্রাপ্তির উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ৪০ রাত সিনাই পর্বতে অবস্থানের জন্য গমন করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইসরাইলের সামেরি নামক এক স্বর্ণকারের প্ররোচনায় বনি ইসরাইল গরুর বাছুর পূজা করে শিরকের মহা গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাদের গরুর বাছুর পূজার শাস্তিস্বরূপ তাদের পরস্পরকে হত্যা করার আদেশ দেন। এ পারস্পরিক হত্যাকাণ্ডে বেশ কয়েক হাজার বনি ইসরাইল নিহত হয়। সমগ্র এলাকায় নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে মুসা (عليه السلام) এর দোআয় আল্লাহপাক কর্তৃক তাদের এ শিরকজনিত জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করে দেন, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার এ বিশেষ ক্ষমা ও করুণার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ .... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

এ আয়াতদ্বয়ে বনি ইসরাইলের অবাস্তব আবেদন, বজ্রাহত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্তি এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাদের পুনর্জীবিত হবার বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

তাওরাত প্রাপ্তির পর হজরত মুসা (عليه السلام) বনি ইসরাইলের কাছে তা পেশ করেন। তারা আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখা পর্যন্ত আল্লাহ প্রদত্ত তাওরাত কিতাবের প্রতি ইমান আনতে এবং হজরত মুসা (عليه السلام) কেও নবিরূপে মেনে নিতে রাজি হল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলার আদেশে হজরত মুসা (عليه السلام) বনি ইসরাইল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ৭০ জন লোক নিয়ে সিনাই পর্বতে গমন করেন। আল্লাহ তাআলা গায়েব থেকে তাদের প্রতি প্রেরিত তাওরাত আসমানি গ্রন্থ এবং মুসা (عليه السلام) কে তাঁর সত্য নবি ঘোষণা দিয়ে তাওরাত ও হজরত মুসা (عليه السلام) এর প্রতি ইমান আনতে নির্দেশ দেন। তা সত্ত্বেও তারা যখন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার জন্য জিদ করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর বজ্রপাত করায় তাদের সকলেই মারা যায়। এমতাবস্থায় হজরত মুসা (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ায় আল্লাহ তাআলা দয়াপরশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করেন, যাতে তারা আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে পারে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ .... كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক বনি ইসরাইলের তিহ্ ময়দানে অবস্থানকালীন তাদের মাথার ওপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া প্রদান ও মান্না-সালওয়া খাবার সরবরাহের কথা বর্ণিত হয়েছে।

মিসরের অত্যাচারী বাদশাহ ফিরাউনের কবল হতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির পর তিহ্ নামক বৃক্ষলতা, ফল-মূল ও খাদ্যহীন মরু প্রান্তরে যখন বনি ইসরাইল মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিল, তখন পরম করুনাময় আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ওপর মেঘমালা দ্বারা ছায়া প্রদান করেন আর 'মান্না-সালওয়া" নামক আসমানি খাবার দ্বারা তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। আল্লাহ্ পাক উক্ত আসমানি খাবার জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তারা সে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। ফলে আল্লাহ্ পাক তাদের ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেন। ফলে তারা পুনরায় সীমাহীন কষ্টের সম্মুখীন হয়; তাদের এ কষ্টের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। তাই কুরআন মাজিদে এরশাদ হয়েছে– وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ অর্থাৎ তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল।

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ .... وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ পাক বনি ইসরাইলকে তাদের জন্মভূমি ও আদি বাসস্থান জেরুজালেম শহরে প্রবেশ করার নিয়ম পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তখন তা ছিল আমালেকা সম্প্রদায় কর্তৃক অধিকৃত। বনি ইসরাইল দীর্ঘদিন যাবত নির্বাসিত জীবন যাপন করছিল। দীর্ঘ ৪০ বৎসর যাবত তিহ্ প্রান্তরে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নিয়ামত ভোগ করার পর এখন আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের পূর্ব বাসস্থান জেরুজালেম গিয়ে তা আমালেকা সম্প্রদায়ের কবল থেকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আদেশ দিলেন। এ শহরে প্রবেশের জন্য আল্লাহ পাক তাদেরকে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

১. প্রথমত : নত মস্তকে প্রবেশ করতে হবে।

২. দ্বিতীয়ত : নগরদ্বারে প্রবেশকালে প্রবেশকারীদের মুখে حطة (ক্ষমা চাই) কথাটি থাকতে হবে। নতমস্তকে প্রবেশের দ্বারা তাদের আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হবে এবং ক্ষমা চাই কথাটির দ্বারা তারা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহভাজন হতে পারবে। এতে আল্লাহ পাক তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর নিয়ামত আরও বৃদ্ধি করে দেবেন।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ .... بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

বনি ইসরাইলের উপর ফিরাউনের অত্যাচারঃ

হজরত মুসা (عليه السلام) এর জন্মের বেশ পূর্ব থেকে মিসরের বাদশাহ্ ফিরাউন বনি ইসরাইলের ওপর ভীষণ অত্যাচার করছিল। সে তাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছিল। একদিন ফিরাউন স্বপ্নে দেখে, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে একটি প্রজ্বলিত আগুন মিসর দেশে প্রবেশ করে ফিরাউন ও কিবতিদের ঘরে প্রবেশ করে তা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কোনো বনি ইসরাইলের ঘরে প্রবেশ করছে না। রাজজ্যোতিষী এ স্বপ্নের তাবিরে বলে যে, বনি ইসরাইলের মধ্যে খুব শীঘ্র একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যার হাতে ফিরআউনের রাজত্ব ধ্বংস হবে। তখন ফিরাউন আদেশ জারি করে যে, তার রাজত্বে বনি ইসরাইল বংশের সকল গর্ভবতী মহিলা সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকবে। অতঃপর কোনো গর্ভবতী মহিলা পুত্র সন্তান জন্ম দিলে ফিরাউনের নির্দেশমত সন্তানটিকে সাথে সাথে জবাই করা হত। আর কন্যা সন্তান জন্ম দিলে তাকে দাসী বাঁদীর কাজের উদ্দেশ্যে বাঁচিয়ে রাখা হত। কিবতিগণ বনি ইসরাইলকে বিনা পারিশ্রমিকে কঠোর কাজে নিয়োগ করত। তাদের সাধ্যের অতীত কাজ চাপাত। তাদের ছোটখাট ত্রুটির জন্য ভীষণ শাস্তি দিত।

হজরত মুসা (عليه السلام) এর জন্মঃ

বনি ইসরাইলের চরম দুর্দিনে হজরত মুসা (عليه السلام) এর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ইমরান এবং মাতার নাম ইউকাবাদ। কারো মতে, আয়ারিখা বা ইউহান্নাদ। তাঁর মা অতি গোপনে তাঁকে জন্ম দেন। জন্মের পর ৩ মাস পর্যন্ত তাঁর মা তাকে অতি গোপনে রেখে পালন করেন। পরে তিনি মুসা (عليه السلام) কে একটি বাক্সের মধ্যে রেখে আল্লাহ তাআলার নামে নীল নদে ভাসিয়ে দেন। বাক্সটি রাজপ্রাসাদের সামনের ঘাটে এসে থেমে যায়। যে করে হোক, ফিরাউনের নিঃসন্তান স্ত্রী হজরত আছিয়া (عليها السلام) বাক্সটি নদী থেকে উঠিয়ে তা খুলে হজরত মুসা (عليه السلام) কে পান। তিনি তাঁকে লালন পালনের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় মুসা (عليه السلام) এর মা ইউকাবাদ তাঁর ধাত্রী নিয়োজিত হন এবং হজরত মুসা (عليه السلام) ফিরাউনের রাজপ্রাসাদে লালিত পালিন হন। কৈশোর থেকে বনি ইসরাইলের প্রতি ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় কিবতিদের অত্যাচার দেখে নিজ সম্প্রদায় বনি ইসরাইলের প্রতি তাঁর অন্তরে মায়া মমতা সৃষ্টি হয়।

একদা একজন বনি ইসরাইলির ওপর এক কিবতিকে অত্যাচার করতে দেখে মুসা (عليه السلام) তাকে খুব জোরে এক ঘুষি মারেন। একটি মাত্র ঘুষিতেই কিবতিটি নিহত হয়। পরের দিন তিনি দেখতে পান, গতকালের বনি ইসরাইলি আর এক কিবতির সাথে ঝগড়া করছে এবং সাহায্যের জন্য তাঁকে ডাকছে। এতে বনি ইসরাইলি লোকটির প্রতি বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি দেখছি আসলেই খুব বাজে। একথা বলে তিনি তাদের উভয়ের শত্রু কিবতির প্রতি অগ্রসর হন। এ সময় বনি ইসরাইলি লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে বলে ওঠে, "হে মুসা, তুমি গতকাল যে রকম এক কিবতিকে হত্যা করেছিলে, আমাকেও কি তেমনি হত্যা করতে চাচ্ছ।" এতে গতকালকের নিহত কিবতির হত্যাকারীর পরিচয় ফাস হয়ে পড়ে এবং আজকের ঝগড়াকারী কিবতি গত দিনের নিহত কিবতির হত্যা সম্পর্কে ফিরাউনের দরবারে বলে দেয়। ফিরাউনের রাজপরিষদের একজন সদস্য – যিনি মুসা (عليه السلام) কে ভালোবাসতেন, তাঁর পরামর্শ মত মুসা (عليه السلام) মিসর ত্যাগ করে মাদইয়ান দেশে চলে যান। সেখানে হজরত শুয়ায়েব (عليه السلام) এর মেয়ে হজরত সফুরা (عليها السلام) কে বিয়ে করে দশ বছর অবস্থান করেন।

১০২৫

হজরত মুসা (ﷺ) এর নবুয়তলাভ ও মিসর গমন:

হজরত মুসা (ﷺ) মাদয়ান থেকে মিসর ফেরার পথে তুওয়া পর্বত চূড়ায় অলৌকিক আলোকবর্তিকা দেখে সেখানে যান। সেখান থেকে আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ বাণী ও বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেন এবং তাঁর ভাই হারুন (ﷺ) কেও তাঁর সহযোগী করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করেন। তাঁর আবেদনে আল্লাহ তাআলা হারুন (ﷺ) কেও নবুয়াত দান করেন। অতঃপর তাঁরা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক ফিরাউনের দরবারে গিয়ে সত্য ধর্ম তথা আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনার জন্য দাওয়াত দেন। তিনি বনি ইসরাইলকে মুক্তিদানেরও দাবী জানান। তিনি নিজেকে এবং তাঁর ভাই হজরত হারুন (ﷺ) কে নবি বলে দাবী করেন। ফিরাউন তা বিশ্বাস করে না। সে তাঁকে প্রমাণ দেওয়ার জন্য বলে। হজরত মুসা (ﷺ) তার সামনে তাঁর মুজিজার লাঠি ছেড়ে দিলে তা বৃহৎ অজগরে পরিণত হয় এবং বগলের মধ্যে হাত রেখে বের করে আনলে তা থেকে শুভ্র জ্যোতি বিক্কিরণ হতে থাকে। ফিরাউন এ দুটো মুজিজাকে জাদু মনে করে মিসরের সকল বিখ্যাত জাদুকরদের মুসা (ﷺ) এর মুজিজার বিপক্ষে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। জাদুকররা মুসা (ﷺ) এর সামনে জাদু দেখাতে যেয়ে তাঁর মুজিজা দেখে ভয় পেয়ে সকলে তাঁর ও আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনে। ফিরাউন এ দেখে আক্রোশে ফেটে পড়ে। সে বনি ইসরাইলের ওপর আরও কঠোর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে।

হজরত মুসা (ﷺ) এর সাহায্যার্থে আল্লাহ তাআলা ফিরাউন ও কিবতিদের ওপর সাধারণ আজাব অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তাদের নিম্নের শাস্তিগুলো দিয়েছিলেন-

১. কখনও মিসরের সকল নদ-নদী ও জলাশয়সমূহে রক্তস্রোত বয়ে যেত। সবাই সুপেয় পানির অভাবে মৃত প্রায় হয়ে যেত।
২. কখনও ব্যাঙ, জোঁক, মশা, মাছি, কীট-পতঙ্গ তাদের খাদ্যদ্রব্যে পড়ত বা ফসলের ক্ষেত নষ্ট করত। এতে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।
৩. কখনও আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কঠিন রোগ মহামারী আকারে তাদের আক্রমণ করত।
৪. কখনও অনেক লোকের আকস্মিক মৃত্যু হত
৫. সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদিতে ফিরাউনের রাজত্বের ওপর আঘাত আসত।

ফিরাউন তখনও বনি ইসরাইলদের মুক্তি দিতে সম্মত হল না। তখন দেশবাসীর ওপর আরও কঠিন আসমানি বালা মুসিবত নাজিল হতে লাগল। ঘূর্ণিঝড়, দিনের বেলায় গাঢ় অন্ধকার, বজ্র বিদ্যুত, শিলা বৃষ্টি ইত্যাদি গযব নাজিল হতে থাকে। বনি ইসরাইলের ওপর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায় কিবতিদের জুলুম নির্যাতন চরম সীমায় উপনীত হলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হজরত মুসা (ﷺ) ও হজরত হারুন (ﷺ) বনি ইসরাইলকে সাথে নিয়ে রাতের আঁধারে তাদের পূর্বপুরুষের বাসস্থান কেনান অভিমুখে যাত্রা করেন। হজরত মুসা (ﷺ) বনি ইসরাইলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করে কেনানের দিকে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে ফিরাউনের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে ওঠে। সে তার সেনাবাহিনী নিয়ে বনি ইসরাইলের পশ্চাদ্ধাবন করে।

وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ .... وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

বনি ইসরাইলের মুক্তি ও দলবলসহ ফিরাউনের ধ্বংস:

মুসা (ﷺ) বনি ইসরাইলকে নিয়ে কেনানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যখন লোহিত সাগর পাড়ে পৌছেন, তখন ফিরাউন বিশাল কিবতি বাহিনী নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে। বনি ইসরাইল ভীষণ বিপদে পড়ে। সামনে লোহিত সাগর আর পেছনে বিশাল কিবতি বাহিনীসহ খোদ ফিরাউন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হজরত মুসা (ﷺ) তাঁর মুজিজার লাঠি দ্বারা সাগরের পানিতে আঘাত করলে বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্রের জন্য ১২টি প্রশস্ত রাস্তা হয়ে যায়। হজরত মুসা (ﷺ) বনি ইসরাইলদেরসহ সেই রাস্তা দিয়ে লোহিত সাগরের মধ্যখানে পৌছেন। এ মুহূর্তে ফিরাউন তার সেনাবাহিনী নিয়ে সাগর পাড়ে পৌছে যায়। সে কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাত ওই রাস্তা দিয়ে সাগরে নেমে পড়ে। বনি ইসরাইলের সকল ব্যক্তি যখন সাগরের অপর প্রান্তে পৌছে যায় তখন ফিরাউন তার বাহিনী নিয়ে সাগরের মাঝামাঝি জায়গায় পৌছে। হঠাৎ উঁচু হয়ে থাকা পানি এক সাথে মিলে যায়। ফিরাউন তার দলবল নিয়ে পানিতে ডুবে মারা যায়। বনি ইসরাইল তাদের দীর্ঘদিনের কঠোর অত্যাচারী ফিরাউন ও তার দলবলের এ করুণ মৃত্যু দেখছিল। এভাবে ফিরাউন ও তার দলবলের সলীল সমাধি হয়।

وَاِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً .... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

সিনাই পর্বতে মুসা (ﷺ) এর তাওরাত প্রাপ্তি:

হজরত মুসা (ﷺ) আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে ফিরাউন ও কিবতিদের দাসত্ব থেকে বনি ইসরাইলকে মুক্ত করেন। বনি ইসরাইল মুসা (ﷺ) এর কাছে আসমানি গ্রন্থ পাবার আবেদন করে। তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী তওরাত কিতাব অর্জনের জন্য ৩০ দিনের ওয়াদা করে তুর পর্বতে যান। বনি ইসরাইলের দেখা শোনার জন্য তাঁর অপর ভাই হজরত হারুন (ﷺ) কে রেখে যান। হজরত মুসা (ﷺ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশে ৩০ দিনের স্থলে ৪০ দিন সিনাই পর্বত অবস্থান করেন। মুসা (ﷺ) এর বিলম্ব করার দরুন সামেরি নামক এক ইহুদি স্বর্ণকার বনি ইসরাইলের বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকে সোনার গহনা সংগ্রহ করে একটি সুন্দর আকৃতির গরুর বাছুর নির্মাণ করে। বর্ণিত আছে, লোহিত সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় সামেরি কৌশলে হজরত জিবরাইল (ﷺ) এর ঘোড়ার পদদলিত একটু মাটি নিয়ে রেখেছিল। গরুর বাছুরের আকৃতি বানিয়ে তার দেহের মধ্যে সেই পুত-পবিত্র মাটি প্রবেশ করালে বাছুরটি হাম্বা হাম্বা করে ডাকতে থাকে। তখন সামেরি বলল, স্বয়ং আল্লাহ এ গরুর বাছুরের ভিতরে এসেছেন। সে নিজে তার পূজা শুরু করে এবং অন্যদেরও তা করতে প্ররোচিত করে। হজরত মুসা (ﷺ) ৪০ রাত পরে আল্লাহ প্রদত্ত তাওরাত কিতাব নিয়ে পর্বতের নিচে অবস্থানরত বনি ইসরাইলের মাঝে আসেন। তাদের অধিকাংশকে গরুর বাছুর পূজা করতে দেখে তিনি খুব রাগান্বিত হন। তিনি গরুর বাছুরটি আগুনে পুড়িয়ে তার ছাই নদীতে ভাসিয়ে দিলেন।

মুসা (ﷺ) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মনোনীত করে বললেন, "তোমরা গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে নাও। আমি তোমাদের নিয়ে তুর পর্বতে যাব। আল্লাহ তাআলার কাছে তোমাদের ক্ষমার আবেদন পেশ করব।" অতঃপর তাদের নিয়ে তুর পর্বতে যেয়ে হজরত মুসা (ﷺ) আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করেন, "হে আল্লাহ্, বনি ইসরাইল গরুর বাছুর পূজার শিরক থেকে তাওবা করছে।

আপনি তাদের গোনাহের শাস্তি নির্ধারণ করে দিন। আল্লাহ তাআলার আদেশ হল, গরুর বাছুর পূজারী এবং যারা এ শিরক দেখে নীরব ছিল তালের আপনজন আপনজনকে হত্যা করবে। এ আদেশ মতে তারা গৃহ থেকে খোলা মাঠে এসে সকলে তলোয়ারের আঘাতে মৃত্যুর জন্য ঘাড় পেতে দিল। যারা গো-বাছুর পূজা করতে নিষেধ করেছিল তারা তলোয়ার নিয়ে তাদের হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু আপন রক্তের সম্পর্কের কারণে মায়া মমতায় তারা হত্যা করতে পারছিল না। আল্লাহ এ সময় গাঢ় অন্ধকার নামিয়ে দিলেন, যাতে তারা আপন জনের চেহারা দেখতে না পায়। অবশেষে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিনে সে অন্ধকারে প্রায় ৭০ হাজার বনি ইসরাইল তলোয়ারের আঘাতে নিহত হয়। পিতা-পুত্রকে, ভাই-ভাইকে হত্যা করে। এ বিভীষিকার মধ্যে বনি ইসরাইলের সকল বিবি বাচ্চা হজরত মুসা (عليه السلام) ও হজরত হারুন (عليه السلام) সহ সকলে চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন শুরু করেন। আল্লাহ ৭০ হাজার নিহত ব্যক্তির গোনাহ মাফ করেন, বাকিদের তাওবা কবুল করেন। উল্লেখিত আয়াতে এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ .... عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ

আয়াতে বর্ণিত বনি ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহসমূহ :

বনি ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তাআলা যে সকল অনুগ্রহ করেছিলেন তার একটি তালিকা নিম্নে বর্ণিত হল :

১. **পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি** : আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে সমকালীন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কারণ তারাই দীর্ঘদিন যাবত আল্লাহ্ তাআলার তাওহিদ প্রতিষ্ঠিত রেখেছিল।

২. **বনি ইসরাইলে অধিক সংখ্যক নবির জন্ম** : আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইল বংশে অধিক সংখ্যক নবি-রসুল পাঠিয়েছেন।

৩. **মিসরের জালেম বাদশাহ্ ফিরাউনের নির্যাতন থেকে মুক্তি** : ফিরাউন এবং তার গোত্র কিবতি বংশ বনি ইসরাইলের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন করেছিল। তারা তাদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করত এবং কন্যাদের সেবা-দাসী হিসেবে জীবিত রাখত। আল্লাহ তাআলা মুসা (عليه السلام) এর মাধ্যমে তাদের কবল থেকে বনি ইসরাইলের মুক্তির ব্যবস্থা করেন।

৪. **লোহিত সাগর অতিক্রম ও দলবলসহ ফিরআউনের মৃত্যু** : ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তির জন্য হজরত মুসা (عليه السلام) বনি ইসরাইলকে নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে পৌছলে আল্লাহ তাআলার নির্দেশমত হজরত মুসা (عليه السلام) মুজিজার লাঠি দ্বারা সাগরের পানিতে আঘাত করলে তাদের জন্য ১২টি রাস্তা হয়ে যায়। বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র সেই রাস্তা দিয়ে সাগর পার হয়ে যায়। ফিরাউন সেই পথেই বনি ইসরাইলকে ধাওয়া করলে সৈন্য-সামন্তসহ ডুবে মরে।

৫. **তিহ্ ময়দানে মেঘমালা দ্বারা ছায়া প্রদান** : গাছপালা, বৃক্ষলতাহীন 'তিহ' ময়দানে আল্লাহ তাআলা মেঘমালা দ্বারা বনি ইসরাইলকে ছায়াদানের ব্যবস্থা করেন।

৬. **মান্না ও সালওয়া দ্বারা খাদ্য দান** : আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে "তিহ" ময়দানে মান্না ও সালওয়া নামক আসমানি খাবার দান করেছিলেন।

৭. **মুজিজা প্রদান** : আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের নবিদের মাধ্যমে অনেক মুজিজা দান করেছিলেন।

৮. **বাছুর পূজার শিরকের গোনা মার্জনা** : হজরত মুসা (عليه السلام) বনি ইসরাইলের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে তাওরাত আনার জন্য সিনাই পর্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পূর্বনির্ধারিত ৩০ রাতের স্থলে ৪০ রাত অবস্থান করতে হয়েছিল। এ সময় সামেরি নামক এক স্বর্ণকার ধাতব পদার্থ দিয়ে একটি গরুর বাছুর তৈরি করেছিল। তার প্ররোচনায় বনি ইসরাইল ধাতব নির্মিত এ গো-বাছুরটিকে উপাস্য হিসেবে পূজা করতে লাগল। মুসা (عليه السلام) এর ভাই হারুন (عليه السلام) এর নিষেধও তারা অমান্য করে। মুসা (عليه السلام) ফিরে এসে বনি ইসরাইলের গো-বাছুর পূজা দেখে খুব রেগে যান। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গো-বাছুর পূজার পাপ হতে তাওবা স্বরূপ তাদের পরস্পরকে হত্যা করার নির্দেশ হল। কিছু সংখ্যক নিহত হলে তাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠল। মুসা (عليه السلام) এর দোআয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেন।

৯. **আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে চাওয়ার ধৃষ্টতা মার্জনা** : বনি ইসরাইল এক সময় জিদ করেছিল যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবে না, মুসা (عليه السلام) কে নবি বলে মানবে না এবং তাওরাতও বিশ্বাস করবে না। এ ধৃষ্টতার জন্য সিনাই পর্বতের ওপর বনি ইসরাইলের মনোনীত ৭০ জন দলপতির বজ্রঘাতে মৃত্যু হল। তারপর মুসা (عليه السلام) এর দোআয় তারা আবার জীবিত হল।

১০. **পানির জন্য ঝর্ণাধারা প্রবাহিতকরণ** : তিহ মরু-প্রান্তরে অবস্থানকালে বনি ইসরাইল অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাআলা মুসা (عليه السلام) কে পাথরের ওপর লাঠি দ্বারা আঘাত করতে নির্দেশ দেন। হজরত মুসা (عليه السلام) তাই করলেন। বনি ইসরাইলের ১২টি সম্প্রদায়ের জন্য ১২টি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হল। তাদের পানির সমস্যা মিটল।

১১. **বনি ইসরাইলের প্রার্থনা মত শাক-সবজি প্রদান** : বনি ইসরাইল পিয়াজ, রসুন, ডাল ইত্যাদি খেতে চেয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত তারা মান্না ও সালওয়ার মত একই রকমের খাদ্যে খুশি ছিল না। আল্লাহ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদের অন্য অঞ্চলে স্থান দিয়ে তার ব্যবস্থা করে দেন।

১২. **এক ইহুদির হত্যা রহস্য উদঘাটন** : বনি ইসরাইলের মধ্যে আমিল নামক এক ধনী ব্যক্তি নিহত হয়েছিল। এ গুপ্ত হত্যার রহস্য উদঘাটনের জন্য আল্লাহ তাআলা একটি গাভী জবাই করতে আদেশ দেন, কিন্তু নানা অবান্তর প্রশ্ন দ্বারা তারা বিষয়টিকে জটিল করে তোলে। অবশেষে তারা গাভী জবাই করে। জবাইকৃত গরুর এক টুকরা গোশত দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করলে মৃত ব্যক্তি তার হত্যা রহস্য বলে পুনরায় মারা যায়। এতে তারা নানা জটিলতা থেকে রক্ষা পায়।

১৩. **তাওরাত অস্বীকার করা সত্ত্বে পাহাড় চাপা থেকে মুক্তিদান** : তাওরাত কিতাবের বিধি-নিষেধ কঠিন মনে করে তা মেনে নিতে বনি ইসরাইল অস্বীকার করে। আল্লাহ তাদের ওপর সিনাই পর্বত উত্তোলন করে তাদের ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। তারপর মুসা (عليه السلام) এর দোআয় তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আল্লাহ পর্বত চাপা দেওয়া থেকে তাদেরকে মুক্তি দান করেন।

১৪. **ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতির অপরাধ ক্ষমা :** আমালিকা কর্তৃক ফিলিস্তিন অধিকৃত হওয়ার পর বনি ইসরাইল তাদের বাসস্থান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। যুদ্ধের মাধ্যমে তা মুক্ত করার নির্দেশ হলে তারা সে ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আল্লাহ হজরত মুসা (عليه السلام) এর দোআয় তাদের এ অস্বীকৃতির অপরাধ ক্ষমা করেন।

বনি ইসরাইলের দুষ্কর্মের বিবরণ:

মহান আল্লাহ বনি ইসরাইলকে সমকালীন দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা দান করেছিলেন, কিন্তু তারা তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে নি। তারা বার বার নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়েছে। তাদের দুষ্কর্মের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে বর্ণিত হল :

১. **ধাতব নির্মিত গো-বাছুর পূজা :** মিসর ত্যাগের পর বনি ইসরাইল আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান পালনের জন্য আসমানি কিতাবের প্রয়োজন বোধ করে। হজরত মুসা (عليه السلام) আল্লাহ পাকের নির্দেশে তওরাত গ্রহণের জন্য সিনাই পর্বতে গিয়েছিলেন। সেখানে ৩০ রাত অবস্থানের কথা ছিল । কিন্তু তাঁকে সেখানে ৪০ রাত অবস্থান করতে হয়েছিল। মুসা (عليه السلام) এর বিলম্বে ফেরার কারণে সামেরি নামক এক স্বর্ণকার ধাতু দিয়ে একটি গো-বাছুর তৈরি করে সবাইকে সেটি পূজা করার পরামর্শ দেয়। হজরত মুসা (عليه السلام) এর ভাই ও প্রতিনিধি হজরত হারুন (عليه السلام) গো-বাছুর পূজার ব্যাপারে নিষেধ করেন। কিন্তু বনি ইসরাইলের অনেকেই তা অমান্য করে এবং গো-বাছুর পূজা শুরু করে। এটি ছিল মিসর ত্যাগের পর বনি ইসরাইলের প্রথম দুষ্কর্ম।

২ . **আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখার ধৃষ্টতা :** বনি ইসরাইল একবার জিদ করে বলল, আল্লাহকে স্বচক্ষে না দেখলে তারা তাঁকে বিশ্বাস করবে না, মুসা (عليه السلام) কে নবি মানবে না এবং তওরাত কিতাবেও ইমান আনবে না। এ ধৃষ্টতার জন্য আল্লাহ তাআলার গযব বজ্রাঘাতে তাদের মনোনীত ৭০ জন দলপতির মৃত্যু হল। পরে অবশ্য হজরত মুসা (عليه السلام) এর দোআয় আল্লাহ তাদের জীবিত করেন।

৩. **মান্না-সালওয়া সঞ্চয় :** "তিহ' ময়দানে আল্লাহ বনি ইসরাইলের জন্য মান্না-সালওয়া নামক আসমানি খাবার নাজিল করেন। সে খাবার জমা করে রাখা নিষেধ ছিল। কিন্তু নিষেধ অমান্য করে সে খাবার জমিয়ে রাখত। এতে বুঝা যায়, তাদের আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা ছিল না।

৪. **স্বদেশভূমিতে প্রবেশের জন্য ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি :** বনি ইসরাইলের স্বদেশভূমি শাম বা সিরিয়া বা ফিলিস্তিন আমালিকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তা মুক্ত করার জন্য আল্লাহ বনি ইসরাইলকে নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। এজন্য তাদের "তিহ' মরু প্রান্তরে ৪০ বছর ঘুরে বেড়াতে হয়।

৫. **হিত্তাতুন -এর পরিবর্তে হিন্তাতুন বলা :** আল্লাহ বনি ইসরাইলদের জেরুজালেম নগরদ্বারে প্রবেশের সময় নতমস্তকে হিত্তাতুন (حطة) বলে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা حطة শব্দটিকে পরিবর্তন করে হিনতাতুন (حنطة) অর্থ -"গম চাই" বলেছিল। এ ধৃষ্টতার শাস্তি স্বরূপ তারা প্লেগসহ নানা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

১০১৬

৬. আসমানি খাদ্য মান্না-সালওয়ার মর্যাদা দান না করা : বনি ইসরাইলের জন্য তিহ ময়দানে আল্লাহ তাআলা নিয়মিত মান্না-সালওয়া নামক আসমানি খাবার নাজিল করতে থাকেন। তারা তার পরিবর্তে পিয়াজ, রসুন, ডাল ইত্যাদি খাবার চেয়েছিল।

৭. ঐশী গ্রন্থ তাওরাত মানতে অস্বীকৃতি : বনি ইসরাইল তাদের জীবন যাপনের সুবিধার জন্য কিতাব চেয়েছিল। কিন্তু তাদের জন্য যখন তাওরাত কিতাব নাজিল হল, তখন তারা সে কিতাবের বিধি-বিধান কঠিন মনে করে তা পালনে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহ তাদের মাথার ওপর সিনাই পাহাড় উঠিয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শন করলেন। তারা গজবের ভয়ে তাওরাত মানে। কিন্তু পরে পুনরায় তা মানতে অস্বীকার করে।

৮. শনিবার মৎস্য শিকার : হজরত দাউদ (عليه السلام) এর সময় বনি ইসরাইলের জন্য শনিবারে মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। কারণ সেদিন তাদের ইবাদতের দিন ছিল। সেদিন যাবুর কিতাব পাঠ করা হত, তা শোনার জন্য মাছেরা সমুদ্রের তীরে আসত। বনি ইসরাইলের একদল লোক সে আদেশ অমান্য করে ছল চাতুরির মধ্যদিয়ে মাছ শিকার করেছিল। এতে তারা আল্লাহ তাআলার আজাবে লাঞ্ছিত বানরে পরিণত হয়।

৯. গাভী জবাইয়ের ব্যাপারে অবান্তর প্রশ্ন : বনি ইসরাইলের মাঝে সংঘটিত একটি গুপ্ত হত্যার রহস্য উদঘাটনের জন্য আল্লাহ একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দেন। এ নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন দ্বারা বিষয়টি জটিল করে তোলে। এজন্য তাদেরকে অনেক চড়া মূল্যে গাভীটি সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট টীকা

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ .... عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

বনি ইসরাইলের পরিচয়:

বনি ইসরাইল-এর স্বাভাবিক অর্থ ইসরাইল সন্তানগণ। ইসরাইল হিব্রু ভাষার শব্দ। এর অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহ তাআলার বান্দা। ইসরাইল হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) এর অপর নাম। তিনি ইসরাইল নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। কুরআন মাজিদ এবং হাদিস শরিফ থেকে প্রতীয়মান হয়, হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এবং হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) ব্যতীত আর কোন নবি রসুলকে দু'নামে ডাকা হয় নি। হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) ছিলেন হজরত ইসহাক (عليه السلام) এর পুত্র এবং হজরত ইবরাহিম, (عليه السلام) এর পৌত্র। হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) এর এক ছেলের নাম ছিল ইয়াহুদ। তাই ইয়াকুব (عليه السلام) অর্থাৎ ইসরাইল (عليه السلام) এর ছেলে ইয়াহুদ-এর বংশধরগণকে বনি ইসরাইল বলা হয় এবং ইহুদিও বলা হয়। এ বনি ইসরাইল বংশে হজরত মুসা (عليه السلام), হজরত হারুন (عليه السلام), হজরত দাউদ (عليه السلام), হজরত সুলাইমান (عليه السلام) সহ অনেক নবি রসুল আগমন করেছেন। হজরত ইসা (عليه السلام) এর অনুসারীগণ নাসারা নামে খ্যাত। এরাও বনি ইসরাইলের একটি শাখা। হজরত ইসা (عليه السلام) এর ওপর আল্লাহ তাআলার কিতাব ইনজিল নাজিল হয়েছিল। আল্লাহ পাক বনি ইসরাইলকে অনেক অনুগ্রহ ও নিয়ামত দান করেছেন এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত জাতির ওপর বনি ইসরাইলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট টীকা

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ .... الخ

১. ফিরাউন : মিসরের অত্যন্ত প্রভাবশালী সম্রাট; ফিরাউন তার উপাধি। তার আসল নাম ওয়ালিদ বিন মাসআব। সে নিজেকে প্রভু বলে দাবী করে। হজরত মুসা (عليه السلام) এর জন্ম বৎসরে ফিরাউন তার সম্ভাব্য শত্রুর আবির্ভাব হবার জ্যোতিষী ভবিষ্যৎ বাণীতে আতংকিত হয়। সে তখন থেকে বনি ইসরাইলের সকল নবজাত পুত্র সন্তানকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কি মহিমা! মুসা (عليه السلام) এর জন্ম হয়। শেষ পর্যন্ত ফিরাউনের নিজ বাড়িতেই তার স্ত্রী আছিয়া (رضي الله عنها) কর্তৃক তার জীবন শত্রু মুসা (عليه السلام) লালিত-পালিত হন।

মুসা (عليه السلام) এর নবুয়াত প্রাপ্তির পর ফিরাউনের সাথে তার মোকাবিলা হয়। বনি ইসরাইলসহ মুসা (عليه السلام) এর মিসর ত্যাগের সময় আল্লাহ তাআলার হুকুমে মুজিজার লাঠির আঘাতে লোহিত সাগর তাদের জন্য রাস্তা করে দেয়। মুসা (عليه السلام) বনি ইসরাইলসহ সেই রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে উপনীত হবার পর ফিরাউন যখন সৈন্যবাহিনীসহ উক্ত রাস্তা অনুসরণ করে, তখন সাগরের তলে সৃষ্ট রাস্তার দু'পার্শ্বে উঁচু হয়ে থাকা পানি এক সাথে মিলে যায়। তখন সে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়। তার মৃতদেহ আজো মিসরের পিরামিডে সংরক্ষিত আছে।

وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ... الخ

১. المن والسلوى (আলমান্না ওয়াস সালওয়া): মান্না এবং সালওয়া বনি ইসরাইলদের তিহ ময়দানে অবস্থানকালে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে প্রাপ্ত দুই প্রকার বিশেষ খাদ্যের নাম। মান্না এক প্রকার ছোট ছোট দানা। এগুলো রাতে শিশির বিন্দুর মত গাছের পাতায় ও ঘাসের ওপর পতিত হয়ে জমা থাকত। সকালে বনি ইসরাইল তা সংগ্রহ করে নিত। হজরত কাতাদা র. বলেন, উলুর মত মান্না তাদের ঘরে এসে পড়ত, যা দুধ থেকে অধিক সাদা আর মধু থেকে অধিক মিষ্টি ছিল, তা সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত পড়ত।

আর সালওয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার পাখি বিশেষ।

২. مصر : (মিস্র) বলতে এখানে অনির্দিষ্টভাবে কোনো নগর বা লোকালয় বুঝান হয়েছে। কারও কারও মতে ফিরাউনের মিসর বুঝান হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা পরবর্তীতে তাদেরকে মিসরের অধিকারী করেছিলেন। এ অঞ্চলটির পূর্ব নাম মিসরাতাম مصراتم ছিল। আরবিতে একে مصر বলা হয়েছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইংগিত:

১. আল্লাহ তাআলা ইহুদিদেরকে সম্বোধন করে বলেন যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি আমি অসংখ্য বড় বড় নিয়ামত দান করেছি। অতএব হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

২. বনি ইসরাইলকে সম-সাময়িক যুগে সমস্ত সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। তারা ছিল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি।

৩. আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাঈলকে প্রত্যক্ষভাবে এবং উম্মতে মুহাম্মদিকে পরোক্ষ ভাবে ঐ দিনকে ভয় করতে বলেছেন যে দিন, কেউ কারো উপকার করতে পারবে না, কোন প্রকার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, কোন বিনিময় নেয়া হবে না, কোন প্রকার সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না। অর্থাৎ কিয়ামতের দিনকে।

৪. বনি ইবরাঈলের জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বৃহৎ বৃহৎ নিয়ামত প্রদান করা হয়েছিল। যেমন তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি, অসংখ্য নবি রসুল তাদের থেকে প্রেরণ, ফেরাউনের অবর্ণনীয় জুলুম নির্যাতন থেকে মুক্তি, আসমানি কিতাব প্রদান, স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে চাওয়ার চরম পরিণতি থেকে মুক্তি ইত্যাদি।

সপ্তম পাঠ : ৭ম রুকু

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ
عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٦٠) وَاِذْ
قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا
وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ؕ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ؕ اِهْبِطُوْا
مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ؕ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَآءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ
(٦١)

সরল অনুবাদ:

৬০. স্মরণ কর, যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল, আমি বললাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' ফলে এটা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পান-স্থান চিনে নিল। বললাম, 'আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতিকারীরূপে পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়িও না।'

৬১. যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মুসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনো ধৈর্যধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর- তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য শাক-সবজি, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পেঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।' মুসা বলল, 'তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে'। তারা লাঞ্ছনা ও

দারিদ্রগ্রস্থ হলো এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হলো। এটা এ জন্য যে তারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন করার জন্যই তাদের এই পরিণতি হয়েছিল।

تحقيقات الألفاظ

استسقى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستسقاء মাদ্দাহ س+ق+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে পানি প্রার্থনা করল।

انفجرت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব انفعال মাসদার الانفجار মাদ্দাহ ف+ج+ر জিনস صحيح অর্থ- প্রবাহিত হল।

لا تعثوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব ضرب মাসদার العثي মাদ্দাহ ع+ث+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা ফ্যাসাদ করিও না।

لن نصبر : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব ضرب মাসদার الصبر মাদ্দাহ ص+ب+ر জিনস صحيح অর্থ- আমরা কখনো সবর করব না।

تركيب الجملة

استسقى موسى لقومه : এখানে استسقى শব্দটি فعل আর موسى হলো فاعل , لقومه এর ل হলো حرف جار আর قوم হলো مضاف জমির ه হলো مضاف إليه এখন مضاف এবং مضاف إليه মিলে مجرور এখন جار এবং مجرور মিলে متعلق অতঃপর فعل ـ فاعل ـ متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

মূল বক্তব্য/বিষয় বস্তু

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ .... وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ

অত্র আয়াতে তিহ প্রান্তরে সংঘটিত বনি ইসরাইলের আর একটি দুষ্কর্মের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বনি ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ পাক তিহ ময়দানে মান্না-সালওয়া নামক সুস্বাদু আসমানি খাদ্য প্রদান করেছিলেন। তারা অতি সহজে বিনা কষ্টে তা সংগ্রহ করতে পারত। অথচ অকৃতজ্ঞ বনি ইসরাইল তার বদলে ডাল, সবজি ইত্যাদি চাষ করত। তারা নিজেদের পেশাগত পূর্ব জীবনের কথা স্মরণ করে এতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হল। তাই মান্না-সালওয়া তাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়ল। তারা তাদের পূর্ব থেকে অভ্যস্ত খাদ্য প্রদানের জন্য মুসা (عليه السلام) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে অযৌক্তিক আবদার পেশ করে। তারা মুসা (عليه السلام) কে

বলেছিলেন, তিনি যেন আল্লাহ তাআলার কাছে দোআ করেন যাতে আল্লাহ যমিনে যে সকল কৃষিভিত্তিক খাদ্য দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তারা পেয়াজ, রসুন, মসুরের ডাল, তরিতরকারি, শাক সবজি দাবী করে। তাদের এ অকৃতজ্ঞতাপূর্ণ আবদারে বিরক্ত হয়ে মুসা (عليه السلام) তাদেরকে বললেন, "তোমরা যে সাধারণ খাদ্যের জন্য আবদার করছ, তা তো যে কোন জনপদে গেলেই পেতে পার। তজ্জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে বিশেষ দাবী জানাবার কোন প্রয়োজন নাই।" বর্ণিত আছে, তাদের অনেকেই বিশেষ জনপদে যেয়ে বসবাস শুরু করে এবং আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তারা অনেক নবি রসুলকে হত্যা করে। এ জন্য তারা অভিশপ্ত হয় এবং তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার গযব নাজিল হয়।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ .... مُفْسِدِيْنَ.

তিহ্ মরু প্রান্তরে মুসা (عليه السلام) এর পানি প্রার্থনা:

ফিরাউনের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মুসা (عليه السلام) এর নেতৃত্বে বনি ইসরাইল মিসর ত্যাগ করে। আল্লাহ তাআলার আদেশক্রমে মুসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলদের তাদের পিতৃপুরুষের স্বদেশভূমি শাম দেশে- বর্তমানকালে সিরিয়ার কেনানে নিয়ে যান। এখানে তাদের প্রতি আরদে মোকাদ্দাসা- পবিত্র ভূমি প্রতাপশালী আমালিকা সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্ত করতে আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের আদেশ জারি করেন এবং এ উদ্দেশ্যে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্যাদানের ওয়াদা করেন। কিন্তু ভীতু বনি ইসরাইল আমালেকা সম্প্রদায়ের শৌর্যবীর্য ও শক্তিমত্তার কথা শুনতে পেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। তারা মুসা আলাইহিস সালামকে বলে, আপনি এবং আপনার রব গিয়ে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। এ অপরাধে আল্লাহ তাআলা তাদের চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিহ প্রান্তরে বন্দীত্বের শাস্তি দেন।

তিহ প্রান্তরে গরমে পিপাসায় তারা অস্থির হয়ে পড়ে। তখন সকলে মুসা (عليه السلام) এর কাছে পানির আবেদন করে। মরুভূমিতে কোথাও বিন্দু পরিমাণ পানি ছিল না। তখন মুসা (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত করলে আল্লাহ তাঁকে তাঁর লাঠি দ্বারা নির্জীব পাথরের গায়ে আঘাত করতে বলেন। মুসা (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার আদেশ মোতাবেক পাথরে আঘাত করলে পাথর হতে বারটি পৃথক পৃথক ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। বনি ইসরাইলের ১২টি গোত্র নিজ নিজ ঝর্নার ঘাট নির্ধারণ করে নেয়। আল্লাহ উম্মাতে মুহাম্মাদিকে উক্ত ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপরোক্ত আয়াত নাজিল করেন। আল্লাহ তিহ্ মরু প্রান্তরে অবস্থানরত বনি ইসরাইলকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচানোর জন্য শূন্যে মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করেন। তাদের খাবারের জন্য মান্না ও সালওয়ার ব্যবস্থা করেন। এ ভাবে তারা ৪০ বছর তিহ মরু প্রান্তরে বন্দী জীবন কাটায়।

সংক্ষিপ্ত টীকা

غَمَامَ : শব্দটি غَمَامَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে ঢেকে যাওয়া। মেঘ আকাশকে ঢেকে ফেলে বিধায় একে غمام বলে। غَمَام মূলত সাদা মেঘকে বুঝায়। তিহ মরু প্রান্তরে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে এ মেঘমালা দ্বারা ছায়া দান করেছিলেন। যাতে তারা তিহ ময়দানে রোদের তাপ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের উপর অসংখ্য নিয়ামত থেকে একটি মহান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে জমিনের উপর বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন।

২. সম্পদ থাকতে সম্পদের মর্যাদা না দেয়া সুখ থাকতে সুখের মুল্যায়ন না করা এহেন নিকৃষ্ট-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বনি ইসরাইলরা।

৩. তারা বেহেশতের খাদ্য মান্না-সালওয়ার প্রতি অরুচি প্রকাশ করে ভূমিতে উৎপন্ন খাদ্যের আবেদন জানালো। তাদের এহেন ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণের জন্য তাদের উপর আল্লাহ তাআলার আযাব নেমে আসলো, লানতের শিকর হলো।

৪. তারা চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা অপমান, দরিদ্রতায় নিপতিত হল। আজও তারা পৃথিবীতে নিকৃষ্ট গৃণিত জাতি হিসেবে পরিচিত।

৫. উম্মতে মুহাম্মদির জন্য বনি ইসরাইলের ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষা নেয়া একান্ত বাঞ্চনীয়। নাফরমানি করে তাদের মতো জগন্য পরিণতি ডেকে না আনা।

অষ্টম পাঠ : ৮ম রুকু

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِـِٔيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٦٢) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا
فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (٦٣) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
ذٰلِكَ ۚ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (٦٤) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا
مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٔيْنَ (٦٥) فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ (٦٦) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا
هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٦٧) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهٗ
يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكْرٌ ؕ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذٰلِكَ فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ ۙ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ
لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ ۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا ؕ وَاِنَّاۤ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ (٧٠) قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ
اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ۚ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ؕ قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ
بِالْحَقِّ ؕ فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ (٧١)

সরল অনুবাদঃ

৬২. নিশ্চয়ই যারা ইমান এনেছিল, যারা ইহুদি হয়েছিল এবং খ্রিস্টান ও সাবিইন যারা আল্লাহ ও আখিরাতের ইমান আনে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

৬৩. স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং 'তূর' কে তোমাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করেছিলাম; বলেছিলাম, 'আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখো, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।'

৬৪. এটার পরেও তোমরা মুখ ফিরালে! আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৬৫. তোমাদের মধ্যে যারা শনিবার সম্পর্কে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জানো। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, 'তোমরা ঘৃণিত বানর হও।'

৬৬. আমি এটা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকিদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।

৬৭. স্মরণ কর, যখন মুসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু জবাইয়ের আদেশ দিয়েছেন', তারা বলেছিল, 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করতেছো?' মুসা বলল, 'আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি যেন আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই।'

৬৮. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল এটা কেমন?' মুসা বলল, 'আল্লাহ বলেছেন, এটা এমন গরু যা বৃদ্ধ নয়, অল্প বয়স্কও নয়-মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ তা কর।'

৬৯. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল এটার রং কি?' মুসা বলল, 'আল্লাহ বলেছেন, এটা হলুদ বর্ণের গরু, এটার বর্ণ উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।'

৭০. তারা বলল, 'আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, এটা কোনটি? আমরা গরুটির সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাব।'

৭১. মুসা বলল, 'তিনি বলেছেন, এটা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয় না-সুস্থ নিখুঁত।' তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য এনেছ।' যদিও তারা জবেহ করতে উদ্যত ছিল না তবুও তারা এটাকে জবেহ করল।

تحقيقات الألفاظ

تولیتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التولي মাদ্দাহ و+ل+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা মুখ ফিরালে।

اعتدوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاعتداء মাদ্দাহ ع+د+و জিনস ناقص واوي অর্থ– তারা সীমা লংঘন করেছিল।

ان تذبحوا : أن শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الذبح মাদ্দাহ ذ+ب+ح জিনস صحيح অর্থ– তোমরা জবাই করবে।

تركيب الجملة

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت : لقد علمتم শব্দটি فعل জমির انتم হলো فاعل এখানে الذين হলো اسم موصول আর اعتدوا শব্দটি فعل আর منكم হলো متعلق اول এবং في السبت হলো متعلق ثاني অতঃপর فعل +فاعل এবং দু' متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে صلة আর موصول মিলে مفعول হয়েছে, অতঃপর فعل+فاعل এবং مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصَّابِئِيْنَ... الخ

ইহুদি নাসারা সদা-সর্বদা নিজেদের বংশ পরিচয়ে অহংকার করত। তারা আল্লাহ তাআলার নবির বংশধর বলে গরিমা বোধ করত তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে সুখ শান্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এর মানদন্ড হলো ইমান ও আমল।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ..... الخ

বনি ইসরাইল ফেরাউনের জুলুম নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর, মুসা নবির কাছে বারংবার আবদার জানাতে থাকে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি কিতাব নাজিল করার জন্য। প্রতিবারই তারা সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে যে, তারা উক্ত কিতাব অনুযায়ী আমল করবে তিল পরিমাণ এদিক সেদিক করবে না। আল্লাহ তাআলার দেয়া সেই কিতাবের প্রতিটি হুকুম আহকাম আদেশ নিষেধ মেনে চলবে। তাদের বার বার প্রতিশ্রুতি দানের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাওরাত কিতাব নাজিল করেন।

কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা তাদের অঙ্গিকারের কথা ভুলে যায়। অতঃপর তাদের মাথার উপর তুর পাহাড় তুলে ধরে তাদের কাছ থেকে পুনরায় অঙ্গিকার নেন।

মূল বক্তব্য /বিষয়বস্তু

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ .... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

চয়নকৃত আয়াতদ্বয়ে বনি ইসরাইলের শনিবার সম্পর্কিত বিধান লংঘন করা, এর পরিণামে শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে বানর হয়ে যাওয়া এবং তা অবাধ্যদের জন্য শিক্ষণীয় ও আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য উপদেশ হওয়া সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

ফিলিস্তিনের দক্ষিণে আকাবা উপসাগর রয়েছে। তার তীরে অবস্থিত আকাবা সামুদ্রিক বন্দর। পূর্বে এই বন্দর নগরীর নাম ছিল "আয়লা"। এ নগরীতে এমন সব ইহুদিরা বাস করত যারা পেশায় ছিল মৎসজীবী বা জেলে। ইহুদি ধর্মে শনিবার অত্যন্ত পবিত্র দিন। এ দিনে আল্লাহ তাআলার উপাসনা ও ইবাদত বন্দেগী ছাড়া পার্থিব কোন কাজ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল। তাওরাতেও নিষেধাজ্ঞা লংঘনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বর্ণিত আছে।

হজরত ইবনে কাসির (র) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেছেন-আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত বনি ইসরাইলগণ "আয়লা" নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। আল্লাহ্ ইহুদিদের জন্য শনিবারে তাঁর ইবাদত বন্দেগী ব্যতীত অন্য সব রকম কাজ নিষিদ্ধ করেছিলেন। সেদিন অনেক মাছ এসে সমুদ্রের কূলে জড়ো হতো। শনিবার পার হলেই সে সব মাছ গভীর সমুদ্রে চলে যেত। এ দেখে কিছু লোক মাছের প্রতি প্রলুব্ধ হল এবং তা শিকারের এক ফন্দি বের করল। শনিবার দিন তারা মাছ সমাগমের পথের দিকের মুখ জাল দিয়ে বন্ধ করে মাছ আবদ্ধ করে রাখত। পরের দিন তা অল্প সময়ের মধ্যে ধরে ওই দিনই তারা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে চলে যেত। তাদের এ জঘন্য ফন্দির কারণে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ পাক তাদেরকে বানর বানিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাআলার গজবে পতিত হয়ে তারা বানর হয়েছিল। বর্ণিত আছে, শনিবার সম্পর্কিত বিধানের সীমালঙ্ঘন করে যারা মাছ শিকার করেছিল, তাদেরকে সমাজচ্যুৎ করা হয়েছিল। একটি পাথরের প্রাচীর ঘেরা জায়গায় তারা বসবাস করত। এক সকালে তাদের কেউ ঘুম থেকে ওঠে বাইরে না আসায় তাদের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখা গেল, তারা সকলে বানর হয়ে গেছে। তাদের চেহারা মানুষের মত ছিল। একাধারে ৩ রাত ৩ দিন মতান্তরে ৪০ রাত ৪০ দিন তারা সকলেই না খেয়ে, পান না করে কান্না কাটি করতে করতে মারা গিয়েছিল।

আল্লাহ্‌র আইন লংঘনকারীদের এ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিকে আল্লাহ তাআলা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের সীমালংঘনকারীদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত, আর যারা আল্লাহ্‌ভীরু তাদের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত এ ঘটনাটিকে উপদেশ বানিয়ে রাখলেন।

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖٓ اِنَّ اللّٰهَ .... اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ

এ আয়াতে কারিমা বনি ইসরাইলের একজন নিহত ব্যক্তির গুপ্ত ঘাতকের সন্ধান পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি গাভী জবাইয়ের আদেশ দেয়া প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

বনি ইসরাইল দীর্ঘকাল যাবত পৌত্তলিক মিসরিয়দের সাথে বসবাস করেছিল। ফলে তাদের অন্তরে প্রতিমা পূজার শিরকের শিকড় গেড়ে বসে। মিসরিয়গণ গরু পূজা করত। তাই তাদের মত বনি ইসরাইলও গো-পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ পাক অন্তর থেকে গো-পূজার মূলোৎপাটন করতে চাইলেন, এ সময়ে বনি ইসরাইলের মধ্যে আমিল নামক এক ব্যক্তি নিহত হল, কিন্তু হত্যাকারীর নাম উদঘাটিত না হওয়ায় তারা একে অপরকে এ হত্যার জন্য দোষারোপ করতে লাগল। ফলে তাদের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হল। অবশেষে বিচারের জন্য তারা হজরত মুসা (عليه السلام) এর শরণাপন্ন হল। হজরত মুসা (عليه السلام) হত্যাকারীর নাম জানাবার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন করলেন।

আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি হত্যাকারীর নাম জানিয়ে না দিয়ে একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিলেন এবং এর এক টুকরা গোশত দ্বারা মৃতদেহ স্পর্শ করাতে বললেন। তখন তারা বিশ্বাস করতে পারল না যে, যে গাভীকে তারা পূজা করে, আল্লাহ্ তাআলা তা জবাই করার নির্দেশ দিতে পারেন। তাই তারা বলল, "হে মুসা! তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ?" মুসা বললেন, 'আল্লাহ তাআলার নির্দেশ নিয়ে ঠাট্টা করা মূর্খদের কাজ। আর আমি এরূপ মূর্খতা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় চাচ্ছি। গাভী যাতে জবাই করা না লাগে, সে জন্য তালবাহানার উদ্দেশে তারা প্রশ্ন করতে থাকে। হজরত মুসা (عليه السلام) যখন আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে জেনে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলেন, তখন তারা নিরুপায় হয়ে গাভী জবাই করল এবং তার একটি টুকরা দিয়ে মৃতদেহ স্পর্শ করাল। এতে মৃত ব্যক্তি আমিল জীবিত হয়ে হত্যাকারীর নাম বলে দিল এবং পুনরায় মারা গেল। সে জীবিত হয়ে বলেছিল যে, তার ভাতিজা তার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল বিধায় ভাতিজা তাকে হত্যা করেছে।

এ গাভী জবাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হল, যে গরুকে তারা পূজা করত, সে নিজেই ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গাভী জবাইয়ের এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সুরার নাম আল বাকারা রাখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ.. وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

বনি ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার গরু জবাইয়ের আদেশ:

বনি ইসরাইল দীর্ঘকাল পৌত্তলিক মিসরিয়দের সাথে বসবাস করে। ফলে যাদের অন্তরেও পৌত্তলিকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্য হজরত মুসা (عليه السلام) যখন তাদেরকে তাওহিদের দিকে দাওয়াত দিলেন, তখন তারা নানা টাল-বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম।" সত্য প্রত্যাখ্যান করায় তাদের অন্তরে গরুর বাছুর প্রীতি সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব, বনি ইসরাইলের অন্তরে গরুর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল, আল্লাহ তা দূরীভূত করতে ইচ্ছা করলেন। এ জন্য যখন তাদের মধ্যে আমিল নামক এক ব্যক্তি নিহত হল এবং প্রকৃত হত্যাকারীর পরিচয় না পেয়ে একে অপরকে দোষারোপ করায় দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হল, তখন তারা এ হত্যাকারীকে বের করে বিচারের জন্য হজরত মুসা (عليه السلام) এর কাছে আসে। এ প্রেক্ষিতে যখন মুসা (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার নিকট দোআ করেন, তখন আল্লাহ প্রকৃত হত্যাকারীর নাম সরাসরি প্রকাশ না করে তাদেরকে একটি গাভী জবাই করার নির্দেশ দিলেন এবং জবাইকৃত গাভীর এক টুকরা গোশত মৃতদেহে স্পর্শ করাতে বলেন। বনি ইসরাইল তাই করল। ফলে মৃত ব্যক্তি জীবিত হলে হত্যাকারীর নাম বলে দিল। সে বলল, তার ভাতিজা তার কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল। ওই কন্যাই তার একমাত্র সন্তান ছিল। তার মৃত্যুর পর ভাতিজা ওয়ারিস হিসেবে তার বিশাল ধন-সম্পদের মালিক হতে চেয়েছিল। নিহত ব্যক্তি তার ভাতিজার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিল না বিধায় সে তাকে হত্যা করে। সে অন্য গোত্রের মহল্লার প্রধান ফটকের সামনে তার মৃতদেহ রেখে দিয়েছিল। এতে তাদের বিভিন্ন গোত্রের লোক অপর গোত্রের লোকদের এ হত্যার জন্য দোষারোপ করে। অবশেষে মুসা (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার আদেশে এ জটিল সমস্যার সমাধান করেন। এই জবাইয়ের মাধ্যমে হত্যাকারীর পরিচয় উদঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হল যে, যে গরুকে তারা পূজা করতে, সে তার নিজেকেই রক্ষা করতে পারল না। সুতরাং সে উপাস্য হতে পারে কিভাবে?

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বনি ইসরাইল গরু পূজায় আসক্ত ছিল বিধায় যখন হজরত মুসা (عليه السلام) তাদের গরু জবাই সম্বলিত আল্লাহ তাআলার নির্দেশ শোনালেন, তখন তারা বিশ্বাস করতে পারল না, আল্লাহ এরূপ নির্দেশ তাদেরকে দিতে পারেন। তারা মনে করেছিল এটা মুসা (عليه السلام) তাদের সাথে ঠাট্টা করছেন, কিন্তু হজরত মুসা (عليه السلام) তাদেরকে জানালেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ নিয়ে উপহাস করা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি এরূপ অজ্ঞতা হতে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। বনি ইসরাইল আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্যের সরল পথ ছেড়ে টাল-বাহানার পথ ধরে। এ উদ্দেশ্যে গাভীটির আকৃতি, বর্ণ, কম বয়সের না বৃদ্ধ বয়সের ইত্যাদি সম্পর্কে হজরত মুসা (عليه السلام) কে নানা প্রশ্ন করে জটিলতা ডেকে আনে। যদি তারা এরূপ প্রশ্নের আশ্রয় না নিত, তা হলে যে-কোন গাভী জবাই করলেই উদ্দেশ্য সাধিত হত। তাদেরকে অস্বাভাবিক অধিক মূল্যে গাভী ক্রয় করতে হত না। নির্ধারিত গুণাবলীর গাভী খোঁজার জন্য তাদের এত বেশি পরিশ্রমও করতে হত না।

উল্লিখিত ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা:

১. আল্লাহ এবং রসুলের যে কোন নির্দেশ বিনা দ্বিধায়, বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলে তা সহজসাধ্য হয়। অধিক প্রশ্ন ও বাচালতা করতে গেলে তা কঠিন ও জটিল হয়ে পড়ে। গরু কুরবানীর আদেশের সঙ্গে সঙ্গে যদি বনি ইসরাইল তা পালন করত; তবে যে-কোনো ধরনের একটি গরুই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাদের বাচালতার কারণেই আল্লাহ তাদেরকে এমন একটি দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য গাভী জবাইয়ের আদেশ প্রদান করেছিলেন, যার জন্য তাদের বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল।

২. প্রিয় নবি মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিস্মিত হবার কিছুই নেই। কারণ এটা তাদের মজ্জাগত স্বভাব। তাদের পূর্বপুরুষগণ হজরত মুসা (عليه السلام) এর সাথে এরূপ আচরণই করেছিল।

৩. প্রাচীন মিসরিয় সভ্যতায় গো-পূজার প্রচলন ছিল। এর মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ পাক গরু জবাই করার আদেশ দিয়েছিলেন।

৪. গরু জবাইয়ের ঘটনার ভিতর দিয়ে আল্লাহ নিম্নোক্ত মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করান, যেন বনি ইসরাইল তথা দুনিয়ার মানবগোষ্ঠী আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার এ নিদর্শন দেখে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ .... الخ

প্রশ্ন: আল্লাহ তাআলার বাণী- لا اكراه في الدين অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই" অথচ আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলদেরকে সামনে আগুন, মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে তৌরাত মানার যে, অঙ্গিকার নিলেন তা কি জবরদস্তি নয়?

উত্তর: সম্মুখে অগ্নি রেখে মাথার উপর পাহাড় তুলে ধরে "ধর্মগ্রন্থ পালনের জন্য বাধ্য করা প্রকাশ্য দৃষ্টিতে জবরদস্তি মনে হয়। আসলে তা নয় لا اكراه في الدين আয়াতের মর্মার্থ হলো ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি করা যাবে না। তবে ধর্ম গ্রহণের পর ধর্মের বিধি-বিধান হুকুম আহকাম পালনের জন্য জবরদস্তি

অযৌক্তিক নয়। এখানে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকে ধর্ম গ্রহণের জন্য জবরদস্তি করেন নি বরং ধর্মের বিধি-বিধান মান্য করার ব্যাপারে জবরদস্তি করেছেন।

যেমন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি নিয়ম সর্বত্র স্বীকৃত তা হলো কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করার জন্য কাউকে কখনো বাধ্য করা হয় না তবে স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব গ্রহণ করার পর সে রাষ্ট্রের আইন ও কানুন মেনে চলা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। এবং রাষ্ট্র তাকে আইন ও কানুন মানার জন্য বাধ্য করে থাকে।

অতএব উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকলো না।

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ ... الخ

আল্লাহ তাআলা গজব নাজিল করে যাদেরকে বানরে পরিণত করেছিলেন বর্তমান পৃথিবীর বানর তাদের বংশের কিনা?

হজরত দাউদ (عليه السلام) এর আমলে আইলা নামক স্থানে বনি ইসরাইলের কোন কোন বর্ণনায় ৭০ হাজার অন্য এক বর্ণনায় ১২ হাজার লোককে ঘৃণ্য ইতর বানরে পরিণত করা হয়। এরা সকলেই আল্লাহ তাআলার নাফরমান সীমা লংঘনকারী বান্দা ছিল। তবে বর্তমান পৃথিবীতে যে বানর রয়েছে এগুলো আদৌ তাদের বংশধর নয়। তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে যায়।

ইমাম মুসলিম স্বীয় গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কয়েকজন সাহাবা রসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলেন যে ইয়া রসুলুল্লাহ আমাদের সময়ের বানর শুকর কি বানরে পরিণত সেই ইহুদি সম্প্রদায়? তিনি এরশাদ করলেন: আল্লাহ পাক যখনই কোন সম্প্রদায়কে আকৃতি পরিবর্তনের শাস্তি দেন তখন তাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন। তিনি আরও এরশাদ করেন যে, বানর ও শুকর দুনিয়াতে ইতিপূর্বেও ছিল পরেও থাকবে। তাদের সাথে সেই ইহুদি সম্প্রদায়ের কোন সম্পর্ক নাই।

বর্ণিত আছে যে, বানরে পরিণত সম্প্রদায় মাত্র ৩দিন তিন রাত্র বেঁচে ছিল অতঃপর তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত টিকা

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ ... الخ

ইহুদি : এরা হজরত মুসা (عليه السلام) ও তাওরাতের অনুসারী জাতি। ইয়াহুদ শব্দটি তাওয়াহুদ থেকে উৎকলিত, যার অর্থ – তওবা করা। ইহুদিরা যেহেতু বার বার তাওবা করেছিল, তাই তাদের ইহুদি নাম হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণিত আছে যে, হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) এর এক নাম ইসরাইল ছিল। এ জন্য তাঁর অনুসারীদের বনি ইসরাইল বলা হয়। তদ্রূপ হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) এর এক পুত্রের নাম ইয়াহুদ- যার অনুসারীদের ইহুদি বলা হয়। সুতরাং ইহুদিরা মূলত বনি ইসরাইল।

نَصٰرٰى : অর্থ যারা খ্রিস্টান হয়েছে। তাদেরকে নাসারা বলা হয় এ জন্য যে, প্যালেস্টাইনের একটি এলাকার নাম নাসেরা, হজরত ইসা (عليه السلام) এর সাথে তারা এখানে এসেছিল। তাই-তাদেরকে নাসারা বলা হয়।

নাসারা শব্দটি নাছরুন থেকে উৎপত্তি এর বহুবচন নাসরান। যেহেতু তারা হজরত ইসা (عليه السلام) কে সাহায্য করেছিল তাই তাদেরকে নাসারা বলা হয়।

যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইসা (ﷺ) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন।

{مَنْ اَنْصَارِیْۤ اِلَی اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِیُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ } [آل عمران: ٥٢]

আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারিগণ বলল, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী।
(আলে ইমরান : ৫২)

হজরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন তাদেরকে নাসারা বলা হয় এ জন্য যে, ইসা (ﷺ) এর গ্রামের নাম নাসারা ছিল।

الصابئين : "সাবেইন" তাদেরকে বলা হয়, যারা বেদীন, যারা ধর্ম ত্যাগী, অথবা আহলে কিতাবদের একটি ফেরকার নাম সাবেয়ি। যারা তাওরাত পাঠ করতো।

হজরত হাসান এবং হজরত হাকাম বলেন যে, সাবেঈরা ছিল অগ্নি পূজকদের ন্যায়।

বর্ণিত আছে যে, ওরা ফেরেশতাদের পূজারী ছিল। হজরত আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ বর্ণনা করেন যে, এরা ছিল ইরাকের মোসেল এলাকার বাসিন্দা তা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করতো কিন্তু নবি বা আসমানি কিতাব বিশ্বাস করতো না। মূলতঃ তারা ইহুদীও না, খ্রিস্টানও না, অগ্নি পূজকও না, তারা কোন ধর্মের অনুসারী ছিল না, তারা ছিল জিনদিক।

তাদেরকে সাবেঈ বলার কারণ:

সাবাআ অর্থ বেরিয়ে যাওয়া আর সাবা অর্থ কোন এক দিকে আকৃষ্ট হওয়া। এ ফেরকার লোকজন সত্য দীন থেকে বের হয়ে বাতিলের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। বিধায় তাদেরকে সাবেঈ বলা হয়।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. এখানে আল্লাহ তাআলা একটি মৌলিক নীতি ঘোষণা করেছেন তা হলো যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও তার রসুলের প্রতি ইমান এনে তদানুযায়ী সৎ কর্মে মশগুল থাকলো আল্লাহ তাআলা তার জন্য রখেছেন বিশাল প্রতিদান। ইতিপূর্বে সে ইহুদি, খ্রিস্টান, সাবেই, হিন্দু, বৌদ্ধ, যাই ছিল তার কোন গুরুত্ব নেই।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাসী নয় সে দোজখবাসী।

৩. কোন ধর্ম গ্রহণের জন্য জবরদস্তি নিষিদ্ধ, তবে ধর্মে প্রবেশের পর সেই ধর্মের বিধি-বিধান পালনের জন্য বিধি মোতাবেক শাসন করা বৈধ।

৪. আখিরাতে নাজাতের জন্য আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে বিরত থাকতে হবে অন্যকেও বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। নাফরমানকে যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবে তারাও নাফরমানদের সাথে আযাবে গজবে গ্রেফতার হবে।

৫. শরিয়তের কোন হুকুম আহকাম নিয়ে বিদ্রুপ বা উপহাস করা মহাপাপ। তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

৬. কোন ব্যাপারে অধিক প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা ভাল। অধিক প্রশ্নের কারণে কখনো ক্ষতির কারণ হয় অথবা ব্যাপারটি জটিল হয়ে যায়। যেমন হয়েছিল বনি ইসরাইলের জন্য।

নবম পাঠ : ৯ম রুকু

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ۖ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (٧٢) فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا ۚ
كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى ۙ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٧٣) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ
كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ
فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٧٤)
اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا
عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (٧٥) وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا
اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٧٦) اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ
اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٧٧) وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا
يَظُنُّوْنَ (٧٨) فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ
ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ (٧٩) وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ
اِلَّآ اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً ۗ قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهٗٓ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا
تَعْلَمُوْنَ (٨٠) بَلٰى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَّاَحَاطَتْ بِهٖ خَطِيْٓئَتُهٗ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ
(٨١) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٨٢)

সরল অনুবাদঃ

৭২. স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতেছিলে– তোমরা যা গোপন রাখতেছিলে আল্লাহ তাআলা তা ব্যক্ত করেছেন।

৭৩. আমি বললাম, 'এটার কোন অংশ দ্বারা এটাকে আঘাত কর।' এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তাঁর নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

৭৪. এরপরও তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেল, এটা পাষাণ কিংবা তদপেক্ষা কঠিন। পাথরও কিছু এমন রয়েছে, যা এটা হতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এইরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর এটা হতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক পাথর আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে এবং তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত না।

৭৫. তোমরা কি এ আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ইমান আনবে- যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে অতঃপর তারা এটা হৃদয়ঙ্গম করার পরও বিকৃত করে, অথচ তারা জানে।

৭৬. তারা যখন মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ইমান এনেছি'. আবার যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও? এটা দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না?'

৭৭. তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন?

৭৮. তাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাদের মিথ্যা আশা ব্যতিত কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে।

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, 'এটা আল্লাহর নিকট হতে।' তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্য শাস্তি তাদের।

৮০. তারা বলে, 'দিন কতক ব্যতিত অগ্নি আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহর নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছ; অতএব আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার কখনও ভঙ্গ করবেন না কিংবা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলছো যা তোমরা জানো না?'

৮১. হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

৮২. আর যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।

تحقيقات الألفاظ

تكتمون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكتمان মাদ্দাহ ك+ت+م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা গোপন কর।

يحى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإحياء মাদ্দাহ ح+ي+ي জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি জীবিত করেন।

يشقق : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افّعّل মাসদার الاشقق মাদ্দাহ ش+ق+ق জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- ফেটে যাবে।

২০১৫

يحرفونه : শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التحريف মাদ্দাহ ح+ر+ف জিনস صحيح অর্থ– তারা উহাকে বিকৃত করে।

أميون : বহুবচন, একবচনে أُمِّيٌّ অর্থ নিরক্ষর। أُم (অর্থ মা) থেকে নির্গত। যে ব্যক্তি মায়ের পেট থেকে যে অবস্থায় আসে ঐ অবস্থায় থাকে তাকে أمي বলা হয়। নিরক্ষরকে উম্মী বলা হয় কারণ সে ছোট শিশুর মতই অক্ষরজ্ঞানহীন। أمي হওয়া সাধারণের জন্য দোষের বিষয়, কিন্তু মহানবি (ﷺ) এর জন্য এটি একটি গুণ।

لن تمس : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব سمع মাসদার المس মাদ্দাহ م+س+س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– সে কখনো স্পর্শ করবে না।

معدودة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم مفعول বাব نصر মাসদার العد মাদ্দাহ ع+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– গণনাকৃত।

لن يخلف : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব إفعال মাসদার الإخلاف মাদ্দাহ خ+ل+ف জিনস صحيح অর্থ– সে কখনো ভঙ্গ করবে না।

تركيب الجملة

والله مخرج ما كنتم تكتمون : এখানে الله হলো مبتدأ আর مخرج ما كنتم تكتمون বাক্যাংশটি হলো خبر অতঃপর مبتدأ+خبر মিলে جملة اسمية, এখানে বাক্যটি جملة معترضة হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُـهُ تَعَالَى: أَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُؤْمِنُوْا لَكُمْ ... الخ

আল্লামা সাবুনি (রহ) তাঁর তাফসিরগ্রন্থ صفوة التفاسير এ বর্ণনা করেছেন যে, আনছার সাহাবি অনেকেই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদিদের বন্ধু, প্রতিবেশী, দুধ ভাই ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তারা ইহুদি বন্ধু-বান্ধবের ব্যাপারে আশা পোষণ করতো যে যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতো তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

قَوْلُـهُ تَعَالَى: وَاِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَاِذَا خَلَا ... الخ

ইবনে জারির মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবি (ﷺ) বনু কোরায়জা গোত্রের উপর আক্রমণ করার

দিন তাদের দুর্গের পার্শ্বে দাড়িয়ে তাদেরকে এভাবে সম্বোধন করেছিলেন যে, হে বানর শুকর, শয়তানের পূজকদের ভাইয়েরা" এ সম্বোধন শুনে তারা পরস্পরে বলতে লাগল, ইনি আমাদের ঘরের গোপন কথা কিভাবে জানলেন? খবরদার মুসলমানদের কাছে নিজেদের গোপন কথা কখনো প্রকাশ করো না। অন্যথায় এ সব কথা আল্লাহ তাআলার দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে দলিল হিসেবে ব্যবহার হবে। তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَّعْدُوْدَةً... الخ

তাফসীরে ইবনে কাসিরে ধারাবাহিকভাবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইহুদিরা বলত যে, এ দুনিয়া সাত হাজার বছর টিকবে। আর প্রতি এক হাজার বৎসরের পরিবর্তে আমাদেরকে এক দিন দোজখের আগুনে শাস্তি পেতে হবে। এ শাস্তি আমাদের জন্য অতি নগন্য। তাদের ঘৃণ্যতম ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

মূলবক্তব্য/বিষয়বস্তু

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ .... مِمَّا يَكْسِبُوْنَ

ইহুদি ধর্মের অনেক পণ্ডিত ও ধর্মযাজক তাদের নিজেদের পার্থিব স্বার্থে অনেক সময় আল্লাহ তাআলার কিতাব তাওরাতের বাণীসমূহ পরিবর্তন করত। কোন কোন সময় কোন ইহুদি দলপতির সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি বা সর্দারী ও নেতৃত্বের সুবিধার জন্য তাদের দেওয়া তুচ্ছ মূল্য বা অর্থের বিনিময়ে ইহুদি পণ্ডিত ও ধর্মযাজকগণ এ জঘণ্য কাজ করত। কোন কোন সময় খৃষ্টান ধর্ম বা অন্য ধর্মের লোকদের ধর্মীয় বিষয়ে বিরোধিতা করার জন্য তাওরাতের মূল বাণী গোপন করে নতুন বাণী রচনা করত আর সাধারণ মানুষের সামনে ঘোষণা করত যে, এটা আল্লাহ তাআলার রচিত তথা মূল তাওরাতের বাণী। বিশেষ করে তাওরাতে মুহাম্মদ (ﷺ) এর যে সকল গুণাবলী এবং তাঁর সম্পর্কে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ ছিল, সেগুলো তারা গোপন করত। এমন কি মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কিত গুণাবলী, ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত তাওরাত তারা সম্পূর্ণভাবে গোপন করেছিল। তাওরাতের হাতে লেখা কপি তারা জনসমক্ষে বের করত। তাই উপরের আয়াতে আল্লাহ বলেন, "সে সকল ব্যক্তির জন্য শাস্তি (দুর্ভোগ) রয়েছে যারা নিজেদের হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য তারা বলে, এটা আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে আগত। তাদের হাত যা রচনা করেছে এবং যা তারা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি রয়েছে।

وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّا .... عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক ইহুদিদের একটি ভ্রান্ত ধারণার কথা বর্ণনা করেছেন। তাদের ধারণা ছিল, যেহেতু তারা নবি-রসুল সম্প্রদায়ভুক্ত, তাই তারা আল্লাহ পাকের বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং তারা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ পাবে।

অতএব, দোযখের আগুন তাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না। আর যদিও বা বিশেষ কোন কারণে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয় তবে তা হবে মাত্র নির্ধারিত কয়েকটি দিনের জন্য। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হজরত মুসা (আঃ) এর ধর্ম রহিত হয়নি। সুতরাং যদি কোন পাপের কারণে তারা দোযখে চলে যায়ও, তা হলেও অল্প দিন পরেই তারা মুক্তি পাবে। তাদের এ ধারণা ভুল ও ভিত্তিহীন। কারণ হজরত ইসা (আঃ) এর

আগমনে মুসা (عليه السلام) প্রবর্তিত ধর্ম রহিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর আবির্ভাবের সাথে সাথে হজরত ইসা (عليه السلام) এর ধর্ম রহিত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর নবুয়াত অস্বীকার করায় ইহুদিরা কাফের। কাফেরগণ কিছুদিন পর দোযখ হতে মুক্তি পাবে এমন কথা কোন আসমানী গ্রন্থে নেই। অতএব, তাদের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ মিথ্যা ধারণায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ঃ "তোমরা কি এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকের নিকট থেকে এমন কোন ওয়াদা প্রাপ্ত হয়েছ, যা তিনি কখনও ভঙ্গ করবেন না? না কি তোমরা আল্লাহ্ তাআলার সম্বন্ধে এমন কিছু বলে বেড়াচ্ছ যা তোমরা জান না।

হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, ইহুদিরা বলত, তারা আল্লাহ তাআলার অতি প্রিয় বান্দা,তাদের পাপ

আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি তাদের কারও খুব অধিক পাপের কারণে আল্লাহ শাস্তি দিতেই-চান, তাহলে তাদের ধারণামতে পৃথিবীর বয়স ৭ হাজার বছর। প্রতি হাজার বছরের জন্য ১ দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। তাহলে ৭ হাজার বছরের জন্য তাদেরকে ৭ দিন দোযখের শাস্তি দিয়ে রেহাই দেওয়া হবে। তাদের এ মনগড়া দাবী অসার ও ভিত্তিহীন ঘোষণা করে অত্র আয়াত নাজিল হয়।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ.

নিহত ব্যক্তির পুনর্জীবনলাভ ও হত্যাকারীর নাম প্রকাশ :

বনি ইসরাইল গোত্রের এক ব্যক্তি তার সুন্দরী চাচাত বোনকে বিবাহ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে চাচার ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার মানসে চাচাকে হত্যা করেছিল। নিহত ব্যক্তির নাম ছিল আমিল। মেয়েটি ছিল তার একমাত্র সন্তান, কিন্তু ওই ব্যক্তিকে কে হত্যা করেছে তা কেউ বলতে পারছিল না বিধায় গোত্রের মধ্যে একে অপরকে দোষারোপ করতে লাগল। পরিশেষে সম্প্রদায়ের লোকেরা বিষয়টি হজরত মুসা (عليه السلام) এর কাছে উপস্থাপন করল। মুসা (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক তাদেরকে বললেন, "তোমরা একটি গাভী যবাহ করে সেটির কিয়দংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত কর।" আঘাত করা মাত্রই নিহত ব্যক্তি জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দেবে। গরু পূজার প্রতি খুব বেশি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকায় তারা গরু জবাই করার ব্যাপারে নানারূপ তালবাহানা করছিল। গরু জবাই যাতে এড়ান যায় এ উদ্দেশ্যে ছল-ছাতুরি ও উপহাসের মাধ্যমে তারা মুসা (عليه السلام) কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে গাভীটি কেমন হবে, গাভীটির আকৃতি প্রকৃতি কেমন হবে, বর্ণ বা রং কেমন হবে, কম বয়সের হবে না বৃদ্ধ বয়সের হবে ইত্যাদি। বনি ইসরাইল শেষ পর্যন্ত বহু তর্ক-বিতর্কের পর একটি গাভী জবাই করে সেটির রান মতান্তারে জিহ্বা দ্বারা শরীরে আঘাত করলে নিহত ব্যক্তি আমিল জীবিত হয়ে তার হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দেয়।

উক্ত ঘটনা উম্মাতে মুহাম্মাদিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ এর মাধ্যমে পরকালে মানুষের পুনরুত্থানের নমুনা ও দলিল উপস্থাপন করেছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য, গরু জবাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে বুঝিয়ে দিলেন, যে গরু নিজেকেই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না, সে পূজিত বা উপাস্য হতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ

জড় পদার্থও কি আল্লাহকে ভয় করে?

হ্যাঁ শুধু পাথর নয় বরং যত জড় পদার্থ আছে সকলেই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী- وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ, এবং এমন কিছু নাই যা তাঁর সপ্রশংসা,পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। (বনি ইসরাইল : ৪৪)

তাফসীরে নুরুল কুরআনে আল্লামা আমিনুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন যে, উল্লেখিত আয়াতে পাথরের তিনটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। যথা-

প্রথম বৈশিষ্ট্য: وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ অর্থাৎ, পাথরের মধ্যে এমনও রয়েছে, যা থেকে নদ-নদী প্রবাহিত হয়।

মানব জাতির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত হলো, আল্লাহ পাকের নবি রসুলগণ, কেননা অগণিত মানুষ তাদের ফয়েজে অধ্যাত্মিক জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করে। তাঁদের হিদায়াত দ্বারা।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ অর্থাৎ, পাথরের মধ্যে এমনও রয়েছে, যা বিদীর্ণ হয় এবং তা থেকে পানি বেরিয়ে আসে।

মানব সমাজে এই পাথর সমূহের দৃষ্টান্ত হলো আল্লাহ তাআলার ওলিগণ, বুজুর্গগণ, কেননা তাঁদের ফয়েজ ও বরকতে অনেক মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য: وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ, পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা আল্লাহ তাআলার ভয়ে উপর থেকে নিচে পড়ে যায়।

মানব সমাজে এ পাথর সমূহের দৃষ্টান্ত হলো সাধারণ নেককার মুসলমান।

মুসলিম শরিফে হজরত জাবের ইবনে সমুরা (ﷺ) বর্ণিত হাদিস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবি হজরত রসুলে করিম (ﷺ) এরশাদ করেছেন "আমি মক্কা মুয়াজজমায় সেই পাথরকে খুব ভাল করে চিনি, যে পাথরটি আমাকে নবুওয়াত লাভের পূর্বে সালাম দিত: আর সে পাথরটি আমার এখনও পরিচিত।

এমনিভাবে অসংখ্য প্রমাণ আছে যে, জড়পদার্থ আল্লাহকে ভয় করে তাসবিহ-তাহলিল পাঠ করে থাকে।

সংক্ষিপ্ত টীকা

أُمِّي : মুজাহিদ রহ. বলেন, ইহা দ্বারা আহলে কিতাবের কতক লোক উদ্দেশ্য। أُمِّي শব্দের বহুবচন أُمِّيون আর أُمِّي শব্দের অর্থ ভালরূপে লেখতে অক্ষম। أُمِّي শব্দটি নবি করিম (ﷺ) এর একটি বিশেষণ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

তিনি উম্মীদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে। (জুমুআ: ২)

ইবনে জারির বলেন, আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকে তার মায়ের দিকে সম্পর্কিত করে, পিতার দিকে নয়।

ইবনে আব্বাস (ﷺ) উল্লেখিত মতের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেন- أُميون এমন একটি জাতি, যারা রসুল, আসমানি কিতাব কোন কিছুই মানে না, বরং নিজেদের মনগড়া স্বহস্তে কিতাব লিখে। এ দিক থেকে أُمي হলো সে ব্যক্তি যে লেখতে জানে তবে বুঝে না। তবে সাধারণত আরবগণ নিরক্ষর ব্যক্তিকে أُمي বলে।

أَمَانِي : আল্লাহ তাআলা বলেন, لَا يَعْلَمُوْنَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ অর্থাৎ, তাহারা কতগুলি আকাঙ্খা ছাড়া কিতাবের জ্ঞানের খবর রাখে না।

আলি ইবনে আবি তালহা বলেন– أَمَانِي অর্থ কতগুলো বাজে কথা মাত্র।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন أَمَانِي অর্থ মনগড়া কতগুলো মিথ্যা কথা।

মূল কথা হলো ইহুদি কিছু লোক আসমানি কিতাব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান রাখতো না বরং মনগড়া কিছু মিথ্যা কথা মানুষের মাঝে প্রচার করে বেড়াতো।

ويل : অর্থ ধ্বংস, বিনাশ ويل শব্দটি আরবে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ।

- হজরত সুফিয়ান সাওরী বলেন ويل জাহান্নামের তলদেশে অবস্থিত রক্ত মিশ্রিত পুঁজ।
- হজরত আতা ইবনে ইয়াসার বলেন ويل জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম।
- ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ويل অর্থ কঠোর শাস্তি।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. বনি ইসরাইল কর্তৃক একটি হত্যাকাণ্ড গোপন রাখার প্রায়াস, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রহস্য উদঘাটন, যার দ্বারা পুনর্জ্জীবনের ইঙ্গিত। নিহত ব্যক্তিকে জীবিত করে জবান বন্দি গ্রহণের ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা অলৌকিক ভাবে করে দিলেন।

২. আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য, পাষাণ্ডতার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তাদের স্বভাব ছিল যে,আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বাস্তব নিদর্শন দেখে তাদের অন্তর কোমল না হয়ে কঠোরতা বৃদ্ধি পেত।

৩. সত্যদ্বেষী, কপট, পাষাণ্ড বনি ইসরাইল জাতি সর্বশেষ নবি মুহাম্মদ (ﷺ) ও কুরআনের উপর ইমান আনার ব্যাপারে মুমিনদেরকে বেশি আশান্বিত হতে নিষেধ করেছেন।

৪. আসমানি কিতাব ধারী সম্প্রদায়ের কিছু লোক এমন আছে যে, তারা কিতাবের জ্ঞানের ধার ধারে না। বরং কতগুলো অযৌক্তিক আশা আকাঙ্খা নিয়ে বেঁচে আছে।

৫. আল্লাহ তাআলা ইহুদিদের কিছু মিথ্যা, অবান্তর দাবীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের দাবী ছিল যে, আমরা দোজখের অগ্নিতে মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করবো অতঃপর মুক্তি পেয়ে যাব আল্লাহ ঘোষণা দেন তারা চিরদিন নরকে থাকবে।

দশম পাঠ : ১০ম রুকু

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۗ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ
وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٨٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ (٨٤) ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا
مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ۫ تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ۗ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ
ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٨٥) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا
هُمْ يُنْصَرُوْنَ (٨٦)

সরল অনুবাদ:

৮৩. স্মরণ কর, যখন ইসরাইল-সন্তানদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দিবে, কিন্তু স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতিত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে।

৮৪. আর স্মরণ কর যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না, অতঃপর তোমরা এটা স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।

৮৫. তোমরা তারা যারা অতঃপর একে অন্যের হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালঙ্গন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করেছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও; অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত না।

৮৬. তারাই আখিরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে; সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

تحقيقات الألفاظ

معرضون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإعراض মাদ্দাহ ع+ر+ض জিনস صحيح অর্থ– বিমুখগণ।

أسارى : শব্দটি বহুবচন, একবচনে أسير অর্থ বন্দী।

تظاهرون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفاعل মাসদার التظاهر মাদ্দাহ ظ+ه+ر জিনস صحيح অর্থ– তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করছ।

تفادوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব المفاعلة মাসদার المفادة মাদ্দাহ ف+د+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তোমরা মুক্তিপণ গ্রহণ করে থাক।

تركيب الجملة

أُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ এখানে اولئك হলো مبتدأ আর الذين হলো اسم موصول আর اشتروا শব্দটি فعل জমির فاعل আর الحياة الدنيا হলো مفعول এবং بالآخرة হলো متعلق অতঃপর فعل + فاعل +مفعول + متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে অতঃপর موصول ও صلة মিলে خبر হয়েছে। তারপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ .... بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

এখানে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, তাদের জঘন্য কার্যকলাপের বিবরণ এবং এর পরিণতি সম্পর্কেই বর্ণনা করেছেন।

বনি ইসরাইল আল্লাহ তাআলার সাথে তিনটি কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। যথা:

(ক) তারা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত ঘটাবে না,

(খ) একদল অন্যদলকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করবে না,

(গ) তাদের কোন লোক বন্দী হলে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করবে।

১০৫ কিন্তু তারা প্রথম দু'টি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তৃতীয়টি অতি যত্ন সহকারে পালন করত। মদীনায় যে-সকল ইহুদি

বসবাস করত, তারা বনু কুরাইযা ও বনু নাযীর এ দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আর মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় তাদের সন্ধি পত্রের দোহাই দিয়ে নিজ নিজ সহযোগী বা মিত্র দলে যোগ দিত, তখন তারা নিজ ধর্মাবলম্বীদেরকে বন্দী এবং হত্যা করত, আবার কখনও বা তাদের বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত করত। অতঃপর যুদ্ধাবসানে ধর্মবিধির নামে মুক্তিপণের জন্য চাঁদা তুলে নিজ ধর্মাবলম্বী বন্দীদেরকে মুক্ত করতে চেষ্টা করত। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,'তোমরা তিনটি অঙ্গীকারের প্রথম দু'টি পালন না করে তৃতীয়টি পালনের ক্ষেত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়। তবে কি তোমরা আমার কিতাবের কিছু অংশকে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর না ? মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে চরম লাঞ্ছনা এবং পরলৌকিক জীবনে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে।" তাদের এ রকম কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা জ্ঞাত আছেন।

আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা। উল্লেখ্য, মহানবি (ﷺ) এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে বনু কুরাইযার অনেককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও অনেককে বন্দী করা হয় এবং বনু নাযীরকে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে খায়বরে নির্বাসিত করা হয়। এতে আল-কুরআনে উল্লিখিত আল্লাহ তাআলার বাণী বাস্তবে রূপ নিল। যা হোক, তাদের সম্পর্কে উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ দুটি আয়াত নাজিল হয়েছে।

মূল বক্তব্য / বিষয়বস্তু

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইল জাতিকে তাদের কাছ থেকে গৃহিত অঙ্গিকার এবং তাদের অঙ্গিকার ভঙ্গের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা তাঁর ইবাদত করবে; মাতাপিতা, রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়, এতিম, অসহায় এবং নিঃসঙ্গদের প্রতি সৎ ব্যবহার করবে: সালাত কায়েম এবং যাকাত আদায় করবে। কিন্তু তারা উপরোক্ত প্রতিশ্রুতিগুলো ভঙ্গ করে। এতে তারা কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হয়।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা :

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ ... الخ

তদানীন্তন মদিনা শরিফে দু'টি মুশরিক গোত্র ছিল একটি আওস অপরটি খাজরাজ। এ দু' সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগ যুগ ধরে সংঘর্ষ অব্যহত ছিল। এমনিভাবে মদিনা শরিফের উপকণ্ঠে বসবাসকারী দু'টি ইহুদি সম্প্রদায় বনু কুরাইযা এবং বনু নাযীরের মধ্যে ও যুগ যুগ ধরে সংঘর্ষ চলছিল। আওস নামক মুশরিক গোত্রটি ছিল ইহুদি কুরাইযা গোত্রের মিত্র। অন্য দিকে খাজরাজ নামক মুশরেক গোত্রের মিত্র ছিল বনু নাযীর নামক ইহুদি গোত্র। যখন দু' মুশরিক গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হতো তখন ইহুদি দু' গোত্র তাদের মিত্রদেরকে সাহায্য করত। যুদ্ধে জয়লাভের পর প্রতিপক্ষের মূলোৎপাটনের জন্য ঘর-বাড়ী ভেঙ্গে দেয়া হতো। ইহুদি সম্প্রদায় তাদের সাথে সমস্ত অপকর্মে সমান হারে অংশ নিত।

অথচ তাদের আসমানি কিতাব তাওরাতে তিনটি বিষয়ে কঠোর নির্দেশ ছিল-

১. পরস্পর রক্তারক্তি না করা
২. কোন লোককে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করা
৩. আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ যদি কারো হাতে বন্দি হয় তাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে আনা।

বাস্তবে তাওরাতের সব অঙ্গিকারই তারা ভঙ্গ করেছে। একারণে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে চরম অপমান এবং ক্বিয়ামত দিবসে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. বনি ইসরাইল থেকে আল্লাহ তাআলা অঙ্গিকার গ্রহণ করেছেন যে, "তোমরা শুধু আল্লাহরই ইবাদত করবে" এ নির্দেশ সর্বপ্রথম নবি আদম (عليه السلام) ও সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) সহ যত নবি রসুল এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন সকলের জন্যই ছিল।

২. মানুষের সাথে ভালোকথা বলবে, মন্দকথা থেকে বিরত থাকবে, পরস্পর বিনম্র ব্যবহার করবে, নম্র ভাষায় কথা বলবে। আর ভাল কথা ভালভাবে বলবে। ভাল কথা ভাল উদ্দেশ্যে বলবে।

৩. আসমানি কিতাবের কিছু অংশগ্রহণ করবে আর কিছু অংশ বর্জন করবে তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। বরং কুরআনের সমস্ত হুকুম আহকাম আদেশ নিষেধ মানতে হবে।

৪. শরিয়তের অপেক্ষাকৃত সহজ আদেশ নিষেধ মানা আর অপেক্ষাকৃত কঠিন বা জটিল আদেশ নিষেধ বর্জন করা ইসরাইলি-চরিত্র তা বর্জন করতে হবে।

৫. পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তির বিনিময়ে ইহকালিন ক্ষণস্থায়ী জীবন ক্রয় করা মারাত্মক ভুল, তার জন্য পরকালিন শাস্তি অবধারিত।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) ইসরাইল কার অপর নাম?

(ক) ইউসুফ (عليه السلام) (খ) ইয়াকুব (عليه السلام)

(গ) ইসহাক (عليه السلام) (ঘ) ইবরাহিম (عليه السلام)

(২) বনি ইসরাইলকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলা সাগরে কয়টি রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিলেন?

(ক) ১০টি (খ) ১১টি

(গ) ১২টি (ঘ) ১৩টি

(৩) فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا আয়াতে عينا শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) চক্ষু (খ) হাটু

(গ) ঝর্ণা (ঘ) গোয়েন্দা

(৪) دماء এর একবচন কী?

(ক) دمي (খ) دمو

(গ) دم (ঘ) دمة

(৫) لا يقبل منها شفاعة আয়াতাংশে شفاعة এর محل الإعراب কী?

(ক) منصوب (খ) مرفوع

(গ) مجرور (ঘ) مجزوم

(৬) واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة আয়াতাংশের মূল মর্ম কী?

(ক) কিয়ামতে কেউ কারো উপকারে আসবে না।

(খ) কিয়ামতে কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না।

(গ) কিয়ামতে সকলে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে।

(ঘ) কিয়ামতের দিন হবে চরম ভয়াবহ দিন।

(৭) সপ্তাহের কোন দিনে বনি ইসরাইলদের জন্য মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল?

(ক) শনিবার (খ) রবিবার

(গ) সোমবার (ঘ) শুক্রবার

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية আয়াতে উল্লিখিত القرية দ্বারা কোন শহরকে বুঝানো হয়েছে? এখানে প্রবেশের জন্য নির্দেশিত পদ্ধতি উল্লেখ কর।

(খ) বনি ইসরাইলের দুষ্কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(গ) বনি ইসরাইলের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(ঘ) মুসা (আ.)-এর তাওরাত প্রাপ্তির বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঙ) বনি ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গরু জবাইয়ের আদেশ বিষয়ক ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

القرية - نغفر - ظلموا - أنهار - الماء - ان تذبحوا - اعتدوا - لا تعثوا.

এগারতম পাঠ : এগারতম রুকু

وَلَقَدۡ اٰتَیۡنَا مُوۡسَی الۡکِتٰبَ وَقَفَّیۡنَا مِنۡۢ بَعۡدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَیۡنَا عِیۡسَی ابۡنَ مَرۡیَمَ الۡبَیِّنٰتِ وَاَیَّدۡنٰهُ
بِرُوۡحِ الۡقُدُسِ ؕ اَفَکُلَّمَا جَآءَکُمۡ رَسُوۡلٌۢ بِمَا لَا تَهۡوٰۤی اَنۡفُسُکُمُ اسۡتَکۡبَرۡتُمۡ ۚ فَفَرِیۡقًا کَذَّبۡتُمۡ ۫
وَفَرِیۡقًا تَقۡتُلُوۡنَ (٨٧) وَقَالُوۡا قُلُوۡبُنَا غُلۡفٌ ؕ بَلۡ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِکُفۡرِهِمۡ فَقَلِیۡلًا مَّا یُؤۡمِنُوۡنَ (٨٨) وَلَمَّا
جَآءَهُمۡ کِتٰبٌ مِّنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمۡ ۙ وَکَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ یَسۡتَفۡتِحُوۡنَ عَلَی الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا ۚۖ
فَلَمَّا جَآءَهُمۡ مَّا عَرَفُوۡا کَفَرُوۡا بِهٖ ۫ فَلَعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَی الۡکٰفِرِیۡنَ (٨٩) بِئۡسَمَا اشۡتَرَوۡا بِهٖۤ اَنۡفُسَهُمۡ اَنۡ
یَّکۡفُرُوۡا بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ بَغۡیًا اَنۡ یُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوۡ بِغَضَبٍ عَلٰی
غَضَبٍ ؕ وَلِلۡکٰفِرِیۡنَ عَذَابٌ مُّهِیۡنٌ (٩٠) وَاِذَا قِیۡلَ لَهُمۡ اٰمِنُوۡا بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ قَالُوۡا نُؤۡمِنُ بِمَاۤ اُنۡزِلَ
عَلَیۡنَا وَیَکۡفُرُوۡنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ٭ وَهُوَ الۡحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمۡ ؕ قُلۡ فَلِمَ تَقۡتُلُوۡنَ اَنۡۢبِیَآءَ اللّٰهِ مِنۡ
قَبۡلُ اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ (٩١) وَلَقَدۡ جَآءَکُمۡ مُّوۡسٰی بِالۡبَیِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذۡتُمُ الۡعِجۡلَ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ
وَاَنۡتُمۡ ظٰلِمُوۡنَ (٩٢) وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِیۡثَاقَکُمۡ وَرَفَعۡنَا فَوۡقَکُمُ الطُّوۡرَ ؕ خُذُوۡا مَاۤ اٰتَیۡنٰکُمۡ بِقُوَّةٍ وَّاسۡمَعُوۡا ؕ
قَالُوۡا سَمِعۡنَا وَعَصَیۡنَا ٭ وَاُشۡرِبُوۡا فِیۡ قُلُوۡبِهِمُ الۡعِجۡلَ بِکُفۡرِهِمۡ ؕ قُلۡ بِئۡسَمَا یَاۡمُرُکُمۡ بِهٖۤ اِیۡمَانُکُمۡ
اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ (٩٣) قُلۡ اِنۡ کَانَتۡ لَکُمُ الدَّارُ الۡاٰخِرَةُ عِنۡدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنۡ دُوۡنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا
الۡمَوۡتَ اِنۡ کُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ (٩٤) وَلَنۡ یَّتَمَنَّوۡهُ اَبَدًۢا بِمَا قَدَّمَتۡ اَیۡدِیۡهِمۡ ؕ وَاللّٰهُ عَلِیۡمٌۢ بِالظّٰلِمِیۡنَ (٩٥)
وَلَتَجِدَنَّهُمۡ اَحۡرَصَ النَّاسِ عَلٰی حَیٰوةٍ ۚۛ وَمِنَ الَّذِیۡنَ اَشۡرَکُوۡا ۚۛ یَوَدُّ اَحَدُهُمۡ لَوۡ یُعَمَّرُ اَلۡفَ سَنَةٍ ۚ
وَمَا هُوَ بِمُزَحۡزِحِهٖ مِنَ الۡعَذَابِ اَنۡ یُّعَمَّرَ ؕ وَاللّٰهُ بَصِیۡرٌۢ بِمَا یَعۡمَلُوۡنَ (٩٦)

সরল অনুবাদ:

৮৭. এবং নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপরে পর্যায়ক্রমে রাসুলগণকে তাঁর পশ্চাতে প্রেরণ করেছি, মারইয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং 'পবিত্র আত্মা' দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসুল তোমাদের নিকট এমন কিছু এনেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছো অত:পর কতককে অস্বীকার করেছো এবং কতককে হত্যা করেছো?

৮৮. তারা বলেছিল, 'আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত',বরং আল্লাহ তায়ালা কুফরীর জন্য তাদেরকে লানত করেছেন। সুতরাং তাদের অল্প সংখ্যকই ইমান আনে।

৮৯. আল্লাহর নিকট হতে যখন তাদের নিকট যা আছে তার সমর্থক কিতাব আসল; যদিও পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে তারা এটার সাহায্যে বিজয় প্রার্থনা করত, তবুও এটা যখন তাদের নিকট তারা যা জ্ঞাত ছিল আসল তখন তারা এটা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহর লানত।

৯০. এটা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে– এটা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, জিদের বশবর্তী হয়ে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করত শুধু এ কারণে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হলো। কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৯১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে ইমান আনয়ন কর', তারা বলে, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি।' অথচ তা ব্যতিত সবকিছুই তারা প্রত্যাখ্যান করে, যদিও সেটা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা মুমিন হতে তবে কেন তোমরা অতীতে আল্লাহ নবিগণকে হত্যা করেছিলে?'

৯২. এবং নিশ্চয়ই মুসা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছে, তারপরও তোমরা গো বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। আর তোমরা তো জালিম।

৯৩. স্মরণ কর, যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের উর্ধ্বে উত্তোলন করেছিলাম, বলেছিলাম, 'যা দিলাম দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর।' তারা বলেছিল, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও অমান্য করলাম। কুফরি হেতু তাদের অন্তর গো বৎস প্রীতি সিঞ্চিত হয়েছিল। বল, 'যদি তোমরা ইমানদার হও, তবে তোমাদের ইমান যার নির্দেশ দেয় এটা কত নিকৃষ্ট!'

৯৪. বল, 'যদি আল্লাহর নিকট আখিরাতের বাসস্থান অন্য লোক ব্যতিত বিশেষভাবে শুধু তোমাদের জন্যই হয় তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর– যদি সত্যবাদি হও।'

৯৫. কিন্তু তাদের কৃতকর্মের জন্য তারা কখনো এটা কামনা করবে না এবং আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে অবহিত।

৯৬. তুমি নিশ্চয়ই তাদেরকে জীবনের প্রতি সমস্ত মানুষ, এমনকি মুশরিক অপেক্ষা অধিক লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষা করে যদি সহস্র বছর আয়ু দেয়া হতো; কিন্তু দীর্ঘায়ু তাকে শাস্তি হতে দূরে রাখতে পারবে না। তারা যা করে আল্লাহ এটার দ্রষ্টা।

تحقيقات الألفاظ

قفينا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التقفية মাদ্দাহ ق+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– আমরা পশ্চাতে পাঠিয়েছি।

آيدنا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التأييد মাদ্দাহ أ+ي+د জিনস مركب অর্থ– আমরা সাহায্য করেছি।

لا تهوى : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব فتح মাসদার الهوى মাদ্দাহ ه+و+ي জিনস لفيف مفرون অর্থ– তার মনপুত হয় না।

غلف : শব্দটি বহুবচন, একবচনে أغلف অর্থ আবরণ,পর্দা।

كانوا يستفتحون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي استمراري معروف বাব استفعال মাসদার الاستفتاح মাদ্দাহ ف+ت+ح জিনস صحيح অর্থ– তারা বিজয় কামনা করত।

العجل : একবচন, বহুবচনে عجول ،عجال অর্থ গোবৎস।

خالصة : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الخلوص মাদ্দাহ خ+ل+ص জিনস صحيح অর্থ– কেবলমাত্র।

تمنوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التمني মাদ্দাহ م+ن+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তোমরা কামনা করো।

مزحزح : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব فعللة মাসদার الزحزحة মাদ্দাহ ز+ح+ز+ح জিনস مضاعف رباعي অর্থ– দূরকারী।

تركيب الجملة

قَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ : قَالُوْا ফেল ও ফায়েল মিলে جملة فعلية হয়ে قول হলো, قُلُوْبُنَا মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা, غُلْفٌ খবর, এখন مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়ে مقولة হয়েছে। قول ও مقولة মিলে جملة قولية فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ .... وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, ইহুদিরা দাবি করত যে, তারাই একমাত্র আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা। তারাই কেবল বেহেশতের একক উত্তরাধিকারী। তখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে বলেন," হে ইহুদিগণ! তোমরা যদি তোমাদের দাবি সম্পর্কে নিশ্চিত হও এবং সত্য কথা বলে থাক, তাহলে এস, তোমরা এবং আমরা উভয়ে একত্রে আল্লাহ পাকের দরবারে দোআ করি, যেন আল্লাহ আমাদের উভয়ের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের ধ্বংস করে দেন। কিন্তু ইহুদিরা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এ প্রস্তাবে রাজি হয় নি। কারণ তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) সত্যই আল্লাহ তাআলার রসুল। তারা যদি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে একত্রে দোআয় শরিক হত, তা হলে আল্লাহ তাদের সকলকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতেন। তাদের কেউ জীবিত থাকতে পারত না। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ .... وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ.

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইল বংশে অসংখ্য নবি রসুল পাঠিয়েছেন। কোন সময় কোন নবি রসুল তাদের কাছে আগমন করলে তারা তাদের অবিশ্বাস করেছে। তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তাঁদের অনেককে হত্যাও করেছে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ এতদসম্পর্কে বলেছেন। আল্লাহ বলেন- আমি মুসাকে বনি ইসরাইল বংশে নবি করে পাঠিয়েছি। তাঁর প্রতি আমার ঐশী কিতাব তাওরাত প্রদান করেছি। মুসার পরে আরও অনেক নবি রসুলকে পর্যায়ক্রমে তাদের বংশে প্রেরণ করেছি। তারপর এক সময়ে আমি তাদের মধ্যে মারইয়াম পুত্র ঈসাকে নবিরূপে পাঠিয়েছি। তাঁকে আমি আমার ইনজিল কিতাব দান করেছি। এ ছাড়া তাঁকে আমি অনেক মুজিজা দিয়ে আমার দীন প্রচারের কাজে সাহায্য করেছি। ইসা আমার অনুগ্রহে অনেক মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করত এবং কুষ্ঠ ও শ্বেতী রোগীকে সুস্থ করতে পারত। সে আমার অনুগ্রহে গায়েবি খবর দিতে পারত। সে অনেক জন্মান্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছে। এ রকম অনেক মুজিজা আমি ইসাকে দান করেছিলাম। তাকেও হত্যা করার চেষ্টা করেছে। তাই প্রথম থেকেই দেখা যায়, বনি ইসরাইল তাদের কাছে আগত নবি রসুলগণকে বিশ্বাস করেনি। তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে, অনেককে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ .... إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

মদিনার ইহুদিরা নানাভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ) কে বিরক্ত করত। এ ইহুদিদের পূর্বসুরী ছিল বনি ইসরাইল। বনি ইসরাইল ও এমনিভাবে মুসা (عليه السلام) কে বিরক্ত করত। মুসা (عليه السلام) এর সেই ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, মুসা (عليه السلام) এর সেই ঘটনা স্মরণীয়, যখন মুসা আল্লাহ তাআলার দর্শনে সিনাই পর্বতে গেলেন। সিনাই পর্বতে তাঁর বিলম্বের কারণে তাঁর অনুপস্থিতি বনি ইসরাইল হাতে গড়া গরুর বাছুরকে নিজেদের উপাস্য হিসেবে পূজা শুরু করে দেয়।

তখন আল্লাহ বনি ইসরাইল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। সেই অঙ্গীকার গ্রহণের ঘটনা স্মরণীয়। তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য তাদের মাথার ওপর তুর পর্বতকে তুলে ধরা হয়েছিল। আল্লাহ বললেন, "আমি ১০৫

মুসা (عليه السلام) কে যে তাওরাত গ্রন্থ দিয়েছিলাম তা শক্ত করে ধারণ কর এবং সে অনুযায়ী চল।" বনি ইসরাইল এ সব নির্দেশ মানবে বলে অঙ্গীকারও করেছিল। কিন্তু তাদের কুফরি ও শেরেকির কারণে গো- বৎসের প্রতি তাদের মোহ তাদের অন্তরে এঁটে গিয়েছিল। উল্লেখ্য বনি ইসরাইল মুসা (عليه السلام) এর কাছে তাদের জন্য ঐশী কিতাব দাবি করেছিল। এ প্রেক্ষিতে মুসা (عليه السلام) তুর পর্বতে আল্লাহ তাআলার নির্দেশমত তাওরাত আনতে গিয়েছিলেন। এর পরেও তারা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আল্লাহ তাআলার আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এ জাতীয় দুষ্কর্ম ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন।

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ .... وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ.

ইহুদিদের একটি অমূলক দাবি ছিল যে, তারাই আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা। তারা ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যাবে না। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের এ দাবি কল্পনাপ্রসূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে রসুল! আপনি ইহুদিদের বলে দেন, আল্লাহ পাকের নিকট যদি পারলৌকিক জগত তোমাদের জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত থাকে, আর তোমরা যদি এ সম্পর্কে সত্য কথা বলে থাক, তা হলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর।" তাহলে মৃত্যুর পর তোমরা বেহেশতে সুখে থাকতে পারবে। কিন্তু তারা তাদের বদ কর্মের কারণে আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয়ে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। তিনি তাদের বদ কর্মের প্রতিফল স্বরূপ শাস্তি দেবেন।

বরং ইহুদিরা মুশরিকদের চেয়েও বেশি দীর্ঘায়ু কামনা করে। এমনকি তাদের বদকর্মের কারণে শাস্তির ভয়ে সকলেই সহস্র বছরের আয়ু কামনা করে। আল্লাহ তাদের দীর্ঘায়ু দিলেও তা তাদের শাস্তি থেকে রেহাই দেবে না। আল্লাহ তাদের সকল দুষ্কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

সংশ্লিষ্ট টীকা

روح القدس : এর অর্থ হচ্ছে পবিত্র আত্মা। রুহুল কুদুস দ্বারা কী বুঝায় তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে-তাঁর পবিত্র আত্মা যা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কালেমা। কারও মতে একে علم الوحي বলে। কারও মতে, ইসমে আযম। আবার কারও মতে ইনজিল কিতাব। আর কারও মতে روح القدس দ্বারা জিবরাইল (عليه السلام) কে বুঝান হয়। এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত।

لعنة : لعن শব্দের মূল অর্থ- তাড়ান বা দূরে নিক্ষেপ করা। আর আল্লাহ তাআলার লানত অর্থ তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত হওয়া। কারণ আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হলে গজবের উপযুক্ত হওয়াই স্বভাবিক।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ... الخ

ইহুদিরা তাদের চিরাচরিত অহংকার, ঔদ্ধত্য, হিংসা-বিদ্বেষের কারণে প্রিয়নবি (ﷺ) এর প্রতি ঈমান আনার স্থলে অবিশ্বাস করেছে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে করেছে অমান্য, আল্লাহ তাআলার রসুল (ﷺ) এর সাথে

২০২৫

হিংসা ও শত্রুতার কারণে তারা যে, আল্লাহ পাকের গজবের শিকার হয়েছে তা অত্যন্ত মন্দ। তাই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন, অত্যন্ত মন্দ সেই বস্তু যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এ নাফরমানির শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর এবং পরিণাম হবে অত্যন্ত মন্দ ও ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা তাকে নবি নির্বাচন করেন, নাজিল করেন তাঁর মহান বাণী। এটা নিতান্তই তাঁর মর্জির ব্যাপার। অতএব এ কথার তাৎপর্য হলো, ইহুদিরা যে পন্থা অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলার আজাব থেকে মুক্তি পেতে চায়, তা অত্যন্ত মন্দ, কেননা প্রিয়নবি (ﷺ) এর প্রতি অবিশ্বাসের পরিণতি হলো অত্যন্ত ভয়াবহ, তাদের এ অবিশ্বাসের কারণ হলো প্রিয়নবির প্রতি তাদের হিংসা। আর হিংসার কারণ সম্পর্কে ইমাম রাজি (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ তাফসিরে কবিরে বলেছেনঃ

ইহুদিরা মনে করত, তারা ওয়ারিশ সূত্রে নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী, যখন তারা দেখল যে,বনি ইসরাইলের স্থলে বনি ইসমাইলকে নবুওয়াতের জন্য পছন্দ করা হয়েছে, তখন তারা বিদ্রোহ করতে লাগল। তারা তাদের এ সমস্ত অন্যায়ের জন্য উপর্যুপরি গজবের পর গজবে পতিত হলো।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَ اَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ

بينات দ্বারা উদ্দেশ্য কি? روح القدس দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে?

بينات দ্বারা উদ্দেশ্যঃ এখানে بينات দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হজরত ইসা (عليه السلام) কে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রদত্ত মুজিজাসমূহ। হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত যে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, মৃত্তিকা দ্বারা পাখি-তৈয়ার করে তাতে ফু দিয়ে আকাশে উড়ানো, হাতের স্পর্শ দ্বারা কুষ্ঠ রোগ সহ বিভিন্ন জটিল রোগ থেকে মুক্তি দেয়া, অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয়া, অন্ধ লোককে দৃষ্টি দেয়া, রুহুল কুদুস দ্বারা সাহায্য পুষ্ট-হওয়া ইত্যাদি এই সমস্ত মুজিজা ইসা (عليه السلام) সত্য নবি হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ইহুদি জাতি সত্য বিদ্বেষী ও ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ায় তারা ইসা (عليه السلام) কে মানতে অস্বীকার করে। তারা তাঁকে হত্যার চেষ্টা চালায়।

وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ: روح القدس দ্বারা জিবরাইলকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,আমি ইসা (عليه السلام) কে জিবরাইল দ্বারা সাহায্য করেছি। এ সাহায্য কয়েক প্রকার। যথা-

১. হজরত জিবরাইল (عليه السلام) ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার হুকুমে মরিয়ম (عليها السلام) ইসা (عليه السلام) কে গর্ভে ধারণ করেছেন।

২. জন্মগ্রহণের সময় হজরত জিবরাইল (عليه السلام) এর সাহায্যে শয়তানের স্পর্শ থেকে ইসা (عليه السلام) কে হেফাজত করা হয়েছে।

৩. বনি ইসরাইলের বহু লোক ইসা (عليه السلام) এর দুশমন ছিল। হজরত জিবরাইল (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হেফাজতের জন্য তার সাথে থাকতেন।

সংক্ষিপ্ত টীকা

غلف এর মর্ম:

১. ইবনে ইসহাক বলেন- قلوبنا غلف অর্থাৎ, আমাদের অন্তর সংরক্ষিত।

২. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন قلوبنا غلف অর্থাৎ, আমাদের অন্তর বুঝতে অক্ষম।

৩. মুজাহিদ বলেন- قلوبنا غلف অর্থাৎ, আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত।

৪. ইকরামা বলেন- قلوبنا غلف অর্থাৎ, আমাদের অন্তর আবদ্ধ।

৫. ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ غلف অর্থাৎ غ বর্ণে পেশ দিয়ে তখন শব্দটি غلاف এর বহুবচন, যার অর্থ আমাদের অন্তর জ্ঞানের আধার। উহা জ্ঞানে পরিপূর্ণ । তাই মুহাম্মদের জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন নেই।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দু'টি শক্তি দিয়েছেন। একটি শক্তি জ্ঞান ভিত্তিক, অপরটি কর্ম ভিত্তিক। এ দু'টি শক্তির সঠিক ব্যবহার হলে মানুষ ইহকালে ও পরকালে সফলতা লাভ করে। পক্ষান্তরে, এ শক্তি দু'টি সঠিক ব্যবহার না হলে মানুষ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়।

২. মরিয়ম (আ.) এর পুত্র আল্লাহ তাআলার অন্যান্য নবি রসুলদের মতো সত্য নবি ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুজিজা দিয়ে সত্যায়িত করেছেন। তাঁকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলা শিরক।

৩. ইহুদিদের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা এই যে, আমাদের অন্তর সুরক্ষিত, ইসলামের দাওয়াত আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ বলেন তারা অভিশপ্ত লা'নত প্রাপ্ত জাতি, তারা আল্লাহ তাআলার হিদায়াত রহমত, বরকত, নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। সত্যের বাণী তাদের অন্তরে প্রবেশ করবে না।

৪. মুহাম্মদ (ﷺ) আসার পূর্বে ইহুদিরা তাঁর প্রসংশায় ছিল পঞ্চমুখ। তারা আশা পোষণ করত যে, শেষ নবি আগমনের পর তাঁর সাহায্য নিয়ে তারা পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং বিজয় লাভ করবে। কিন্তু মুহাম্মদ (ﷺ) যখন বনি ইসমাইল থেকে আগমন করলেন তখন তারা বিরোধিতা আরম্ভ করল।

৫. সমস্ত আসমানি কিতাব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কিতাবের সত্যায়ন করে থাকে।

বারতম পাঠ: ১২তম রুকু

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٩٧) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ

(৯৮) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (৯৯) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ
فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (১০০) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ
نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (১০১) وَاتَّبَعُوا مَا
تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ
السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا
نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (১০২) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (১০৩)

সরল অনুবাদ:

৯৭. বল, 'যে কেউ জিব্রাইলের শত্রু এজন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দিয়েছে, যা এটার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও শুভ সংবাদ'–

৯৮. 'যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফিরিস্তাগণের, তাঁর রাসুলগণের এবং জিব্রাইলের ও মিকাইলের শত্রু, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ নিশ্চয়ই কাফিরদের শত্রু।

৯৯. এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। ফাসিকরা ব্যতিত অন্য কেউ তা প্রত্যাখ্যান করে না।

১০০. তবে কি যখনই তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে, তখনই তাদের কোন একদল তা ভঙ্গ করেছে? বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না।

১০১. যখন আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের নিকট রাসুল আসল, যে তাদের নিকট যা রয়েছে এটার সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহর কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানে না।

১০২. এবং সোলেমানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করল তারা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান কুফরি করেনি, কিন্তু শয়তানরাই কুফরি করেছিল। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত– এবং যা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকে শিক্ষা দিত না এ কথা না বলে যে, 'আমরা পরীক্ষা স্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরি করো না।' তারা উভয়ের নিকট হতে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিক্ষা করত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিত তারা কারো কোন ক্ষতি সাধন করতে পারত না।

তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতি সাধন করত এবং কোন উপকারে আসতো না; আর তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, যে কেউ এটা ক্রয় করে,পরকালে তার কোন অংশ নেই। এটা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছেন যদি তারা জানতো!

১০৩. যদি তারা ইমান আনয়ন করত ও মুত্তাকি হতো, তবে নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিফল আল্লাহর নিকট অধিক কল্যাণকর হতো, যদি তারা জানত!

تحقيقات الألفاظ

بشرى : শব্দটি اسم مصدر এখানে مبشر তথা اسم فاعل এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- সুসংবাদদাতা।

بينات : শব্দটি جمع একচনে بينة অর্থ- নিদর্শনাবলী।

عاهدوا :ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المعاهدة মাদ্দাহ ع+ه+د জিনস صحيح অর্থ– তারা অঙ্গীকার করেছে।

السحر : শব্দটি একবচন, বহুবচনে أسحار، سحور অর্থ যাদু।

ضارين :ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার الضرر মাদ্দাহ ض+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তিবর্গ।

تركيب الجملة

لَمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ خَيْرٌ : এখানে ل টি তাকিদের জন্য এসেছে। مَثُوْبَةٌ হলো مصدر (شبه فعل) আর مِنْ عِنْدِ اللهِ জার মাজরুর হয়ে مَثُوْبَةٌ এর সাথে متعلق হয়ে شبه جملة হয়ে مبتدأ হয়েছে। আর خَيْرٌ হলো خبر অতঃপর مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ .... فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكٰفِرِيْنَ

১. একদা ইহুদি পণ্ডিত ইবনে সুরিয়া হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নিকট কে ওহি নিয়ে আসে।" রসুল (ﷺ) বললেন, "হজরত জিবরাইল (عليه السلام) ওহি নিয়ে আসেন।" ইবনে সুরিয়া

বলল, "জিবরাইল আমাদের শত্রু। বহুবার সে আমাদের ইহুদিদের সাথে শত্রুতা করেছে। তবে একবার সে অতি বেদনাদায়ক শত্রুতার পরিচয় দিয়েছে। সে আমাদের সময়ের নবির কাছে ওহী নিয়ে আসল যে, মোসোপটেমিয়ার অধিপতি নেবুযরদ এক সময় বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করবে। তখন সে সময়ের ইহুদিদের নেতৃবৃন্দ নেবুযরদকে হত্যা করার জন্য একজন গুপ্ত ঘাতক পাঠায়। কিন্তু জিবরাইল তাকে ধরিয়ে দিয়ে নেবুযরদকে রক্ষা করে। এরপর নেবুযরদ ইহুদিদের বাসস্থান বায়তুল মুকাদ্দাস নগরী ধ্বংস করে। ৭০ হাজার ইহুদি হত্যা করে ৭০ হাজারকে গ্রেফতার করে। এজন্য তারা জিবরাইলকে শত্রু মনে করে। যেহেতু তিনি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে ওহি নিয়ে আসেন, এজন্য তারা রসুলুল্লাহ -এর প্রতি ইমান আনবে না।" এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত ২টি নাজিল হয়েছে।

২. অন্য এক বর্ণনায় আছে-এক সময় হজরত উমার (রা) ইহুদিদের মাদ্‌রাসায় যেয়ে তাদের শিক্ষক পণ্ডিতদের কাছে হজরত জিবরাইল (ﷺ) সম্পর্কে জানতে চান। তারা এ প্রশ্ন শুনেই উত্তরে বলল, "জিবরাঈল আমাদের শত্রু। কারণ সে আমাদের সব গোপন কথা মুহাম্মদ (ﷺ) কে বলে দেয়। সে আমাদের ওপর অনেকবার আযাব এনেছে। বরং মিকাইল (ﷺ) আমাদের বন্ধু।" হজরত উমর (রা) পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, "আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁদের ২ জনের মর্যাদা কেমন?" মাদ্‌রাসার পণ্ডিতগণ বলল, জিবরাইল (ﷺ) আল্লাহ তাআলার ডান পাশে এবং মিকাইল (ﷺ) আল্লাহ তাআলার বাম পাশে বসেন। তবে তাঁরা পরস্পর ঘোর শত্রু। উমর (রা) তাদেরকে বললেন, "তাদের যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে তাঁরা পরস্পর শত্রু হতে পারেন না।" হজরত উমার (রা) এ কথা বলে ফিরে আসার পূর্বেই হজরত জিবরাইল (ﷺ) রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আয়াত ২টি নিয়ে নাজিল হন।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ .... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

সুলায়মান (ﷺ) এর রাজত্বের জ্বিনরা যে যাদুমন্ত্রের চর্চা করত, মানুষেরাও সেই যাদুমন্ত্রের চর্চা করত। শয়তান জ্বিনেরা প্রচার করত যে, সুলায়মান যাদুমন্ত্রের দ্বারা রাজত্ব করত। হজরত সুলায়মান (ﷺ) এর সিংহাসনের নিচে মাটি খনন করে প্রাপ্ত ভূয়া নথিপত্র দেখিয়ে লোকদের বিশ্বাস করাত আর বলত, হজরত সুলায়মান (ﷺ) এ সকল যাদু বিদ্যার সাহায্যে রাজত্ব চালিয়েছেন। তাঁর রাজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত মুজিজাসমূহকে তারা যাদুর প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করে। এগুলো ছিল শয়তানের কাজ। যাদুবিদ্যা কুফরি। আর শয়তান তার চর্চা করত। হজরত সুলায়মান (ﷺ) এর সময় আল্লাহ দু'জন ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন। তারাও যাদু শেখাত। তবে যাদুবিদ্যা শেখার জন্য যারা আসত, তারা তাদের বলতেন, যাদু কুফরি কাজ, তোমরা যাদু শিখো না।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ .... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

আয়াত সংশ্লিষ্ট হজরত সুলায়মান (ﷺ) সম্পর্কিত ঘটনা :

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলার নবি সুলায়মান (ﷺ) এর নিকট একটি আংটি ছিল। যখন তিনি পায়খানা বা পেশাবখানায় যেতেন, তখন সে আংটিটি তাঁর স্ত্রী যুবাইদা

(عليه السلام) -এর নিকট রেখে যেতেন। একবার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হজরত সুলাইমান (عليه السلام) এর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হল। তিনি একবার পেশাব বা পায়খানায় গেলে এক জ্বিন শয়তান হজরত সুলাইমান (عليه السلام) এর আকৃতি ধারণ করে তাঁর স্ত্রী যুবাইদা (عليها السلام) এর কাছে আসে। সে যুবাইদার নিকট কুদরতি আংটিটি চাইলে যুবাইদা (عليها السلام) তাকে হজরত সুলায়মান (عليه السلام) মনে করে আংটিটি দিয়ে দেন। জ্বিন শয়তান আংটিটি তার হাতের আংগুলে পরিধান করে তখতে সুলায়মানিতে (সিংহাসনে) বসে রাজ্য শাসন শুরু করে। হজরত সুলায়মান (عليه السلام) পেশাব বা পায়খানা থেকে স্ত্রীর কাছে এসে আংটিটি চাইলে স্ত্রী সব খুলে বলেন যে, তিনি তো তাঁকেই আংটি দিয়ে দিয়েছেন। জিনরা জাদু বিদ্যা সম্পর্কিত একখানা পুস্তক সিন্দুকের মধ্যে ভরে তখতে সুলাইমানের নিচে মাটি খনন করে গর্তের মধ্যে পুঁতে রাখেন। খোদায়ি পরীক্ষা শেষ হলে তিনি আংটিটি অলৌকিকভাবে ফিরে পান এবং তখতে সুলায়মানিতে (সিংহাসনে) আরোহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। জ্বিন শয়তানগণ তখতে সুলায়মানি পর্যন্ত পৌছতে পারত না। এ জন্য তারা কিছু লোক প্রেরণ করে। তারা তখতে সুলায়মান-এর নিচে খনন করে যাদুবিদ্যার পুস্তকের সিন্দুক বের করে আনে। তারা প্রচার করতে থাকে যে, সুলায়মান নবি ছিল না, সে যাদুকর ছিল। সে যাদুর সাহায্যে জ্বিন, মানুষ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির ওপর রাজত্ব চালিয়েছে। মহানবি (ﷺ) এর যুগের একদল ইহুদিও হজরত সুলায়মান (عليه السلام) কে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করত। আল্লাহ তাদের-এ প্রথার প্রতিবাদে জানালেন যে, হজরত সুলায়মান (عليه السلام) কুফরি করেননি, তিনি যাদুকর ছিলেন না। বরং তিনি আল্লাহ তাআলার নবি ছিলেন। তার আংটিটি ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মুজিজা।

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْ الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ .... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

আয়াত সংশ্লিষ্ট হজরত হারুত (عليه السلام) ও মারুত (عليه السلام) এর ঘটনা :

বর্ণিত আছে, হারুত (عليه السلام) ও মারুত (عليه السلام) ২ জন ফেরেশতার নাম। আল্লাহ তাআলা তাদের মানুষের আকৃতি প্রকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এক সময়ে বাবল শহরে যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। যাদুবিদ্যার এত বেশি প্রচলন ছিল যে, সে সময়ের মানুষ মুজিজা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারত না। ফলে অনেক যাদুকরকে তারা নবি মনে করতে থাকে। এ সময় আল্লাহ পাক মানুষের পরীক্ষার জন্য হারুত (عليه السلام) ও মারুত (عليه السلام) নামের ২ জন ফেরেশতাকে বাবল শহরে প্রেরণ করেন। তারা পৃথিবীতে এসে লোকদের যাদুবিদ্যা শেখাবেন বলে ঘোষণা দেন। লোকেরা যখন তাদের কাছে যাদুবিদ্যা শেখার জন্য আসত, তখন তারা লোকদিগকে বলতেন, "দেখ, যাদুবিদ্যা কুফরি। তোমরা যাদু শিখ না।" আল্লাহ তাআলা আমাদিগকে তোমাদের পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন। কাজেই তোমরা যাদু শিখে কুফরি কর না।" এরপরও যারা তাদের কাছে যাদু শিখতে চাইত, তাঁরা তাদের শেখাতেন। লোকেরা তাঁদের থেকে সেই যাদু শিখত যা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত। তবে আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া সে যাদুতে কারও কোন ক্ষতি হত না।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا ... الخ

প্রকৃত অর্থে যাদুর কোন প্রভাব আছে কিনা?

১০৮ যাদু বিদ্যার ক্ষমতা কতটুকু বা যাদুর প্রভাব আছে কি না এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এক

দল বিশেষজ্ঞ বলেন যে, যাদু প্রকৃত পক্ষেই এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিণত করতে পারে। তাদের দলিল হলো, আয়েশা (রা.) এর একটি বর্ণনা- জনৈক যাদুকর মহিলা গমের বীজ বপন করে যাদুর দ্বারা অন্য একটি গাছে পরিণত করল। অন্য একদল বিশেষজ্ঞদের মতে এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে পরিণত করার ক্ষমতা যাদুর নাই বরং যাদু শুধু দৃষ্টি বিভ্রম, শ্রুতি বিভ্রম ইত্যাদি করে থাকে। দর্শক অন্য বস্তুরূপে কল্পনা করে তাই দৃষ্টি ভ্রমের কারণে দেখে। প্রকৃত অর্থে কোনরূপ পরিবর্তন করতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট টীকা

الكفر والفسق : الكفر এর আভিধানিক অর্থ ঢেকে রাখা, গোপন করা ইত্যাদি। আর الفسق অর্থ সীমালঙ্ঘন করা, পাপ কাজ করা ইত্যাদি। শরয়ি অর্থে- আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও গুণাবলী, তাঁর রসুল (ﷺ) ও তাঁর কিতাবে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করার নাম কুফর। আর কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়াই ফিস্‌ক।

سحر : এর অর্থ, যাদু, সম্মোহন। যাদুর কার্যকারিতা একটি সূক্ষ্ম বিষয়। বিষয়টি শয়তানের সাহচর্যের মাধ্যমে অন্তরের নোংরামিপ্রসূত বিষয়। এতে কখনও বহিরাগত কোন শক্তির প্রভাবও থাকতে পারে। কারও মতে, এটা প্রচণ্ড কল্পনা শক্তির প্রভাবও হতে পারে, যাকে মেসমেরিজম বলা হয়।

بابل : এ শহরের অবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে হিরা রাজ্য ও তৎকালীন কুফা নগরীর অদূরবর্তী একটি নগরী। কারও মতে ইরাক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বুঝান হয়েছে। কারও মতে ঐতিহাসিক ব্যবিলন নগরীকে বুঝান হয়েছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. যে ফেরেশতাদের দুশমনি করে সে কাফের। অতএব আল্লাহ তাআলা কাফেরদের দুশমন। কারণ ফেরেশতারা নিজে থেকে কিছুই করেনা বরং আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই সবকিছু করে থাকেন।

২. যাদু বিদ্যা একটি অনিষ্টকর মন্ত্রবিদ্যা ইহা শেখা এবং বাস্তবায়ন কুফরি ও হারাম। এ বিদ্যার প্রবর্তক শয়তান ও জ্বিনেরা।

৩. বাইবেলে সুলায়মান (ﷺ) এর ব্যাপারে বহু-আপত্তিকর মন্তব্য ইহুদিরা সংযোজন করেছে। পবিত্র কুরআন তাদের অপপ্রচার বাতিল করে তিনি যে সত্য নবি ছিলেন তা প্রমাণ করেছে।

৪. সুলায়মান (ﷺ) এর আমলে যখন যাদু মন্ত্রের প্রচলন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তাআলা মানব রূপে দু'জন ফেরেশতা পাঠিয়ে মানুষকে যাদু মন্ত্র থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

৫. যে যাদু বিদ্যা অর্জন করে এবং তা বাস্তবায়ন করে আখেরাতে তার কোন প্রাপ্যই থাকবে না।

তেরতম পাঠ : ১৩তম রুকূ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكٰفِرِينَ عَذَابٌ اَلِيمٌ (١٠٤) مَا يَوَدُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (١٠٥) مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ
بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (١٠٦) اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (١٠٧) اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا
رَسُوْلَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ (١٠٨)
وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ
(١٠٩) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١١٠) وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ
هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١١١) بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ
رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (١١٢)

সরল অনুবাদ:

১০৪. হে মুমিনগণ! 'রাইনা' বলো না, বরং 'উনজুরনা' বলো এবং শুনে রাখ, কাফিরদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

১০৫. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে তারা এবং মুশরিকরা এটা চায় না যে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। অথচ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ রহমতের জন্য বিশেষরূপে মনোনীত করেন এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

১০৬. আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা হতে উত্তম কিংবা তাঁর সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১০৭. তুমি কি জানো না, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই? এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবকও নেই, সাহায্যকারীও নেই।

১০৮. তোমরা কি তোমাদের রাসূলকে সেইরূপে প্রশ্ন করতে চাও যেইরূপ পূর্বে মুসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? এবং যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফরি গ্রহণ করে নিশ্চিতভাবে সে সরল পথ হারায়।

১০৯. তাদের নিকট সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও, কিতাবীদের মধ্যে অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাববশত আবার তোমাদেরকে কাফিররূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। অতএব তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১১০. তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু নিজেদের জন্য পূর্বে প্রেরণ করবে আল্লাহর নিকট তা পাবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার দ্রষ্টা।

১১১. এবং তারা বলে, 'ইয়াহুদী বা খ্রিষ্টান ছাড়া অন্য কেউ কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এটা তাদের মিথ্যা আশা। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ কর।'

১১২. হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা দুঃখিত হবে না।

تحقيقات الألفاظ

راعنا : نا শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব مفاعلة মাসদার المراعاة মাদ্দাহ ر+ع+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- আপনি আমাদের প্রতি খেয়াল করুন।

انظرنا : نا শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার النظر মাদ্দাহ ن+ظ+ر জিনস صحيح অর্থ- আপনি আমাদের প্রতি তাকান।

ما يود : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব سمع মাসদার المودة মাদ্দাহ و+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে কামনা করে না।

ننسخ : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার النسخ মাদ্দাহ ن+س+خ জিনস صحيح অর্থ- আমরা রহিত করি।

يتبدل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التبدل মাদ্দাহ ب+د+ل জিনস صحيح অর্থ- তিনি পরিবর্তন করেন।

ود : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার المودة মাদ্দাহ و+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে কামনা করল।

اصفحوا : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব فتح মাসদার الصفح মাদ্দাহ ص+ف+ح জিনস صحيح অর্থ- তোমরা উপেক্ষা কর।

اعفوا : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার العفو মাদ্দাহ ع+ف+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তোমরা ক্ষমা কর।

২০২৫

تركيب الجملة

وَ اللهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : এখানে و হরফে আতফ الله শব্দটি মুবতাদা, ذو মুযাফ, الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ মাওসুফ ও সিফাত মিলে مضاف إليه এবার مضاف ও مضاف إليه মিলে خبر হয়েছে। পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا .... عَذَابٌ اَلِيْمٌ

লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের শানে নুজুল বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদিরা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে এসে সব সময় তাঁকে হাসি তামাশার পাত্র বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে খুব আজে বাজে ব্যাঙ্গাত্মক কথা বলত। রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন সভা বা মজলিসে বক্তব্য রাখতেন, তখন যদি কখনও 'একটু থামুন' বা 'আমাদের দিকে খেয়াল করুন' বা "আর একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলুন" ইত্যাদি বলার প্রয়োজন হত, তখন তারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দিকে তাকিয়ে একটু জোরে জোরে رَاعِنَا বলত। এর বাহ্যিক অর্থ হল- আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন বা আমাদের কথা শুনুন ইত্যাদি। কিন্তু ইহুদিগণ অনেক সময় رَاعِنَا উচ্চারণে ع অক্ষরের পরে ي দিয়ে মাদ্দসহ একটু লম্বা টান দিয়ে বলত। হিব্রু ভাষায় رَاعِنَا এর অর্থ হচ্ছে "তুই বধির হয়ে যা", "তুই নির্বোধ।" আবার ع অক্ষরের পরে ي দিয়ে মাদ্দসহ অর্থাৎ رَاعِيْنَا বললে এর অর্থ হয়- আমাদের রাখাল। আসলে তারা হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই এ রকম শব্দ বলত। মুনাফিকগণ বাহ্যিক শিষ্টাচার রক্ষা করে গোপনে গোপনে রসুল (ﷺ) কে হেয় ও অপমান করতে দ্বিধা করত না। তাদের দেখাদেখি মুসলমানগণও না বুঝে এ রকম বলত।

মুসলমানদের এরকম বলা শুনে ইহুদিরা খুব আনন্দ পেত ও হাসত। তাই আল্লাহ তাআলা رَاعِنَا শব্দের পরিবর্তে انظرنا বলার নির্দেশ সম্বলিত এই আয়াত নাযিল করেন। এর অর্থ- আপনি আমাদের প্রতি নযর দিন, লক্ষ্য করুন।

وَقَالُوْا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا .... اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার একদল খ্রিষ্টান নাজরান থেকে মদিনা শহরে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট আসল। এ সময় মদিনার অনেক ইহুদি নেতৃবৃন্দ তাদের ইহুদি অনুসারিদের নিয়ে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মজলিসে উপস্থিত ছিল। এক পর্যায়ে ইহুদি পণ্ডিত রাফি ইবনে

খুযাইমা খ্রিষ্টানদিগকে বলল, "তোমাদের খ্রিষ্টান ধর্ম আসলে কিছুই নয়।" তারা হজরত ইসা (عليه السلام) এর নবুয়ত অস্বীকার করল। সেই সাথে ইহুদিরা আরও বলল, "আমরা ছাড়া আর কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না।" অপর দিকে নাজরানের একজন খ্রিষ্টান পণ্ডিত বলল, "হে ইহুদিগণ, তোমাদের ধর্ম কিছুই নয়। তখন খ্রিষ্টানগণ হজরত মুসা (عليه السلام) এর নবুয়ত অস্বীকার করল। সে আরও বলল, একমাত্র আমরাই বেহেশতে যাব।" আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের ভিত্তিহীন দাবির প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল করেন।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا .... عَذَابٌ اَلِيْمٌ

মদিনার ইহুদিরা রসুল (ﷺ) কে বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করত। রসুলের আলোচনা সভায় মুমিনের অভিনয়ে বসত। মহানবি (ﷺ) এর কোন কথা বিকৃত করা যায়, কোন কথা দ্বারা রসুল (ﷺ) কে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়, তার অপেক্ষায় থাকত। রসুল (ﷺ) - এর কথা না বুঝার অভিনয় করে তারা বলত راعنا (রায়িনা), অর্থাৎ আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের প্রতি তাকান। راعنا শব্দ চারটি অর্থ বহন করে। যথা-

১. আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন।
২. الرعي মাসদার থেকে اسم فاعل অর্থ-হে আমাদের রাখাল।
৩. رعونة মাসদার থেকে اسم فاعل অর্থ-হে আমাদের কুলক্ষণ।
৪. আমাদের মূর্খ, আমাদের নির্বোধ।

ইহুদিরা রসুল (ﷺ) এর দরবারে راعنا শব্দ দ্বারা মনে মনে শেষোক্ত ৩টি অর্থ পোষণ করত এবং হাসাহাসি করত। তাই আল্লাহ বলেন, " হে মুমিনগণ, তোমরা راعنا বল না। انظرنا বল।" রসুল (ﷺ) এর কথা শোন। আর মনে রেখ, কাফেরদের এ হঠকারিতার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا .... عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

نسخ এর অর্থ : نسخ শব্দটি বাব فتح يفتح এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ রহিত করা, বাতিল করে দেওয়া, পরিবর্তন করা।

ইসলামি শরিয়াতের পরিভাষায় কুরআনের কোন আয়াতের হুকুম বহাল রেখে কিরাত বাতিল করা, অথবা কিরাত বহাল রেখে হুকুম বাতিল করা, অথবা কিরাত ও হুকুম উভয় বাতিল করাকে نسخ বলে।

النسخ এর প্রকারভেদ : النسخ সাধারণত ৪ প্রকার। যথা-

১. نسخ الكتاب بالكتاب : অর্থাৎ কুরআন দ্বারা কুরআনের আয়াত বা হুকুম রহিত করা।

২০২৫

২. نسخ السنة بالسنة : অর্থাৎ হাদিস দ্বারা হাদিসের বাক্যাবলি ও হুকুম রহিত করা। যেমন নবি করিম (ﷺ) প্রথমে মদিনায় গিয়ে খেজুরের ফলন বৃদ্ধির বিশেষ কার্যক্রম নিষেধ করেছিলেন। পরে আবার ঐ পদ্ধতি চালু রাখবার আদেশ প্রদান করেন।

৩. نسخ السنة بالكتاب : অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা হাদিস রহিত করা।

৪. نسخ الكتاب بالسنة : অর্থাৎ হাদিস দ্বারা কুরআনের বিধানকে রহিত করা। যেমন পিতামাতার জন্য অসিয়তের আয়াতটি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর বাণী لا وصية للوارث অর্থাৎ, পিতামাতার জন্য কোন অসিয়ত নেই দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।

النسخ -এর পদ্ধতি : নসখ এর পদ্ধতি নিম্নরূপ-

১. আয়াত ও হুকুম উভয় রহিত হওয়া: যেমন رضاعة এর আয়াত সংশ্লিষ্ট হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) এর عشر رضعات এর কিরাত তো রহিত হয়েছে, আবার উহার হুকুমও রহিত হয়ে গেছে।

২. কুরআনের কোন কোন আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে কিন্তু আয়াত এখনও তেলাওয়াত করা হয়।

সংশ্লিষ্ট টীকা

حسد এর অর্থ হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ইত্যাদি। শরয়ি অর্থে-কোন ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের সম্পদ অথবা তার শারীরিক অবস্থা অথবা মান মর্যাদা ধ্বংস হওয়া কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কামনা করা, এটা সম্পূর্ণ হারাম।

ننسها শব্দটি ن বর্ণে পেশ এবং س বর্ণে যের الانساء থেকে অর্থ ভুলিয়ে দেওয়া। ن ও س বর্ণে যবর এবং س পরে একটি أ দিয়ে অর্থ হলো- বিলম্বিত করা।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইংগিত:

১. এ আয়াত দ্বারা ইসলামি সংবিধানে একটি দফা সংযোগ করা হয়েছে আর তা হলো কোন বৈধ কাজের দ্বারা যদি অন্যরা অবৈধ কাজের সুযোগ পেয়ে যায় তবে সেই বৈধ কাজটি অবৈধ হয়ে যায়। এখানে আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলদের বর্ণনা শৈলির দ্বারা বেয়াদবির মূলোৎপাটন করেছেন তাই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন তোমরা رَاعِنَا, এর স্থলে انْظُرْنَا শব্দটি ব্যবহার করবে যাতে কোন মন্দ অর্থ নেই, দুশমনদের অনুকরণও হবে না।

২. রসুল (ﷺ) এর সাথে বেয়াদবি মূলতঃ দীন ইসলামের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা। তাই রসুল (ﷺ) এর সাথে বেয়াদবি করলে তার অজান্তেই তার সৎ কর্মসমূহের ফলাফল বাতিল হয়ে যাবে।

৩. শরয়ি বিধান রহিত করন বৈধ এ ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদির ইজমা হয়েছে। রহিত করনের জ্ঞান থাকা প্রত্যেক মুসলমানের অতি প্রয়োজন। যেমন হজরত আলি (রা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি নাসেখ-মানসুখ জান? সে বলল না। তখন তিনি বললেন, তুমিও ধ্বংস হয়েছ মানুষদেরকেও ধ্বংস করেছ।

৪. প্রিয় নবি (ﷺ) এর দরবারের আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। দরবারের আদব হলো- মহানবী (ﷺ) এর দরবারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি প্রশ্ন করা কোন অবস্থাতেই উচিত নয়।

৫. আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন কারণ ইহুদি খ্রিষ্টানদের মনে যে হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে তাই তারা মুসলমানদেরকে কাফের বানাবার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

চৌদ্দতম পাঠ : ১৪ তম রুকু

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۪ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ
يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١١٣) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ
خَرَابِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَاۤ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۬ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١١٤) وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ
(١١٥) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ (١١٦) بَدِيْعُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (١١٧) وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا
يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ

بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ (١١٨) اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ
الْجَحِيْمِ (١١٩) وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ
الْهُدٰى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ
(١٢٠) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ۗ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٢١)

সরল অনুবাদ:

১১৩. ইয়াহুদিরা বলে, 'খ্রিষ্টানদের কোন ভিত্তি নেই' এবং খ্রিষ্টানরা বলে, 'ইয়াহুদিদের কোন ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এইভাবে যারা কিছুই জানে না তারাও অনুরূপ কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত কিয়ামতের দিন আল্লাহ এটার মীমাংসা করবেন।

১১৪. যে কেউ আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা প্রদান করে এবং ওগুলোর বিনাশ সাধনে প্রয়াসী হয় তার অপেক্ষা বড় জালিম কে হতে পারে? অথচ ভয়-বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না। পৃথিবীতে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।

১১৫. পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই; এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাবে না কেন, সেদিকেই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

১১৬. এবং তারা বলে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' তিনি অতি পবিত্র। বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সব কিছু তাঁরই একান্ত অনুগত।

১১৭. আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী স্রষ্টা এবং যখন তিনি কোন কিছু করতে সিদ্ধান্ত করেন তখন এটার জন্য শুধু বলেন, 'হও', আর এটা হয়ে যায়।

১১৮. এবং যারা কিছু জানে না তারা বলে, 'আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন?' এইভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তাদের অনুরূপ কথা বলত। তাদের অন্তর একই রকম। আমি দৃঢ় প্রত্যয়শীলদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি।

১১৯. নিশ্চয় আমি তোমাকে দৃঢ়তার উপর শুভ সংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামীদের সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

১২০. ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানগণ তোমার প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর। বল, 'আল্লাহর পথনির্দেশই প্রকৃত পথনির্দেশ।' জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকবে না।

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তাদের যারা যথাযথভাবে এটা তিলাওয়াত করে তারাই এটাতে বিশ্বাস করে, আর যারা এটা প্রত্যাখ্যান করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ।

تحقيقات الألفاظ

خزي : এটি বাবে سمع থেকে মাসদার, অর্থ- লজ্জিত হওয়া।

مغرب : ছিগাহ واحد বাহাছ اسم ظرف বহুবচনে مغارب অর্থ- সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থান বা দিক।

مشرق : ছিগাহ واحد বাহাছ اسم ظرف বহুবচনে مشارق অর্থ- সূর্য উদয়ের স্থান বা দিক।

قانتون : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার القنوت মাদ্দাহ ق+ن+ت জিনস صحيح অর্থ– অনুগতগণ।

بديع : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব فتح মাসদার البدع মাদ্দাহ ب+د+ع জিনস صحيح অর্থ– অনুপম সৃষ্টিকর্তা।

تشابهت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفاعل মাসদার التشابه মাদ্দাহ ش+ب+ه জিনস صحيح অর্থ– সে সাদৃশ্যপূর্ণ হলো।

لن ترضى : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব سمع মাসদার الرضاء মাদ্দাহ ر+ض+و জিনস ناقص واوي অর্থ– সে কখনো সন্তুষ্ট হবে না।

تتبع : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ ت+ب+ع জিনস صحيح অর্থ– তুমি অনুসরণ করবে।

تركيب الجملة

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ : এখানে لِلّٰهِ জার ও মাজরুর মিলে خبر مقدم হয়েছে। الْمَشْرِقُ হলো معطوف عليه আর و হরফে আতফ এবং الْمَغْرِبُ হলো معطوف অতঃপর معطوف عليه ও معطوف মিলে مبتدأ مؤخر পরিশেষে خبر مقدم ও مبتدأ مؤخر মিলে جملة اسمية خبرية গঠিত হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ... الخ

বর্ণিত আছে যে, নাজরান থেকে খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল যখন নবি করিম (ﷺ) এর দরবারে হাজির হয়, তখন মদিনা শরিফের ইহুদি ধর্মযাজকরা খ্রিষ্টানদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের কথাবার্তা উচ্চস্বরে হতে থাকে। ইহুদিদের বক্তব্য হল- খ্রিষ্টানরা যেহেতু ইসা (عليه السلام) কে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে দাবি করে তাই তারা বেহেশতে যেতে পারবে না। খ্রিষ্টানদের বক্তব্য হল, ইহুদিরা যেহেতু ইসা (عليه السلام) কে নবি হিসেবে মানেনা তাই তারাও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। তখন উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ... الخ

বর্ণিত আছে যে, ষষ্ঠ হিজরিতে হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) ১৪শ সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মদিনা থেকে মক্কায় কা'বা শরিফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। তাদের যুদ্ধের কোন চিন্তা-ভাবনা ছিল না সকলেই নিরস্ত্র ছিল। কিন্তু মক্কার কাফিরগণ হোদায়বিয়া নামক স্থানে মুহাম্মদ (ﷺ) কে বাঁধা দেয়। তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ .... وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

ইবনে কাসির থেকে বর্ণিত আছে, রসুল (ﷺ) যখন মক্কায় ছিলেন, তখন তিনি ও সাহাবিগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়তেন। মদিনায় হিজরতের পর প্রায় ১৬/১৭ মাস তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরেই নামাজ পড়েছেন। পরবর্তীতে যখন কাবাকে কিবলা নির্ধারণ করা হয়। তখন তিনি ও সাহাবিগণ কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়তে থাকেন। ফলে ইহুদিরা বলাবলি শুরু করল, মুহাম্মাদের কি হলো যে, সে আজ এদিকে, কাল ঐ দিকে ফিরে নামাজ পড়ে? তখন আল্লাহ তাআলা তাদের এ হীন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (ইবনে কাসির)

অথবা, রসুল (ﷺ) সফর অবস্থায় বাহনের উপর নামাজ পড়তেন। ফলে বাহন কিবলা হতে অন্য যে দিকেই মুখ ফিরিয়ে চলত, তিনি ঘুরে কিবলার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতেন। ফলে ইহুদিরা একে অপরের নিকট বলাবলি করতে লাগল, এটা আবার কেমন নামাজ? তাদের এ মন্তব্যের প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ.............................. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ইহুদি জাতি হজরত মুসা (عليه السلام) এর অনুসারী। হজরত মুসা (عليه السلام) এর প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত এদের ধর্মগ্রন্থ। এ কিতাব অতি প্রাচীন। অপর দিকে এর অনেক পরে হজরত ইসা (عليه السلام) এর আগমন হয়েছে। তাঁর ওপর নাজিল হয়েছিল ইনজিল কিতাব। তাওরাতে ইনজিল কিতাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। সুতরাং এ

ইনজিল কিতাব নাযিল হবার পর এবং হজরত ইসা (ﷺ) - এর নবুয়াতপ্রাপ্তির পর তাঁর প্রতি ইমান আনা ইহুদিগণের কর্তব্য ছিল। তদ্রুপ ইনজিল কিতাবে হজরত মুসা (ﷺ) এর প্রতি নাজিলকৃত তাওরাতের কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং ইনজিল কিতাবের অনুসারী খ্রিষ্টান বা নাসারাগণের কর্তব্য ছিল হজরত মুসা (ﷺ) - এর নবুয়াত ও রিসালাতের প্রতি এবং তাওরাত কিতাবের প্রতি ইমান আনা। তা না করে সামান্য পার্থিব কিছু আর্থিক সামাজিক সুযোগ সুবিধার লোভে তারা এক জাতি অপর জাতির শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। যারা তাওরাত ও ইনজিলের অশিক্ষিত নিরক্ষর অনুসারী, তাদের মধ্য থেকে ইহুদি ও নাসারাদের এক জাতি অপর জাতির শত্রুতা করে। তারা তো না বুঝে মূর্খতাবশতই তা করে। আর যারা এ দু'কিতাবের আলেম ও পণ্ডিত, তারাও মূর্খদের মত আচরণ করে। আল্লাহ পাক কেয়ামত দিবসে এদের ফয়সালা করে দেবেন।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ .... عَذَابٌ عَظِيْمٌ

মহান আল্লাহ এ আয়াতে বলেছেন যে, যারা মসজিদে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগি করতে বাধা দেয় এবং মসজিদকে যারা ধ্বংস করতে ইচ্ছা করে, তাদের পরিণাম হলো দুনিয়ার জীবনে চরম লাঞ্ছনা ও শাস্তি। আর পরকালে তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। মক্কার অনেক কাফের ও মুশরিক মুসলমানদের অনেকবার কাবা গৃহে নামাজ আদায় করতে ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি করতে, হজ্জ ও উমরা করতে বাধা দিয়েছে। বর্ণিত আছে, ইরাকে "তাইতাস" নামক একজন অত্যাচারী অগ্নি উপাসক বাদশাহ্ ছিল। সে খুব ধর্ম বিদ্বেষী ছিল। একবার বাদশাহ্ তাইতাস ইয়াহুদীদের ওপর আক্রমণ করে তাদের অনেক মানুষকে হত্যা করে, ধনসম্পদ ধ্বংস করে। তাদের স্ত্রী পুত্র-কন্যাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। তাইতাস ইহুদি ধর্মের ঐশী গ্রন্থ তাওরাত পুড়িয়ে দেয়। পবিত্র বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে শূকর ও ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগির ঘরের সম্মান মর্যাদা বিনষ্ট করে।

মসজিদে ইবাদত বন্দেগিতে এ সকল বাধাদানকারীগণ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তারা দুনিয়ার চরম লাঞ্ছনা ও হীনতার মধ্যে জীবন যাপন করবে এবং পরকালে দোযখের আগুনে জ্বলে পুড়ে কঠিন শাস্তি পাবে।

সংক্ষিপ্ত টীকা

وجه الله এর দুটো অর্থ হতে পারে। (১) হাকিকি (২) মাজাযি। হাকিকি অর্থে মুখমণ্ডল বলে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব উদ্দেশ্য হবে। মাজাযি অর্থে وجه الله দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ ... الخ

বড় জালেম কে? তার শাস্তি কি?

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কা'বা শরিফে গমনে বাঁধাদান কারীকে সবচেয়ে বড় জালেম বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাই এরশাদ হচ্ছে যে, তদপেক্ষা বড় জালেম সেই যে, আল্লাহ তাআলার ঘর মসজিদে আল্লাহ তাআলার নাম নিতে যিকির আযকার করতে বাঁধা দেয় এবং মসজিদকে উজাড় করার প্রায়াস চালায় সেই সর্বশ্রেষ্ঠ জালেম।

সর্বশ্রেষ্ঠ জালেমদের শাস্তি উভয় জগতে হবে। যেমন: ইহ জগতে অপমান, অপদস্থ লাঞ্ছিত হবে অন্য দিকে পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. মুশরিক, ইহুদি, খ্রিষ্টান, সকলেই একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে থাকে, অন্যদিকে প্রত্যেকেই নিজেদেরকে হিদায়াত প্রাপ্ত বলে দাবি করে। তাদের দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। প্রকৃত পক্ষে সকলেই পথভ্রষ্ট কারণ তারা সর্বশেষ নবির উপর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল-কুরআনের উপর ইমান আনে নাই।

২. বড় জালেম সে ব্যক্তি যে, মসজিদ সমূহে আল্লাহ তাআলার নাম নিতে বাঁধা দেয় এবং মসজিদ উজাড় করার চেষ্টা করে।

৩. মানুষের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ ইমান ।

৪. মুহাম্মদ (ﷺ) কে সত্যের প্রতীক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মানুষকে বেহেশতের সুসংবাদ আর দোযখের ভয় ভীতি প্রদর্শনকারী।

৫. সর্বোত্তম সৃষ্টি হলো তারা যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং সর্বশেষ নবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআনের প্রতি আনুগত্য করবে। পক্ষান্তরে, যারা নাফরমানি করবে তারা নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

৬. অজ্ঞ মুর্খ লোকেরাই শুধু বলতে পারে যে, "আল্লাহ্ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন?"

পনেরতম পাঠ : ১৫তম রুকু

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (١٢٢) وَاتَّقُوْا يَوْمًا
لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ
(١٢٣) وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ قَالَ
لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ (١٢٤) وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ
اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ (١٢٥) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ
(١٢٦) وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ

الْعَلِيْمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ
اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (١٢٩)

সরল অনুবাদঃ

১২২. হে ইসরাইল-সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর যা দ্বারা আমি তোদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং বিশ্বে সকলের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

১২৩. এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারোও কোন উপকারে আসবে না, কারোর নিকট হতে কোন বিনিময় গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কর ও পক্ষে লাভজনক হবে না এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবে না।

১২৪. এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহিমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেইগুলো সে পূর্ণ করেছিল, আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করেছি।' সে বলল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হতে?' আল্লাহ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।'

১২৫. এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' এবং ইবরাহিম ও ইসমাইলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার গৃহকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।

১২৬. স্মরণ কর, যখন ইবরাহিম বলেছেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! এটাকে নিরাপদ শহর কর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের ইমান আনে তাদেরকে ফলমূল হতে জীবিকা প্রদান কর'। তিনি বললেন, 'যে কেউ কুফরি করবে তাকেও কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিব, অতঃপর তাকে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং কত নিকৃষ্ট তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল।

১২৭. স্মরণ কর, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের প্রাচীর তুলছিল তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।'

১২৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমাদের একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১২৯. 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসুল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াত সমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।'

تحقيقات الألفاظ

لا يجزي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব ضرب মাসদার الجزاء মাদ্দাহ ج+ز+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– সে যথেষ্ট হবে না।

ابتلى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الابتلاء মাদ্দাহ ب+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ– তিনি পরীক্ষা করলেন।

أتم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإتمام মাদ্দাহ ت+م+م জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– তিনি পরিপূর্ণ করলেন।

ذرية : শব্দটি একবচন, বহুবচনে ذراري অর্থ– সন্তানাদি, বংশধর।

لا ينال : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব سمع মাসদার النيل মাদ্দাহ ن+ي+ل জিনস أجوف يائي অর্থ– সে পাবে না।

مَثَابَةٌ : ছিগাহ واحد বাহাছ اسم ظرف বাব نصر মাসদার المثابة মাদ্দাহ ث+و+ب জিনস أجوف واوي অর্থ– মিলনস্থল।

طَهِّرا : ছিগাহ تثنية مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التطهير মাদ্দাহ ط+ه+ر জিনস صحيح অর্থ– তোমরা দু'জন পবিত্র করো।

أُمَتِّعُ : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التمتيع মাদ্দাহ م+ت+ع জিনস صحيح অর্থ– আমি উপভোগ করতে দিব।

أَضطَرُّ : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاضطرار মাদ্দাহ ض+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– আমি বাধ্য করব।

تركيب الجملة

لَا يَنَالُ عَهْدِيْ الظَّالِمِيْنَ : এখানে لَا يَنَالُ ফেল আর عَهْدِيْ শব্দটি مضاف ও مضاف إليه মিলে فاعل হয়েছে। الظَّالِمِيْنَ হলো مفعول به, অতঃপর ফেল, ফায়েল ও مفعول به মিলে جملة فعلية خبرية গঠিত হয়েছে।

শানে নুযুল

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا .... وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ

হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) কাবা ঘরের ভিত্তিসহ প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন। এ সময় তাঁর স্নেহময় প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল (عليه السلام) কে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে নিয়েছিলেন। হজরত ইসমাইল (عليه السلام) পাথর উঁচু করে হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) এর হাতে দিতেন। আর হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) তা দিয়ে প্রাচীর গাঁথতেন। এ নির্মাণ কাজে তিনি একটি মোজেযার পাথর পেয়েছিলেন। ঐ পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি কাবা ঘরের উঁচু প্রাচীর গেঁথেছেন। এ পাথরটিকে বলা হয় মাকামে ইবরাহিম। এর অর্থ ইবরাহিম (عليه السلام) এর দাঁড়ানোর জায়গা। বিদায় হজ্জের দিন এ মাকামে ইবরাহিমের পাশ দিয়ে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে হজরত ওমর (رضي الله عنه) যাচ্ছিলেন। তিনি হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটাই কি মাকামে ইবরাহিম?" হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "হ্যাঁ, এটাই মাকামে ইবরাহিম।" তখন হজরত উমর (رضي الله عنه) বললেন, 'এটাকে কি নামাজের জায়গা বানাব?" এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ .... لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) কে আল্লাহ তাআলা কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তিনি সকল বিষয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেন। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট দাবি করেন, "আপনি আমার ভবিষ্যত বংশধরদের থেকেও জনগণের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য যোগ্য লোক তৈরি করে দেবেন।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "তবে যারা জালিম হবে তাদেরকে আমি নেতৃত্ব দেব না।" আর আল্লাহ তাআলার সাথে যারা শিরক করে তারাই প্রকৃত জালিম বা অত্যাচারী।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ .... لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

টীকা :

হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) কে كَلِمَاتٌ (কয়েকটি কথা বা কয়েকটি নির্দেশ) দ্বারা পরীক্ষা :

আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) কে كَلِمَاتٌ অর্থাৎ (কয়েকটি কথা বা নির্দেশ) দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন। এই كَلِمَاتٌ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে তাফসিরকারকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

- হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) ছাড়া অন্য কাউকে এ বিষয়গুলো দ্বারা পরীক্ষা করেন নি। আল্লাহ তাঁকে كَلِمَاتٌ দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। হজরত ইবরাহিম

(ﷺ) সে পরীক্ষায় পরিপূর্ণ ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেছেন- وابراهيم الذي وفى এবং সেই ইবরাহিম যিনি ওয়াদা পূরণ করেছেন।

- কেউ কেউ বলেন, ইবরাহিম(ﷺ) এর পরীক্ষা ছিল বাদশাহ্ নমরুদ ও তার সংগীদের অত্যাচার নির্যাতন, নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েও তার মধ্যে তিনি ধৈর্য ও সবরে অটল ছিলেন। এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন।
- কেউ বলেছেন, তাঁর জন্য পরীক্ষা ছিল, হিজরত করার নির্দেশ। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে জন্মভূমি ব্যাবিলনের মায়া ছেড়ে আপনজনদের ত্যাগ করে তিনি সিরিয়ায় হিজরত করেন। এ পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হন।
- হজরত ইসমাইল (ﷺ) সহ প্রিয় স্ত্রী হাজেরা (رضي الله عنها) -সুদূর সিরিয়া থেকে হেজাযের মক্কার এক নির্জন স্থানে নির্বাসন দেওয়ার পরীক্ষা। এ পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হন।
- তাঁর বৃদ্ধ বয়সে জন্মপ্রাপ্ত কলিজার টুকরা প্রিয়পুত্র হজরত ইসমাইল (ﷺ) কে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কুরবানি করার পরীক্ষা। এ পরীক্ষায়ও তিনি উত্তীর্ণ হন।
- হজরত মুজাহিদ (র) -এর মতে, এক সময় আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম (ﷺ) কে বললেন, إني مبتليك بأمر "আমি তোমাকে একটি নির্দেশ দ্বারা পরীক্ষা করব।" তিনি বললেন, "আমাকে মানুষের ইমাম বানাবেন?" আল্লাহ তাআলা বললেন, "হ্যাঁ"। তিনি বললেন, "ইবাদতের সকল প্রক্রিয়া শেখাবেন?" আল্লাহ বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "নিরাপদ স্থান বানাবেন?" আল্লাহ তাআলা বললেন, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "সেখানকার অধিবাসীদের জীবিকার ব্যবস্থা করবেন?" আল্লাহ তাআলা বললেন, "হ্যাঁ"।

সংশ্লিষ্ট টীকা

مثابة : শব্দটি ظرف مكان অর্থ সমবেত হওয়ার স্থান বা প্রত্যাবর্তন করার স্থান। আল্লাহ তাআলা কাবা কে مثابة বলেছেন। কেননা, মুসলিম মিল্লাতের অন্তরে কাবা শরিফের এত আকর্ষণ আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার কারণে মুসলমানরা দুনিয়ার আনাচ ও কানাচ থেকে সে কাবার পাশে একত্রিত হয়।

مقام إبراهيم : হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর মতে, মাকামে ইব্রাহিম ঐ পাথরকে বলা হয় যে পাথরে দাড়িয়ে ইব্রাহিম (عليه السلام) কাবা ঘর নির্মানের কাজ সমাধা করেছেন। যে পাথরটি উঁচু নীচু হতো। যা এখন মূল্যবান কাঁচের ভিতরে রেখে কা'বা ঘরের সামনে সংরক্ষণ করা আছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে আল্লাহ অনেক বিষয়ের পরীক্ষা করেছেন তিনি সবগুলো পরীক্ষাতে কৃতিত্বের সাথে কামিয়াব হয়েছেন।
২. ইহুদি, খ্রিষ্টান উভয়েই মনে করে, তারা ইব্রাহিমের অনুসারী। বাস্তবে তা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, উভয়, দলই শিরকে নিমজ্জিত। অথচ ইব্রাহিম (عليه السلام) ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ মুসলিম।
৩. শেষনবি হজরত মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم) ও তাঁর অনুসারীরা–ই ইবরাহিম (عليه السلام) এর মিল্লাতের অনুসারী। হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের পিতা।
৪. হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) কে ও তার সুযোগ্য সন্তান হজরত ইসমাইল (عليه السلام) কে আল্লাহ তাআলা কাবা পুণঃনির্মাণের নির্দেশ দেন। পিতা ও ছেলে মিলে কাবা ঘর পুণঃনির্মাণ করেন।
৫. مقام إبراهيم কে নামাজের স্থান বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যার কারণে ওমরা ও হজ্জ আদায় কারীরা مقام إبراهيم এসে দু রা'কাত নফল নামাজ আদায় করে থাকেন।
৬. مقام إبراهيم ঐ পাথরকে বলা হয়, যে পাথরে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম (عليه السلام) কাবা ঘর পুণঃনির্মাণ করেছেন। যে পাথরটি প্রয়োজন মাফিক উঁচু নিচু হতো। যাতে হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) এর পায়ের চিহ্ন বিদ্যমান যা এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়।
৭. ইব্রাহিম (عليه السلام) মক্কা শহর ও শহরের বাসিন্দাদের জন্য দোআ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তা কবুলও করেছেন।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) ইহুদিদেরকে কী কামনা করতে বলা হয়েছিল?

(ক) জান্নাত (খ) জীবন
(গ) মৃত্যু (ঘ) সম্পদ

(২) نسخ কত প্রকার?

(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

(৩) قَانِتُون এর মাসাদর কী?

(ক) القنت (খ) القنوت
(গ) القنتان (ঘ) القنات

(৪) وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ এখানে الْبَيِّنٰتِ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

(ক) معجزة (খ) كرامة
(গ) إرهاص (ঘ) استدراج

(৫) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبِ এখানে مُوْسٰى শব্দটি কোন হালাতে আছে?

(ক) رفعي (খ) نصبي
(গ) جري (ঘ) جزمي

(৬) 'راعنا' শব্দের অর্থ কী?

(ক) আমাদের প্রতি লক্ষ করুন (খ) আমাদের রাখাল
(গ) আমাদের প্রতি দয়া করুন (ঘ) আমাদের মালিক

(৭) روح القدس দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে?

(ক) হযরত জিবরাইল (আ.) (খ) হযরত মিকাইল (আ.)
(গ) হযরত ইসরাফিল (আ.) (ঘ) হযরত আজরাইল (আ.)

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) نسخ কাকে বলে? نسخ কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।
(খ) وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى আয়াতটির শানে নুযুল বর্ণনা কর।
(গ) راعنا শব্দ দ্বারা কী কী অর্থ বোঝানো যায়? উল্লেখ কর।
(ঘ) আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহিম (আ.)-কে কয়টি كلمة দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন? সংক্ষেপে তা আলোচনা কর।
(ঙ) لا ينال عهدي الظالمين : ترکیب কর

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

ننسخ - قدير - نصير - يتبدل - تقدموا - لن يدخل - تجدوا - صادقين.

ষোলতম পাঠ : ১৬তম রুকু

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ
لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٣٠) اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗۤ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٣١) وَوَصّٰى بِهَاۤ اِبْرٰهٖمُ
بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ؕ يٰبَنِىَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (١٣٢) اَمْ كُنْتُمْ
شُهَدَآءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ ۙ اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِىْ ؕ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَاِلٰهَ
اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (١٣٣) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٣٤) وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى
تَهْتَدُوْا ؕ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٣٥) قُوْلُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ
اِلَيْنَا وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَاۤ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا
اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ؗ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (١٣٦) فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ
مَاۤ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ
الْعَلِيْمُ (١٣٧) صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ؗ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ (١٣٨) قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا
فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَاۤ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ (١٣٩) اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ
اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ؕ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ؕ
وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤٠) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ
خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٤١)

সরল অনুবাদ :

১৩০. যে নিজেকে নির্বোধ করেছে, সে ব্যতিত ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে! পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; আর আখিরাতেও সে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণগণের অন্যতম।

১৩১. তাঁর প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলেছিল, 'জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'

১৩২. এবং ইবরাহিম এবং ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করো না।

১৩৩. ইয়াকুবের নিকট যখন মৃত্যু আসল, তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে?' তারা তখন বলেছিল, 'আমরা আপনার ইলাহ এর এবং আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসহাকের ইলাহেরই ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

১৩৪. সে ছিল এক উম্মত তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

১৩৫. তারা বলে, 'ইহুদি বা খ্রিষ্টান হও, ঠিক পথ পাবে।' বল, 'বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।'

১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহতে ইমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়ে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মুসা, ইসা ও অন্যান্য নবিগণকে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।'

১৩৭. তোমরা যাতে ইমান আনয়ন করেছ তারা যদি সেরূপ ইমান আনয়ন করে তবে নিশ্চয়ই হিদায়েত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

১৩৮. আমরা গ্রহণ করলাম, আল্লাহর রং, রংয়ে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।

১৩৯. বল, 'আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; এবং আমরা তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ।'

১৪০. তোমরা কি বল, 'ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণ অবশ্যই ইহুদি কিংবা খ্রিষ্টান ছিল?' বল, 'তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ?' আল্লাহর নিকট হতে তাঁর কাছে যে প্রমাণ আছে, তা যে গোপন করে তার অপেক্ষা অধিকতর জালিম আর কে হতে পারে? তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নয়।

১৪১. সে ছিল এক উম্মত তা অতীত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের। তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

১০২৫

تحقيقات الألفاظ

ملة : اسم **একবচন, বহুবচনে** ملل **অর্থ- জাতি।**

اصطفى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاصطفاء মাদ্দাহ ص+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তিনি নির্বাচন করেছেন।

لا تسئلون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي مجهول বাব فتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س+ء+ل জিনস مهموز عين অর্থ– তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

صبغة : শব্দটি باب نصر থেকে মাসদার। অর্থ– রঞ্জিত করা।

تحاجون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المحاجاة মাদ্দাহ ح+ج+ج জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– তোমরা ঝগড়া করছ।

تركيب الجملة

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ : এখানে اَسْلَمْتُ ফেল ও ফায়েল আর ل হলে حرف جار , رب হলো مضاف এবং الْعَالَمِيْنَ হলো مضاف إليه অতঃপর مضاف ও مضاف إليه মিলে مجرور তারপর حرف جار ও مجرور মিলে متعلق পরিশেষে فعل+فاعل ও متعلق মিলে جملة فعليه হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصَارٰى تَهْتَدُوْا ... الخ

হজরত ইবনে আব্বাস (ﷺ) থেকে বর্ণিত, একদা ইবনে ছুরিয়া নবি করিম (ﷺ) কে বলেন, হে নবি হিদায়াত কি? আমরা হিদায়াতের উপর আছি আমাদের অনুসরণ কর হিদায়াত পাবে। নাসারগণও এমনি মন্তব্য করেছিল ইহুদিদের মত। তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ .... اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নামক একজন ইহুদি আলেম বা পণ্ডিত, যিনি তাওরাত গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন, তিনি তাওরাতে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নবুওত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ও ভবিষ্যৎবাণী পাঠ করেন। পরে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ওপর ইমান আনেন। অতঃপর তিনি সালাম এবং মুহাজির নামক তাঁর দু'ভাতিজাকে ডেকে বলেন, "আমার ভাতিজাদ্বয়, তোমরা তাওরাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখ। তাওরাতে উল্লেখ

আছে, আল্লাহ তাআলা হজরত ইসমাইল (আ.) এর বংশে একজন রাসুল প্রেরণ করবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ এবং তাঁর অনেক উন্নত গুণাবলীর কথাও তাওরাতে উল্লেখ আছে। আমাদের মুহাম্মাদ (সা.) ই তাওরাতে উল্লিখিত সেই নবি ও রাসুল। আমি সে জন্যই তাঁর ওপর ইমান এনেছি। তোমরাও তার ওপর ইমান আন।" তখন 'সালাম' নামক ভাতিজা ইসলাম গ্রহণ করল এবং মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করল না। সে মিল্লাতে ইবরাহিমি বা ইবরাহিম (আ.) এর ধর্মের আদর্শ, যা হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) এর মূলনীতি বা ভিত্তি ছিল, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন মুহাজিরের শানে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

মূলবক্তব্য/বিষয়বস্তু

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ .... وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

একবার মদিনার একজন ইহুদি হজরত রসুলুল্লাহ (সা.) কে লক্ষ্য করে বলল, "আপনি আমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দিচ্ছেন। আপনি বলছেন, পূর্ববর্তী নবি রসুলগণ ও মানুষকে এই একই ধর্মের প্রতি আহবান করেছেন। তা হলে আপনার কি জানা নেই, হজরত ইয়াকুব (আ.) এর মৃত্যুর সময়ে তিনি তাঁর সন্তানদের ডেকে অসিয়াত করে গেছেন, যেন তারা সকলে সর্বদা ইহুদি ধর্মের ওপরে অটল থাকে।" এর প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়। তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ইহুদিগণ, ইয়াকুবের যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন তার কাছে উপস্থিত ছিলে? সে যখন তাঁর পুত্রগণকে প্রশ্ন করেছিল, আমার পরে তোমরা কার বা কিসের ইবাদত করবে?" তখন তারা বলেছিল, "আমরা আপনার ইলাহ-এর ইবাদত করব আর আপনার পূর্বপুরুষ ইবরাহিম, ইসমাইল এবং ইসহাক (আ.) -এর ইলাহ বা মাবুদের ইবাদত করব। তিনিই একমাত্র ইলাহ, আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।" এ দ্বারা ঐ ইহুদি ব্যক্তির বক্তব্য মিথ্যা ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলে সে ব্যক্তি নিরুত্তর রইল।

সংশ্লিষ্ট টীকা

হজরত ইসহাক (আ.) এর পরিচয় : তিনিও হজরত ইবরাহিম (আ.) এর পুত্র। তিনি ইসমাইল (আ.) থেকে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর মাতা ছিলেন হজরত সারা (আ.)। তিনি ১৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁকে বায়তুল মাকদাসের নিকট সমাহিত করা হয়।

হজরত ইয়াকুব (আ.) এর পরিচয় : তিনি ছিলেন হজরত ইসহাক (আ.) এর ছেলে। হজরত ইবরাহিম (আ.) ছিলেন তাঁর দাদা। তার ১২ জন ছেলে ছিলেন। তিনি ১৪৭ বছর বেঁচে ছিলেন। অসিয়ত মতো তাঁকে বায়তুল মাকদাসের নিকটে পিতা ইসহাক (আ.) এর পাশে দাফন করা হয়।

حنيف : এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন বিষয়, যার মধ্যে কোন বক্রতা নাই। কাজেই অর্থ দাঁড়ায়, সহজ সরল ভাবে স্বীয় দায়িত্ব পালনে একনিষ্ঠ ব্যক্তিকে حنيف বলে। এ ছাড়া শিরক মুক্ত ব্যক্তি, দৃঢ়মত পোষণকারী, হাজ্ব সম্পাদনকারী ও হারাম বর্জনকারীকেও حنيف বলা হয়।

أسباط : এ শব্দটি سبط শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গোত্র বা কওম। কিন্তু আয়াতের মধ্যে হজরত ইয়াকুব

(عليه السلام) এর বংশধরদের বুঝান হয়েছে। হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) এর ১২ ছেলের ১২ বংশধরকেই মূলত أسباط বলা হয়।

হজরত ইসমাইল (عليه السلام) এর পরিচয় :

তিনি হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) এর বড় পুত্র এবং নবি ছিলেন। তাঁর মাতার নাম হাজেরা আলাইহাস সালাম। দুগ্ধপোষ্যকালে তিনি মরু মক্কার বুকে নির্বাসিত হন। কৈশোর অবস্থায় কুরবানি হিসেবে আল্লাহ তাআলার নিকট নিজেকে পেশ করে কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি ১৩৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) ছিলেন তাওহিদ বা একত্ববাদের আহ্বায়ক। তাওহিদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ত্যাগ তিতিক্ষা বর্ণনাতীত। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ তাআলার সাথে শরিক করেন নাই।

২. নির্বোধ বা অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তিই পারে মিল্লাতে ইব্রাহিম থেকে দূরে সরে যেতে।

৩. অভিশপ্ত ইহুদি, পথভ্রষ্ট খ্রিষ্টান জাতি মুসলিম জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভিত্তিহীন উদ্ভট কথা বার্তা বলে থাকে। আল্লাহ তাআলা তার দাতভাঙ্গা উত্তর দেন যে, ইব্রাহিম (عليه السلام) ইহুদি ছিলেন না এবং খ্রিষ্টান ও ছিলেন না বা মুশরিকও ছিলেন না। তিনি একজন খাঁটি তওহিদপন্থি খাঁটি মুসলিম ছিলেন।

৪. আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেন যে, বড় জালেম সেই ব্যক্তি যে তাওরাত, ইঞ্জিল থেকে মুহাম্মদ (ﷺ) এর নাম, পরিচয় গুণাগুণ গোপন করে বা মুছিয়ে দেয়।

৫. ইহুদি খ্রিষ্টানদের পূর্ব পুরুষ হজরত ইয়াকুব (عليه السلام) জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর পুত্রদেরকে একত্র করে তাওহিদের প্রচার কাজ করে গেছেন।

৬. আল্লাহ তাআলা তাঁর আনুগত্যের রঙে রঞ্জিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

সতেরতম পাঠ : ১৭তম রুকু

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٤٢) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ
الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٤٣) قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ

شَطْرَهٗ ۚ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ (١٤٤)
وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ
بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ
(١٤٥) اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۗ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ
وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٤٦) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (١٤٧)

সরল অনুবাদ:

১৪২. নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে যে, তারা এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করে আসতেছিল এটা হতে কিসে ফিরিয়ে দিল? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।'

১৪৩. এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসুল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হবে। তুমি এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করছিলে এটাকে আমি এ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যাতে জানতে পারি কে রাসুলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়? আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন তারা ব্যতিত অপরের নিকট এটা নিশ্চয়ই কঠিন। আল্লাহ এরূপ নয় যে, তোমাদের ইমানকে ব্যর্থ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।

১৪৪. আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর। অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন এটার দিকে মুখ ফিরাও এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা নিশ্চিতভাবে জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের প্রেরিত শর্ত। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা অনবহিত নয়।

১৪৫. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের নিকট সমস্ত দলিল পেশ কর, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না; এবং তুমিও তাদের কিবলার অনুসারী নও এবং তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর নিশ্চয়ই তখন তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৪৬. আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা তাকে সেরূপ জানে যেরূপ তারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাদের একদল জেনে শুনে সত্য গোপন করে থাকে।

১৪৭. সত্য তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

تحقيقات الألفاظ

قد نرى : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر+ء+ي জিনস مركب অর্থ– আমি দেখি।

تقلب : শব্দটি باب تفعل মাসদার مصدر থেকে মাদ্দাহ ق+ل+ب জিনস صحيح অর্থ– বারবার ফিরানো।

لنولينّ : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف بنون ثقيلة و لام للتاكيد বাব تفعيل মাসদার التولية মাদ্দাহ و+ل+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– অবশ্যই আমি ফিরিয়ে দেব।

وَلِّ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التولية মাদ্দাহ و+ل+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– তুমি ফিরাও।

تركيب الجملة

وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا : و হলো حرف عطف আর يَكُوْنَ হল فعل ناقص এবং الرَّسُوْلُ তার اسم এবং عليكم জার-মাজরুর মিলে متعلق مقدم হয়েছে شهيدا শিবহে ফেল এর সাথে, এখন شبه فعل شهيد তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে يكون এর خبر হয়েছে। পরিশেষে اسم يكون ও خبر يكون মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ .... اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

ইমাম বুখারি (র) হজরত বারা ইবনে আযিব (رضي الله عنه) থেকে একটি হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রসুল (ﷺ) হিজরত করার পর ১৬/১৭ মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়েছেন। তখন তিনি আশা করে বলতেন, "হায়, কাবা ঘর যদি আমার কিবলা হত।" তখন কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাজিল হলে কাবার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেন। ঐতিহাসিক ইবনে সাদ বলেন, যেদিন কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাজিল হয় সেদিন নবি (ﷺ) বনু সালামা গোত্রের বিশর ইবনে বারারাহ (رضي الله عنه) এর গৃহে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। দুপুরের আহার গ্রহণের পর মসজিদে বনু সালামাতে জোহরের নামাজ আদায় করা অবস্থায় এই আয়াত নাজিল হয়। তখন তিনি নামাজের মধ্যেই কাবার দিকে ফিরে যান। এজন্য এ মসজিদকে মসজিদে যুল কিবলাতাইন বলা হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ .... عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সকল নবির সাথে তাঁদের উম্মাতদের হাজির করা হবে। তখন উম্মাতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, "নবি- রসুলগণ কি তোমাদের নিকট দীনের দা'ওয়াত পৌছিয়েছিলেন?" একদল উত্তরে বলবে "না, "পৌছায়নি।' তখন নবিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি কি দাওয়াত পৌছিয়েছিলেন?" তিনি বলবেন "হ্যা, পৌছিয়েছিলাম।" তখন বলা হবে, "আপনার সাক্ষী কে?" উত্তরে নবি বলবেন, "আমার সাক্ষী নবি মুহাম্মাদ (ﷺ) ও তাঁর উম্মাত।" তখন উম্মাতে মুহাম্মাদিকে প্রশ্ন করা হবে, "নবি কি তাদের নিকট দা'ওয়াত পৌছিয়েছিলেন?" তারা বলবে হ্যাঁ, পৌছিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কিভাবে জানলে?" তারা উত্তরে বলবে, "আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে আমাদের নবি মুহাম্মাদ (ﷺ) আমাদেরকে এ সংবাদ জানিয়েছেন।" তখন মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রশ্ন করা হবে, "আপনার উম্মাত কি সত্য কথা বলছে?" নবি (ﷺ) উত্তরে 'হ্যাঁ-সূচক জবাব দেবেন। (বায়যাবি ও ইবনে কাসির)

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ .... وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা:

হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, তখন মদিনায় অনেক ইহুদি বাস করত। তাদের কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস। আল্লাহ পাক রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে তাদের কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায়ের জন্য নির্দেশ দেন। মুসলিমগণ ১৬/১৭ মাস এভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করেন। নবি (ﷺ) এর মন চাচ্ছিল বাইতুল্লাহ শরিফকে কিবলা নির্ধারণ করে সে দিকে ফিরে নামাজ আদায় করতে। আল্লাহ থেকে এ সম্পর্কিত নির্দেশ নিয়ে জিবরাইল (عليه السلام) এর আগমনের প্রত্যাশা করে তিনি বার বার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর মনের আশা পূর্ণ করে বাইতুল্লাহ শরিফকে নামাজের কিবলা নির্ধারণ করে আয়াত নাজিল করেন। ২য় হিজরি সনের রজব অথবা শাবান মাসে এ হুকুম নাজিল হয়। বর্ণিত আছে, নবি (ﷺ) এ নির্দেশ পাওয়ার দিন মদিনার বনু সালামা গোত্রের বিশর ইবনে বারারাহ (رضي الله عنه) এর বাড়িতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। দুপুরে খাবারের পর সে অঞ্চলের মসজিদে জোহরের নামাজের ৩য় রাকাতে থাকা অবস্থায় কিবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশ আসে। সাথে সাথে নামাজের মধ্যেই তিনি কাবা শরিফের দিকে ঘুরে যান। এ জন্য সে মসজিদটিকে মসজিদে যুল কিব্‌লাতাইন (দু'কিবলার মসজিদ) বলা হয়। মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় তখন নবিজি সম্পর্কে নানা ধরনের বাজে কথা বলা শুরু করে। তারা বলে, নবি (ﷺ) শিরকের প্রতি আসক্তির কারণে মক্কার মুশরিকদের কিবলা অনুসরণ করেছেন (নাউযু বিল্লাহ)। তারা এ ব্যাপারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা রটাতে থাকে। যদিও আহলে কিতাব নিশ্চিতভাবে জানত যে, কিবলা পরিবর্তন সম্পর্কিত এ নির্দেশ তাদের রবের নিকট থেকে মহাসত্যরূপে আগত। প্রকৃতপক্ষে তওরাত গ্রন্থেও কিবলা পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

কিবলা কেন পরিবর্তন হলো?

রসুল (ﷺ) এর মাদানি জীবনের ২য় বর্ষে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটে। মদিনায় আসার পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত নবি (ﷺ) بيت المقدس -এর দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছিলেন। অতঃপর তাঁর কিবলাকে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম কুরতুবি (র.) স্বীয় তাফসির الجامع لأحكام القرآن এ কয়েকটি মতামত ব্যক্ত করেছেন। যথা-

১. মদিনায় আসার পর নবি (ﷺ) সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদিদের ইসলাম গ্রহণের আশায় তাদের সাথে আনুকুল্য প্রমাণের জন্য ১৬/১৭ মাস তাদের কিবলার দিকে নামাজ পড়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন তাদের গোঁড়ামি প্রমাণিত হলো, তখন রসুল (ﷺ) তাদের থেকে নিরাশ হলেন এবং কিবলা পরিবর্তন করে দেওয়া হলো।

২. রসুল (ﷺ) এর ইচ্ছা ছিল স্বীয় পিতা হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) ও ইসমাইল (عليه السلام) এর কিবলা তথা কাবার দিকে ফিরে নামাজ পড়া আর এজন্য তিনি ওহির অপেক্ষায় বারবার আকাশের দিকে মুখ উঠাতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবির কামনা কবুল করে কিবলা ঘুরিয়ে দেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ

৩. কেউ কেউ বলেন, কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের কারণ হলো, এটা আরবদেরকে ইসলামের দিকে ডাকার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৪. হজরত মুজাহিদ (র.) বলেন, ইহুদিদের مخالفة বা বিরোধিতা করার জন্য তাদের কিবলা থেকে মুসলমানদের কিবলাকে আলাদা করা হয়েছে।

৫. আবুল আলিয়া বলেন, হজরত সালেহ (عليه السلام), হজরত মুসা (عليه السلام) সহ অধিকাংশ নবির কিবলা ছিল কাবার দিকে। আর এটা হলো পৃথিবীর প্রথম ইবাদত গৃহ। তাই এ দিকে কিবলা পরিবর্তন করা হয়েছে।

৬. কিছু আলেম বলেন, মুনাফিকদের পরীক্ষা করার জন্য কিবলা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন কুরআন মাজিদে এরশাদ হচ্ছে-

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ

কাবা শরিফের প্রতি মহানবি (ﷺ) এর আকর্ষণের কারণ :

১. **পৃথিবীর প্রথম ঘর:** কাবা শরিফ পৃথিবীর প্রথম গৃহ, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য তাকে তৈরি করা

হয়েছে। যেমন কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে- اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

২. **সহজাত প্রবৃত্তি** : তিনি কাবার পাশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর দাদা তাঁকে কাবাঘরে নিয়ে দোআ করেছেন।

৩. **বংশীয় টান** : মহানবি (ﷺ) এর বংশের লোকেরা তথা তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব, চাচা আব্বাস, আবু তালেব প্রমুখ ছিলেন কাবাঘরের তত্ত্বাবধায়ক।

৪. **হজরত ইবরাহিম (ﷺ) এর প্রতি ভক্তি** : হজরত ইবরাহিম (ﷺ) হলেন কাবাঘরের নির্মাতা। তাঁর কিবলা ছিল এ কাবা। তাই তিনি চেয়েছিলেন যাতে তাঁর কিবলাও আদি পিতার কিবলা হয়।

৫. **মক্কার মুশরিকদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্টকরণ** : মক্কার মুশরিকরা নিজেদেরকে হজরত ইবরাহিম (ﷺ) এর অনুসারী বলে দাবি করত এবং কাবাঘরকে কিবলা মানত। রসুলে কারিম (ﷺ) মনে করেন কাবাঘর কিবলা হলে তারা মুসলমান হয়ে যাবে।

৬. **ভৌগলিক কারণ** : অবস্থানের দিক দিয়ে বায়তুল মাকদাসের তুলনায় কাবাঘর ছিল মুসলমানদের অনুকূলে।

সংশ্লিষ্ট টীকা

السفهاء শব্দের অর্থ এবং السفهاء দ্বারা উদ্দেশ্য : السفهاء শব্দটি السفيه এর বহুবচন। অর্থ- বোকা, নির্বোধ, অজ্ঞও মূর্খ। এখানে السفهاء দ্বারা কারা উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

ক. মুজাহিদ (র.) বলেন, এখানে السفهاء বলে মদিনার ইহুদিদেরকে বুঝানো উদ্দেশ্য। তারা বলেছিল যে, মুসলমানরা কিবলার ব্যাপারে পেরেশান হয়ে পড়েছে।

খ. ইমাম সুদ্দি (র.) বলেন, السفهاء বলে মক্কার কুরাইশ কাফেরগণকে বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা তারা কিবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে ঠাট্টা করেছিল।

গ. কেউ কেউ বলেন, السفهاء দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. মদিনায় হিজরত করার ১৬/১৭ মাস পর بيت المقدس থেকে بيت الله এর দিকে কিবলা পরিবর্তন হয়।

২. পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সর্ব দিকের মালিক আল্লাহ তাআলা। অতএব কিবলা যে দিকে পরিবর্তন করা হউক মেনে নেওয়াই প্রকৃত মুমিনের লক্ষণ।

৩. উম্মতে মুহাম্মদি শ্রেষ্ঠ উম্মত। তারা অন্যান্য উম্মতের জন্য সাক্ষী হবে।

৪. পরিবর্তীত কিবলা গ্রহণ করা কাফের, মুনাফিক ইহুদি, খ্রিষ্টানদের জন্য কঠিন। তবে মুমিনদের জন্য অতি সহজ।

৫. রসুলের কিবলা পরিবর্তন ছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা মাত্র।

৬. মুসলমানগণ যে কয়মাস بَيْتُ الْمَقْدِس এর দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন অথবা কেবল পরিবর্তনের পূর্বেই যারা মৃত্যু বরণ করেছেন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিদান বাতিল করে দিবেন না।

৭. তাওরাত ও ইঞ্জিলে কিবলা পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল। কাজেই ইহুদি, খ্রিষ্টানরা সত্য জেনেও বিরোধিতা করছে।

৮. তারা মুহাম্মাদ (ﷺ) যে সত্য নবি, সর্বশেষ নবি, তা জানত চিনত যেমন তাদের নিজ সন্তানদেরকে চিনে জানে।

আঠার পাঠ : ১৮তম রুকু

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرٌ (١٤٨) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ؕ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤٩) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا
مِنْهُمْ ۙ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ ۙ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٥٠) كَمَاۤ اَرْسَلْنَا
فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ
تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (١٥١) فَاذْكُرُوْنِىْۤ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ (١٥٢)

সরল অনুবাদ:

১৪৮. প্রত্যেকের একটি দিক রযেছে, যেদিকে সে মুখ করে। অতএব তোমরা সৎকর্মের প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাকনা কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৪৯. যেখান থেকেই তুমি বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও। এটা নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা অনবহিত নন।

২০২৫

১৫০. তুমি যেখান থেকেই বের হওনা কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন এটার দিকে মুখ ফিরাবে যাতে তাদের মধ্যে জালিমদের ব্যতিত অপর লোকের তোমাদের বিরুদ্ধে বিতর্কের কিছু না থাকে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর না, শুধু আমাকেই ভয় কর। যাতে আমি আমার নিআমত তোমাদেরকে পূর্ণরূপে দান করতে পারি এবং যাতে তোমরা সৎপথে পরিচালিত হতে পার।

১৫১. যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়া করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।

১৫২. সুতরাং তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমি ও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।

تحقيقات الألفاظ

لا تخشوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব سمع মাসদার الخشية মাদ্দাহ خ+ش+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তোমরা ভয় পেও না।

أُتِمُّ : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإتمام মাদ্দাহ ت+م+م জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– আমি পূর্ণ করব।

لا تكفرونِ : এখানে نِ টি নূনে বেকায়া। শেষোক্ত ي পড়ে গেছে। উহ্য ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك+ف+ر জিনস صحيح অর্থ– তোমরা আমার অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

تركيب الجملة

وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ : و হরফে আতফ ما হলো ما المشبه بليس আর الله হলো اسم ما আর ب অতিরিক্ত غافل শব্দটি শিবহে ফেল এবং যমির شبه فاعل আর عن হলো حرف جار এবং ما হলো اسم موصول আর يعلمون শব্দটি فعل+فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে صلة হয়েছে। صلة+موصول মিলে مجرور এখন حرف جار ও مجرور মিলে غافل শিবহে ফেল এর সাথে متعلق হয়েছে। এবার شبه فاعل+ এবং متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر ما পরিশেষে اسم ما ও خبر ما মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুযুল

قَوْلُـهُ تَعَالَى: لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ... الخ

রসুলুল্লাহ (ﷺ) মদিনায় হিজরত করে ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করেছেন। তখন মদিনার ইহুদিরা বলত, মুহাম্মদ আমাদের কিবলার অনুসারী, আস্তে আস্তে সে ইহুদি ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়বে। অপর দিকে মুশরিকরা বলতে লাগল, মুহাম্মদ নিজেকে হজরত ইবরাহিমের অনুসারী বলে দাবি করলেও সে ইবরাহিমের কিবলা কাবা বর্জন করেছে।

এরপর যখন রসুল (ﷺ) কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাজিল হলে বাইতুল মুকাদ্দাস ছেড়ে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়তে লাগলেন, তখন মক্কার মুশরিকরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, মুহাম্মদ তার ধর্মের কিবলার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত। সে এক এক সময় এক এক কথা বলে। আসলে সে তার শহরের প্রতি ভালোবাসার টানে এবং তার গোত্রপ্রীতির কারণে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়ছে। এ ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। কিবলা পরিবর্তনের আয়াত নাজিল হলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) কাবা শরিফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করতে থাকলে মদিনার ইহুদিরাও তাঁর সম্পর্কে উপরিউক্ত বাজে উক্তি করতে থাকে। তাদের এ হীন উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেন। (বাইযাবি)

মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ....عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

মদিনার ইহুদিরা রসুল (ﷺ) এর দোষ-ত্রুটি বের করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করত। যদিও তারা তাওরাত ও ইঞ্জিলের বর্ণনামতে রসুল (ﷺ) কে যথার্থভাবেই চিনতে পেরেছিল। রসুল (ﷺ) মদিনায় এসে বাইতুল মুকাদ্দাসের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করলে ইহুদিরা বলাবলি করেছিল, মুহাম্মদ আমাদের কিবলা গ্রহণ করেছে। আস্তে আস্তে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করবে। রসুল (ﷺ) যখন আবার কা'বা শরিফের দিকে কিবলা নির্ধারণ করেন, তখন তারা আবার বিভিন্ন বাজে অযৌক্তিক কথা বলতে থাকে। তাই আল্লাহ তাআলা রসুল (ﷺ) কে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, প্রত্যেক জাতির ধর্মাবলম্বীগণের স্বীয় ধর্মীয় কাজের জন্য স্বতন্ত্র একটি দিক আছে। সে দিকে সে মুখ ফিরিয়ে ইবাদত করে। মুহাম্মদ (ﷺ) এর ইসলাম ধর্মের স্বতন্ত্র কিবলা হিসেবে কা'বা নির্ধারিত। অতএব, এ নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই; বরং কল্যাণকর কাজে মানুষের প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিয়ামতের দিন সকল মানুষকে তাদের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহিতার জন্য একত্রিত করা হবে যেহেতু আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে মহাক্ষমতাবান। তাঁর পক্ষে কোন কাজই দুরূহ নয়।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهُ تَعَالَى: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ... الخ

কিবলা পরিবর্তনের হেকমত:

কিবলা পরিবর্তনের মধ্যে কয়েকটি হেকমত ছিল। যথা-

১. প্রশ্নকারীদের মুখ বন্ধ করা।

২. আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত পরিপূর্ণ করা আর ইসলামি শরিয়তকে পরিপূর্ণ করা।
৩. দূর্বল ইমানদারকে পরীক্ষা করা।
৪. মুমিন ও মুনাফিক যাচাই করা ইত্যাদি।

قَوْلُـهُ تَعَالَى: فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

ইমাম রাজি (র:) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন-

১. "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার প্রতি আনুগত্যের দ্বারা, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো আমার রহমত দ্বারা।
২. প্রতিটি মানুষ আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করবে তাঁর রহমতের আশা-আকাঙ্খা নিয়ে এবং তাঁর আযাবের ভয়-ভীতি নিয়ে। আর আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্মরণ করবেন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তার দান বর্ধিত করে।
৩. অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার প্রশংসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে। তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো নেয়ামতের মাধ্যমে।
৪. "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" একাকী, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো মজলিসে।
৫. "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" সুখ, শান্তি ও নেয়ামত লাভের সময় আর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো বিপদের মুহূর্তে।
৬. "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার ইবাদতের মাধ্যমে আর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো সাহায্যের মাধ্যমে।
৭. "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার পথে সাধনার মাধ্যমে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো আমার হিদায়াতের মাধ্যমে।
৮. "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" পূর্ণ সততা, এখলাস, ও আন্তরিকতার মাধ্যমে আমি স্মরণ করবো দোজখ থেকে নাজাতের মাধ্যমে।
৯. "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার লালন পালনের কথা স্মরণ করে, তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো তোমাদের উপর রহমত নাজেলের মাধ্যমে।

সংশ্লিষ্ট টিকা

المسجد الحرام : অর্থাৎ কা'বা শরিফ, বায়তুল্লাহ শরিফের চতুর্দিকে যে মসজিদটি তাই মসজিদুল হারাম। যেহেতু হারাম শরিফে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, ঝগড়া, ফাসাদ, প্রাণী হত্যা, এমন কি গাছ-পালা কাটাও নিষিদ্ধ। তাই এ মসজিদকে المسجد الحرام বলা হয়।

كما يعرفون أبناءهم : অর্থাৎ তারা তাদরে ঔরষজাত সন্তানকে যেমন চিনতে পারে ঠিক তেমনি তারা হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর শেষ নবি হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন ধরনের সন্দেহ নাই শুধু হিংসা বিদ্ধেশ দুশমনির কারণে তারা নবিকে অস্বীকার করছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. ইহুদি, নাসারাদের অনুসরণ করা সম্পূর্ণ নিষেধ।

২. যে অবস্থাতেই থাকুক মুসলিমকে নামাজে কিবলা মুখি হতে হবে। অন্যথায় নামাজ হবে না।

৩. প্রত্যেক জাতির জন্য নির্দিষ্ট কিবলা আছে কাজেই কিবলা নিয়ে কলহ অবান্তর।

৪. নবি-রসুলদের দায়িত্ব হলো- তাঁরা উম্মতকে কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাবেন, কুরআন শিক্ষা দিবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং অজানা বহু তথ্য জানাবেন।

৫. কিবলা পরিবর্তনের দ্বারা ইসলাম ধর্মে পূর্ণতা এনেছেন।

৬. আল্লাহ তাআলার জিকির বেশি বেশি করার নির্দেশ।

৭. বান্দাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

ঊনিশতম পাঠ : ১৯তম রুকু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (١٥٣) وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ
فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ (١٥٤) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ
وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ (١٥٥) الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ
قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (١٥٦) اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُهْتَدُوْنَ (١٥٧) اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ؕ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (١٥٨) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ
(١٥٩) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٦٠) اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (١٦١) خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ (١٦٢) وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِيْمُ (١٦٣)

সরল অনুবাদ:

১৫৩. হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।

১৫৪. আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।

১৫৫. আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে–

১৫৬. যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।'

১৫৭. এরাই তারা যারা যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর এরাই সৎপথে পরিচালিত।

১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কাবাগৃহে হজ্জ কিংবা ওমরা সম্পন্ন করে এ দুটোর মধ্যে সায়ি করলে তার কোন পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।

১৫৯. নিশ্চয়ই আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে এটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা এটা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত দেন এবং অভিশাপকারীগণও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

১৬০. কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে আর সত্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।

১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফরি করে এবং কাফির রূপে মারা যায় তাদের উপর লা'নত আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ ও সকল মানুষের।

১৬২. এটাতে তারা স্থায়ী হবে। তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন বিরামও দেওয়া হবে না।

১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।

تحقيقات الألفاظ

استعينوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব استفعال মাসদার الاستعانة মাদ্দাহ ع+و+ن জিনস أجوف واوي অর্থ– তোমরা সাহায্য চাও।

لنبلون : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف بنون ثقيلة و لام للتاكيد বাব نصر মাসদার البلاء মাদ্দাহ ب+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ– আমি অবশ্যই পরীক্ষা করব।

أصابت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإصابة মাদ্দাহ ص+و+ب জিনস أجوف واوي অর্থ– সে পাইল/ পৌঁছল।

اعتمر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاعتمار মাদ্দাহ ع+م+ر জিনস صحيح অর্থ– সে উমরা করল।

يطّوّف : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التطوف মাদ্দাহ ط+و+ف জিনস أجوف واوي অর্থ– সে তাওয়াফ করবে। (শব্দটি মূলে ছিল يتطوف)

تطوع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التطوع মাদ্দাহ ط+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ– সে সেচ্ছায় কাজ করল।

تركيب الجملة

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ : إن হলো حرف مشبه بالفعل আর الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ মাতুফ আলাইহি, হরফে আতফ এবং মাতুফ মিলে اسم إن আর من হলো حرف جار আর شَعَائِرِ اللهِ শব্দদুটি مضاف ও مضاف إليه মিলে مجرور তারপর حرف جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে উহ্য شبه فعل তথা ثابت এর সাথে। অতঃপর شبه فعل তার ফায়েল ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر إن পরিশেষে اسم إن ও خبر إن মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتٌ .... لَا تَشْعُرُوْنَ

বর্ণিত আছে, বদর যুদ্ধে চৌদ্দ জন সাহাবি শাহাদতবরণ করেন। তন্মধ্যে ৬ জন মুহাজির ও ৮ জন আনসার ছিলেন। মুশরিক ও মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল, এ লোকগুলো মারা যেয়ে দুনিয়ার স্বাদ ও ভোগ বিলাস থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রতিবাদ করে এ আয়াত নাজিল হয়।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ .... شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, সাফা ও মারওয়া বাইতুল্লাহ্ শরিফের কাছে ২টি অল্প উঁচু পাহাড়। আল্লাহ পাক হজ্জের জন্য হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) কে যে সকল আহকাম ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার মধ্যে সাফা এবং মারওয়ার মাঝখানে সায়ি করা বা আস্তে আস্তে দৌড়ান হজ্জের ওয়াজিব সমূহের অন্যতম। ইসলামের আগমের পূর্বে হেজাযের মুশরিকগণ সাফা পর্বতের ওপর ইসাফ নামক এক পুরুষ প্রতিমা এবং মারওয়া পর্বতের ওপর নায়িলা নামক এক স্ত্রী প্রতিমা রেখেছিল। মুশরিকগণ ২টি মূর্তির পূজা অর্চনা করত। হজ্জের সময় মুশরিকগণ দুটি পাহাড়ের ওপরে উঠে মূর্তি দুটিকে চুম্বন করত, এর পাশে দোআ করত ইসলামের আগমনের পর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ি করা হজ্জের মূল বিধান কিনা এ ব্যাপারে কিছু মুসলিমের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এ সন্দেহ দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا .... الصّٰبِرِيْنَ

অত্র আয়াতে বিপদে-আপদে আমরা কিভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করব, তার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা খাঁটি মুমিনের পরিচয়। ধৈর্য ধারণ করে ও সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য বলা হয়েছে। বস্তুত : সবর অবলম্বন করে অর্থাৎ সকল প্রকারের পাপ কাজ হতে বিরত থেকে অতি বিনয়ের সাথে বেশি বেশি করে নফল নামাজ আদায় করে কায়মনোবাক্যে বিনীতভাবে আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি খুশি হন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর দোআ কবুল করেন। আল্লাহ তাআলা সবরকারীকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা তার সাথে থাকেন।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ .... شَاكِرٌ عَلِيْمٌ

شعآئر الله দ্বারা উদ্দেশ্য:

شعآئر الله এর ব্যাখ্যা : شعائر শব্দটি شعيرة বা شعار শব্দের বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. নিদর্শনাবলি, ২. অনুষ্ঠানাদি, ৩. প্রতীক ইত্যাদি। আর شعائر الله এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলি।

আয়াতে من شعآئر الله বলে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়কে আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত দুটি নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা এ পাহাড় দুটিকে তার অনুপম অনুগ্রহের প্রতীক এবং পুণ্যগমনের স্মৃতিবাহকরূপে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

১. আল্লামা জাসসাস (র.) বলেন شعآئر الله বলতে মূল ইবাদত ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম এবং নিদর্শনসমূহকে বুঝানো হয়েছে। আর হজ্জের شعآئر الله বলতে হজ্জের অনুষ্ঠানাদিকে বুঝায়।

২. ইমাম কুরতুবি (র.) বলেন-

والشعآئر : المتعبدات التي أشهرها الله أي جعلها اعلاما للناس من الموقف والسعي و النحر

অর্থ- ঐ সমস্ত ইবাদতের বিষয়, যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রসিদ্ধি দান করেছেন বা মানুষের জন্য নিদর্শন বানিয়েছেন। যেমন- উকুফের স্থান, সায়ি, কুরবানি ইত্যাদি।

৩. معارف القرآن এ বলা হয়েছে شعآئر শব্দটি شعيرة এর বহুবচন। এর অর্থ নিদর্শন। شعآئر الله বলতে সেসব আমলকে বুঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা দীনের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

২০২৫

আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলিকে সম্মান করা ফরজ এবং তাকওয়ার পরিচয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া সঞ্জাত। شعائر الله কে অবমাননা করা হারাম। যেমন কুরআন মাজিদে আছে- لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللهِ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর নিদর্শনের অবমাননা কর না। (মায়েদা : ২)

৪. تفسير روح المعاني তে বলা হয়েছে, এখানে شعآئر الله বলতে হজ্জের মানসিক বা ইবাদতের নিদর্শন বুঝানো উদ্দেশ্য। আয়াতের অর্থ হলো, এই দুই পাহাড়ের মাঝে সায়ি করা আল্লাহ তাআলার দীনের আলামত বা এ দু পাহাড়ের মাঝে সায়ি করা ইবাদতের নিদর্শন জাহেলীয়াতের নিদর্শন নয়।

৫. আল্লামা রাজি (র.) বলেন, شعآئر الله বলতে ইবাদত (نسك) এবং ইবাদতের স্থান (مناسك) সবগুলোকেই বুঝায়।

৬. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর মতে, নিম্নোক্ত ৪টি নিদর্শন شعآئر الله এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন- ক. কাবাঘর; , খ. মহানবি (ﷺ); গ. কুরআন; ঘ. সালাত। পরিশেষে বলা যায়, شعآئر الله বলতে মহান আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলিকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُـهُ تَعَالٰى : وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ...الخ

শহিদগণ কিভাবে জীবিত?

শহিদ তথা আল্লাহ তাআলার পথে জীবন উৎসর্গকারী ব্যক্তি মৃত নয়, বরং জীবিত। মুসলিম শরিফের একটি বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহ তাআলার পথে জীবন উৎসর্গকারীদের রূহ সবুজ রংয়ের পাখি হয়ে বেহেশতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাওয়া আসা করছে– অতঃপর তারা আরশের তলদেশে ঝুলন্ত ঝাড় সমূহে এসে উপবিষ্ট হয়। একদা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্রশ্ন করলেন। তোমরা এখন কি চাও। তারা জবাব দিল হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন এমন নেয়ামত দান করেছ যা আর কেউ লাভ করেনি। তবে হে আল্লাহ! আমাদেরকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে প্রেরণ কর, আমরা তোমার পথে যুদ্ধ করি, অতঃপর শাহাদত বরণ করে পুনরায় তোমার দরবারে হাজির হই, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন 'তা হয় না" কেননা কেউ একবার মৃত্যু বরণ করলে পুনরায় তাকে প্রত্যাবর্তন করা হয় না।

মুসনাদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদিসে রয়েছে, মুমিনের রূহ একটি পাখি হয়ে জান্নাতের বৃক্ষসমূহে থাকে আর কিয়ামতের দিন তারা নিজ নিজ দেহের দিকে ফিরে আসবে। আল্লামা ইবনে কাসির (র.) এই হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, মুমিনের রূহ সেখানে জীবিত তবে শহীদদের রূহ এক প্রকার বিশেষ সম্মান, মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। আয়াতে বলা হয়েছে, "বরং তারা জীবিত" অর্থাৎ, যারা আল্লাহ তাআলার রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তথা শাহাদত বরণ করে তাঁরা প্রকৃত পক্ষে জীবিত। তাঁরা অমরত্ব লাভ করেছে।

এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা শহিদদের রূহকে একটি বিশেষ শক্তি দান করেন যার কারণে শহিদদের রূহ আকাশ-জমিন বেহেশতসহ সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারে। এ অমরত্ব লাভের কারণেই জমিন তাঁদের দেহ এবং কাফনকে বিনষ্ট করতে পারে না।

সংশ্লিষ্ট টীকা

السعي بين الصفا والمروة : সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে ৭ বার দৌড়াদৌড়ি করা। সাফা পাহাড় থেকে আরম্ভ করে মারওয়া পাহাড়ে গেলে একবার সায়ি হয়। এটি হজ্জের ওয়াজিব হুকুম।

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ এর ব্যাখ্যা : উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে- তোমরা সালাত ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।' সালাতের ব্যাখ্যা তো স্পষ্ট। রসুল (ﷺ) কোনো সমস্যায় পড়লে দু'রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহ তাআলার নিকট সাহায্য চাইতেন। যেমন হাদিস শরিফে আছে-

قَالَ حُذَيْفَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى (رواه احمد : ٢٤٠٠٠)

অর্থাৎ নবি (ﷺ) এর কোনো বিপদ এলে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন।

আর صبر শব্দের শাব্দিক অর্থ الحبس বা আটক রাখা। পরিভাষায়- ব্যক্তির নিজেকে নেক কাজের উপর; পাপকাজ থেকে এবং বিপদে সন্ত্রস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকাকেই সবর বলে। সবর তিন প্রকার। যথা-

١. الصبر على الطاعة ٢. الصبر عن المعصية ٣. الصبر في المصيبة

তবে এখানে সবর দ্বারা কেউ কেউ বলেছেন যে, রোজা উদ্দেশ্য। কারণ, রোজার মাসকে হাদিসে شهر الصبر বলা হয়েছে। আর কেউ বলেন, صبر দ্বারা সহনশীলতা বুঝানো উদ্দেশ্য। মোটকথা, নামাজ এবং সহনশীলতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. সালাত এবং ধৈর্য্যের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

২. আল্লাহ তাআলার পথে যারা জীবন উৎসর্গ করল তাদেরকে মৃত বলা যাবে না। তারা জীবিত চিরঞ্জীব।

৩. আল্লাহ তাআলা মানুষকে ভয় দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা, সম্পদের ক্ষতি সাধন দ্বারা প্রাণের এবং ফসলের ক্ষতি করার দ্বারা পরীক্ষা করেন।

৪. মুমিন যখন সুখী হবে তখন শোকর আদায় করবে আর যখন বিপদাপদের সম্মুখীন হবে তখন সবর বা ধৈর্য্য ধারণ করবে উভয়টাই কল্যাণকর।

৫. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত কাজেই ইহাকে সম্মান করা ফরজ অবমাননা করা হারাম।

৬. শরিয়তের বিধান গোপনকারীর জন্য রয়েছে বিশ্বের সব কিছুর পক্ষ থেকে অভিশাপ।

৭. তওবাকারীদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।

৮. যারা কুফরি করল এবং কুফরির উপরে মৃত্যু বরণ,করণ তওবা করার পূর্বে তারা চির জাহান্নামী।

বিশতম পাঠ : ২০ রুকু

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسَ وَمَآ أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ
وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (١٦٤) وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ۗ وَلَوْ
يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّأَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأَ
الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا
لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ۗ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا
هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ (١٦٧)

সরল অনুবাদ:

১৬৪. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে।

১৬৫. তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালোবাসে; কিন্তু যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়। জালিমেরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেমন বুঝবে, হায়! এখন যদি তারা তেমন বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহরই এবং আল্লাহ্ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর!

১৬৬. যখন অনুসৃতগণ অনুসরণকারীদের দায়িত্ব অস্বীকার করবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে,

১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, 'হায়! যদি একবার আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরাও তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতাম। যেমন তারা আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করল।' এভাবে আল্লাহ্ তাদের কার্যাবলী তাদের পরিতাপরূপে তাদেরকে দেখাবেন আর তারা কখনো অগ্নি হতে বাহির হতে পারবে না।

تحقيقات الألفاظ

المسخّر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব تفعيل মাসদার التسخير মাদ্দাহ س+خ+ر জিনস صحيح অর্থ– নিয়ন্ত্রিত।

يتخذ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتخاذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ– সে গ্রহণ করবে।

تقطعت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التقطع মাদ্দাহ ق+ط+ع জিনস صحيح অর্থ– তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

تركيب الجملة

بَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ : بَثَّ শব্দটি فعل যমির فاعل আর فِي হরফে জার এবং ها মাজরুর, حرف جار ও مجرور মিলে متعلق أول আর من হরফে জার এবং كل হলো مضاف আর دابة হলো مضاف إليه এখন مضاف ও مضاف إليه মিলে مجرور এখন حرف جار (من) এবং مجرور মিলে متعلق ثاني হলো। এবার فعل+فاعل এবং দুই متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ .... لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

যখন والهكم إله واحد আয়াত নাজিল হল তখন মুশরিকরা বলাবলি করতে লাগল, এক আল্লাহ কিভাবে এ বিশাল জগতের জন্য যথেষ্ট হতে পারে? তারা বলল, "হে মুহাম্মদ, তুমি যদি তোমার কথায় সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে এ বক্তব্যের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন কর।" তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এখানে উল্লেখ্য, কুরাইশগণ বিভিন্ন সময় রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে বিভিন্ন বিষয়ের দাবি করত। তারা বলত, "হে মুহাম্মদ, তুমি এ কাজটি করতে পারলে আমরা তোমার ওপর এবং তোমার আল্লাহ তাআলার ওপর ইমান আনব।" একবার এক কুরাইশ যুবক রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলল, "তুমি যদি সাফা পাহাড়টিকে স্বর্ণে পরিণত করতে পার, তা হলে আমাদের দারিদ্য দূর হবে, আর আমরা তোমার প্রতি এবং তোমার আল্লাহ তাআলার প্রতি ইমান আনব।" রসুলুল্লাহ (ﷺ) তার দৃঢ় অঙ্গীকার নিলেন। অতঃপর তিনি যুবকটির খাহেশ মোতাবেক আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করেন। তখন হজরত জিবরাইল (عليه السلام) নাজিল হয়ে বললেন, "ইয়া রসুলাল্লাহ (ﷺ), সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত করলেও তারা ইমান আনবে না। আর আল্লাহ প্রদত্ত মুজিজা দেখেও নবি রসুলের কাছে দেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেবেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) তখন তাঁর পূর্বের আবেদন থেকে ফিরে যান।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ... الخ

আসমান জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত দিনের পরিবর্তনে অর্থাৎ কখনো রাত্রি বড় হয় আবার কখনো রাত্রি ছোট হয়। নৌযানের গমনাগমনে যা মানুষের জন্য উপকারী বস্তু, ব্যবসায়ের দ্রব্য-সম্ভার, গৃহের আসবাব পত্র এবং স্বয়ং মানুষকে নিয়ে পানির উপরে এমনি ভাবে ভেসে চলে নিমজ্জিত হয় না, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণে যে বৃষ্টি দ্বারা মৃত বা শুষ্ক জমিন জীবিত এবং শষ্য-শ্যামল হয়ে পড়ে, এমনি ভাবে বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে অর্থাৎ কখনও পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে, আবার কখনো পশ্চিম দিক থেকে। বিশাল মেঘমালা যা আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, উপরেও চলে যায় না আবার নীচেও পতিত হয় না। এ সব বিষয়ে বিবেকবানদের জন্য রয়েছে জলন্ত নিদর্শন।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا... الخ

উক্ত আয়াতের মূল আলোচনা আল্লামা ইবনে কাসির (রহ) এভাবে করেছেন যে, মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার গ্রহণের মাধ্যমে জঘন্য অপরাধ করে থাকে। অংশীদারদেরকে আল্লাহ তাআলা ন্যায় সম্মান করে থাকে। এমন ভালবাসা পোষণ করে যেরূপ ভালবাসা আল্লাহ তাআলার প্রতি স্থাপন করা উচিত। অথচ এক আল্লাহ পাকই সত্যিকারের মা'বুদ বা উপাস্য। তাঁর কোন শরিক নাই তিনি অদ্বিতীয়।

অন্যদিকে মুমিনরা আল্লাহকে এতই ভালবাসেন যে আল্লাহ তাআলার প্রেমে তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তবে মূর্খ পৌত্তলিকরা, যারা অজ্ঞতাবশতঃ মহান আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করছে তাদের জন্য কিয়ামতের দিন ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে। যদি তারা এ ভয়ংকর শাস্তির দৃশ্য দেখতে পেত তাহলে আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট মাথানত করতো না। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সকল ক্ষমতার উৎস। তাঁর শাস্তি অত্যন্ত কঠিন ও ভয়ংকর।

সংশ্লিষ্ট টীকা

أنداد শব্দটি ند শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে সমকক্ষ, সমপর্যায়, বা শরিক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। যা হোক أنداد হলো-

১. ঐ সকল মূর্তি বা দেবদেবী, মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য যাদের উপাসনা করত।
২. সে সকল দলপতি, পণ্ডিত বা পুরোহিত, যাদেরকে মুশরিকরা তাদের মর্জিমাফিক অনুসরণ করে এবং তাদের নির্দেশগুলো আল্লাহর নির্দেশ বলে প্রচার করে।
৩. সুফিদের মতে, যা কিছু মানুষকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে তাকেই ند বলে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা :

১. আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দিলে মহান আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের ও একত্ববাদের জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।
২. যারা আল্লাহ তাআলার সাথে অন্যদেরকে অংশিদার এবং অংশিদারকে আল্লাহ তাআলার মত সম্মান করে, ভালবাসে তারা মুশরিক তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।
৩. প্রকৃত ইমানদারের লক্ষণ হলো তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসে। আল্লাহ তাআলার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।
৪. আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার মালিক।
৫. আল্লাহ তাআলার শাস্তি দেখে কিয়ামতের দিন কাফেররা তাদের অনুসারীদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে পলায়ন করবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) السفهاء এর একবচন কী ?

(ক) السفه (খ) السفيه

(গ) السفاهة (ঘ) الأسفه

(২) নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা কী ?

(ক) ফরজ (খ) ওয়াজিব

(গ) সুন্নাত (ঘ) মুবাহ

(৩) سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ এখানে مِنْ টি কোন প্রকার ?

(ক) زائدة (খ) بيانية

(গ) بعضية (ঘ) ابتدائية

(৪) كلوا এর মাসদার কী ?

(ক) الكل (খ) الكلو

(গ) الأكل (ঘ) الكلية

(৫) يَهْدِيْ مَنْ يَشَآءُ আয়াতাংশে مَنْ يَشَآءُ এর محل الإعراب কী ?

(ক) مرفوع (খ) منصوب

(গ) مجرور (ঘ) مجزوم

(৬) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا আয়াত দ্বারা কোন নবীর উম্মতদেরকে বুঝানো হয়েছে?

(ক) হযরত মুহাম্মদ (সা.) (খ) হযরত ইসা (আ.)

(গ) হযরত মুসা (আ.) (ঘ) হযরত নূহ (আ.)

(৭) بيت الله-এর দিকে ফিরে নামায না পড়ে بيت المقدس-এর দিকে ফিরে নামায পড়লে, নামাযের কোন বিধান লংঘন হয়?

(ক) ফরজ (খ) ওয়াজিব

(গ) সুন্নাত (ঘ) মুস্তাহাব

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) কিবলা পরিবর্তনের ঘটনা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) হযরত ইসমাইল (আ.)-এর পরিচয় দাও।

(গ) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارٰى تَهْتَدُوا .... الخ আয়াতটির শানে নুযুল বর্ণনা কর।

(ঘ) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ আয়াতে شعائر الله দ্বারা উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঙ) تركيب কর : أسلمت لرب العالمين

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

سيقول - يهدى - المشرق - مستقيم - استعينوا - لاتشعرون - المسخر - أصابت.

একুশতম পাঠ : ২১তম রুকু

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
(١٦٨) اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْۗءِ وَالْفَحْشَاۗءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (١٦٩) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ
اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَاۗءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَاۗؤُھُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَـيْـــًٔـا وَّلَا
يَهْتَدُوْنَ (١٧٠) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَاۗءً وَّنِدَاۗءً ۭ صُمٌّۢ بُكْمٌ
عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٧١) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ
كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (١٧٢) اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٧٣) اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ
اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَـمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰۗىِٕكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ښ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٤) اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى
وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَآ اَصْبَرَھُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥) ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۭ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اخْتَلَفُوْا فِى الْكِتٰبِ لَفِيْ شِقَاقٍۢ بَعِيْدٍ (١٧٦)

সরল অনুবাদ:

১৬৮. হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্য বস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

১৬৯. সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা জান না এমন সব বিষয় বলার নির্দেশ দেয়।

১৭০. যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছে তা তোমরা অনুসরণ কর', তারা বলে, 'না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে অবস্থায় পেয়েছি তার অনুসরণ করব।' এমন কি, তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?

১৭১. যারা কুফরি করে তাদের উপমা যেমন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা হাঁক-ডাক ছাড়া আর কিছুই শ্রবণ করে না–বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা বুঝবে না।

১৭২. হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তাঁরই ইবাদত কর।

১৭৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার উপর আল্লাহর নাম ব্যতিত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ নাফরমান কিংবা সীমালঙ্ঘনকারী নয় তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭৪. আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের জঠরে অগ্নি ব্যতিত আর কিছু পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য মর্মন্তুর শাস্তি রয়েছে।

১৭৫. তারাই সৎ পথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে; আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল!

১৭৬. এটা সেহেতু যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছেন নিশ্চয়ই তারা দুস্তর মতভেদে রয়েছে।

تحقيقات الألفاظ

أَلفينا : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإلفاء মাদ্দাহ ل+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– আমরা পেয়েছি।

ينعق : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার النعق মাদ্দাহ ن+ع+ق জিনস صحيح অর্থ– সে পিছন থেকে ডাকে।

أُهل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإهلال মাদ্দাহ ه+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– চিৎকার করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নাম নেওয়া হয়েছে।

اضطرّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব افتعال মাসদার الاضطرار মাদ্দাহ ض+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– বাধ্য করা হয়েছে।

لا يزكيهم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التزكية মাদ্দাহ ز+ك+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তিনি তাদেরকে পবিত্র করবেন না।

تركيب الجملة

متعلق جার ও মাজরুর মিলে مجرور হল هم হরফে জার, ل হরফে আতফ و : ولهم عذاب أليم হলো ثابت উহ্য شبه فعل এর সাথে। এবার شبه فعل তার فاعل ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে صفة ও موصوف এবার, صفة হল أليم এবং موصوف শব্দটি عذاب আর হয়েছে। خبر مقدم মিলে مبتدأ مؤخر হয়েছে। তারপর মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ ... الخ

ইমাম রাজি (রহ.) তার তাফসিরে হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করে বলেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ইহুদিদের তদানীন্তন তথা কথিত নেতাদরে সম্পর্কে যথা কা'ব ইবনে আশরাফ, কা'ব ইবনে আসাদ ইবনে সাঈফ, হাই ইবনে আখতাব, আবি ইয়াসির ইবনে আখতাব। এ নেতারা তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে হাদিয়া স্বরূপ অর্থ সম্পদ গ্রহণ করতো। যখন প্রিয় নবি মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব হলো তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলো যে, এখন থেকে তাদের এ আর্থিক সুবিধার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা তাওরাতে যে নবি করিম (সা.) এর পরিচয়, গুণাবলী রয়েছে তা গোপন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। তখন আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ .... عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, আয়াতটি বনু সাকিফ, বনু খোযায়া, বনু আমির ইবনে ছাছা' এবং এ ধরনের অন্যান্য অবিশ্বাসী কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এরা ষাঁড় এবং এ রকম আরও কিছু পশুর মাংস তাদের ভিত্তিহীন কল্পনাপ্রসূত কুসংস্কারের ভিত্তিতে আহার করত না।

কেউ কেউ বলেছেন- আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সাথে আরও কয়েকজন নও মুসলিম তাদের পূর্ব ধর্মমতের বিশ্বাস অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণের পরও উটের গোশত হারাম মনে করতেন। উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইহুদি ধর্মের অনুসারী ছিলেন। ইহুদি ধর্মে উটের গোশত হারাম মনে করা হত। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتٰبِ .... وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

তাওরাতে উল্লিখিত রসুল মুহাম্মাদ (সা.) এর নবুয়াতের যে সকল প্রমাণ পরিবেশন করা হয়েছে, ইহুদি আলিমরা তা গোপন করে ফেলত। তাদের ধারণা ছিল, সকল নবি তাদের বংশ থেকেই প্রেরিত হবে, কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়াতে তারা শত্রুতাবশত: আমাদের নবি মুহাম্মদ (সা.) - এর নবুয়াতের প্রমাণাদি তাওরাত

থেকে মুছে ফেলে। এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা রসুল মুহাম্মাদ (ﷺ) সম্পর্কে কিছু জানে না বলে জানায়। তা ব্যতীত ইহুদি পুরোহিতগণ সাধারণ মানুষের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের মনগড়া ফতোয়া সরবরাহ করত। এমনকি তারা তাওরাত কিতাবের আয়াতসমূহকেও বিকৃত করে তাদের ইচ্ছামত আয়াত বানিয়ে দিত। এর বিনিময়ে তারা কিছু উৎকোচ গ্রহণ করত। তাদের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনাপূর্বক আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ আসমানি কিতাবে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের উদরে জাহান্নামের আগুন ব্যতীত আর কিছুই ভর্তি করে না।" কেয়ামত দিবসে তারা দোযখের আগুন থেকে মুক্তি পাবার জন্য যখন আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। এভাবে পরকালে তারা অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব ভোগ করবে।

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ... الخ

এ আয়াতে আল্লাহ কাফেরদের গোমরাহির একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

এরশাদ হচ্ছে যারা কাফের, যারা আল্লাহকে ও তার রসুলকে অমান্য করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো এমন, মাঠের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি চতুষ্পদ জন্তুকে ডাকে আর সে জন্তু ঐ ডাকের কোন মর্মই উপলব্ধি করতে পারে না। তেমনি নবি করিম (ﷺ) কাফের মুশরেক-বেদীনদেরকে সর্ব কালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য ধর্ম ইসলামের দিকে আহ্বান করেন কিন্তু এ কাফের মুশরিক-বেদীনেরা ডাকে সাড়া না দিয়ে বরং তার বিরোধীতা করে।
এর দৃষ্টান্ত ইমাম আলুসি এভাবে দিয়েছেন যে, এরা ঐ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় যাকে চিৎকার করে ডাকা হয় অথচ সে ঐ চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই বুঝে না।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ... الخ

প্রশ্ন: এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোন কোন বস্তু খাওয়া হারাম করেছেন? তা কোন অবস্থায় বৈধ এবং কি পরিমাণ বৈধ?

উত্তর: আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে যেসব বস্তু আহার করা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন সেগুলো হলো-

(১) মৃত জীব জন্তু (২) রক্ত (৩) শুকরের গোশত
(৪) যে জন্তু আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করা হয়ে থাকে।

উপরোল্লিখিত বস্তুসমূহ বৈধ যখন ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে। নিরুপায়ের অবস্থা কয়েক ধরনের হতে পারে যেমন-

১. কোন হালাল বস্তু নিকটে না থাকা ক্ষুধায় কাতর, চলতে ফিরতে পারে না। উপার্জনে অক্ষম হওয়ার অথবা দুর্লভ হওয়ার কারণে যেমন দূর্ভিক্ষের দিনে বা মরুভূমিতে, অরণ্য বা সমূদ্র পথে সফরের সময়।

২. কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় একজন দীনদার চিকিৎসকের পরামর্শে।

৩. কোন জালেম যদি এ বস্তুগুলো কোন ব্যক্তিকে আহার করতে বাধ্য করে। গ্রহণ না করলে হত্যার হুমকি দেয়।

উপরোল্লিখিত অবস্থাগুলোতে হারাম বস্তু আহার করলে গোনাহ হবে না।

তবে কি পরিমাণ ভক্ষণ করতে পারবে সে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ অর্থাৎ, বিদ্রোহী না হয়ে এবং সীমা অতিক্রমকারী না হয়ে খাওয়া। অর্থাৎ, অতিরিক্ত না খাওয়া, বরং শুধু যতটুকু খেলে জীবন রক্ষা হয় ততটুকু খাওয়া। অথবা, হালাল মনে করে বা ভুনে, ভেজে, মজাদার বানিয়ে খাবে না।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ ... الخ

প্রশ্ন: ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কেন আল্লাহ তাআলার বিধান গোপন করতো? তাদের শাস্তি কী?

উত্তর: ইহুদি-খ্রিস্টান জাতি মহানবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর গুণাবলী গোপন করত। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল তাদের নেতৃত্বের মোহ, অর্থ সম্পদ উপার্জন, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি। ইহজগতের নোংরা স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য তারা চিরস্থায়ী জীবনের সুখ শান্তি বিনষ্ট করে ছিল।

তারা তাওরাত বর্ণিত সর্বশেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর গুণাগুণ গোপন করে নিজেদের মিথ্যা বানোয়াট কথাবার্তা তাওরাত লিখে প্রচার করত আর জনসাধারণের কাছ থেকে দান-মান্নত, অর্থ-সম্পদ লুটে নিত। আর তাদের নেতৃত্ব বহাল রাখতো।

অন্যদিকে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শেষ নবি বনি ইসরাইল থেকে আসবে। কিন্তু সমস্ত নবি-রসুলদের সরদার মুহাম্মদ (ﷺ) আসলেন বনি ইসমাইলের থেকে। অথচ তাদের নিকট যে আসমানি কিতাব তাওরাত ছিল তার মধ্যে হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর পরিচয় গুণাগুণ এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা লেখা ছিল।

এদেরকে জঘণ্য শাস্তি দেয়া হবে। কারণ তাদের অপরাধ ছিল জঘন্য ও ঘৃণিত। এমনি হতভাগ্য ও ধর্মান্ধ ধর্ম-ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, যারা আল্লাহ তাআলার বিধান কে পরিবর্তন তথা সত্যকে গোপন করে অর্থ সম্পদ অর্জন করে তাদের পেট জাহান্নামের আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে নিচ্ছে। অবশেষে তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইংগিত :

১. বৈধ উপার্জন থেকে ভক্ষণ করার নির্দেশ।

২. রুজি-রোজগারে শয়তানের পদাংক অনুসরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেননা শয়তান মানুষের স্বঘোষিত ও প্রকাশ্য শত্রু।

৩. কাফের-মুশরিক বেদীনদের দৃষ্টান্ত চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় শ্রবণ করে বুঝে না, দেখে কিন্তু চিনে না, মুক তাই বলে না।

৪. চার জাতীয় বস্তু হারাম– মৃত, রক্ত, শুকরের গোস্ত,গায়রুল্লাহর নামে জবাই করা পশুর মাংস।

৫. নিরুপায়ের সময় জীবন রক্ষার্থে যা না হলেই নয় এই পরিমাণ আহার করলে পাপ হবে না।

৬. যারা আসমানি কিতাবের কোন হুকুম আহকাম আদেশ নিষেধ, সংবাদ গোপন করলো সে জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করলো।

বাইশতম পাঠ : ২২তম রুকু

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ
وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ
فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (١٧٧) يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ
فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٧٩) كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ ۨالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَمَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ
يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٨١) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ
عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٨٢)

সরল অনুবাদ:

১৭৭. পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবিগণের প্রতি ইমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির জন্য অর্থ প্রদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও জাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্য পরায়ন এবং এরাই মুত্তাকি।

১৭৮. হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, কৃত দাসের বদলে কৃত দাস ও নারীর বদলে নারী। কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তাদের আদায় বিধেয়। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

১৭৯. হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

১৮০. তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথমত তার পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের জন্য অসিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে দেয়া হলো। এটা মুত্তাকিদের জন্য একটি কর্তব্য।

১৮১. এটা শ্রবণ করার পর যদি কেউ এটার পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করবে অপরাধ তাদেরই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১৮২. তবে যদি কেউ অসিয়তকারীর পক্ষপাতিত্ব কিংবা অন্যায়ের আশঙ্কা করে, অতঃপর সে তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ন, পরম দয়ালু।

تحقيقات الألفاظ

عاهدوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المعاهدة মাদ্দাহ ع+ه+د জিনস صحيح অর্থ- তারা অঙ্গীকার করে।

القصاص : শব্দটি فِعَالٌ ওজনে মাসদার, বাব مفاعلة মাদ্দাহ ق+ص+ص জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণ করা, হত্যা বা আঘাতের শরিয়তসম্মত বদলা।

اعتدى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاعتداء মাদ্দাহ ع+د+و জিনস ناقص واوي অর্থ- সে সীমালংঘন করল।

الاقربين : শব্দটি বহুবচন। একবচনে الأقرب অর্থ আত্মীয়স্বজন।

معروف : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব ضرب মাসদার المعرفة মাদ্দাহ ع+ر+ف জিনস صحيح অর্থ- পরিচিত।

موص : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإيصاء মাদ্দাহ و+ص+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- অসিয়তকারী।

تركيب الجملة

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ : এখানে و হরফে আতফ ل হরফে জার, كم হল মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে متعلق উহ্য শিবহে ফেল ثابت এর সাথে, শিবহে ফেল, ফায়েল ও মুতায়াল্লিক মিলে خبر مقدم আর في القصاص হরফে জার ও মাজরুর মিলে متعلق হয়েছে حياة এর সাথে। এবার شبه فعل +فاعل

جملة فعلية মিলে مبتدأ مؤخر হলো। অতঃপর خبر مقدم ও مبتدأ مؤخر ও মুতায়াল্লাক মিলে হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُهُ تَعَالَى : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ... الخ

হজরত মা'মার (রা) কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, ইহুদিরা পশ্চিম দিকে মুখ করে তাদের ইবাদত আদায় করতো, আর খ্রিস্টানরা পূর্ব দিকে (সূর্যউদয়ের দিকে) ফিরে তাদের বন্দেগি করতো। সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত নাযিল করেন। (তাফসিরে কুরতবি)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ .... فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতে মদিনার আদি বাসিন্দা হিসেবে আউস ও খাজরায ২টি বড় শক্তিশালী সম্প্রদায় ছিল। দুটি গোত্রের মধ্যে প্রায় সব সময় তীব্র লড়াই চলে আসছিল। যারা যুদ্ধে বিজয়ী হত তারা পরাজিত সম্প্রদায়ের বহু সংখ্যক ক্রীত দাস-দাসী এবং স্বাধীন নারীদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করত। হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আবির্ভাবের পর আউস ও খাজরায গোত্রের অধিকাংশ লোক আস্তে আস্তে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু কুফরি অবস্থার মত যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা সংকল্প তাদের অন্তরে পূর্বের মত থেকে যায়। পরাজিত গোত্র উচ্চ বংশীয় ও সম্ভ্রান্ত গোত্রের হলে বিজয়ী গোত্রের দলপতিদের বলত, "তোমাদের একজন ক্রীতদাসের বদলায় একজন স্বাধীন পুরুষ এবং একজন মহিলার বদলায় তোমাদের একজন পুরুষ হত্যার ব্যবস্থা করব।"

ফলে আউস ও খাজরাযের মধ্যে পুনরায় জাহেলি যুগের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। মদিনার শান্তি বিনষ্ট হবার আশংকা দেখা দেয়। এরই ফলে কেয়ামত পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কিসাসের এ আয়াত নাজিল হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُهُ تَعَالَى : لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ... الخ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যেহেতু ইহুদি নাসারাদের নিন্দাবাদ এবং তাদের অপকর্মের শোচনীয় পরিণতি স্বরূপ কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তখন ইহুদি খ্রিস্টানরা বলতে লাগলো আমরা তো সঠিক পথে রয়েছে, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ কিবলার অনুসারী, আমরা কেন দোজখে যাব?

ইহুদি-নাসারাদের এ অহেতুক আস্ফলনের জবাব আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ পূর্ব বা পশ্চিম দিককে কিবলা গ্রহণ করে নামাজ আদায় করাই মাগফেরাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, আর এটিই শুধু হিদায়াত ও কল্যাণ-নয়। বরং প্রকৃত কল্যাণ হলো, এক আল্লাহ তাআলার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, শেরক আত্মরক্ষা করা, আখিরাতের উপর বিশ্বাস করা, আল্লাহ তাআলার অসংখ্য ফেরেশতাদের প্রতি, আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি আম্বিয়ায়ে কেরামদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। শুধু তাই নয় ধন-সম্পদের ভালবাসা রেখে আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন পথিক-মুসাফির সাহায্য প্রার্থী, মুক্তি কামী মানুষকে দান করতে হবে। দুঃখে সুখে, বিপদে-আপদে রনাঙ্গনে শত্রুর মোকাবেলায় ধর্যের পরিচয় আশা করা যায়। অন্যথায় অসম্ভব।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ ... الخ

প্রশ্ন: যদি কয়েক ব্যক্তি মিলে একজনকে হত্যা করে অথবা এক ব্যক্তি যদি কয়েক জনকে হত্যা করে অথবা অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে তবে কিভাবে কিসাস বাস্তবায়ন করবে।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন কিসাস বা খুনের বদল খুন তোমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। এখন কয়েক ব্যক্তি মিলে যদি একজন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে যে কয়জন আসামি হত্যায় জড়িত বলে প্রমাণিত হয় আদালতের কাছে সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে তাহলে সকলকেই প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। যেমন হজরত ওমর (رضي الله عنه) তার শাসনামলে এক ব্যক্তির জন্য সাত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় সুরত হলো- যদি এক ব্যক্তি একাই কয়েক জনকে হত্যা করে এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর নিকট কিসাস ব্যতীত অন্য কোন কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ইমাম শাফেয়ি রহ. বলেন, যদি একের পর এভাবে কয়েক জনকে হত্যা করে তাহলে প্রথম নিহতের কিসাস নেয়া হবে অন্যদের ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, অনিচ্ছাকৃত হত্যার কোন কিসাস নেই, বরং দিয়াত তথা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট টিকা

فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ : আল্লাহ তাআলা বলেন وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ অর্থাৎ, হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। অর্থাৎ যখন সমাজে বা রাষ্ট্রে আল্লাহ তাআলার দেয়া এ আইন অর্থাৎ খুনের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তখন হত্যাকারী জেনে যাবে যে, তাকেও হত্যা করা হবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মানুষ হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। সমাজে হত্যাকাণ্ড ঘটবে না। কাজেই কেসাসে মানব জাতির জীবনের নিরাপত্তা নিহিত।

القصاص : এর অর্থ হচ্ছে সমপরিমাণ কিছু করা। শরিয়াতের পরিভাষায়-কিসাসের অর্থ হল, হত্যা বা আঘাতের সমপরিমাণ শাস্তি প্রদান করা। হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা। তবে নিহত ব্যক্তিকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে ঠিক সেভাবে হত্যা করা হবে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইংগিত :

১. কিবলা পরিবর্তন নিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনা চলছিল তার পরি সমাপ্তি টেনে আল্লাহ তাআলা বলেন, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সবদিকই আল্লাহ তাআলার এর মধ্যে কোন কল্যাণ নাই বরং পুণ্য কল্যাণ, কামিয়াবি আল্লাহ তাআলার পূর্ণ আনুগত্যের মধ্যে নিহিত।

২. আল্লাহ তাআলা কেসাসের ফলাফল বলতে গিয়ে বলেন কেসাসে জীবন নিহিত।

৩. এখানে মৃত্যুপথ যাত্রীর অসিয়ত করার বিধান প্রমাণিত হলো।

৪. মৃত ব্যক্তির অসিয়ত পূর্ণ করা উত্তরাধীকারীদের জন্য ফরজ।

৫. অসিয়ত এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে হতে হবে।

তেইশতম পাঠ : ২৩তম রুকু

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)
أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ۚ فَمَن
شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ
بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (١٨٥) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟
لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ
فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ
ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِى
ٱلْمَسَٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)
وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ
بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

সরল অনুবাদঃ

১৮৩. হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।

১৮৪. সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এটার ফিদইয়া-একজন অভাবগ্রস্থকে খাদ্য দান করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে এটা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। আর সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণপ্রসূ যদি তোমরা জানতে।

২০২৫

১৮৫. রমজান মাস, এটাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময়ে এ সংখ্যা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না, এ জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

১৮৬. আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক ও আমার প্রতি ঈমান আনুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।

১৮৭. সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করতেছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্র রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতঃপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা মুত্তাকি হতে পারে।

১৮৮. তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে এটা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।

تحقيقات الألفاظ

يطيقون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإطاقة মাদ্দাহ ط+و+ق জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা ক্ষমতা রাখে।

تطوّع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التطوع মাদ্দাহ ط+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ- সে সেচ্ছায় করল।

هدى : শব্দটি মাসদার, বাব ضرب মাদ্দাহ ه+د+ي জিনস ناقص يائي এখানে শব্দটি اسم فاعل অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ- পথপ্রদর্শক।

لِتُكَبِّرُوْا : ل টি حرف ناصب لا م كي ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التكبير মাদ্দাহ ك+ب+ر জিনস صحيح অর্থ- যেন তোমরা তাকবির বলতে পারো।

أُحِلَّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإحلال মাদ্দাহ ح+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- বৈধ করা হলো।

كنتم تختانون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي استمراري مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاختيان মাদ্দাহ خ+و+ن জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা খেয়ানত করতেছিলে।

باشروا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব مفاعلة মাসদার المباشرة মাদ্দাহ ب+ش+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা সহবাস কর।

ابتغوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الابتغاء মাদ্দাহ ب+غ+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা অন্বেষণ কর।

الخيط : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে الخيوط অর্থ- রেখা, সুতা ইত্যাদি।

تركيب الجملة

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ : ف টি حرف عطف আর من শব্দটি حرف شرط আর شهد শব্দটি فعل+فاعل আর من হলো حرف جار এবং كم মাজরুর। হরফে জার ও মাজরুর মিলে متعلق আর الشهر মাফউল, এবার فعل+فاعل+مفعول+متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে شرط হলো। ف হরফটি للجزاء আর ليصمه ফেল, জমির ফায়েল এবং ه মাফউল মিলে جملة فعلية হয়ে جزاء হলো। পরিশেষে شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُـهُ تَعَالَى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ... الخ

১. একদা একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে রসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমাদের 'রব' কোথায় তিনি কি নিকটে? তবে আমরা নিম্নস্বরে দোআ করবো আর যদি তিনি দূরে থাকেন তবে উচ্চস্বরে দোআ করবো। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. একদা নবি করিম (ﷺ) কোন যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। সেখানে সাবাহায়ে কেরামগণ উচ্চস্বরে তাকবির ও তাহলিল শুরু করেন। তখন রসুল (ﷺ) এরশাদ করলেন "তোমাদের রব বধির নন এবং তিনি দূরেও অবস্থান করেন না। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ .... لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

হজরত বারা ইবনে আযিব (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রোজার বিধানের প্রথম দিকে রাতে ঘুমিয়ে পড়লে সে রাতে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত। আর না ঘুমালে ইশার নামাজের পূর্ব পর্যন্ত তা বৈধ ছিল। একদা ইবনে সামুরা (رضي الله عنه) মতান্তরে আবু কায়িস ইবনে আমর (رضي الله عنه) সারা দিন কায়িক পরিশ্রম শেষে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরেন। তখন ছিল রমজান মাস। তাঁর স্ত্রী "ঘরে কোন খাদ্য নাই" বলে খাদ্যের অন্বেষণে মহল্লায় চলে যান। এ ফাঁকে উক্ত সাহাবি ঘুমিয়ে পড়েন। স্ত্রী খাদ্য নিয়ে ফিরে আসলে ঘুম থেকে জাগার পর খাদ্য খাওয়া হালাল নয় বলে তিনি আর খেলেন না। পরদিন না খেয়ে রোজা রাখার ফলে দুপুরের দিকে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তা ছাড়া কোন কোন সাহাবি মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্ত্রী সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং কৃত অপরাধের জন্য তওবা করতে থাকেন। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেন।

(মাআরেফুল কুরআন)

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদির উপর রোজা ফরজ হওয়ার নির্দেশটি একটি ঐতিহাসিক উপমা উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ রোজা শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদির উপরেই ফরজ করা হয়নি বরং আদম (عليه السلام) থেকে ইসা (عليه السلام) পর্যন্ত সমস্ত উম্মতের উপরেই বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ফরজ ছিল। সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা এবং স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোজা। অসুস্থ অবস্থায় এবং মুসাফির অবস্থায় যে কয়টি রোজা ভঙ্গ করবে তা পরবর্তীতে আদায় করা ফরজ। فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এ আয়াত দ্বারা ইতিপূর্বে রোজার পরিবর্তে ফিদিয়া দেয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল তা রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যে সুস্থ, রোজার যোগ্য হিসেবে রমজান মাস পাবে তার উপর রোজা রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ .... وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

অসুস্থ ও মুসাফিরের রোজা : কোন ব্যক্তি রমজান মাসে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, তার পক্ষে রোজা রাখা আদৌ সম্ভব নয় এবং কোন বিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসক যদি রোজা না রাখার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন, তাহলে এ ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি সাময়িকভাবে রোজা পালন থেকে বিরত থাকতে পারে।' পরবর্তীতে সময় সুযোগমত ঐ রোজাগুলো কাযা করবে। কিন্তু রোগী যদি এ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তার ওপর কোন ফিদিয়া বা কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

মুসাফির ব্যক্তির বিধানও অসুস্থ ব্যক্তির বিধানের অনুরূপ। যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে ৩ দিনের অথবা তার চেয়ে বেশি দিনের দূরত্বে যাত্রা করে এবং কোথাও সর্বাধিক ১৪ দিন অবস্থানের নিয়্যাত করে, শরিয়ত মতে সে মুসাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের ফকিহগণ কেউ মুসাফির হওয়ার জন্য সফরের দূরত্ব কমপক্ষে ৪৮

মাইল নির্ধারণ করেছেন। এ অবস্থায় কোথাও ১৫ দিন বা ততোধিক অবস্থানের নিয়্যাত করলে তাকে মুকিম হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ অবস্থায় সে পূর্ণ নামাজ আদায় করবে, কসর করবে না এবং অবশ্যই রোজা রাখবে।

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

আল্লাহ তাআলা বলেন, "যে ব্যক্তি রোজা রাখতে সক্ষম, তার জন্য এক মিসকিনকে ভোজন দান করতে হবে" এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি রোজা পালন করতে সক্ষম, সে একজন মিসকিন খাওয়ালেই যথেষ্ঠ এ ব্যাখ্যা হলো। এ ধরনের নির্দেশ মূলতঃ ইসলামের প্রথম যুগে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অনুমতি ছিল। তখন রোজার পরিবর্তে সক্ষম সুস্থ ব্যক্তি যদি একজন মিসকিন কে একদিন পেট ভরে খাবার দিত তাহলে রোজার "ফিদিয়া" হয়ে যেত। পরবর্তীতে এ অনুমতি রহিত হয়ে যায় নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা। فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

সংশ্লিষ্ট টীকা

الرفث (রাফাস) : এর অর্থ হল যৌন উত্তেজনামূলক কথা বলা। কারও মতে, الرفث দ্বারা স্ত্রী সহবাস বুঝায়।

الاعتكاف (ইতিকাফ) : এর শাব্দিক অর্থ- কোন একস্থানে অবস্থান করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কতগুলো বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে اعتكاف বলা হয়।

اعتكاف তিন প্রকার। যথা–

১. الواجب যেমন, মানতের ইতিকাফ।

২. السنة المؤكدة যেমন, রমজান মাসের শেষ দশকের ইতিকাফ।

৩. النفل যেমন, বছরের অন্য যে কোন সময়ের ইতিকাফ।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. উক্ত আয়াতে মাহে রমযানের রোজা ফরজ করা হয়েছে। যা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ।

২. রমজান মাসের শেষ ১০ দিনের কোন এক রাত্রিতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণে সূচনা হয়।

৩. যদিও ইসলামের প্রথম যুগে রোজা না রেখে "ফিদিয়া" একজন মিসকিন কে একদিন খাদ্য দিলেই চলতো পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়।

৪. রোজার সময় হলো সুবহে সাদেক থেকে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৫. অন্যায়ভাবে অন্যের ধন সম্পদ গ্রাস করতে নিষেধ করেছেন।

চব্বিশতম পাঠ : ২৪তম রুকু

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِیَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ؕ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ
ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰی ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١٨٩)
وَقَاتِلُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (١٩٠) وَاقْتُلُوْهُمْ
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰی يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ
(١٩١) فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٢) وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ
فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَی الظّٰلِمِيْنَ (١٩٣) اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰی عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰی عَلَيْكُمْ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ
الْمُتَّقِيْنَ (١٩٤) وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَی التَّهْلُكَةِ ۛۚ وَاَحْسِنُوْا ۛۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ (١٩٥) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ۚ وَلَا
تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰی يَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًی مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ
مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ٝ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْیِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِی الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ
لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (١٩٦)

সরল অনুবাদ:

১৮৯. লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। বল, 'এটা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।' পশ্চাৎ দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে। সুতরাং তোমরা গৃহসমূহে তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

১৯০. যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না।

১৯১. যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান হতে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সে স্থান হতে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফিরদের পরিণাম।

১৯২. যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৯৩. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয় তবে জালিমদের ব্যতিত আর কাউকে আক্রমণ করা চলবে না।

১৯৪. পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়ে। যার পবিত্রতা অলঙ্ঘনীয় তার অবমাননা সকলের জন্য সমান। সুতরাং যে কেউ তোমাদেরকে আক্রমণ করবে তোমরাও তাদের অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখো যে, আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকিদের সাথে থাকেন।

১৯৫. তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না। তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ন লোককে ভালোবাসেন।

১৯৬. তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ কর, কিন্তু তোমরা যদি বাঁধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানি কর। যে পর্যন্ত কুরবানির পশু এটার স্থানে না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে, তবে সিয়াম কিংবা সদকা অথবা কুরবানি দ্বারা এর ফিদইয়া দিবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে ওমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ এটা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। এটা তাদের জন্য, যাদের পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।

تحقيقات الألفاظ

ثقفتموهم : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার الثقف মাদ্দাহ ث+ق+ف জিনস صحيح অর্থ– তোমরা তাদেরকে পাও।

انتهوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الانتهاء মাদ্দাহ ن+ه+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তারা বিরত থাকল।

الحرمات : শব্দটি বহুবচন, একবচনে الحرمة অর্থ পবিত্র বিষয়সমূহ।

تمتع :ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التمتع মাদ্দাহ ع+ت+م জিনস صحيح অর্থ– সে উপকৃত হল।

العقاب : শব্দটি باب مفاعلة থেকে মাসদার। অর্থ- শাস্তি দেওয়া।

تركيب الجملة

وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ : و টি حرف عطف আর اعْلَمُوْ ফেল ও ফায়েল, أَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল, الله হলো اسم أنّ, আর مَعَ الْمُتَّقِيْنَ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে خبر أنّ এবার اسم أن ও خبر أنّ মিলে مفعول به হয়ে جملة اسمية পরিশেষে فعل +فاعل এবং مفعول به মিলে جملة فعليه হয়েছে।

শানে নুজুল

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ .... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হজরত মুয়ায ইবনে জাবাল (رضي الله عنه) ও হজরত সালাবা (رضي الله عنه) উভয়ে আনসারি সাহাবি ছিলেন। তাঁরা রসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহ তাআলার রসুল (ﷺ), আকাশে নতুন চাঁদ উদিত হলে প্রথমে সুতার ন্যায় চিকন দেখা যায়, অতঃপর তা বৃদ্ধি পেতে পেতে পুর্ণ গোলাকার হয়। আবার হ্রাস পেতে পেতে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে, এমন হবার কারণ কি?" তাঁদের প্রশ্নের জবাব ওপরের আয়াতের প্রথম অংশ নাজিল হয়।

হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, জাহেলি যুগে অনেক গোত্রের মধ্যে একটি প্রথা ছিল, কেউ সফরে যেয়ে যদি তা শেষ না করে বাড়ি ফিরে আসত, তাহলে সে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করত। অনেক সময় ঘরে পেছনের প্রাচীর ভেঙ্গে ঘরে ঢুকত। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াতের শেষাংশ নাজিল হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُـهُ تَعَالَى: يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ... الخ

একদা সাহাবায়ে কেরাম রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট নতুন চাঁদের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ চাঁদ এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকার ধারণ করে অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে সম্পূর্ণ গোলাকার হয়ে যায়। আবার ক্রমান্বয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে সরু রেখার ন্যায় হয়। অতএব এমনটি হওয়ার উদ্দেশ্য কি? এর উত্তর আল্লাহ তাআলা রসুল (ﷺ) কে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস, তারিখ জানা যায়। ইসলামি শরিয়তে চন্দ্র মাসের হিসাবই নির্ধারিত। যেমন : রমজানের রোজা, হজ্জের মাস ও দিন সমূহ অর্থাৎ মহররম,

ঈদ, শবেবরাত ইত্যাদি সঙ্গে যে সব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত সেগুলো সবই নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক। এক কথায় ইবাদত পালনের জন্য সময় নির্দেশক চাঁদ ইসলামের প্রতীক বা شعار الإسلام।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ... الخ

যুদ্ধে কাদেরকে হত্যা করা বৈধ আর কাদেরকে হত্যা করা অবৈধ? এর উত্তর হলো- গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মক্কি জীবনে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষেধ ছিল। তখন কাফের মুশরেকদের অন্যায় অত্যাচার, নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-প্রতিবাদ না করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার নির্দেশ ছিল।

হিজরতের পর উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা প্রকাশ্যে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী, উপাসনারত সন্যাসী, পাত্রী, অন্ধ, পঙ্গু, অসমর্থ, অধীনস্থ কাফের কর্মচারী দিন মজুরী এদেরকে যুদ্ধে হত্যা করা যাবে না। তবে ইমামদের মতে এদের মধ্য থেকে কেউ যদি যুদ্ধে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করার প্রমাণ পাওয়া যায় তা হলে তাকে হত্যা করা বৈধ। তবে যে সমস্ত কাফের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে অথবা অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে বা নেতৃত্ব দিবে তাদের কে হত্যা করা বৈধ।

সংশ্লিষ্ট টীকা

الاعتكاف **(ইতিকাফ)** : শাব্দিক অর্থ কোন একস্থানে অবস্থান করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কতগুলো বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে الاعتكاف বলা হয়।

الحج **(হজ্জ)** : এর অর্থ সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। আর শরিয়তের পরিভাষায় বাইতুল্লাহ্ শরিফ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট স্থানসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী এহরামের সাথে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যিয়ারত করাকে হজ্জ বলে। সামর্থবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরজ।

العمرة **(উমরা)** : ওমরা শব্দের অর্থও মনস্থ করা। শরিয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কার্যাবলী দ্বারা অনির্দিষ্ট সময়ে মিকাত হতে এহরাম বেঁধে যথারীতি তাওয়াফ, সায়ি ও মাথা মুন্ডন করাকে ওমরা বলে। সামর্থবান ব্যক্তির জন্য জীবন একবার ওমরা করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. চান্দ্র মাসের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ইবাদত বন্দেগির জন্য চান্দ্র মাসের হিসাব অপরিহার্য। কেননা সৌর মাসের হিসেবে রোজা, সালাত বা হজ্জ আদায় করা যায় না।

২. জাহেলি যুগের কু-প্রথা ছিল যে তারা এহরাম অবস্থায় ঘরের পশ্চাত-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতো এবং তা পূন্যের কাজ মনে করতো। এহেন কু প্রথা বর্জন করার নির্দেশ দান।

যুদ্ধ লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও সীমা লংঘন না করা নির্দেশ।

৩. শাহরুল হারাম অর্থাৎ সম্মানিত মাসগুলোকে সম্মান করা ফরজ। সম্মানিত মাস হলো- রজব, মুহাররম, জিলকদ এবং জিলহজ্জ।

৪. তবে যদি কাফেররা সম্মানিত মাসের বা কা'বা শরিফের সম্মান না করে তোমাদের উপর আক্রমণ করে তাহলে তোমরাও আক্রমণ করবে।

৫. ইসলামের বিশেষ ইবাদত হজ্জ ও ওমরা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

৭. হজ্জের ফরজকাজ সমূহ থেকে একটিও ছুটে যায় তাহলে হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে আর যদি হজ্জের কোন একটি ওয়াজিব ছুটে যায় তা হলে দমে জিনায়া দিতে হবে।

পঁচিশতম পাঠ : ২৫তম রুকু

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ؕ وَمَا
تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؔ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ (١٩٧) لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَاۤ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ ۪ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ (١٩٨) ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ
اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٩) فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ
كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ
خَلَاقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(٢٠١) اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٢٠٢) وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِىْۤ اَيَّامٍ
مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ؕ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ (٢٠٣) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ
اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ
جَهَنَّمُ ؕ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ

رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٢٠٨) فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ (٢٠٩) هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ۗ وَاِلَى
اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٢١٠)

সরল অনুবাদঃ

১৯৭. হজ্জ হয় সুনির্দিষ্ট মাস সমূহে। অতঃপর যে কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করার স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ বিবাদ বিধেয় নয়। তোমরা উত্তম কাজে যা কিছু করো আল্লাহ তা জানেন এবং তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে বোধ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর।

১৯৮. তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে তোমাদের কোন পাপ নেই। যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাকে স্মরণ করবে। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

১৯৯. অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান হতে প্রত্যাবর্তন করবে। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২০০. অতঃপর যখন তোমরা হজ্জের অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে, অথবা তদপেক্ষা অভিনিবেশ সহকারে। মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও', বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নেই।

২০১. আর তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর'।

২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

২০৩. তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলোতে, আল্লাহকে স্মরণ করবে। যদি কেউ তাড়াতাড়ি করে দুই দিনে চলে আসে তবে তার কোন পাপ নেই, আর যদি কেউ বিলম্ব করে তবে তারও কোন পাপ নেই। এটা তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর নিকট একত্র করা হবে।

২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকিত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভিষণ কলহ প্রিয়।

২০৫. যখন সে প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্রেও জীবজন্তু নিপাতের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না।

২০৬. যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর', তখন তারা আত্মঅভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নামই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় এটা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।

২০৭. মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

২০৮. হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২০৯. সুস্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট আসার পর যদি তোমাদের পদস্খলন ঘটে তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা civµgkvjx প্রজ্ঞাময়।

২১০. তারা শুধু এটার প্রতিক্ষায় রয়েছে যে, আল্লাহ ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়া তাদের নিকট উপস্থিত হবেন, তৎপর সবকিছুর মিমাংসা হয়ে যাবে। সমস্ত বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে।

تحقيقات الألفاظ

تزودوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التزود মাদ্দাহ ز+و+د জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর।

أفضتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإفاضة মাদ্দাহ ف+و+ض জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা ফিরে আসলে।

قنا : نا শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الوقاية মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তুমি আমাদেরকে বাঁচাও।

تأخر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التأخر মাদ্দাহ أ+خ+ر জিনস مهموز فاء অর্থ- সে দেরি করল।

مرضات : শব্দটি বহুবচন, একবচনে مرضاة অর্থ সন্তুষ্টি।

زللتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الزلة মাদ্দাহ ز+ل+ل জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা পদস্খলিত হলে।

تركيب الجملة

مبتدأ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ : الحج টি مبتدأ আর
ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

শানে নুজুল

اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ .... يَاأُولِي الْأَلْبَابِ

মুফাস্সিরগণ উক্ত আয়াতের শানে নুজুল সম্বন্ধে বলেন, একবার একটা কাফেলা হজ্জের উদ্দেশ্যে ইয়ামেন থেকে মক্কা নগরীতে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ইয়ামেন থেকে মক্কা পর্যন্ত আসা যাওয়া, মক্কায় বেশ কিছুদিনের জন্য অবস্থান করা ও কুরবানি ইত্যাদির জন্য ব্যয়ের অর্থ সম্পদ তারা সংগ্রহ করেনি। পরে মক্কায় এসে হজ্জের মধ্যে তারা অভাবগ্রস্ত ফকিরদের মত অন্যান্য হাজিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা শুরু করে, এতে হজ্জের কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এ প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا .... لَمِنَ الضَّالِّيْنَ

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আছে, আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতে মক্কায় উকায, মুজান্না ও যুল মাজায নামে ৩টি আন্তদেশীয় বাজার ছিল। জাহেলি যুগে হজ্জের সময় সে সকল বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা অবৈধ মনে করা হত। ইসলাম আবির্ভাবের পর সাহাবিগণ (رضي الله عنهم) রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (رضي الله عنه) কে বললেন, আমার ব্যবসা উট ভাড়া দেওয়া। হজ্জের সময় আমি উট ভাড়া দেই। সে হাজিদের সাথে আমি হজ্জ করতে যাই, আমার হজ্জ শুদ্ধ হবে কিনা। হজরত ইবনে উমার (رضي الله عنه) বললেন, এক ব্যক্তি হজরত রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) -কে এরকম প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি চুপ থাকলেন, পরে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) তাঁকে বললেন, "তোমার হজ্জ শুদ্ধ হয়েছে।

ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ .... غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) হতে বর্ণিত জাহেলি যুগেও হজ্জের প্রচলন ছিল। হজ্জের সময় সারা আরববাসী আরাফাত ময়দানে যেত এবং অবস্থান করত। কিন্তু কোরাইশগণ নিজেদের বড় মনে করে, নিজেদের স্বতন্ত্র বজায় রেখে অহংকারবশত আরাফাত পর্যন্ত না যেয়ে মুযদালাফায় অবস্থান করে মিনা হয়ে কাবা প্রাঙ্গণে ফিরে আসত। ইসলামের আবির্ভাবের পর সকলের জন্য আরাফাত ময়দানে যাওয়া ও অবস্থান করা ফরজ ঘোষিত হয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ .... رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

"মুসতাদরাকে হাকিম" গ্রন্থে সহিহ সনদে বর্ণিত আছে, হজরত সুহাইব রুমি (رضي الله عنه) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার জন্য রওয়ানা হন, তখন একদল কুরাইশ কাফের তাঁর পথ রোধ করে। তিনি তাঁর বাহন থেকে ২০৭

নেমে দাঁড়ান। তিনি তাঁর তীরদানে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে কুরাইশদের দেখিয়ে বললেন, " হে কুরাইশ, তোমরা ভাল করে জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এরপর আমার কাছে তলোয়ার আছে, আমি তলোয়ার চালাব। তারপর তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর। আর যদি তোমরা পার্থিব সম্পদ চাও, তাহলে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন সম্পদ তোমরা নিয়ে নাও। আমার জন্য রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দাও। তখন কুরাইশদল হজরত সুহাইব রুমি (رضي الله عنه) এর ধন সম্পদ পছন্দ করে তাঁর রাস্তা ছেড়ে দিল। তিনি মদিনায় পৌছে রসুলুল্লাহ (ﷺ) -এর দরবারে সব ঘটনা খুলে বলেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ২ বার বললেন, তোমার এটা লাভজনক হয়েছে।"

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُـهُ تَعَالَى : اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ ... الخ

এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্জের ব্যাপরটি ওমরার মত নয়। এজন্য কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলো প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলো হজ্জের মাস হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ্জ মাস। হজ্জের এহরাম বাঁধার পর নিষিদ্ধ কাজ কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন-

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

রাফাস অর্থ স্ত্রী সম্ভোগ, যা নিষেধ।

فسوق "ফুসুক" অর্থও ব্যাপক অর্থাৎ যাবতীয় পাপের কাজ নিষিদ্ধ।

جدال "জিদাল" অর্থ একে অপর কে পরাস্ত করার চেষ্টা করা, সকল প্রকারের ঝগড়া-বিবাদ করা হারাম। এছাড়াও নিষিদ্ধ কাজ হলো স্থলভাগে জীব জন্তু শিকার করা, নখ, বা চুল কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, পুরুষের জন্য সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, মাথা, মুখমণ্ডল আবৃত করা ইত্যাদি, কার্যাদি থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

তাকওয়ার মর্মার্থ: উপরে উল্লিখিত আয়াতাংশে তাকওয়ার অর্থ সম্পর্কে তাফসিরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

ক. কোন কোন তাফসিরকারের মতে উক্ত আয়াতের অর্থ হল, তোমরা আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ কর। আর আখেরাতের উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। সুতরাং আখেরাতের জন্য তোমরা দুনিয়ার খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাক। (কাশশাফ, পৃ. ২০২)

খ. আবার কোন কোন তাফসিরকার শানে নুজুলের ওপর ভিত্তি করে বলেন, আয়াতের অর্থ তোমরা হজ্জ করতে গিয়ে মানুষের কাছে ভিক্ষা করা হতে বিরত থাক। আর পথের সামগ্রী অর্থাৎ সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য, কুরবানির ব্যয় ইত্যাদি সংগ্রহ কর।

মোট কথা, তাকওয়া অর্থ বিরত থাকা। সেজন্য প্রথম দলের তাফসিরকারগণ আল্লাহ্ ভীতির কথাই বলেছেন। আর দ্বিতীয় দল ভিক্ষা করা হতে বেঁচে থাকার কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য , ইয়ামেন থেকে একটি কাফেলা হজ্জের উদ্দেশ্য মক্কায় আসে। তারা আসা-যাওয়ার খরচ, কুরবানি ইত্যাদির ব্যয়ের জন্য পাথেয় সংগ্রহ না করেই মক্কায় এসেছিল। হজ্জের সময় অনন্যোপায় হয়ে তারা অন্য হাজিদের নিকট ভিক্ষা শুরু করে। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ বলেন, " তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া বা আল্লাহ্ ভীতি।"

সংশ্লিষ্ট টীকা

فسوق (ফুসুক) : এর অর্থ সীমা থেকে বের হয়ে যাওয়া। আসলে কুরআনের নির্দেশ অমান্য করাকে ফুসুক বলা হয়, যা দণ্ডযোগ্য অপরাধ। কারও মতে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজগুলো করাকে ফুসুক বলা হয়।

جدال (জিদাল) : অর্থ- ঝগড়া, বিবাদ করা। সাধারণত হজ্জের মধ্যে হাজিদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদকে جدال বলা হয়। কারও মতে জাহেলিয়্যাতের যুগে আরবরা আরাফায় অবস্থানের স্থান অথবা হজ্জের মাস নিয়ে যে মতানৈক্য করত, তাকে جدال বলা হয়।

আরাফা : এর অর্থ পরিচয় লাভ করা। যেহেতু হজরত আদম (عليه السلام) ও হাওয়া (عليها السلام) জান্নাত থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর পৃথিবীতে এসে বহুকাল পর উভয়ে এ প্রান্তরে একত্রিত হয়েছিলেন, পুনঃ পরিচিত হয়েছিলেন। এজন্য একে আরাফা বলা হয়। মক্কার হারাম এলাকার বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বার মাইল দূরে এ ময়দান অবস্থিত। হাজিদের জন্য ৯ই যুলহাজ্জ জোহরের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করা ফরজ।

أَلَد الخصام : সর্বাধিক ঝগড়াকারী। যে শত্রু তার শত্রুতার ক্ষেত্রে, অর্থ, হাতিয়ার, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার, চুক্তিভঙ্গসহ কুটিল অপকৌশলের সকল দিক ব্যবহার করে তাকে أَلَد الخصام বলে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১.হজ্জের এহরাম বাঁধার পর কামাচার, পাপাচার ও সকল প্রকারের ঝগড়া বিবাদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

২. হজ্জের সফরে পাথেয় অবশ্য সঙ্গে নেবে তবে সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া খোদাভীতি।

৩. হজ্জের সফরে ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য অবৈধ নয়।

৪. মাশআরে হারাম অর্থাৎ আরাফা থেকে ফিরার পথে মোজদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।

৫. আল্লাহ তাআলাকে নির্ধারিত সময়ে স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় হলো আইয়ামে তাশরিক তথা জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر ولله الحمد বেশি বেশি পাঠ করা।

৬. মুনাফিকদের চরিত্র হলো তারা মুখে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে অথচ অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করে।

৭. পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ করার নির্দেশ।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) الصوم-এর শাব্দিক অর্থ কী?

(ক) রোজা রাখা (খ) বিরত থাকা
(গ) না খেয়ে থাকা (ঘ) চুপ করে থাকা

(২) بئس কোন ধরণের فعل ?

(ক) تعجل (খ) مدح
(গ) ذم (ঘ) ناقص

(৩) تختانون এর মাদ্দাহ কী ?

(ক) خان (খ) تخن
(গ) خون (ঘ) خين

(৪) وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ এখানে وَلَا تَأْكُلُوْا নাহির ছিগাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) حرام (খ) خلاف أولى
(গ) مكروه تحريمي (ঘ) مكروه تنزيهي

(৫) كتب عليكم الصيام আয়াতাংশে الصيام শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে ?

(ক) فاعل (খ) نائب الفاعل
(গ) خبر (ঘ) مبتدأ

(৬) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ এর মর্মার্থ কী?

(ক) একে অপরের পরিপূরক (খ) একে অপরের পোষাকস্বরূপ
(গ) একে অপরের লজ্জা নিবারক (ঘ) একে অপরের সতীত্ব রক্ষাকারী

(৭) সফরকালীন রোজা না রাখা কী?

(ক) حرام (খ) مكروه

(গ) مباح (ঘ) خلاف أولى

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) অসুস্থ ও মুসাফিরের রোজা রাখার বিধান বর্ণনা কর।

(খ) “وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ....الخ” আয়াতের শানে নুজুল বর্ণনা কর।

(গ) “وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ....الخ” আয়াতের শানে নুজুল বর্ণনা কর।

(ঘ) টিকা লেখ : الحج ـ العمرة ـ فسوق ـ جدال

الخ

(ঙ) তাকওয়ার মর্মার্থ আলোচনা কর।

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

مرضات ـ تزودوا ـ احل ـ يطيقون ـ ينعق ـ القصاص ـ معروف ـ تطوع.

ছাব্বিশতম পাঠ : ২৬তম রুকূ

سَلْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ كَمْ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ اٰيَةٍۢ بَيِّنَةٍ ؕ وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ ۢبَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٢١١) زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۘ وَالَّذِيْنَ
اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢١٢) كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟
فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا
اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْ ۢبَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًا ۢبَيْنَهُمْ ۚ
فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ (٢١٣) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ
مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ
نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ (٢١٤) يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ
وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (٢١٥) كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ
لَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٢١٦)

সরল অনুবাদ:

২১১. বনি ইসরাইলকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদেরকে কত স্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করেছি! আল্লাহর অনুগ্রহ আসার পর কেউ এর পরিবর্তন করলে আল্লাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।

২১২. যারা কুফরি করে তাদের নিকট পার্থিব জীবন সুশোভিত করা হয়েছে, তারা মুমিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করে থাকে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে কেয়ামতের দিন তারা তাদের ঊর্ধ্বে থাকবে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করেন।

২১৩. সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবিগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মিমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন এবং যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, স্পষ্ট নিদর্শন তাদের নিকট আসার পরে, তারা শুধু পরস্পর

বিদ্বেষবশত সে বিষয়ে বিরোধীতা করত। যারা বিশ্বাস করে, তারা যে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করত, আল্লাহ তাদেরকে সে বিষয়ে নিজ অনুগ্রহে সত্য পথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।

২১৪. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও এখনো তোমাদের নিকট তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনুরূপ অবস্থান আসেনি? অর্থ সংকট ও দুঃক্লেশ তাদেরকে স্পর্শ করেছিল এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসুল এবং তাঁর সাথে ইমান আনয়নকারীগণ বলে উঠেছিল, 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' জেনে রাখ, অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।

২১৫. লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, 'যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম কাজে যা কিছু তোমরা কর না কেন আল্লাহ তো সে সম্বন্ধে অবহিত।

২১৬. তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো, যদিও তোমাদের নিকট এটা অপ্রিয়। কিন্তু তোমরা যা অপছন্দ কর সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা ভালোবাসা সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ জানেন আর তোমরা জান না।

تحقيقات الألفاظ

سل : ছিগাহ أمر حاضر معروف বাহাছ واحد مذكر حاضر বাব فتح মাসদার السؤال মাদ্দাহ س+أ+ل জিনস مهموز عين অর্থ- তুমি প্রশ্ন কর।

زين : ছিগাহ ماضي مثبت مجهول বাহাছ واحد مذكر غائب বাব تفعيل মাসদার التزيين মাদ্দাহ ز+ي+ن জিনস أجوف يائي অর্থ- সুসজ্জিত করা হয়েছে।

يشاء : ছিগাহ مضارع مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব فتح মাসদার المشيئة মাদ্দাহ ش+ي+أ জিনস مركب অর্থ- তিনি চান বা ইচ্ছা করেন।

مست : ছিগাহ ماضي مثبت معروف বাহাছ واحد مذكر غائب বাব نصر মাসদার المس মাদ্দাহ م+س+س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- স্পর্শ করল।

قريب : ছিগাহ اسم فاعل বাহাছ واحد مذكر বাব سمع মাসদার القرابة মাদ্দাহ ق+ر+ب জিনস صحيح অর্থ- নিকটবর্তী।

تركيب الجملة

ف : فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ হরফে আত্ফ, بَعَثَ ফেল, اللّٰهُ ফায়েল النَّبِيّٖنَ হলো ذو الحال আর مُبَشِّرِيْنَ মাতুফ আলাইহ و হরফে আতফ এবং مُنْذِرِيْنَ মাতুফ। মাতুফ আলাইহ ও মাতুফ মিলে حال হয়েছে, ذوالحال ও حال মিলে মাফউলে বিহি। এখন فعل+فاعل + مفعول به মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا .... بِغَيْرِ حِسَابٍ

لباب النقول في أسباب النزول গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূতি রহ. বলেন, আরবের মুশরিকগণ গরিব, মিসকিন মুসলমানদের দেখে ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। তারা তাদের নিজেদের ধন-সম্পদে অহংকারী ছিল। হজরত আম্মার, হজরত খাব্বাব, হজরত ইবনে মাসউদ, হজরত আবু উবাইদা, হজরত আমির, হজরত সালিম (رضي الله عنهم) প্রমুখ গরিব ও অভাবগ্রস্ত সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে উপহাস করত। তারা বলত, এ গরিব মিসকিনরা মুহাম্মাদের অনুসারী। এতে মুহাম্মদ সন্তুষ্ট। যদি মুহাম্মাদের ধর্ম সত্য হত তাহলে ধনী ও সম্পদশালীগণ তার অনুসারী হত। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাজিল হয়।

এখানে উল্লেখ্য, ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, দুনিয়ার ধন-সম্পদ এবং মান-সম্মানের অহংকার করার এবং গরিব মানুষদের উপহাস করার প্রতিফল কিয়ামত দিবসে সবাই দেখতে পাবে।

হজরত আলি (رضي الله عنه) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষ ব্যক্তিকে তার দারিদ্র্যের কারণে উপহাস করবে, আল্লাহ তাকে কেয়ামত দিবসে সকলের সামনে লাঞ্চিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষ লোককে এমন মিথ্যা অপবাদ দেয়, যে দোষে সে দোষী নয়, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন। যখন পর্যন্ত তার সেই মিথ্যা কথার স্বীকারোক্তি না করবে, তখন পর্যন্ত তাকে ঐ অবস্থায় রাখা হবে। এ হাদিসের প্রেক্ষিতে বলা যায়, আরবের যে সকল কাফের গরিব মুমিনগণকে উপহাস করত, আল্লাহ কেয়ামত দিবসে তাদের মহাশাস্তি দেবেন।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُهُ تَعَالٰى : زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ... الخ

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকদের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কেয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

হজরত আলি (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্র্যতার জন্য উপহাস করে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সমস্ত উম্মতের সামনে তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন।

২০১৬

আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন পুরুষ বা মহিলার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন, যতক্ষণ না সে তার মিথ্যা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন যে, এককালে পৃথিবীর সকল মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা ছিল ইসলাম ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকিদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ তাআলা সত্য ও সঠিক মতবাদ প্রকাশ করার জন্য নবি রসুলগণকে প্রেরণ করেন। তাদের প্রতি আসমানি কিতাব নাজিল করেন। নবিগণের তাবলিগের কারণে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল নবির উপর ইমান এনে মুমিন হিসাবে পরিচিত হয়। অন্য দল নবি রসুলদের বিরোধিতা করে তারা কাফের হিসেবে পরিচয় লাভ করে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. আল্লাহ তাআলা বলেন আমি বনি ইসরাইলকে অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন দান করেছি। তারা সঠিক পথের পরিবর্তে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২. কাফেরদের কাছে ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত মনে করে। খোদাভীরু পরহেজগার লোকেরা বেহেশতে উচ্চাসনে আসীন হবে।

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা অনুযায়ী মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে হজরত নূহ (عليه السلام) পর্যন্ত মানব এক পথ ও মতের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর যুগের আবর্তণে বিবর্তণে মানুষের চিন্তা ধারায় পরিবর্তন আসতে থাকে। মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়।

৪. অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে প্রধানতম কর্তব্য হলো- পিতা মাতার হক আদায় করা, অতঃপর পর্যায়ক্রমে আত্মীয়-স্বজন এতিম মিসকিন পথিক মুসাফিরদের মধ্যে দান করতে হবে।

৫. মূলতঃ এ জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কন্টকাকীর্ণ ইমানদারদের জন্য দুনিয়া একটি পরীক্ষা কেন্দ্র।

সাতাশতম পাঠ : ২৭তম রুকু

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

২০২৫

(٢١٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢١٨) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠) وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

সরল অনুবাদ:

২১৭. পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'এটাতে যুদ্ধ করা ভিষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাঁধাদান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাঁধা দেওয়া এবং এটার বাসিন্দাকে এটা হতে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা অধিক অন্যায়; ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায়। তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দীন হতে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। এরাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

২১৮. যারা ইমান আনে এবং যারা হিজরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

২১৯. লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, 'উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ মানুষের জন্য উপকারও; কিন্তু এটাতে পাপ অপকার অপেক্ষা অধিক।' লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কি তারা ব্যয় করবে?

বল, 'যা উদ্বৃত্ত।' এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর–
২২০. দুনিয়া ও আখিরাত সম্বন্ধে। লোকে তোমাকে ইয়াতিমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, 'তাদের জন্য সুব্যবস্থা করা উত্তম।' তোমরা যদি তাদেরকে সাথে একত্র থাক তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

২২১. মুশরিক নারীকে ইমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করো না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয় মুমিন ক্রীতদাসী তা অপেক্ষা উত্তম। ইমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিবাহ দিও না, মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, মুমিন ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা অগ্নির দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা এটা হতে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে।

تحقيقات الألفاظ

ميسر : শব্দটি বাব ضرب থেকে মাসদার, অর্থ– জুয়াখেলা, বন্টন করা।

اليتمى : শব্দটি বহুবচন, একবচনে اليتيم অর্থ পিতৃহীন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু।

تخالطوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المخالطة মাদ্দাহ خ+ل+ط জিনস صحيح অর্থ- তোমরা মিশে থাকবে।

المصلح : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব إفعال মাসদার الإصلاح মাদ্দাহ ص+ل+ح জিনস صحيح অর্থ- কল্যাণকারী।

أعجبت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإعجاب মাদ্দাহ ع+ج+ب জিনস صحيح অর্থ- মুগ্ধ করল।

مغفرة : শব্দটি باب ضرب থেকে মাসদার। অর্থ ক্ষমা করা।

يتذكرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التذكر মাদ্দাহ ذ+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

تركيب الجملة

هم فيها خالدون : এখানে هم মুবতাদা, فيها জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লাকে মুকাদ্দাম خالدون শিবহে ফেল এর সাথে। শিবহে ফেল ও মুতায়াল্লেক মিলে খবর হয়েছে। এবার মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হলো।

শানে নুজুল

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ .... هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

আল্লামা ইবনু কাসির (রহঃ) তাঁর তাফসির গ্রন্থের এ আয়াত অবতরণের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে হজরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের পূর্বে রসুলুল্লাহ (সাঃ) হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনু জাহাশ (রাঃ) এর নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি সারিয়্যা মক্কা থেকে আগত কুরাইশদের অগ্রবর্তী উষ্ট্র বাহিনীর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য নাখলার দিকে প্রেরণ করেন। কুরাইশদের উষ্ট্র বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আমর ইবনুল হাযরামি। তার সাথী ছিল তিন জন। প্রেরিত সাহাবিগণ নাখলায় গিয়ে কুরাইশ বাহিনীকে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত থাকতে দেখেন। এ অবস্থা দেখে হজরত ওয়াকাদ ইবনু হানযালি (রাঃ) তীর ছুঁড়ে মারেন। তাঁর তীরের আঘাতে আমর ইবনুল হাযরামি নিহত হয় ও মুসলিম বাহিনীর হাতে বাকি দুজন কুরাইশি বন্দী হয়। মুসলমানগণ বন্দী কুরাইশদেরকে তাদের উট ও অন্যান্য মালামালসহ মদিনায় নিয়ে আসেন।

নাখলায় এ অনাকাংখিত ঘটনা রজব মাসের প্রথম দিনে সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু সাহাবিগণ ঐ দিন জুমাদিউল আখেরাহ্ মাসের শেষ দিন মনে করেছিলেন। নিষিদ্ধ মাসে রক্তপাত সংঘটিত হওয়ায় কুরাইশরা বলতে শুরু করল, মুহাম্মদ সম্মানিত তথা নিষিদ্ধ মাসকেও রক্তপাতের জন্য বৈধ করে দিল। অথচ এটি এমন মাস যে মাসে ভীত ব্যক্তিও নিরাপদ থাকে। লোকেরা নির্বিঘ্নে নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য ছুটাছুটি করে। ঘটনাটি মুসলমানদের কাছেও বড় হয়ে দেখা দিল। এ অবস্থায় মহান আল্লাহ আয়াতটি নাজিল করেন।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ .... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে ইমাম সুয়ুতি (রহঃ) তাঁর لباب النقول في أسباب النزول গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) হজরত মারসাদ (রাঃ) কে মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদের গোপনে মদিনায় নিয়ে আসার দায়িত্ব দেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে তিনি মক্কায় গমন করেন। মক্কায় এনাফ নামে তাঁর এক স্ত্রী ছিল। সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। স্ত্রী তাঁর মক্কা আগমনের সংবাদ পেয়ে স্বামীর নিকট উপস্থিত হয় ও স্বামীকে তার সাথে নির্জনবাসের সময় দেওয়ার আবেদন করে। উত্তরে হজরত মারসাদ (রাঃ) বললেন, সম্ভব নয়। কেননা আমি মুসলমান আর তুমি মুশরিকাহ্। এ কথা শুনে স্ত্রী তাঁকে বলল, "তাহলে আমাকে পুনরায় বিবাহ করে নেন।" তিনি বললেন, "আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারব না।" মদিনায় ফিরে এসে তিনি যখন নবিজিকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ... الخ

আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফের নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ কাফের স্ত্রী পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে জান্নাত ও মাগফেরাতের দিকে আহ্বান করেন এবং পরিষ্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন। যাতে করে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে পরকালে চিরস্থায়ী ভোগ বিলাস অর্জন করতে পারে।

উক্ত আয়াতে মুশরেক দ্বারা অমুসলিম কাফেরদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ আদেশের অধীনে কিতাবে বিশ্বাসী নারীরা অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ আহলে কিতাব নারীর সাথে মুসলমানের বিবাহ বৈধ। তবে বর্তমান যুগের ইহুদি, খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব নয়, কেননা তাদের অধিকাংশই ধর্মহীন।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ .... الخ

নিষিদ্ধ বা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কের বিধান : নিষিদ্ধ বা সম্মানিত মাস বলতে ১. মুহাররাম ২. রজব ৩. জিলকদ এবং ৪. জিলহজ্জ এ চার মাসকে বুঝায়। প্রাচীনকাল থেকে আরব দেশে এ মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম বা অবৈধ বলে বিবেচিত হত। আলোচ্য আয়াতেও এ সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভবে কুরআন মাজিদের অনেকগুলো আয়াতে এ সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা হারাম বলা হয়েছে। বিদায় হজ্বের ভাষণে হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) এ মাসগুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। 'আতা ইবনে আবি বিরাহ্ (رضي الله عنه) এবং আরও বেশ কয়েকজন তাবেয়ি রহ. এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য বলেছেন। তবে ইমাম আতা র. বলেছেন, যদি কাফেরগণ প্রথমে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করে, তা হলে যে- কোন মাসে যে কোন সময় প্রতিহত করা যাবে।

সংশ্লিষ্ট টীকা

الخمر والميسر (মদ ও জুয়া) : যে পানীয় পান করলে বা গ্রহণ করলে স্বাভাবিক বুদ্ধি লোপ পায় তাকে মদ বলে। শরিয়াতে তাকে কঠোরভাবে নিষেধ বা হারাম করা হয়েছে।

আর জুয়াকে আরবিতে মাইসির (ميسر) বলা হয়। বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ দুররুল মুখতারে উল্লেখ আছে, এ ব্যাপারে কোন মালের মালিকানা এমন সব শর্ত নির্ভর হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়ার এবং এর ফলে এক পক্ষের পূর্ণ লাভ প্রতিপক্ষের পূর্ণ লোকসান উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাকে ميسر বলে। ইসলামি শরিয়তে এটি সম্পূর্ণ হারাম।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা বড় গুনাহ।
২. মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাঁধা দেয়া, মুসলমানদেরকে ভিটা মাটি থেকে বহিষ্কার করা গুরুতর অপরাধ।
৩. ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত থাকা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতম অপরাধ।
৪. যে মুরতাদ হয়ে মারা যাবে সে চির জাহান্নামি।
৫. যারা ইমান এনেছে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করলো, আল্লাহ রাস্তায় সংগ্রাম করছে, তারা অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, সান্নিধ্য, এবং রহমত লাভে ধন্য হবে।
৬.এ আয়াতটি মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার প্রথমস্তর। উভয়টাই গুরুতর পাপ
৭. নিজেদের প্রয়োজন পূরণের পর যা অবশিষ্ট থাকবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য তা দান-খয়রাত করবে।
৮. এতিমদের কল্যাণ সাধনই হলো উত্তম কাজ। তাদের সম্পদ মিশ্রিত না রেখে আলাদা রাখা উত্তম।
৯. মুশরিকা মহিলাকে ইমান আনার পূর্বে বিবাহ করা বৈধ নয়।

আঠাশতম পাঠ : ২৮ তম রুকু

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۖ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى
يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ
(٢٢٢) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۫ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٢٢٣) وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا
وَتُصْلِحُوْا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٢٤) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ
يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (٢٢٥) لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ
اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٢٦) وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
(٢٢٧) وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ
اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ۗ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٢٨)

সরল অনুবাদ:

২২২. লোকে তোমাকে রজঃস্রাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'তা অশুচি'। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রীসংগম বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীসংগম করবে না। অতঃপর তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালোবাসেন।

২২৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছে গমন করতে পার। তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য কিছু করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। আর জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহর সম্মুখীন হতে যাচ্ছ এবং মুমিনগণকে সুসংবাদ দাও।

২২৪. তোমরা সৎকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে–এই শপথের জন্য আল্লাহর নামকে তোমরা অজুহাত করো না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২৫. তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবে না; কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।

২২৬. যারা স্ত্রীর সাথে সংগত না হওয়ার শপথ করে, তারা চারমাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

২২৭. আর যদি তারা তালাক দেওয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২২৮. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতিক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা আপোস নিষ্পত্তি করতে চায়, তবে এতে তাদের পুণ্য গ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

تحقيقات الألفاظ

المحيض : এ শব্দটি مصدر মিমটিকে মাসদারে মীমী বলা হয়। অর্থ– ঋতুস্রাব, মাসিক।

اعتزلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاعتزال মাদ্দাহ ع+ز+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা পৃথক থাক।

تبروا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার البر মাদ্দাহ ب+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা পূণ্য করবে।

يؤلون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيلاء মাদ্দাহ أ+ل+ي জিনস مركب অর্থ- তারা শপথ (ইলা) করে।

تربص : শব্দটি باب تفعل থেকে মাসদার। অর্থ প্রতিক্ষা করা।

يتربص : ছিগাহ جمع مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التربص
মাদ্দাহ ر+ب+ص জিনস صحيح অর্থ- তারা প্রতিক্ষা করবে।

أرادوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإرادة মাদ্দাহ
ر+و+د জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা ইচ্ছা করল।

تركيب الجملة

لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم : لا يؤاخذ ফেল, كم শব্দটি مفعول এবং الله শব্দটি فاعل আর باللغو হরফে জার ও মাজরুর মিলে প্রথম متعلق আর في أيمانكم হরফে জার ও মাজরুর মিলে দ্বিতীয় متعلق হয়েছে। এবার فعل , فاعل এবং مفعول ও উভয় متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى .... وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

সুরা আল-বাকারার এ আয়াতটি অবতরণের কারণ সম্পর্কে ড. আলি সাবুনি তাঁর صفوة التفاسير গ্রন্থে হজরত আনাস (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : ইহুদিরা তাদের কোন মহিলা ঋতুবতী হলে তাকে ঘর থেকে বের করে দিত। তার সাথে খাওয়া- দাওয়া ও পানাহার বন্ধ করে দিত। এমনকি তার সাথে নিজ গৃহে মেলামেশা পর্যন্ত করত না। সাহাবিগণ এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলে মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَلَا تَجْعَلُوْا اللّٰهَ عُرْضَةً .... سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

গাযওয়ায়ে বনি মুসতালিক থেকে ফেরার সময় রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাফেলা একস্থানে রাত যাপন করে। ভোর রাতে কাফেলা পরবর্তী মনযিলের উদ্দেশ্যে পুণরায় যাত্রা শুরু করে। হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যেয়ে তাঁর হার হারিয়ে গেলে তা খোঁজার কাজে দেরি করে ফেলেন। হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) তাঁর উটের ওপর হাওদাজে আছেন ভেবে কাফেলা পরবর্তী মনযিলের জন্য রওনা হয়ে যায়। হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) বিপদগ্রস্থ হয়ে সেখানে থেকে যান। পরে সাফওয়ান বিন মুআত্তাল (رضي الله عنه) পেছনের মনযিল থেকে সেখানে এসে হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) কে পান। তিনি অতি সত্ত্বর তাঁকে নিয়ে পরবর্তী মনযিলে অবস্থানরত কাফেলায় রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে পৌছে দেন। এ ঘটনার পর মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই হজরত আয়েশা (رضي الله عنها) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো শুরু করে। তাদের সাথে হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর ভাগ্নে মেসতাহও যোগ দেন। এতে হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) মনে খুব কষ্ট পান এবং গরিব ভাগ্নে মেসতাহকে আর কোন দিন সাহায্য করবেন না বলে কসম করেন। তখন সংশ্লিষ্ট আয়াতটি নাজিল হয়।

অথবা হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (رضي الله عنه) তাঁর ভগ্নিপতি নুমান ইবনে বাশির (رضي الله عنه) এর সাথে কথা না বলার এবং তাঁকে সাহায্য না করার কসম করেছিলেন। কারণ নোমান ইবনে বাশির (رضي الله عنه) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (رضي الله عنه) এর বোনকে তালাক দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হয়।

১০১৫

ঊনত্রিশতম পাঠ : ২৯তম রুকু

الطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۪ فَاِمۡسَاكٌۢ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ تَسۡرِيۡحٌۢ بِاِحۡسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ اَنۡ تَاۡخُذُوۡا مِمَّاۤ
اٰتَيۡتُمُوۡهُنَّ شَيۡـًٔا اِلَّاۤ اَنۡ يَّخَافَاۤ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ فَاِنۡ خِفۡتُمۡ اَلَّا يُقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَا فِيۡمَا افۡتَدَتۡ بِهٖ ؕ تِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ فَلَا تَعۡتَدُوۡهَا ۚ وَمَنۡ يَّتَعَدَّ حُدُوۡدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ
الظّٰلِمُوۡنَ (٢٢٩) فَاِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنۡۢ بَعۡدُ حَتّٰى تَنۡكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهٗ ؕ فَاِنۡ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡهِمَاۤ اَنۡ يَّتَرَاجَعَاۤ اِنۡ ظَنَّاۤ اَنۡ يُّقِيۡمَا حُدُوۡدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلۡكَ حُدُوۡدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٍ يَّعۡلَمُوۡنَ (٢٣٠)
وَاِذَا طَلَّقۡتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمۡسِكُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ سَرِّحُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ ۪ وَلَا
تُمۡسِكُوۡهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُوۡا ۚ وَمَنۡ يَّفۡعَلۡ ذٰلِكَ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوۡۤا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۫
وَّاذۡكُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَمَاۤ اَنۡزَلَ عَلَيۡكُمۡ مِّنَ الۡكِتٰبِ وَالۡحِكۡمَةِ يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيۡمٌ (٢٣١)

সরল অনুবাদ:

২২৯. এই তালাক দুইবার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তার তন্মধ্য হতে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্‌ সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে

২০২৫

চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই। এসব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা এটা লঙ্ঘন করো না। যারা এসব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম।

২৩০. অতঃপর যদি সে তাকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহর বিধান জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ এটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

২৩১. যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং ইদ্দত পুর্তি নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দিবে। কিন্তু তাদের ক্ষতি করে সীমালঙ্ঘন উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকিয়ে রেখো না। যে এরূপ করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত ও কিতাব এবং হিকমত যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, তা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞানময়।

تحقيقات الألفاظ

آتيتموهن : هن শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ- তোমরা তাদেরকে দিলে।

لا يقيما : পূর্বোক্ত أن এর কারণে শব্দটির শেষের নুনে এরাবি পড়ে গেছে। ছিগাহ تثنية مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإقامة মাদ্দাহ ق+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা কায়েম করবে না।

افتدت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الافتداء
মাদ্দাহ ف+د+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে ফেদিয়া দিল।

لا تعتدوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاعتداء মাদ্দাহ
ع+د+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তোমরা সীমালংঘন করো না।

بلغن : ছিগাহ جمع مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার البلوغ মাদ্দাহ
ب+ل+غ জিনস صحيح অর্থ- তারা পৌছে।

سرّحوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التسريح মাদ্দাহ
س+ر+ح জিনস صحيح অর্থ- তোমরা মুক্ত করো।

تركيب الجملة

وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ : و হরফে আতফ, اعْلَمُوْ ফেল ও ফায়েল, أَنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল, الله শব্দটি اسم أنّ আর ب হরফে জার كل شيء মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে متعلق مقدم আর عليم শব্দটি শিবহে ফেল, এবার متعلق مقدم ও شبه فعل + فاعل মিলে شبه جملة হয়ে خبر أنّ এখন আল্লা তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হয়ে مفعول পরিশেষে فعل +فاعل এবং مفعول মিলে جملة فعلية أمرية إنشائية হলো।

শানে নুজুল

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ .... هُمُ الظَّالِمُوْنَ

এ আয়াত অবতরণের কারণ সম্পর্কে ড. আলি সাবুনি তাঁর صفوة التفاسير গ্রন্থে বলেছেন, ইসলাম পূর্ব যুগে একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে যতবার ইচ্ছা ততবার তালাক দিত। কিন্তু ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে আগে তালাক প্রদত্ত স্ত্রীকে আবার নিজের কাছে ফিরিয়ে আনত। একজন পুরুষ তার স্ত্রীকে শত বার তালাক দিলেও তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার তার জন্য অক্ষুণ্ণ থাকত। ইসলাম আগমণের পর এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে বলল, "আমি তোমাকে আশ্রয়ও দেব না এবং হালাল হওয়ার জন্য একেবারে ছেড়েও দেব না।" একথা শুনে স্ত্রী বলল, "এটা কিভাবে সম্ভব?" লোকটি বলল, "আমি প্রথম তোমাকে তালাক দেব, কিন্তু তোমার ইদ্দাত অতিবাহিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসলে আমি তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনব।" এ কথা শুনার পর ঐ মহিলা তার ব্যাপারে নবিজির কাছে অভিযোগ করলে মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন।

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ

ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, একদিন জামিলা বিনতে আবদুল্লাহ (মতান্তরে হাফসা বিনতে সাহল) নামক একজন স্ত্রীলোক রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে আসেন। তিনি তার স্বামী সাবিত ইবনে কায়িসের ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। তাঁর চেহারায় স্বামীর চপেটাঘাতের চিহ্ন তিনি নবিজিকে দেখান। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, "আমি তার ঘরে আর থাকব না।" রসুলুল্লাহ (ﷺ) সাবিতকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "হে আল্লাহ তাআলার রসুল, আমি তাকে খুব বেশি ভালোবাসি।" রসুলুল্লাহ (স) জামিলাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রসুল, আমার স্বামী আমাকে খুব বেশি ভালবাসে, কিন্তু আমি তাকে ভালেবাসতে পারছি না। কারণ সে বেঁটে, কাল এবং তার চেহারা কদাকার কুৎসিত। আমি তার থেকে পৃথক হতে চাই।" রসুলুল্লাহ (ﷺ) জামিলাকে বললেন, "তোমাদের বিয়ের সময় সাবিত মোহর হিসেবে যে খেজুর বাগানটি তোমাকে দিয়েছিল তুমি কি তা সাবিতকে ফেরৎ দিতে পারবে?" জামিলা বললেন, "জি, হ্যাঁ প্রয়োজনে আমি এর চেয়েও বেশি দিতে সম্মত আছি। " নবিজি বললেন, " মোহর থেকে বেশি ফেরৎ নেওয়া

যাবে না।" এরপর রসুলুল্লাহ (ﷺ) সাবিতকে বললেন, "তুমি বাগান ফেরৎ লও এবং জামিলাকে তালাক দাও।" এ প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হয়েছে।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ...الخ

আলোচ্য আয়াতে তালাকের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিধান আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন। اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ অর্থাৎ তালাক হলো দু'বার। তবে এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রয়েছে। দু'তালাক দ্বারা স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। বরং ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দতের মধ্যে অথবা শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে নিতে পারে। যদি ইদ্দতের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে না নেয় তাহলে তাদের বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাবে। এখানে কুরআনের নির্দেশ হলো– فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ যদি স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ঘরে ফিরিয়ে নিতে হবে। আর যদি বন্ধন ছিন্ন করার ইচ্ছা থাকে তাহলে সুন্দরভাবে ইদ্দত পূর্ণ করতে দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে দিবে।

তবে স্ত্রীকে যা দান করেছে অথবা মহরানা ধার্য করেছে তা ফেরত নেওয়া ঠিক হবে না এটাই আল্লাহ তাআলার বিধান। অতএব তার লংঘন করো না।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ... الخ

মাসয়ালা শিক্ষা : প্রথম স্বামী যদি তার স্ত্রীকে কোন কারণে তালাক দেয় এবং স্ত্রী নিয়মিত ইদ্দত পালনের পর শরয়ি বিবাহের মাধ্যমে অন্য কোন পুরুষকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় স্বামী তার এই স্ত্রীর সাথে শারিরীকভাবে সম্পর্কের পর তাকে তালাক দেয়, তবে এ অবস্থায় এ মহিলাটি তালাকের ইদ্দত শেষে ২০১১

তার পূর্বের (প্রথম স্বামী) স্বামীর সাথে ইচ্ছে করলে নতুন আকদের মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পুনরায় স্বামী স্ত্রী হিসেবে জীবন যাপন করতে পারবে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. দুই তালাক পর্যন্ত স্বামী স্ত্রীকে ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে আনতে পারে। যদি ইদ্দত পূর্ণ না হয়।

২. যদি তৃতীয় তালাক দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে চায়। তাহলে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তালাক দিয়ে বিদায় দিবে। কোন প্রকার জুলুম বা ক্ষতি করা যাবে না।

৩. যারা আল্লাহ পাকের সীমালংঘন করে তারা অত্যাচারী কাফের।

৪. তালাক নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করো না।

৫. নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। পুরুষের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে।

ত্রিশতম পাঠ : ৩০তম রুকু

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥)

সরল অনুবাদ:

২৩২. তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাঁধা দিও না। এটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও আখিরাতের ইমান রাখে, তাকে উপদেশ দেওয়া হয়। এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।

২৩৩. যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুই বৎসর স্তন্য পান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যাতীত কার্যভার দেয়া হয় না। কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করা হবে না এবং উত্তরাধিকারীরাও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্য পান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের

কারো কোন অপরাধ নেই। তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছিলে, তা যদি অর্পন কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্য পান করাতে চাইলে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহকে ভয় কর জেনে রাখ যে, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ এটার সম্যক দ্রষ্টা।

২৩৪. তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চারমাস দশদিন প্রতিক্ষায় থাকবে। যখন তারা তাদের ইদ্দত কাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।

২৩৫. স্ত্রীলোকদের নিকট ইঙ্গিতে বিবাহ প্রস্তাব করলে অথবা অন্তরে গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আলোচনা করবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতিত গোপনে তাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করো না; নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কাজ সম্পন্ন করার সংকল্প করো না এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম সহনশীল।

تحقيقات الألفاظ

لا تعضلوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব نصر মাসদার العضل মাদ্দাহ ع+ض+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বাধা প্রদান করো না।

تراضوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفاعل মাসদার التراضي মাদ্দাহ ر+ض+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তারা পরস্পর রাজি হয়।

أزكى : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم تفضيل বাব نصر মাসদার الزكاة মাদ্দাহ ز+ك+و জিনস ناقص واوي অর্থ- অধিক পবিত্র।

يتوفون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التوفي মাদ্দাহ و+ف+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তারা মারা যায়।

يذرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার الوذر মাদ্দাহ و+ذ+ر জিনস مثال واوي অর্থ- তারা ছেড়ে যায়।

عرضتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التعريض মাদ্দাহ ع+ر+ض জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ইশারা করো।

اكننتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإكنان মাদ্দাহ ك+ن+ن জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা গোপন করো।

لا تواعدوا: ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব مفاعلة মাসদার المواعدة মাদ্দাহ و+ع+د জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা পরস্পর ওয়াদা করো না।

لا تعزموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব ضرب মাসদার العزم মাদ্দাহ ع+ز+م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ো না।

لم تمسوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব نصر মাসদার المس মাদ্দাহ م+س+س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা স্পর্শ করোনি।

متعوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার التمتيع মাদ্দাহ م+ت+ع জিনস صحيح অর্থ- তোমরা মুতআ প্রদান করো।

تركيب الجملة

اَلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ : اَلْوَالِدَاتُ হলো مبتدأ আর يُرْضِعْنَ ফেল ও ফায়েল, أَوْلَادَهُنَّ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে মাফউলে বিহি حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ মাওসুফ ও সিফাত মিলে মাফউলে ফিহি। এখন فعل +فاعل + مفعول به + مفعول فيه মিলে جملة فعلية হয়ে خبر, এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হলো।

শানে নুজুল

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ .... وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

ইমাম বুখারি রহ. এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে বলেন, হজরত মাকেল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) তাঁর আপন বোনকে একজন সাহাবির সাথে নবিজির যমানায় বিবাহ দিয়েছিলেন। তাঁর বোন ঐ লোকটির নিকট কিছুদিন থাকার পর লোকটি তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন এবং ইদ্দত পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে আর ফিরেয়ে নেননি, কিন্তু কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর লোকটি তার পূর্বের স্ত্রীর প্রতি আবার আসক্ত হয়ে পড়েন। তার পূর্বের স্ত্রীও তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তাই লোকটি পুনরায় তার সাথে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। তাঁর প্রস্তাব শুনে হজরত মাকেল (রাঃ) তাঁকে বললেন : হে কমজাত! আমি আমার বোনের দ্বারা তোমাকে সম্মান করেছিলাম। তাকে তোমার নিকট বিবাহ দিয়েছিলাম। তুমি আমার বোনকে তালাক দিয়েছ। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি কখনও আর তার কাছে ফিরে যেতে পারবে না।" কিন্তু মহান আল্লাহ্‌ মহিলার প্রতি ঐ লোকটির এবং ঐ লোকটির প্রতি মহিলার প্রয়োজনের কথা জানতেন। সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাজিল করেন।

মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .... بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ২০২৫

অত্র আয়াতে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের দুধপান সম্পর্কিত বিধান এবং যে- সকল মহিলা বুকের দুধ পান করায় তাদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে। আর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পিতা সে মায়ের ভরণ- পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছেদ ইত্যাদি প্রদান করবে। কোন ব্যক্তিকে তার ক্ষমতার বাইরে কোন বিধান আরোপ করা হয় না। অতএব, দুধ পানের জন্য সন্তানের মাকে কষ্ট দেয়া যাবে না। সন্তানের পিতা জীবিত না থাকলে শরিয়াত অনুযায়ী তার নিকটবর্তী ঐ আত্মীয়ের উপর দায়িত্ব অর্পিত হবে যে সন্তানের উত্তরাধিকারী হয়। যদি পিতামাতা পরস্পর সন্তুষ্টি ও পরামর্শের মাধ্যমে দু'বছর পূর্তির আগেই সন্তানের দুধপান বন্ধ করাতে চায়, তাতেও তাদের কোন পাপ হবে না। সন্তানের মা থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন ধাত্রীর দুধ পান করালেও কোন ক্ষতি নেই। তবে ধাত্রীকে চুক্তি অনুযায়ী তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا .... بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

অত্র আয়াতে যে সকল মহিলার স্বামী মৃত্যু বরণ করেছে, তাদের শোক পালনের শরয়ি বিধান আলোচনা করা হয়েছে। স্বামী মারা গেলে স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা না হলে বিবাহ থেকে চার মাস দশ দিন বিরত থাকবে। আর স্ত্রী গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সে নিজেকে বিবাহ থেকে বিরত রাখবে। এ অবস্থায় সে বিবাহের সংবাদ বা পয়গাম প্রেরণ করতে পারবে না। অতঃপর নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে সে পরবর্তী স্বামী গ্রহণ করতে পারবে।

ইমাম কুরতুবি র. বলেন, জমহুর আলিমদের মতে, স্বামী মারা গেলে গর্ভবতী স্ত্রীর ইদ্দাত হল সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। তবে এ ক্ষেত্রে হজরত আলি (رضي الله عنه) ও ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তারা বলেন, এ ক্ষেত্রে أبعد الأجلين অর্থাৎ দু'ইদ্দতের মধ্যে যেটি দূরবর্তী সেটিই ধর্তব্য। অর্থাৎ সন্তান প্রসব হওয়ার পরেও যদি চার মাস দশ দিন পূর্তির বাকি থাকে, তবে অবশিষ্ট দিনগুলোর ইদ্দত পালন করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ... الخ

শিশুকে স্তন্যদান কার দায়িত্ব? কতদিন দুধ পান করাবে?

শিশুকে স্তন্যদান মায়ের উপর ওয়াজিব। কোন প্রকার অসুবিধা ব্যতীত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বা অসন্তুষ্টির দরুণ স্তন্যদান বন্ধ করলে পাপ হবে। এবং স্তন্যদানের জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে কোন প্রকার বেতন বা বিনিময় নিতে পারবে না। শিশুকে স্তন্য দান মায়ের দায়িত্ব আর মাতার ভরণ- পোষনের দায়িত্ব পিতার। স্ত্রী যদি তালাক প্রাপ্তা হয় এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তখন স্ত্রীকে স্তন্য দানের বিনিময়ে পরিশ্রমিক দিতে হবে। স্তন্য দানের সময় সীমা ২ বৎসর। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ) অন্য এক আয়াতের ও হাদিসের ভিত্তিতে সময় সীমা আড়াই বৎসর বলে মত দিয়েছেন। আড়াই বৎসর পর স্তন্য দান বৈধ নয়।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. আল্লাহ পাক এরশাদ করেন যে, শিশুকে মায়েরা দু' বছর কাল পর্যন্ত স্তন্য দান করবে।
২. অন্য ধাত্রী মায়ের দুধ পান করানো যেতে পারে তবে ধাত্রীমাকে তার পরিশ্রমিক দিতে হবে।
৩. যদি স্বামীর মৃত্যু হয় তাহলে স্ত্রীকে ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে।
৪. স্বামীর মৃত্যুর সময় যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে থাকে তার ইদ্দত হলো গর্ভপাত পর্যন্ত।

৫. ইদ্দত পূর্ণ হলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে কোন বাধা নাই।

৬. তবে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ বা বিবাহের আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) طلاق শব্দটি কোন বাবের মাসদার?

(ক) تفعيل (খ) إفعال

(গ) افتعال (ঘ) تفعل

(২) خفتم এর মূলবর্ণ কী?

(ক) خوف (খ) خيف

(গ) خيم (ঘ) خفت

(৩) ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا এখানে কী ফেরত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে ?

(ক) খোরাকি (খ) পোষাক

(গ) মোহরানা (ঘ) অতিরিক্ত অর্থ

(৪) تلك حدود الله فلا تعتدوها আয়াতে فلا تعتدوها শব্দটি কোন হালাতে আছে ?

(ক) رفعي (খ) نصبي

(গ) جري (ঘ) جزمي

(৫) ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم আয়াতে কার কসমের দিকে ইংগিত করা হয়েছে?

(ক) আবু বকর (رضي الله عنه) (খ) উসমান (رضي الله عنه)

(গ) ওমর (رضي الله عنه) (ঘ) আলি (رضي الله عنه)

২০২৫

(৬) ولا تقربوهن حتى يطهرن আয়াত দ্বারা কোন কাজকে হারাম করা হয়েছে?

(ক) হায়েজ অবস্থায় নামাজ পড়া
(খ) হায়েজ অবস্থায় সহবাস করা
(গ) হায়েজ অবস্থায় তাওয়াফ করা
(ঘ) হায়েজ অবস্থায় কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা।

(৭) طلقتم শব্দটি কোন باب-এর মাসদা ?

(ক) تفعّل
(খ) افعال
(গ) تفعيل
(ঘ) مفاعلة

(৮) حدود الله অর্থ কী?

(ক) আল্লাহর আইন
(খ) আল্লাহর সীমারেখা
(গ) আল্লাহর অঙ্গীকার
(ঘ) আল্লাহর বেষ্টনী

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا .... بِغَيْرِ حِسَابٍ আয়াতটির শানে নুজুল বর্ণনা কর।

(খ) নিষিদ্ধ বা সম্মানিত মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কের বিধানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(গ) يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ .... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

(ঘ) শিশুকে স্তন্যদান কার দায়িত্ব? তিনি কতদিন শিশুকে দুধপান করাবেন? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(ঙ) وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : تركيب কর

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

سل ـ زين ـ المصلح ـ اعتزلوا ـ تبروا ـ يتربصن ـ افتدت ـ لاتعتدوا.

একত্রিশতম পাঠ : ৩১তম রুকূ

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً ۚ وَّمَتِّعُوْهُنَّ ۚ عَلَى
الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًاۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ (٢٣٦) وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ
مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ اَوْ يَعْفُوَا
الَّذِيْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَاَنْ تَعْفُوْآ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٣٧) حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ (٢٣٨) فَاِنْ
خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (٢٣٩)
وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ
خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٢٤٠)
وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ (٢٤١) كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ
(٢٤٢)

সরল অনুবাদঃ

২৩৬.যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ এবং তাদের জন্য মোহর ধার্য করেছ তাদেরকে তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা কর। সচ্ছল তার সাধ্যমত এবং অসচ্ছল তার সামর্থ অনুযায়ী বিধিমত খরচ পত্রের ব্যবস্থা করবে। এটা নেককার লোকদের কর্তব্য।

২৩৭. তোমরা যদি তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মহর ধার্য করে থাক তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয়; এবং মাফ করে দেওয়াই তাকওয়ার নিকটতম। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয় তাঁর কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা তাঁর সম্যক দ্রষ্টা।

২৩৮. তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে তোমরা বিনীতভাবে দাঁড়াবে।

২৩৯. যদি তোমরা আশংকা কর তবে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায় সালাত আদায় করবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ কর তখন আল্লাহকে স্মরণ করবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না।

২০২৬

২৪০. তোমাদের মধ্যে যাদের মৃত্যু আসন্ন এবং স্ত্রী রেখে যায় তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে গৃহ হতে বহিষ্কার না করে তাদের এক বৎসরের ভরণ-পোষণের অসিয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত নিজেদের জন্য তারা যা করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৪১. তালাকপ্রাপ্তা নারীদেরকে প্রথামত ভরণ-পোষণ করা মুত্তাকিদের কর্তব্য।

২৪২. এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার।

تحقيقات الألفاظ

لا تنسوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব سمع মাসদার النسيان মাদ্দাহ ن+س+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা ভুলে যেওনা।

قانتين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব نصر মাসদার القنوت মাদ্দাহ ق+ن+ت জিনস صحيح অর্থ- আনুগত্যশীলগণ।

رجال : শব্দটি راجل এর বহুবচন। অর্থ পদাতিক।

تركيب الجملة

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ : و হরফটি حرف عطف এবং وَلَا تَنْسَوُا শব্দটি فعل+فاعل আর الْفَضْلَ শব্দটি مفعول হয়েছে بَيْنَكُمْ শব্দটি مضاف এবং مضاف إليه মিলে مفعول হয়েছে। এখন فعل + فاعل এবং দুই مفعول মিলে جملة فعلية ناهية إنشائية হয়েছে।

মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ .... حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

বিবাহ করার পর যদি স্ত্রীকে কোন সংগত কারণে তালাক দিতে হয় তাহলে যে সকল স্ত্রীকে তোমরা স্পর্শ করনি অর্থাৎ তাদের সাথে তোমাদের নির্জনবাস বা সঙ্গম হয়নি, তাদেরকে তোমাদের মহর দিতে হবে না যদি তাদের মোহর নির্ধারণ না করা হয়ে থাকে। তাহলে তোমরা তাদের মহর ফেরৎ না নিয়ে তালাক দিতে পার। এ ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর তাদের সম্পর্কে মহা দায়িত্ব আছে– এরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। তবে সামর্থবান ব্যক্তির আর্থিক সচ্ছলতা অনুযায়ী এবং অভাবীর পক্ষেও তার সামর্থ অনুযায়ী স্ত্রীদেরকে সামাজিক রীতি-নীতি ও শরিয়ত অনুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ এবং ভোগ্যবস্তু প্রদান করা ওয়াজিব।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا .... وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

জাহেলিয়াতে আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদ্দত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে- يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا কিন্তু এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখন পর্যন্ত মিরাসের বিধান নাজিল হয়নি এবং মিরাসে কোন অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের ওসিয়্যতের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী كتب عليكم إذ حضر عليكم الموت ... الخ আয়াতে বলা হয়েছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদ্দতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতের সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেরকে সেভাবেই ওসিয়ত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকারও ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়েজ ছিল না। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েজ ছিল। এখানে معروف তথা 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ তাই। কিন্তু ইদ্দতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যেও এবং বাধা দিতে পারা সত্ত্বেও যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যেও। পরে যখন মিরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন বাড়ীঘর এবং অন্যান্য সবকিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেয়া হয়েছে কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকারী রয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। (মাআরেফুল কুরআন, পৃ-১৩২)

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দুই রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেয়া হয়েছে তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেয়া। আর ২য় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মোহর দেয়া। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী, যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস বা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে তাদের উপকার করার অর্থ তার ধার্যকৃত অর্থ পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়া। আর যার মোহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মোহরে মিছাল দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি মাতাউন (متاع) শব্দের দ্বারা বিশেষ ফায়দা বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো হয় তবে একজনকে তা দেয়া ওয়াজিব যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যদের বেলায় তা মুস্তাহাব। আর যদি মাতাউন (متاع) শব্দের দ্বারা খোরপোষ বোঝানো হয়ে থাকে তবে সে তালাকের পর ইদ্দত অতিক্রান্ত করতে হয়। তবে ইদ্দত পর্যন্ত তা দেয়া ওয়াজিব তালাকে-রজয়ীই হোক আর তালাকে-বায়েনই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরণের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত। (মারেফুল কুরআন, পৃ-১৩২)

সংক্ষিপ্ত টীকা

'মুতয়া'র পরিমাণ : 'মুতয়া'র সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে গোলাম আযাদ করা। এর চেয়ে কম হল রৌপ্য প্রদান করা এবং এর চেয়ে কম হল কাপড় প্রদান করা। যদি তালাকদাতা ধনী হয় তাহলে দাস বা অন্য সমপরিমাণ কিছু দান করা। আর যদি গরিব হয় তাহলে একটি জামা, একটি ওড়না ও একটি চাদর 'মুতয়া' স্বরুপ দান করবে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. যাদের মোহর নির্দিষ্ট হয়েছে এবং স্বামী স্ত্রীর মিলনের পর তালাক দেয়া হয় তাদের পূর্ণ হক আদায় করতে হবে।
২. যে সমস্ত স্ত্রীদের মোহর নির্দিষ্ট হয়নি স্বামী তাকে স্পর্শও করেনি তাদেরকে কিছু খরচাদি দিয়ে দিবে।
৩. যে স্ত্রীর মোহর নির্দিষ্ট হয়েছে স্বামী স্পর্শ করেনি তাকে অর্ধেক মোহর দিতে হবে।
৪. যে স্ত্রীর মোহর নির্ধারণ করা হয়নি কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়েছে। এ ক্ষেত্রে مهر مثل স্ত্রীর বোন বা আত্মীয়-স্বজনের পরিমাণ মোহর দিতে হবে।
৫. الصلاة الوسطى মধ্যবর্তী নামাজের ব্যাপারে কথা হলো- মুসলিম শরিফের একটি বর্ণনা মধ্যবর্তী নামাজ হচ্ছে صلاة العصر

বত্রিশতম পাঠ : ৩২তম রুকু

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ
أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ
مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا

وَاَبْنَآئِنَا ؕ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٢٤٦) وَقَالَ لَهُمْ
نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ؕ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ
مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ؕ
وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ
التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٤٨)

সরল অনুবাদ:

২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মৃত্যুর ভয়ে হাজার হাজার স্বীয় আবাস ভূমি পরিত্যাগ করেছিল? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক'। তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

২৪৪. তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

২৪৫. কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে? তিনি তাঁর জন্য এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

২৪৬. তুমি কি মুসার পরবর্তী বনি ইসরাইল প্রধানদেরকে দেখনি? তারা যখন তাদের নবিকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য এক রাজা নিযুক্ত কর যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি'। সে বলল, 'এটা তো হবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলে তখন আর তোমরা যুদ্ধ করবে না?' তারা বলল, 'আমরা যখন স্ব-স্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্ততি হতে বহিষ্কৃত হয়েছি, তখন আল্লাহর পথে কেন যুদ্ধ করব না?' তৎপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতিত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং আল্লাহ জালিমদের সম্বন্ধে অবহিত।

২৪৭. আর তাদের নবি তাদেরকে বলেছিল, 'আল্লাহ অবশ্য তালুতকে তোমাদের রাজা করেছেন।' তারা বলল, 'আমাদের উপর তার রাজত্ব কিভাবে হবে, যখন আমরা তা অপেক্ষা রাজত্বের অধিক হকদার এবং তাকে প্রাচুর্য ঐশ্বর্য দেয়া হয়নি!' নবি বলল, 'আল্লাহ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।' আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।

২৪৮. আর তাদের নবি তাদেরকে বলেছিল, 'তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবুত আসবে যাতে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ এটা বহন করে আনবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য এটাতে নিদর্শন আছে।'

تحقيقات الألفاظ

ألم تر : أ শব্দটি حرف استفهام ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব فتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر+ء+ي জিনস مركب অর্থ- তুমি কি দেখনি।

يضاعف : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المضاعفة মাদ্দাহ ض+ع+ف জিনস صحيح অর্থ- সে অনেক বৃদ্ধি করবে।

نقاتل : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المقاتلة মাদ্দাহ ق+ت+ل জিনস صحيح অর্থ- আমরা যুদ্ধ করব।

عسيتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার العسي মাদ্দাহ ع+س+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা নিকটবর্তী হবে।

لم يؤت : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد مجهول বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ- দেওয়া হয়নি।

اصطفاه : ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاصطفاء মাদ্দাহ ص+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে তাকে নির্বাচন করেছে।

واسع : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব سمع মাসদার الوسع মাদ্দাহ و+س+ع জিনস مثال واوي অর্থ- প্রশস্ত।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۤءُ : এখানে و হরফে আতফ, اللّٰهُ শব্দটি মুবতাদা يُؤْتِيْ ফেল, এতে هو যমির ফায়েল, مُلْكَهٗ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে প্রথম মাফউল مَنْ ইসমে মাওসুল يَشَاۤءُ ফেল, এতে هو যমির ফায়েল। ফেল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে সিলাহ্, মাওসুল ও সিলাহ মিলে দ্বিতীয় মাফউল, এখন ফেল, ফায়েল ও উভয় মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে খবর। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়া হলো।

শানে নুজুল

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ .... لَا يَشْكُرُوْنَ

অনেক দিন পূর্বে বনি ইসরাইলের একটি সম্প্রদায় আরুয়াত অথবা দাওরাদান নামক এক শহরে বাস করত। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। এক সময় সেখানে মারাত্মক সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। তারা সেই সংক্রামক রোগে মৃত্যুর ভয়ে সেই শহর ত্যাগ করে বেশ কিছু দূরে ২টি বড় পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে বসবাস করতে থাকে। তারা আল্লাহ তাআলার ওপর মোটেই ভরসা করল না। এমন অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদের মৃত্যুদানের জন্য ২ জন ফেরেশতা সেখানে প্রেরণ করেন। তারা ২ জন ঐ ময়দানের দু দিকে দাঁড়িয়ে এক বিকট শব্দ করেন। এতে ঐ সম্প্রদায়ের সকলেই মারা যায়। সংবাদ পেয়ে পার্শ্ববর্তী লোকজন সেখানে এসে এ মর্মন্তুদ অবস্থা দেখতে পায়। প্রায় ১০ হাজার লোকের লাশ দাফন কাফন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিধায় তারা লাশগুলোর চার পাশে পাথরের প্রাচীর দিয়ে রাখে। স্বভাবতঃ লাশগুলো পচে গলে যায় এবং হাড়গুলো ময়দানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। দীর্ঘকাল পর ঐ পথ দিয়ে বনি ইসরাইলের সে যামানার নবি হজরত হিযকিল (عليه السلام) যাচ্ছিলেন। তিনি বিক্ষিপ্ত এত বেশি হাড় দেখে এ বিষয়ে স্থানীয় লোকদের কাছে জানতে চান। লোকেরা সবকিছু বিস্তারিত বলে। হজরত হিযকিল (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের পুণরায় জীবিত করার জন্য দোআ করেন। মহান আল্লাহ তাঁর দোআ কবুল করে তাদের সকলকে পুনঃজীবিত করেন। এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا .... وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

ইমাম তবারানি র. হজরত ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন এ আয়াত নাজিল হয়, তখন হজরত আবু দাহদাহ আনসারি (رضي الله عنه) রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) এর দরবারে আগমন করেন। তিনি বলেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم)! মহান আল্লাহ কি আমাদের নিকট থেকে করয নিতে চান?" তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আবু দাহদাহ!" এ কথা শুনে হজরত আবু দাহদাহ (رضي الله عنه) বললেন, "ইয়া রসুলাল্লাহ্ ! দয়া করে আপনি আমাকে আপনার হাত মুবারক দেন।" তিনি তাঁকে তাঁর হাত মুবারক দিলেন।

হজরত আবু দাহদাহ (رضي الله عنه) নবিজির হাত মুবারক ধরে বললেন, "আমি আমার রবকে আমার খেজুর বাগান করয দিলাম।" ঐ বাগানে ছয়শ খেজুর গাছ ছিল। বাগানটিতে উম্মু দাহদাহ ও তাঁর পরিজনও অংশীদার ছিলেন। হজরত আবু দাহদাহ (رضي الله عنه) বাগানটি আল্লাহ্ তাআলাকে করয দিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন এবং উম্মু

দাহদাহকে ডেকে বলেন, "তুমি খেজুর বাগানটি থেকে বেরিয়ে আস। কেননা আমি তা মহান আল্লাহকে করয দিয়ে ফেলেছি।" এ কথা শুনে হজরত উম্মু দাহদাহ (রা.) ও তাঁর পরিজন বাগান থেকে বেরিয়ে আসেন। কেউ কেউ বলেছেন তাঁর এ দানের প্রসঙ্গে আয়াতটি নাজিল হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ ... الخ

উল্লেখিত তিনটি আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, হায়াত-মউত বা জীবন মরণ একান্ত ভাবেই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। এখানে কারোর কোন হাত নাই। যুদ্ধে অংশ নেয়াই মৃত্যুর কারণ নয়, তেমনিভাবে ভয়-ভীতি নিয়ে পালিয়ে থেকেও মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

তাফসিরে ইবনে কাসিরে কয়েকজন সাহাবির উদ্ধৃতি দিয়ে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন এক শহরে বনি ইসরাইলদের হাজার দশেক লোক বাস করত। সেখানে মারাত্মক এক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। মৃত্যু ভয়ে শহরের সমস্ত লোক শহর ছেড়ে দুটি পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নেয়। আল্লাহ তাআলা দুজন ফেরেশেতা প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা দুজন দু'ধারে দাড়িয়ে একটি বিকট আওয়াজ দিল। আর সমস্ত মানুষ মারা গেল। কেউ রইল না। ১০ হাজার মানুষের দাফন-কাফন অনেক কঠিন ব্যাপার। তাই তারা চতুর্দিক থেকে দেয়াল করে দিল। সমস্ত মানুষ পচে গলে যাওয়ার দীর্ঘদিন পর বনি ইসরাইলের হিযকিল (عليه السلام) নামক একজন নবি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি মানুষের এত বেশি পরিমাণ হাড়-গোড় দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। হজরত হিযকিল (عليه السلام) সব ঘটনা জানতে পেরে দোআ করলেন, হে আল্লাহ, আপনি এদেরকে জীবিত করে দিন। আল্লাহ তাআলা সকলকে জীবিত করে দিলেন। নিঃসন্দেহে এ ঘটনা কেয়ামত অস্বীকারকারীদের জন্য একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। মৃত্যু থেকে পলায়ন করে কোন লাভ নেই, বরং আল্লাহ তাআলা এতে অসন্তুষ্ট হন।

সংশ্লিষ্ট টীকা

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا .... وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

তালুতের পরিচয় : তালুত বনি ইসরাইলের বিনইয়ামিন গোত্রের লোক ছিলেন। বাইবেলে তাঁর নাম 'শোল' বলা হয়েছে। তাদের পরিবার ছিল দরিদ্র। একদিন তাদের পরিবারে একটি গাধা হারিয়ে যায়। তালুত সে গাধা খুঁজতে খুঁজতে সে যুগের নবি হজরত শামুয়েল (عليه السلام) এর বাড়ীর নিকটে পৌছলেন। আল্লাহ্র নির্দেশ পেয়ে হজরত শামুয়েল (عليه السلام) তালুতকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। তিনি তালুতের মাথায় তেল মেখে দেন। তাকে চুম্বন করেন। তাঁকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করেন এবং তার প্রতি ভালোবাসা ও মায়া-মমতা প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য, এ সময়ে বনি ইসরাইলের ওপর বাদশাহ জালুত খুব অত্যাচার করছিল। অনেক বনি ইসরাইলকে জালুতের দলবল হত্যা করেছিল। তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা হজরত শামাবিল (عليه السلام) এর নিকট আবেদন করেছিল, তিনি যেন তাদের একজন বাদশাহ্ নির্ধারণ করে দেন। বনি ইসরাইল তার নেতৃত্বে বাদশাহ জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে বলে জানাল।

হজরত শামুয়েল (عليه السلام) বনি ইসরাইলের একটি সাধারণ সভা ডেকে তালুতকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তালুতকে তাদের বাদশাহ্ নিয়োগ করা হয়েছে।" তারা তালুতের

বাদশাহি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, তালুত কোন রাজবংশে বা দলপতির পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেনি। তিনি ধনী ব্যক্তিও নন। সুতরাং তিনি তাদের রাজা বা বাদশাহ্ হতে পারেন না।

হজরত শামুয়েল (عليه السلام) বললেন, বনি ইসরাইলের শত শত বছরের ঐতিহ্য হজরত মুসা (عليه السلام) এর "তাবুতে সাকিনা" বা শান্তির সিন্দুক তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জালুতের নিকট থেকে উদ্ধার করবেন। উপরন্তু তালুত দরিদ্র ব্যক্তি হলেও আল্লাহ্ তাকে খুব জ্ঞান ও হিকমত দান করেছেন। আল্লাহ্ তাকে খুবই সুঠাম দেহ এবং সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন, যা রাজত্ব শাসনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। অতঃপর বনি ইসরাইল তার জ্ঞান ও হিকমত, কর্মদক্ষতা, সততা, উন্নত চরিত্র দৈহিক বল ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বাদশাহ্ বলে মেনে নেয়। অবশেষে তিনি জালুতকে আক্রমণ করেন। তারই সেনাবাহিনীর এক জন হজরত দাউদ (عليه السلام) জালুতকে হত্যা করেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖٓ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ .... اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

তাবুতে সাকিনা : কোন কোন তাফসিরকার বলেন, তাবুতে সাকিনা ছিল একটি স্বর্ণ নির্মিত থালা। যাতে পানি রেখে কুদরতি উপায়ে নবি-রসুলদের অন্তঃকরণ ধোয়া হত। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হজরত মুসা (عليه السلام) পেয়েছিলেন। হজরত মুসা (عليه السلام) ঐশী গ্রন্থ তাওরাতের আয়াতসমূহের লিখিত ফলকগুলো এর ওপর রাখতেন। কেউ কেউ এর অস্বাভাবিক আকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন যে, এটা ছিল বিড়ালের মাথা ও লেজ এবং যবরযদ পাথরের রং বিশিষ্ট। এর মুখ ছিল এবং রুহ বা জানও ছিল। এর চেহারা ছিল মানুষের চেহারার মত।(কাশশাফ,২৯৩ পৃ.)

যখন বনি ইসরাইল তার নিকট আল্লাহ তাআলার অনুমতিসাপেক্ষে কোন সাহায্যের জন্য আবেদন করত, তখন তারা তা পেত। ফলে তারা সব সময় যুদ্ধে বিজয় লাভ করত। পৃথিবীর বড় অংশে তাদের রাজত্ব চালাবার মর্যাদা তারা লাভ করেছিল। তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে এর মাধ্যমে তারা তার মীমাংসা করে নিত। কোন কোন তাফসিরকার বলেন, তাবুতে সাকিনা ছিল একটি সিন্দুক বা বাক্স। এর মধ্যে মুসা (عليه السلام) ও হারুন (عليه السلام) -এর রেখে যাওয়া স্মৃতি বিজড়িত বস্তুসমূহ ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, এ সিন্দুকের মধ্যে তাওরাত কিতাবের সংকলন রক্ষিত ছিল। কেউ বলেছেন, মুসা (عليه السلام) -এর মুজিযার লাঠি এর মধ্যে রক্ষিত ছিল। কেউ বলেন, হজরত মুসা (عليه السلام) এর লাঠি আর পোশাক এবং হজরত হারুন (عليه السلام) এর পোশাক ও পাগড়ী রক্ষিত ছিল।

বনি ইসরাইল পাপে ডুবে গেলে একবার এক যুদ্ধে এ সিন্দুক অত্যাচারী বাদশাহ্ জালুতের দখলে চলে যায়। এরপর হজরত শামুয়েল (عليه السلام) এর যুগে এ সিন্দুক জালুতের নিকট থেকে বনি ইসরাইলের বাদশাহ্ তালুতের হাতে ফেরত আসে। এ বিষয়ে বর্ণিত আছে, এ তাবুতে সাকিনা জালুতের দখলে গেলে জালুত পরবর্তীতে ভীষণ বিপদে পড়েছিল। এ সিন্দুক যেখানেই রাখত, সেখানেই আসমানি বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হত। অবশেষে একদিন জালুত সিন্দুকটি ১টি গরুর গাড়ীর ওপর রেখে গাড়ী চালু করে দিয়ে চলে আসে পরে ফেরেশতাগণ উক্ত গাড়ী তালুতের কাছে পৌঁছে দেন

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. এ আয়াতে উত্তম ঋণ দিতে বলা হয়েছে তাহলে আল্লাহ পাক তাদের তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন।
২. আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলদের দাবীর ভিত্তিতে যখন যুদ্ধ ফরজ করে দিলেন তখন খুব অল্প সংখ্যক লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল।
৩. মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্ভব না যদিও সুরক্ষিত এমারতে বাস করো তবুও মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই।
৪. আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দান করেন।

৫. বনি ইসরাইল নেতাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তালুতকে বাদশাহ করে পাঠালেন।
৬. আল্লাহ তাআলা তালুতকে জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দান করেছিলেন।

তেত্রিশতম পাঠ : ৩৩তম রুকু

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ لَّمْ
يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْۤ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ؕ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا
اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٢٤٩) وَلَمَّا بَرَزُوْا
لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ؕ (٢٥٠)
فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ
اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٢٥١) تِلْكَ اٰيٰتُ
اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (٢٥٢) تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۘ
مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ ؕ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ
اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَّنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ ؕ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ
(٢٥٣)

সরল অনুবাদ:

২৪৯. অতঃপর তালুত যখন সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হলো সে তখন বলল, 'আল্লাহ এক নদীর দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবেন। যে কেউ এটা হতে পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয়; আর যে কেউ স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভুক্ত; এটা ছাড়া যে কেউ তার হাতে এক কোষ পানি গ্রহণ করবে সেও।' অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতিত তারা এটা হতে পান করল। সে এবং তার সঙ্গী ইমানদারগণ যখন এটা অতিক্রম করল তখন তারা বলল, 'জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নেই।' কিন্তু যাদের প্রত্যয় ছিল আল্লাহর সাথে সাক্ষাত ঘটবে তারা বলল, 'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্রদল কত বৃহত্তর দলকে পরাভূত করেছে!' আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।

২৫০. তারা যখন (যুদ্ধার্থে) জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হলো তখন তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর।'

২৫১. সুতরাং তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাভূত করল; দাউদ জালুতকে সংহার করল, আল্লাহ তাঁকে রাজত্ব ও হিকমত দান করলেন এবং যা তিনি ইচ্ছা করলেন তা তাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল।

২৫২. এ সকল আল্লাহর আয়াত, আমি তোমার নিকট এটা যথাযথভাবে তেলাওয়াত করছি, আর নিশ্চয়ই তুমি রাসুলগণের অন্তর্ভুক্ত।

২৫৩. এই রাসুলগণ, তাদের মধ্যে কাউকেও কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছে যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কাউকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। মারইয়াম-তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করেছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করেছি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের পরবর্তীরা তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পরও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু তাদের মধ্যে মতভেদ ঘটল। ফলে তাদের কতক ঈমান আনল এবং কতক কুফরি করল। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতো না; কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।

تحقيقات الألفاظ

مبتليكم: كم শব্দটি ضمير مجرور متصل ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الابتلاء মাদ্দাহ ب+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তোমাদেরকে পরীক্ষাকারী।

لم يطعم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব سمع মাসদার الطعم মাদ্দাহ ط+ع+م জিনস صحيح অর্থ- সে খায়নি।

جاوز : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المجاوزة মাদ্দাহ ج+و+ز জিনস أجوف واوي অর্থ- সে অতিক্রম করল।

أفرِغ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإفراغ মাদ্দাহ ف+ر+غ জিনস صحيح অর্থ- তুমি ঢেলে দাও।

هزموا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الهزامة মাদ্দাহ ه+ز+م জিনস صحيح অর্থ- তারা পরাজিত হল।

ما اقتتل: ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي منفي معروف বাব افتعال মাসদার الاقتتال মাদ্দাহ ق+ت+ل জিনস صحيح অর্থ- সে মারামারি করেনি।

تركيب الجملة

وَلٰكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ: এখানে وَ হরফে আতফ لٰكِنَّ হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেল, اللهَ হচ্ছে لٰكِنَّ-এর ইসম, يَفْعَلُ ফেল, এতে هو যমির ফায়েল, مَا ইসমে মওসুল, يُرِيْدُ ফেল, এতে هو যমির ফায়েল, ফেল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে সিলাহ, মাওসুল ও সিলাহ মিলে মাফউল। ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে لٰكِنَّ এর খবর। অবশেষে لٰكِنَّ-এর ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু

قَوْلُهُ تَعَالٰى : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ .... الخ

এ আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, নবিগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবিগণ অপেক্ষা মর্যাদার দিক থেকে বড় ছিলেন। কেউ আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলেছেন। কেউবা নবি-রসুলদের সরদার ছিলেন। যেমন: আল্লাহ তাআলা ইসা ইবনে মরিয়ম (আ.) কে প্রকৃষ্ট মুজিজা দান করেছিলেন। জিবরাইল (عليه السلام) দ্বারা তাকে সাহায্য করেছিলেন। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদের কতেক নবিকে কতেক নবির উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ .... وَاللهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

তালুত ও জালুতের ঘটনা এবং বনি ইসরাইলের সিরিয়া বিজয় :

হজরত ইসা (عليه السلام) এর জন্মের প্রায় ১ হাজার একশত বছর আগে বর্তমান সিরিয়া দেশে আমালিকা বংশোদ্ভূত জালুত নামক এক অত্যাচারী বাদশাহ ছিল। এটা ছিল হজরত শামুয়েল বা শামাবিল (عليه السلام) এর যুগ। জালুত বনি ইসরাইলের ওপর হামলা করে তাদের সন্তান সন্ততিসহ সমস্ত ধন সম্পদ কেড়ে নেয়। তাদের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। তাদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কার করে। তারা সে যুগের নবি হজরত শামুয়েল

(عليه السلام) কে বলল, আমরা জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাই। আপনি আমাদের একজন বাদশাহ্ নির্ধারণ করে দেন।

হজরত শামুয়েল (عليه السلام) বনি ইসরাইলকে বলেন, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক তালুতকে তোমাদের বাদশাহ্ নিয়োগ করা হল। তারা তালুতকে বাদশাহ্ মনোনয়নে আপত্তি করে। তারা বলে, তালুত কোন রাজবংশে বা দলপতির ঘরে জন্ম গ্রহণ করেনি। সে ধনী ব্যক্তিও নয়। সুতরাং তারাই তালুতের চেয়ে বাদশাহ্ হওয়ার বেশি হকদার। হজরত শামুয়েল (عليه السلام) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাকে দৈহিক শক্তি ও রাজ্যশাসনের জ্ঞান প্রজ্ঞা শিক্ষা দিয়েছেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে বনি ইসরাইলের হারান ঐতিহ্য "তাবুতে সাকিনা" সে ফেরেশতার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনবে। তারা তালুতকে বাদশাহ্ হিসেবে মেনে নেয়। তালুত বনি ইসরাইলের ৮০ হাজার সৈন্য নিয়ে জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমন করেন। পথিমধ্যে সৈন্যগণ পানি পিপাসায় ভীষণ কাতর হয়ে তালুতের কাছে পানি প্রার্থনা করে। তালুত তাদেরকে বললেন, "আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের ইমানের একটি পরীক্ষা নেবেন। সামনে একটি নদী থাকবে। এ নদী তোমাদের অতিক্রম করতে হবে। সাবধান ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়েও তোমরা এর পানি পান করবে না। যারা এর পানি পান করবে তারা আমার দলভুক্ত থাকবে না। তবে হাতের এক অঞ্জলি ভর্তি পানি পান করতে পারবে। তার বেশি নয়। অনন্তর সামনে সেই নদীর কাছে এসে ৮০ হাজার সৈন্যের মধ্যে কমবেশি ৩১৩ জন ব্যতীত অন্যরা খুব বেশি পান করে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে নি। তালুতের সৈন্যরা বলল, "জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ এখন আমাদের নেই।" কিন্তু পাকা ইমানদার সৈন্যরা বলল, "অনেক সময় অতিক্ষুদ্র দৃঢ় ইমানদার সৈন্যদল অনেক বিশাল সৈন্যদলকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। আমরা তাদের মত আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরত হব।" উক্ত সৈন্য বাহিনীর মধ্যে কম বয়সের হজরত দাউদ (عليه السلام) ও ছিলেন। উল্লেখ্য, সৈন্যদের সাথে চলার সময় পথে ৩টি পাথরের টুকরা ছোট বয়সী হজরত দাউদ (عليه السلام) কে বলে ওঠে " হে দাউদ (عليه السلام) তুমি আমাদেরকে কুড়িয়ে নাও। আমাদের দিয়ে তুমি জালুতকে হত্যা করতে পারবে।" হজরত দাউদ (عليه السلام), সেই ৩টি পাথরের টুকরা ১টি ১টি করে জালুতের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। এতে জালুত মারা যায়। তালুত ও বনি ইসরাইল এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তালুতের পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী হজরত দাউদ (عليه السلام) আমালেকা রাজত্বের বাদশাহ হন। পরবর্তীতে তিনি তালুতের কন্যাকে বিয়ে করেন।

فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ .... عَلَى الْعٰلَمِيْنَ

হজরত দাউদ (عليه السلام) : বনি ইসরাইলের একজন নবি হজরত শামুয়েল (عليه السلام) ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানতে পারলেন, তাদের কোন অঞ্চলে দাউদ নামক ছোট বয়সের একটি বালক আছেন। যার হাতে আল্লাহ্ পাক অত্যাচারী বাদশাহ্ জালুতের মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন। হজরত শামুয়েল (عليه السلام) আল্লাহ্র অনুগ্রহে হজরত দাউদ (عليه السلام) কে উদঘাটন করেন। তিনি দাউদ (عليه السلام) এর পিতার নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে তাকে নিজের কাছে রাখেন। তখন হজরত দাউদ (عليه السلام) খুবই কম বয়সের ছিলেন। তালুত যখন অত্যাচারী বাদশাহ্ জালুতকে আক্রমণ করেন, তখন তার সেনাবাহিনীতে ছোট বয়সের দাউদ (عليه السلام)ও ছিলেন। যুদ্ধে গমন করলে পথিমধ্যে একস্থানে রাস্তার ওপর পড়ে থাকা ৩টি পাথরের টুকরা হজরত দাউদ (عليه السلام) এর সাথে কথা বলে। পাথরের টুকরাগুলো বলল, "হে দাউদ! আমাদের দ্বারা জালুতকে হত্যা করতে পারবেন। আমাদের তুলে নিন।" তিনি পাথরগুলো তাঁর কাছে সযত্নে রাখেন। যুদ্ধ আরম্ভ হলে জালুত ১০৫৮

ঘোষণা দিল, যে আমাকে হত্যা করতে পারবে সে আমার বাদশাহী পাবে। তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম যোদ্ধা ও বিশালদেহী জালুত যখন অহংকার ও গর্বের সাথে বনি ইসরাইল সেনাবাহিনীর প্রতি এগিয়ে আসল, তখন ছোট বয়সের বালক হজরত দাউদ (ﷺ) সেই পাথরের টুকরাগুলো বের করে একটা একটা করে ৩টা টুকরা জালুতের মাথা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেন। ফলে জালুত নিহত হয়। আল্লাহ্ পাক হজরত দাউদ (ﷺ) কে জালুতের বাদশাহী দান করেন। পরবর্তীতে তিনি বনি ইসরাইলের বাদশাহ্ তালুতের কন্যাকে বিয়ে করেন। নবুয়াতের বয়স হলে তিনি নবুয়াত লাভ করেন। আল্লাহ পাক তাঁর ওপর ঐশীগ্রন্থ জাবুর নাজিল করেন।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১। আল্লাহ তাআলার পথে জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য, ধৈর্য, দৃঢ়তা কামনা করে দোআ করে।

২। তালুত বাহিনী কাফের জালুত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় ছিল ইমানের ও ধৈর্যের বিজয়।

৩। যুগে যুগে মুমিনরা বিজয় লাভ করে আল্লাহ তাআলার সাহায্যের দ্বারা, সংখ্যা দিয়ে নয়।

৪। তালুতের বাহিনী প্রমাণ করেছে যে, মর্যাদা ও কতৃত্বপ্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। নিতান্তই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

৫। যারা যুদ্ধে জীবন দিতে প্রস্তুত, তারাই বিজয় টেনে আনে।

৬। নবি-রসুলগণ সকলেই একই স্তরের একই মর্যাদার নয়, বরং একে অপরের উপর মর্যাদাবান।

চৌত্রিশতম পাঠ : ৩৪তম রুকু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ؕ
وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٥٤) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ
حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (٢٥٥) لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٢٥٦)

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ
يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ (٢٥٧)

সরল অনুবাদ:

২৫৪. হে মুমিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা হতে তোমরা ব্যয় কর সে দিন আসার পুর্বে, যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না এবং কাফিররাই যালিম।

২৫৫. আল্লাহ, তিনি ব্যতিত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্ত্বার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতিত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর 'কুরসি' আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। তিনি মহান তিনি শ্রেষ্ঠ।

২৫৬. দীন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহে ইমান আনবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

২৫৭. যারা ইমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বাহির করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা কুফরি করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

تحقيقات الألفاظ

يحيطون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإحاطة মাদ্দাহ ح+و+ط জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা পরিবেষ্টন করবে।

لا يئود : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الأود মাদ্দাহ أ+و+د জিনস مركب অর্থ- ক্লান্ত করে না।

الطاغوت : শব্দটি طغيان থেকে উদ্ভুত। শব্দটি একবচন, বহুবচনে الطواغيت অর্থ অবাধ্য। এখানে মূর্তি।

استمسك : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستمساك মাদ্দাহ م+س+ك জিনস صحيح অর্থ- সে দৃঢ়ভাবে ধরেছে।

وثقى : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم تفضيل বাব ضرب মাসদার الثقة মাদ্দাহ وثق জিনস مثال واوي অর্থ অতি শক্ত।

تركيب الجملة

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ: এখানে لَا تَأْخُذُ ফেল, هُ মাফঊল, سِنَةٌ মাতুফ আলাইহি, وَ হরফে আতফ, لَا অতিরিক্ত, نَوْمٌ মাতুফ। এখন মাতুফ আলাইহি ও মাতুফ মিলে ফায়েল হয়েছে। অতঃপর فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ .... وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

ইমাম কুরতুবি র. বলেন, মদিনায় বনু সালিম ইবনু আউফ গোত্রের হজরত হুসাইন নামক এক আনসারি সাহাবির দু'পুত্র নবিজির নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এরপর তারা মদিনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। মহানবি (ﷺ) এর মদিনায় হিজরতের পর তারা দু'জন একদল ব্যবসায়ীর সাথে যায়তুনের তেল নিয়ে মদিনায় আগমন করে। হুসাইন (رضي الله عنه) তখন দু'পুত্রকে নিজের কাছে নিয়ে নেন এবং তাদেরকে বলেন, ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাদের ছাড়ব না। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়।

বর্ণিত আছে, ইসলাম পূর্ব যুগে মদিনার মুশরিক পরিবারের স্ত্রীদের সন্তান-সন্ততি না হলে তারা নযর মানত করত যে, তাদের কোন সন্তান হলে তারা তাকে ইহুদিদের হাতে সমর্পণ করবে। এভাবে অনেক মুশরিক পরিবারে সন্তান ইহুদিদের হাতে চলে যায়। মদিনায় ইসলামের আবির্ভাবের পর ইহুদি গোত্র বনি নাযিরকে মদিনা থেকে নির্বাসনের ঘোষণা হয়। তখন ঐ সকল মুশরিক, যারা এখন মুসলিম হয়েছে, ইহুদিদের নিকট থেকে তাদের সন্তানদের ফেরৎ এনে তাদের মুসলমান বানানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আয়াত সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهُ تَعَالٰى : اَللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ .... الخ

আয়াতুল কুরসির ফজিলত:

আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তার পরিচয় ও গুণাবলির বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই আয়াতুল কুরসির ফজিলত হাদিস শরিফে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। একদা উবাই বিন কাব (রা) কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) প্রশ্ন করলেন, "সমগ্র কুরআন মাজিদ কোন আয়াতটি মহান?" হজরত কাব (রা) আরয করলেন "আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রসুল (ﷺ) অধিক জানেন। রসুলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় প্রশ্নটি করলেন। এভাবে বার বার প্রশ্ন করার ফলে হজরত কা'ব আরয করলেন যে, তা হলো আয়াতুল কুরসি" রসুল (ﷺ) এর সমর্থনে বললেন হে আবুল মানজার তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, প্রিয়নবি (ﷺ) হিজরতকারীদের মজলিসে আসলেন তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (ﷺ) পবিত্র কুরআনে কোন আয়াতটি সর্বাধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী? নবি করিম (ﷺ) তখন আয়াতুল কুরসি পাঠ করে শোনালেন।

হাদিস শরিফে আয়াতুল কুরসিকে কুরআনের উত্তম আয়াত বলা হয়েছে। এ ছাড়াও আয়াতুল কুরসির বহু ফজিলত হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে। নাসায়ি শরিফের এক বর্ণনায় এসেছে, হুজুর (ﷺ) বলেন, যে লোক প্রত্যেক ফজরের নামাজের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করবে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফল ভোগ করতে থাকে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. আল্লাহ তাআলা সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে মুমিনদেরকে যাকাত, দান-খয়রাত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
২. আল্লাহ ব্যতিত কোন মা'বুদ নাই তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।
৩. তাঁর অনুমতি ব্যতিত কেউ কোন সুপারিশ করতে পারবে না।
৪. তাঁর জ্ঞানের সামান্যতম কেউ আয়ত্ব করতে পারবে না তিনি সমস্ত জ্ঞানই আয়ত্ব করে রেখেছেন।
৫. তিনি মানুষের অতীত বর্তমান ভবিষ্যত সব পূর্ণ ওয়াকিফ হাল।
৬. তার আসন নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল ব্যাপী।
৭. ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নাই।
৮. যে শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ তাআলার উপর ইমান আনল সে মজবুত রশিকে ধারণ করল।
৯. আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অভিভাবক।
১০. শয়তান কাফেরদের অভিভাবক

পঁয়ত্রিশতম পাঠ : ৩৫ তম রুকু

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۙ
قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ ؕ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ
فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (٢٥٨) اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى
عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ
اِلٰى حِمَارِكَ ۟ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (٢٥٩) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ كَیْفَ تُحْیِ الْمَوْتٰی ؕ
قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ ؕ قَالَ بَلٰی وَلٰكِنْ لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِیْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَیْكَ ثُمَّ
اجْعَلْ عَلٰی كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَاْتِیْنَكَ سَعْیًا ؕ وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْمٌ (٢٦٠)

সরল অনুবাদ:

২৫৮. তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহিমের সাথে তাঁর প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহিম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালক যিনি জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান', সে বলল, 'আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই'। ইবরাহিম বলল, 'আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদয় করেন, তুমি এটাকে পশ্চিম দিক থেকে উদয় করাও তো।' অতঃপর যে কুফরি করেছিল সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৫৯. অথবা তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখনি, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল, 'মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ একে জীবিত করবেন?' তৎপর আল্লাহ তাকে একশত বৎসর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করলে?' সে বলল, 'একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি।' তিনি বললেন, 'না, বরং তুমি একশত বৎসর অবস্থান করেছিলে। তোমার খাদ্য ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য কর, এটা অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গর্দভটির প্রতি লক্ষ্য কর, কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শন স্বরূপ করব। আর অস্থিগুলির প্রতি লক্ষ্য কর; কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। যখন এটা তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

২৬০. যখন ইবরাহিম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও', তিনি বললেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না?' সে বলল, 'কেন করব না, তবে এটা কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য!' তিনি বললেন, 'তবে চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার বশিভূত করে নাও। তৎপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। অতঃপর তাদেরকে ডাক দাও, এরা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসবে। জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

تحقيقات الألفاظ

حَاجَّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف, বাব مفاعلة, মাসদার المحاجة মাদ্দাহ ح+ج+ج জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– সে তর্ক করেছিল।

خاوية : ছিগাহ واحد مؤنث বাহাছ اسم فاعل, বাব ضرب, মাসদার الخواية মাদ্দাহ خ+و+ي জিনস لفيف مقرون অর্থ– উজাড় গৃহ।

نكسو : ছিগাহ جمع متكلم ، বাহাছ مضارع مثبت معروف ، বাব نصر ، মাসদার الكسوة
মাদ্দাহ ك+س+و জিনস ناقص واوي অর্থ– আমরা পরিধান করাই।

أرني : ني শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر ، বাহাছ أمر حاضر معروف
، বাব إفعال ، মাসদার الإراية মাদ্দাহ ر+ء+ي জিনস مركب অর্থ– তুমি আমাকে দেখাও।

صر : ছিগাহ واحد مذكر حاضر ، বাহাছ أمر حاضر معروف ، বাব نصر ، মাসদার الصور
মাদ্দাহ ص+و+ر জিনস أجوف واوي অর্থ– তুমি ঘুরাও।

يطمئنّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب ، বাহাছ مضارع مثبت معروف ، বাব افعلال ، মাসদার
الاطمئنان মাদ্দাহ ط+م+ء+ن জিনস مهموز لام অর্থ– সে শান্ত হয়।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ: এখানে وَ হরফে আতফ, اللّٰهُ মুবতাদা لَا يَهْدِيْ ফেল এবং ফায়েল, الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ মাওসুফ ও সিফাত মিলে মাফউল। ফেল, ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়া হয়ে খবর। অবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হলো।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْ حَاۤجَّ اِبْرٰهٖمَ فِيْ رَبِّهٖ .... وَاللّٰهُ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) বাদশাহ নমরুদের রাজত্বকালে বর্তমান ইরাক দেশের ব্যবল শহরের নিকটবর্তী এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আযর। সে ছিল দেব দেবীর মন্দিরের ঠাকুর ও প্রতিমা নির্মাতা। সে দেশে তখন প্রতিমা পূজার খুব বেশি প্রচলন ছিল। হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) বয়োপ্রাপ্ত হলে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বাদশাহ নমরুদ তাঁকে ডেকে বলে, 'ইবরাহিম, তোমার প্রভু কে?' তিনি উত্তরে বলেন, "বিশ্বজগতের মালিক আমার প্রভু। "বাদশাহ নমরুদ পুনরায় বলে, "তার অস্তিত্বের প্রমাণ কী?" ইবরাহিম (عليه السلام) বললেন, " তিনি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন।" নমরুদ বলল, "সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই। আমিও তো জীবন ও মৃত্যু দিতে পারি। আমার নির্দেশে মানুষ নিহত হয় এবং আমার নির্দেশে মানুষ জীবিত থাকতে পারে। " তখন ইবরাহিম (عليه السلام) বললেন, " আমার প্রভু আল্লাহ পূর্ব দিকে সূর্য উদিত করেন। তুমি সূর্যকে পশ্চিম দিক হতে উদিত কর।" নমরুদ তখন হতভম্ব হয়ে যায়। আর কোন কথা বলতে পারেনি। উল্লেখ্য, হজরত নুহ (عليه السلام) এর নবুয়ত কালেই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। মানুষ সমাজের দলপতি, সর্দার, বড় যোদ্ধা প্রমুখ নামী মানুষের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশে তাদের মূর্তি বানিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত। এই শিরক বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ যুগে যুগে নবি

ও রসুল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ হজরত ইবরাহিম (ﷺ) কেও মূর্তি পূজা বন্ধ করে তাঁর মনোনীত দীন প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে নবি রূপে পাঠিয়েছেন। সারা পৃথিবীর মুসলিম ও মুমিনগণ মিল্লাতে ইবরাহিম বলে খ্যাত আছে ও থাকবে।

اَوْ كَالَّذِيْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ .... اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হজরত উযাইর (ﷺ) এর পুনর্জীবন লাভ:

বর্ণিত আছে, হজরত উযাইর (ﷺ) একদিন এমন একটি জনপদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে স্থানের ঘরবাড়িগুলো উল্টে ছাদের ওপর পড়ে ছিল। তিনি এ অবস্থা দেখে বলে ওঠেন, " এ জনপদের ধ্বংসপ্রাপ্ত মানুষগুলোকে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কিভাবে পুনরায় জীবিত করবেন"। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মৃত্যু দিয়ে পূর্ণ একশত বছর মৃত অবস্থায় রেখে পুনরায় জীবিত করেন। আল্লাহ পাক তাঁকে ঐ মানুষদের কেয়ামতের দিন কিভাবে পুনর্জীবিত করবেন তা বাস্তবে দেখালেন। আল্লাহ তাঁকে পুনরায় জীবিত করার পর জিজ্ঞাসা করলেন " তুমি কতকাল এ মৃত অবস্থায় ছিলে?" উযাইর (ﷺ) জবাব দিলেন, "একদিন অথবা তার চেয়ে কম সময় মৃত অবস্থায় ছিলাম। " আল্লাহ তাআলা বললেন, "না, পূর্ণ একশত বছর তুমি মৃত অবস্থায় ছিলে। তুমি তোমার খাবারের দিকে লক্ষ্য কর। এর কোন কিছুই পচে গলে যায়নি। অপরদিকে তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য কর, সেটা পচে গলে গেছে। আমি এখনই এটা জীবিত করে দেখাব। এখন তোমার গাধাটির হাড়গুলোর প্রতি লক্ষ্য কর। আমি এ হাড়গুলো কিভাবে একত্রে সংযোজিত করি, এরপর এগুলোর গায়ে গোশত লাগিয়ে দেই এবং গাধাটিকে পুনরায় জীবিত করি, তা দেখ। তোমাকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করে বিশ্ববাসীর কাছে এটা আমার কুদরতের একটি নজির হিসেবে নির্ধারণ করেছি।" হজরত উযাইর (ﷺ) এ ঘটনা দেখে বলে ওঠেন, " আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।" এ দিকে একশত বছরে দেশের মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস পুনরায় বনি ইসরাইলের দখলে এসেছিল আল্লাহ তাআলা উযাইর (ﷺ) কে যখন মৃত্যু দিয়ে ছিলেন, তখন ছিল সকাল আর একশত বছর পর যখন জীবিত করেছিলেন তখন ছিল বিকাল। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, একদিন অথবা একদিনের কিছু কম সময় তিনি মৃত অবস্থায় ছিলেন। এরপর হজরত উযাইর (ﷺ) বাইতুল মুকাদ্দাসে গমন করেন, কিন্তু কেউ তাঁকে চিনতে পারল না। তাঁর সময়ের প্রায় সবাই মারা গিয়েছিল। তিনি নিজেকে উযাইর বলে পরিচয় দিলে তাঁর ছোট বেলার সমবয়সী লোকজন এখন যারা অতি বৃদ্ধ, তারা বলল, বখতে নসর তাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, আর সে ফিরে আসেনি। তারা বলল, "আপনি নিজেকে উযাইর বলে দাবি করছেন, হজরত উযাইরের তো তাওরাত মুখস্থ আছে। উল্লেখ্য, বখতে নসর তাওরাত গ্রন্থ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। হজরত উযাইর (ﷺ) এর পুনর্জীবনে হারিয়ে যাওয়া তাওরাতের ও পুনর্জীবন হল।

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى .... اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

পুনর্জীবনের নমুনা দেখার জন্য হজরত ইবরাহিম (ﷺ) এর আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন:

একদিন হজরত ইবরাহিম (ﷺ) আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করেন, " হে আল্লাহ তাআলা, কেয়ামত দিবসে আপনি মানুষকে পুনর্জীবিত করবেন বলে এতে ঈমান আনার জন্য নির্দেশ করেছেন। আপনি কিভাবে মানুষের মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করবেন তা আমাকে দেখান। " মহান আল্লাহ বললেন, তুমি কি বিশ্বাস

কর না?' তিনি উত্তরে বলেন, "নিশ্চয়ই বিশ্বাস করি, তবে আমার মনের প্রশান্তির জন্য এ আবেদন করছি।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "তা হলে চারটি পাখি সংগ্রহ কর। এগুলোকে নিজের কাছে রেখে সুন্দর করে পোষ মানাও। অতঃপর এগুলোকে জবাই করে মাংস ছোট ছোট টুকরা কর। এরপর সে মাংস কিমার মত বানিয়ে, চার ভাগে ভাগ করে চারটি পাহাড়ের ওপর রেখে আস। এরপর চার পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক এক করে পাখিগুলোকে ডাক। তখন তারা পুনর্জীবিত হয়ে তোমার কাছে চলে আসবে।"

হজরত ইবরাহিম (ﷺ) তখন একটি ময়ূর, একটি কবুতর, একটি মোরগ এবং একটি কাক সংগ্রহ করে সেগুলোকে সুন্দর করে পোষ মানালেন। পরে এগুলোকে জবাই করে কিমার মত ছোট ছোট টুকরা করেন। এরপর চারটি পাহাড়ের ওপর গোশতের চার অংশ রেখে আসেন। হজরত ইবরাহিম (ﷺ) চার পাহাড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি একটি করে পাখির নাম ধরে ডাক দেন। তাঁর ডাক দেওয়ার পর ঐ পাহাড়ে রাখা পাখির গোশত তাঁর চোখের সামনে আস্তে আস্তে জোড়া লেগে তাঁর ডাক দেওয়া পাখি রূপে পুনর্জীবিত হয়ে তাঁর কাছে চলে আসে। এভাবে এক এক করে চারটি পাখিই পুনর্জীবিত হয়ে তাঁর কাছে আসে।

এরূপে হজরত ইবরাহিম (ﷺ) বাস্তবে দেখলেন, কেমনভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে কেয়ামত দিবসে পুনর্জীবিত হয়ে তার কাছে আসে।

সংশ্লিষ্ট টীকা:

নমরুদ : সে ছিল জারজ সন্তান। কেউ কেউ তার পিতার নাম কিনয়ান বলে উল্লেখ করেন। সে হজরত ইবরাহিম (ﷺ) এর সাথে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। সে কাফের ছিল এবং সারা দুনিয়াতে তার রাজত্ব ছিল।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. ইব্রাহিম (ﷺ) ও কাফের নমরুদের মধ্যে বিতর্ক মহান আল্লাহ তাআলার মহান কুদরত নিয়ে।

২. হজরত উযাইর (ﷺ) কে আল্লাহ তাআলা মৃত করে পুনরায় একশত বৎসর জীবন দান করে অন্য দিকে তার খাদ্য পানীয় অপরিবর্তনীয় রেখে মহান কুদরতের নমুনা দেখালেন।

৩. ইব্রাহিম (ﷺ) কে তার আত্মিক প্রশান্তির জন্য মৃতকে জীবিত করে দেখালেন।

৪. ইব্রাহিম (ﷺ) নমরুদকে বিতর্কে ও যুক্তিতে হারিয়ে দিলেন।

৫. হজরত উযাইর (ﷺ) আল্লাহ তাআলার মহান শক্তির নমুনা বাস্তবে দেখলেন।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) যে মহিলার স্বামী মারা গেছে তার ইদ্দত কতদিন ?

(ক) ৩ মাস (খ) ৩ হায়েজ
(গ) ৩ মাস ১৩ দিন (ঘ) ৪ মাস ১০ দিন

(২) বনি ইসরাইলের বাদশাহর নাম কী?

(ক) সুলায়মান (খ) দাউদ
(গ) তালুত (ঘ) জালুত

(৩) وابعث لنا ملكا আয়াতাংশে বনি ইসরাইলের কোন দাবির কথা বলা হয়েছে ?

(ক) নবি (খ) নেতা
(গ) রসুল (ঘ) বাদশাহ

(৪) كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللهِ এর মর্মার্থ কী?

(ক) আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় অনেক ছোট দল বড় দলের উপর বিজয়ী হয়।
(খ) আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় কিছু কিছু ছোট দল বড় দলের উপর বিজয়ী হয়।
(গ) আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় প্রায় ছোট দল বড় দলের উপর বিজয়ী হয়।
(ঘ) আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সর্বদা ছোট দল বড় দলের উপর বিজয়ী হয়।

(৫) طلقتم এর মাদ্দাহ কী?

(ক) طلق (খ) لقت
(গ) قتم (ঘ) لقم

(৬) وقوموا لله قانتين এখানে قانتين তারকিবে কী হয়েছে?

(ক) حال (খ) مفعول
(গ) مستثنى (ঘ) تمييز

(৭) خطبة النساء দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

(ক) মহিলাদের বক্তব্য (খ) মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব
(গ) মহিলাদের রান্না (ঘ) মহিলাদের সৌন্দর্য

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ আয়াতে " متاع " শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(খ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ .... لَا يَشْكُرُونَ আয়াতটির শানে নুজুল বর্ণনা কর।

(গ) আয়াতুল কুরসির ফজিলত বর্ণনা কর।

(ঘ) হযরত উযাইর (আ.) এর পুনর্জীবন লাভের ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(ঙ) لا تأخذه سنة ولانوم : কর تركيب

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

لاتنسوا - رجال - لم يؤت - واسع - جاوز - يحيطون - الطاغوت - استمسك.

ছত্রিশতম পাঠ : ৩৬তম রুকু

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ
حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٦١) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ (٢٦٣)
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (٢٦٤) وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ
ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ
فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٦٥) اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ
نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۙ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ

ضُعَفَآءُ ۚ فَاَصَابَهَآ اِعۡصَارٌ فِيۡهِ نَارٌ فَاحۡتَرَقَتۡ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الۡاٰيٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُوۡنَ

(٢٦٦)

সরল অনুবাদঃ

২৬১. যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যদানা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৬২. যারা আল্লাহর পথে ধনৈশ্বর্য ব্যয় করে তৎপর যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

২৬৩. যে দানের পর ক্লেশ দেওয়া হয়, তা অপেক্ষা ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।

২৬৪. হে মুমিনগণ! দানের কথা বলে বেড়ায় এবং ক্লেশ দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নিষ্ফল করো না, যে নিজের ধন লোক দেখানো জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, তৎপর এটার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত এটাকে পরিষ্কার করে রেখে দাও। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা তাদের কাছে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

২৬৫. আর যারা আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভার্থে ও নিজেরদের আত্মা বলিষ্ঠ করণার্থে ধনৈশ্বর্য ব্যায় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত কোন একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে লঘু বৃষ্টি যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

২৬৬. তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থেকে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকারের ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতঃপর তার উপর এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও এটা জ্বলে যায়? এভাবে আল্লাহ তাঁর নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।

تحقيقات الألفاظ

يضاعف : ছিগাহ واحد مذكر غائب, বাহাছ مضارع مثبت معروف, বাব مفاعلة, মাসদার المضاعفة মাদ্দাহ ض+ع+ف জিনস صحيح অর্থ– তিনি বৃদ্ধি করেন।

طل : শব্দটি একবচন, বহুবচনে طلال অর্থ অল্প বৃষ্টি।

ربوة : অর্থ নরম জমি, শব্দটি একবচন, বহুবচনে ربوات

احترقت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاحتراق মাদ্দাহ ح+ر+ق জিনস صحيح অর্থ– পুড়ে যায়।

تركيب الجملة

اللّٰهُ لَا يَهْدِيْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ: اللّٰهُ শব্দটি مبتدأ এবং لَا يَهْدِيْ হলো فعل +فاعل আর الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ মাওসুফ ও সিফাত মিলে مفعول হয়েছে। এবার فعل তার فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হয়ে خبر হয়েছে। পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.................................. وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

৯ম হিজরিতে রোমানগণ মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। শক্তিশালী রোমান বাহিনীকে প্রতিহত করতে মুসলমানগণ তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং রসুল (ﷺ) সাহাবিগণের নিকট ব্যাপক সাহায্য কামনা করেন। রসুলের ডাকে অধিকাংশ সাহাবি সাধ্যমত সাড়া দেন।

বর্ণিত আছে, হজরত উসমান (رضي الله عنه) গদি সজ্জিত ১০০০ উট ও ১০০০ দিনার এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (رضي الله عنه) ৪০,০০০ দিরহাম দান করেন। আবু বকর (رضي الله عنه) তাঁর নিজের সবটুকু সম্পদ ও উমার (رضي الله عنه) তাঁর নিজের অর্ধেক সম্পদ দান করেন। সকল সাহাবিই তাঁদের সামর্থ অনুযায়ী সম্পদ দান করেন। এ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (বায়যাবি, কুরতুবি ও রুহুল মাআনি)

বর্ণিত আছে, হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) হজরত উমার (رضي الله عنه) হজরত উসমান (رضي الله عنه) এ রকম অন্যান্য সাহাবি (رضي الله عنهم) আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক গরিবদের বা অন্যস্থানে দান খয়রাত করতেন। তাঁরা এ দান করতেন অতি সংগোপনে। আর গরিবদের দান করলে তাঁরা কোন দিন তাঁদের এ দানের ব্যাপারে খোঁটা দিয়ে তাদের কষ্ট দেননি।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ... الخ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করার ফজিলত বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার

কাছে দান খয়রাত গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করেছেন। অন্য দিকে দান-খয়রাত বরবাদ ও নিষ্ফল হওয়ার কতিপয় কারণ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত : আয়াতে বলা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করে অর্থাৎ হজ্জ কিংবা ফকির, মিসকিন, বিধবা, এতিমদের জন্যে কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয়-স্বজনদের জন্য অর্থ ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হলো, যাতে আছে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশতটি দানা জন্মালো। অতএব এর ফল দাঁড়ালো যে, একটি দানা থেকে ৭শত টি দানা অর্জিত হলো। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা পথে দান করলে তার সোয়াব এক থেকে শুরু করে ৭শত পর্যন্ত সোয়াব অর্জিত হতে পারে। দান-খয়রাতে সোয়াব বিনষ্ট হওয়ার কারণ হলো- গ্রহিতার নিকট অনুগ্রহ প্রকাশ করা, গ্রহিতাকে কষ্ট দেয়া অথবা লোক দেখানোর জন্য দান করা। এসব কারণে দাতা সোয়াব থেকে বঞ্চিত হবে

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ তাআলার পথে দানের প্রতিদান অনেক বেশি। তা সাতশত গুণ বা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী হতে পারে।

২. দান গ্রহিতার প্রতি কোন প্রকার অনুগ্রহ প্রকাশ করা বা খোঁটা দেয়া যাবে না, তাহলে দান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

৩. আয়াতে আল্লাহ তাআলা দান গ্রহিতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে বা কষ্ট দিয়ে দানের প্রতিদান বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

৪. যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য দান খয়রাত করে, আল্লাহ তাআলার প্রতি ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে না, গ্রহিতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দেয় তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে পাথরের উপর সামান্য মাটি তার উপর বীজবপন করল এর পর মুষলধারে বৃষ্টি এসে পাথরটি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। এমতাবস্থায় বীজ থেকে ফসলের যেমন আশা করা যায় না ঠিক তেমনি লোক দেখানো দানের কোন সোয়াব আশা করা যায় না।

৫. এখানে আল্লাহ তাআলা আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দান করার অশুভ পরিণতির কথা বলেছেন।

৬. আরও একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, দান খয়রাতে যদি গ্রহিতার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়, কষ্ট দেয়া হয়, তাহলে কিভাবে তার পরিণতি বিনষ্ট হয় ও সোয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

সাঁইত্রিশতম পাঠ : ৩৭তম রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۠ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ (٢٦٧)
اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ

عَلِيْمٌ (٢٦٨) يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا ؕ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ
اُولُوا الْاَلْبَابِ (٢٦٩) وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ (٢٧٠) اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ؕ وَيُكَفِّرُ
عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (٢٧١) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ
يَّشَآءُ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ
خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (٢٧٢) لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ
ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ۫ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ
النَّاسَ اِلْحَافًا ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (٢٧٣)

সরল অনুবাদঃ

২৬৭. হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দেই তার মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর; এবং এটা নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না; অথচ তোমরা এটা গ্রহণ করার নও, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক এবং জেনে রেখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

২৬৮. শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

২৬৯. তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়; এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে।

২৭০. যা কিছু তোমরা ব্যয় কর অথবা যা কিছু তোমরা মানত কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।

২৭১. তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান কর তবে এটা ভালো; আর যদি তা গোপনে কর এবং অভাবগ্রস্থকে দাও তাহলে তোমাদের জন্য আরো ভালো; এবং তিনি তোমাদের কিছু কিছু পাপ মোচন করবেন; তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবহিত।

২৭২. তাদের সৎপথ গ্রহণের দায়িত্ব তোমার নয়; বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমরা তো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভার্থে ব্যয় করে থাক। যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় করে থাক, তার পুরস্কার তোমাদেরকে পুরাপুরিভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।

২৭৩. এটা প্রাপ্য অভাবগ্রস্থ লোকদের; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরে ফিরে করতে পারে না; যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞত লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদের লক্ষ্য দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোর হয়ে চায় না। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী।

تحقيقات الألفاظ

لا تيمموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر . نهي حاضر معروف বাহাছ . تفعل বাব . التيمم মাসদার
মাদ্দাহ م+م+ي জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– তোমরা মনস্থ করো না।

خبيث : শব্দটি একবচন, বহুবচনে خبث অর্থ অপবিত্র।

أن تغمضوا : أن শব্দটি حرف ناصب ছিগাহ جمع مذكر حاضر . مضارع مثبت معروف বাহাছ . বাব
إفعال . মাসদার الإغماض মাদ্দাহ غ+م+ض জিনস صحيح অর্থ- তোমরা চক্ষু বন্ধ করবে।

يوفى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব تفعيل মাসদার التوفية
মাদ্দাহ و+ف+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- পুরোপুরি দেওয়া হবে।

أحصروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإحصار
মাদ্দাহ ح+ص+ر জিনস صحيح অর্থ– তারা আবদ্ধ হয়ে গেল।

التعفف : শব্দটি باب تفعل থেকে মাসদার। অর্থ পবিত্র থাকা।

تركيب الجملة

وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ : এখানে وَ হরফে আতফ, مَا নাফিয়াহ, يَذَّكَّرُ ফেল, এতে هو যমির মুস্তাছনা মিনহু, إِلَّا হরফে ইসতিছনা, أُولُو الْأَلْبَابِ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে মুস্তাছনা, মুস্তাছনা মিনহু ও মুস্তাছনা মিলে ফায়েল। এবার فعل+فاعل মিলে جملة فعلية হলো।

শানে নুজুল

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .... غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

মসজিদে নববিতে আসহাবে সুফফাগণ থাকতেন। মসজিদের আশেপাশে ছিলেন বেশ কিছু দরিদ্র মুহাজির। এদের ক্ষুধা দূর করার জন্য ধনাঢ্য আনসাররা রশি দ্বারা মসজিদে নববির খুঁটির সাথে খেজুরের কাঁদি ঝুলিয়ে রাখতেন। এক ব্যক্তি নিম্ন মানের খারাপ খেজুর মসজিদে নববিতে খুঁটির সাথে ঝুলিয়ে রাখে। এতে মহানবি

(ﷺ) অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ ঘটনাটি হজরত বারা ইবনে আযিব (رضي الله عنه) বর্ণনা করেছেন।

মূল বক্তব্য /বিষয়বস্তু

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ .... غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

অত্র আয়াতে ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে উত্তম বস্তু ব্যয় করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে ইরশাদ হচ্ছে, "হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য আমি যে- সব কৃষিজাত দ্রব্য প্রদান করেছি, তা থেকে উত্তম বস্তু নিয়ে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় কর। অনন্তর বাতিল, নষ্ট ও অকেজো বস্তু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করার মানসিকতা পরিত্যাগ কর। অথচ এমন বস্তু যদি কেউ তোমাদের পাওনার বিনিময়ে বা উপহার হিসেবে দিতে চায়, তাহলে তোমরা কেউ নেবে না। তবে তোমরা যদি চক্ষু বুজে বা প্রতারিত হয়ে নিয়ে নাও তাহলে ভিন্ন কথা। সুতরাং বাতিল দ্রব্য আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করার ইচ্ছা করবে না। অনন্তর জেনে রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলা কারও মুখাপেক্ষী নন। তিনি স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে পরিপূর্ণ প্রশংসার যোগ্য।" অতএব, তাঁর দরবারে উত্তম, ভালো ও মানসম্মত দ্রব্যই পেশ করা উচিত।

উশর ও খারাজ : মুসলমানদের যমিনে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ অথবা বিশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দান করাকে উশর বলে। উশর যাকাতের মতো একটি ফরজ হুকুম। আর ইসলামী রাষ্ট্রের অমুস-লিম নাগরিকদের উৎপাদনশীল যমিন থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে কর নেওয়াকে খারাজ বলে। খারাজ দেয়াও আবশ্যক। পরবর্তীতে এই অমুসলিম মুসলিম হলেও সেই জমি খারাজি জমি হিসেবেই অভিহিত হয়।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

আল্লাহ তাআলার পথে দান গ্রহনীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার শর্ত কয়টি ওকী কী?

আল্লাহ তাআলার পথে কৃত দান গ্রহনীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে যেমন–

১. পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করা। যেমন হাদিসে এসেছে আল্লাহ তাআলা পবিত্র, পবিত্র ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

২. যে ব্যক্তি ব্যয় করবে তার উদ্দেশ্য সৎ হতে হবে। যশ ও খ্যাতি অর্জনের জন্য নয়।

৩. যাকে দান খয়রাত দিবে সে যোগ্য হতে হবে। যে দান খয়রাত নেয়ার যোগ্য নয় তাকে দান করলে দান ব্যর্থ হবে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. এখানে আল্লাহ তাআলা উত্তম সম্পদ, হালাল উপার্জন থেকে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. নিকৃষ্ট বস্তু অবৈধ উপার্জন থেকে দান করতে নিষেধ করেছেন।

৩. শয়তান মানুষকে দান খয়রাত থেকে বিরত রাখার জন্য অভাব, অনটনের ভয় দেখায়, এবং মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।

৪. আল্লাহ তাআলা দানের মাধ্যমে ক্ষমা করার, আখেরাতে মুক্তির, দুনিয়াতে অধিকতর দানের প্রতিশ্রুতি দেন।

৫. আল্লাহ যাকে হিকমত বা সঠিক জ্ঞান, দান করেছেন তাকে মূলতঃ ইহ-পরকালের বহু কল্যাণ দান করেছেন।

৬. আমরা যা কিছু দান করি প্রকাশ্যে বা গোপনে কম বা বেশি, বা মান্নত সবই আল্লাহ পাক জানেন।

৭. আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন! হে রসুল (ﷺ) কাফেরদেরকে হিদায়াত করতেই হবে এমন দায়িত্ব আপনার নয়, হিদায়াতের মূল চাবি-কাঠি আমার হাতে। আপনার দায়িত্ব শুধু সত্যের বাণী পৌঁছে দেয়া।

৮. আয়াতে কাকে দান করা হবে তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। যারা ইলম হাসিলের ব্যস্ততার কারণে অর্থ উপার্জন করতে পারে না অথবা নিজের প্রয়োজনের কথা কারো কাছে প্রকাশ করে না এমন লোকদের দান করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আটত্রিশতম পাঠ : ৩৮তম রুকু

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٧٤) اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ
فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ
هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٧٥) يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ (٢٧٦)
اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٧٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٢٧٨) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ
اَمْوَالِكُمْ ۚ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (٢٧٩) وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ۗ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٢٨٠) وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (٢٨١)

সরল অনুবাদ:

২৭৪. যারা তাদের ধনসম্পদ রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাদের পুরস্কার তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

২৭৫. যারা সুদ খায়, তারা সেই ব্যক্তিদের ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতো।' অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত রয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না।

২৭৭. যারা ইমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

২৭৮. হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও।

২৭৯. যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।

২৮০. যদি খাতক অভাবগ্রস্থ হয় তবে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা ছেড়ে দাও তবে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।

২৮১. তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যানীত হবে। অতঃপর প্রত্যেককে তার কর্মের ফল পুরাপুরি প্রদান করা হবে, আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না।

تحقيقات الألفاظ

علانية : শব্দটি اسم جامد একবচন, বহুবচনে علانيات অর্থ– প্রকাশ্য।

انتهى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الانتهاء
মাদ্দাহ ن+ه+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– সে বিরত হলো।

يربي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإرباء
মাদ্দাহ ر+ب+و জিনস ناقص واوي অর্থ– বৃদ্ধি পাবে।

تصدقوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفعل মাসদার التصدق
মাদ্দাহ ص+د+ق জিনস صحيح অর্থ– তোমরা সদকা করো।

التوفية : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব تفعيل মাসদার التوفية توفي
মাদ্দাহ و+ف+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– পুরোপুরি দেওয়া হবে।

تركيب الجملة

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ إِلَى اللهِ : وَ শব্দটি حرف عطف আর اِتَّقُوْا ফেল ও ফায়েল. يَوْمًا শব্দটি ذو الحال আর تُرْجَعُوْنَ ফেল ও নায়েবে ফায়েল فِيْهِ হরফে জার ও মাজরুর মিলে متعلق أول হয়েছে আর إِلَى اللهِ হরফে জার ও মাজরুর মিলে متعلق ثاني হয়েছে। এবার ফেল, নায়েবে ফায়েল এবং দুই متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে حال হয়েছে। তারপর ذوالحال ও حال মিলে مفعول فيه অবশেষে ফেল, ফায়েল ও মাফউলে ফিহি মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا .... وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

সাহাবায়ে কেরাম সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুক্তহস্তে দান করতেন। একবার আবু বকর (রাঃ) দিনের বেলায় ১০,০০০ দিরহাম, রাতের বেলায় ১০,০০০ দিরহাম এবং গোপনে ১০,০০০ দিরহাম ও প্রকাশ্যে ১০,০০০ দিরহাম সর্বমোট ৪০ হাজার দিরহাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেন। আরেকবার হজরত আলি (রাঃ) -এর নিকট মাত্র ৪টি দিরহাম ছিল। তিনি তা হতে দিনে একটি রাতে একটি, প্রকাশ্যে একটি ও গোপনে একটি করে সব ক'টি দিরহাম আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করেন। হজরত আবু বকর (রাঃ) বা হজরত আলি (রাঃ) এর এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়। রুহুল মাআনির গ্রন্থকার এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

ইসলাম আগমনের পূর্ব থেকেই আরব দেশে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলাম গ্রহণের পর বনু আমর গোত্র জাহেলি যুগে দেওয়া বনু মুগিরার নিকট প্রাপ্য সুদের দাবী করে। বনু মুগিরা জাহেলি যুগের সুদ অস্বীকার করে। এতে উভয় গোত্রের মাঝে ঝগড়ার সৃষ্টি হলে ফয়সালার জন্য তারা মক্কার গভর্নরের নিকট আসে। গভর্নর এ সমস্যার সমাধান চেয়ে মহানবি (সাঃ) - এর নিকট লেখেন। তখন এ আয়াতটি নাজিল হয়।

কেউ কেউ বলেন, জাহেলি যুগে কুরাইশদের কোন কোন ব্যক্তির নিকট বনি সাকিফের সুদ পাওনা ছিল। তাদের উল্লিখিত সুদের ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আল্লামা ইবনে কাসির র. এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ইসলাম আগমনের পর সুদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বনু আমর জাহেলি যুগে সুদে দেওয়া টাকার তাৎক্ষণিক মূলধন ফেরত দিতে বনি মুগিরাকে পীড়াপীড়ি শুরু করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতখানি নাজিল হয়। লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে এ ঘটনা বর্ণিত আছে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

ٱلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ .... هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

সুদের সংজ্ঞা ও সমাজ জীবনে এর অপকারিতা:

সংজ্ঞা : اَلرِّبَا বা সুদ বলতে ঐ ঋণকে বুঝায়, যা নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে এ শর্তে ঋণ দেবে যে, ঋণ গ্রহীতা তাকে মূলধন থেকে কিছু বেশি অর্থ বা দ্রব্য দেবে। এ বেশি অংশের জন্য ঋণ গ্রহীতা কোনো বিনিময় পাবে না।

অপকারিতা :

ক. সুদ দেশের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে।
খ. সুদের মাধ্যমে দেশের গরিব মানুষেরা শোষিত হয়।
গ. সুদ দাতা ও সুদ গ্রহীতার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ফলে সামাজিক শান্তি বিনষ্ট হয়।
ঘ. সুদ লেনদেনের মধ্য দিয়ে সুদদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে পাপাচার ও নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পায়।
ঙ. সুদভিত্তিক অর্থনীতি চালু থাকলে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার খর্ব হয়।
চ. সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় গরিবদের সম্পদ আস্তে আস্তে ধনীদের হাতে চলে যায়। ফলে ধনীরা আরও ধনী হয় আর গরিবরা আরও গরিব হয়।
ছ. সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা সমাজের গরিব মেহনতি মানুষের স্বার্থ বিরোধী বলে পরিচিত।
জ. সুদের প্রচলনে দেশের সামাজিক শৃংখলা ও পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববোধ থাকে না।
ঝ. সুদের প্রচলনে দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।
ঞ. সর্বোপরি সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার হারাম ঘোষিত অনৈসলামিক ব্যবস্থা।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. যারা আল্লাহ তাআলার রাস্তায় দিনে, রাতে প্রকাশ্যে, গোপনে দান খয়রাত করে তাদের শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত।
২. এখানে সুদখোরদের শোচনীয় পরিণামের কথা ঘোষণা করেছেন। তারা কবর থেকে হাশরের ময়দানে উঠবে পাগলের ন্যায় কারণ তারা একটি ভিত্তিহীন অসত্য কথা বলতো তা হলো সুদ তো ব্যবসারই অনুরূপ।
৩. আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।
৪. সুদখোরদের জঘন্য শাস্তি ঘোষণার পর যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারাই চিরজাহান্নামি।
৫. আল্লাহ তাআলা সুদখোরের ধন-সম্পদের বরকত বিনষ্ট করে দেন এবং ধ্বংস করে দেন। পক্ষান্তরে দান খয়রাতের কারণে বরকত দান করেন এবং সম্পদ বাড়িয়ে দেন।
৬. ইসলাম গ্রহণের পর জাহেলি যুগের সুদ রহিত করা হয়েছে। শুধু মূলধন গ্রহণ করতে পারবে।
৭. আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ) সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন।

২০২৫

উনচল্লিশতম পাঠ : ৩৯তম রুকু

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ؕ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۪
وَلَا يَاْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ؕ فَاِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ؕ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ؕ وَلَا يَاْبَ
الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُوْا ؕ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ؕ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ
وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ؕ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۪ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۬ؕ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ
فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ (٢٨٢) وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ
تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ ؕ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ
رَبَّهٗ ؕ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ؕ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (٢٨٣)

সরল অনুবাদ:

২৮২. হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন এটা লিখে রাখ; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। যেমন আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে; এবং ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে, আর এটার কিছু যেন না কমায়; কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় অথবা বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাজি তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক; স্ত্রীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে

দিবে। সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। এটা ছোট হোক অথবা বড় হোক, মেয়াদসহ লিখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হইও না। আল্লাহর নিকট এটা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর; কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসা নগদ আদান প্রদান কর তা তোমরা না লিখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচা কেনা কর তখন সাক্ষী রেখ, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ কর তবে এটা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। এবং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।

২৮৩. যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত প্রত্যর্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, যে কেউ এটা গোপন করে অবশ্যই তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।

تحقيقات الألفاظ

لا يبخس : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نهي غائب معروف বাব فتح মাসদার البخس মাদ্দাহ ب+خ+س জিনস صحيح অর্থ– সে যেন কম না করে।

تداينتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفاعل মাসদার التداين মাদ্দাহ د+ي+ن জিনস أجوف يائي অর্থ– তোমরা ঋণের আদান-প্রদান করলে।

لا تسئموا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব سمع মাসদার السأمة মাদ্দাহ س+ء+م জিনস مهموز عين অর্থ– তোমরা বিরক্ত হয়ো না।

تبايعتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفاعل মাসদার التبايع মাদ্দাহ ب+ي+ع জিনস أجوف يائي অর্থ– তোমরা পরস্পর কেনাবেচনা করলে।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ: এখানে و হরফে আত্ফ, الله শব্দটি মুবতাদা, ب হরফে জার, ما ইসমের মাওসুল, تَعْمَلُوْنَ ফেল ও তার মধ্যকার যমির ফায়েল, এখন ফেল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে সিলাহ, মাওসুল ও সিলাহ মিলে মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেকে মুকাদ্দাম عَلِيْمٌ শিবহে ফেলের সাথে, এখন শিবহে ফেল ও মুতায়াল্লেক মুকাদ্দাম মিলে খবর, সবশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়াহ হলো।

২০৫

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ... الخ

এ আয়াতে ধার কর্জ, লেন-দেনের ক্ষেত্রে দলিল চুক্তিনামা লেখার বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ দুনিয়ায় কাজ কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেন, ধার-কর্জ করার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন– اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ অর্থাৎ তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে ধার-কর্জের কারবার করো, তখন তা লিখে নাও।

প্রথম নীতি : ধার কর্জের লেন-দেনের জন্য দলিল বা চুক্তি হওয়া উচিত। যাতে করে কোন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি বা অস্বীকার করার সুযোগ না থাকে।

দ্বিতীয় নীতি : ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকতে হবে। অনির্দিষ্ট মেয়াদে ধার-কর্জ বৈধ নয়।

অতঃপর দলিল বা চুক্তির লেখক যেন ন্যায় পরায়ণ হয়। কোন পক্ষের হতে পারবে না। নিরপেক্ষ হতে হবে। দলিল বা চুক্তি নামা লেখার সময় সাক্ষী থাকতে হবে। সাক্ষীর সংখ্যা ২ জন পুরুষ অথবা ১জন পুরুষ দু'জন মহিলা হতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ... الخ

সাক্ষীর সংখ্যা এবং সাক্ষীর শর্তাবলি:

মানুষের পারস্পরিক লেন-দেন ধার-কর্জের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হল- তা নির্দিষ্ট মেয়াদে হতে হবে। দলিল বা চুক্তি নামায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। লেখার ক্ষেত্রে সাক্ষী থাকতে হবে। সাক্ষীর সংখ্যা হবে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দু'জন মহিলা। শুধু একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না।

সাক্ষীর শর্তাবলী :

১. সাক্ষী দু'জন হবে।
২. সাক্ষী মুসলমান হতে হবে।
৩. সাক্ষী নির্ভরযোগ্য (আদিল) হতে হবে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. এখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লেন-দেন বা ঋণ-ধার করলে তা লেখে নেয়ার নির্দেশ।
২. লেন-দেনের দলিল লেখক ন্যায় পরায়ণ হওয়া শর্ত।
৩. গ্রহিতা তার ঋণের বর্ণনা দিবে। সে মূর্খ হলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক বর্ণনা দিবে।
৪. দলিল লেখার সময় দু'জন সাক্ষী জরুরি। দু'জন পুরুষ অথবা ১ জন পুরুষ দু'জন মহিলা।
৫. এখানে লেখক, গ্রহিতা, দাতা, সাক্ষীগণ সকলেই যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং কাউকে কোন প্রকার ক্ষতির চিন্তা না করে।
৬. ভ্রমণের অবস্থায় যদি লেখক, কাগজ, কালি ইত্যাদির সংকট দেখা দেয় অথবা পরিবেশ না থাকে তখন ঋণের বিনিময়ে কোন বস্তু বন্ধক রাখবে।

চল্লিশতম পাঠ : ৪০তম রুকু

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ یُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ
فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (٢٨٤) اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَیْهِ
مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ
وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَیْكَ الْمَصِیْرُ (٢٨٥) لَا یُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَیْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَاۤ اِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ٙ وَاغْفِرْ لَنَا ٙ
وَارْحَمْنَا ٙ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْكٰفِرِیْنَ (٢٨٦)

সরল অনুবাদ :

২৮৪. আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহরই। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ এটার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশি শাস্তি দিবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৮৫. রাসুল, তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহে তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসুলগণে ইমান আনয়ন করেছে। তারা বলে, 'আমরা তাঁর রাসুলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না', আর তারা বলে, 'আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।'

২৮৬. আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পন করেননি যা তার সাধ্যাতীত। সে ভালো যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফলন তারই। 'হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তীগণদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

تحقيقات الألفاظ

تخفوا : (إن) কারণে শেষের نটি পড়ে গেছে।) ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإخفاء মাদ্দাহ خ+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তোমরা গোপন কর।

يُحَاسِب : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المحاسبة মাদ্দাহ ح+س+ب জিনস صحيح অর্থ– তিনি হিসাব গ্রহণ করবেন।

اكتسبت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاكتساب মাদ্দাহ ك+س+ب জিনস صحيح অর্থ– সে উপার্জন করল।

لا تؤاخِذ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব مفاعلة মাসদার المؤاخذة মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ– তুমি পাকড়া করো না।

مولانا : অর্থ আমাদের মনিব। مولى শব্দটি একবচন, বহুবচনে موالي

تركيب الجملة

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ : এখানে اٰمَنَ ফেল, الرَّسُوْلُ মাতুফ আলাইহি, وَ হরফে আতফ, الْمُؤْمِنُوْنَ মাতুফ, এখন মাতুফ আলাইহি ও মাতুফ মিলে ফায়েল হয়েছে, بِ হরফে জার, مَا ইসমে মাউসুল, اُنْزِلَ ফেল ও নায়েবে ফায়েল এবং اِلَيْهِ প্রথম متعلق হয়েছে। مِنْ হরফে জার, رَبِّهٖ মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে দ্বিতীয় متعلق । এখন ফেলে মাজহুল, নায়েবে ফায়েল ও উভয় মুতাআল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়াহ হয়ে সিলাহ, মাওসুল ও সিলাহ মিলে মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লেক। অবশেষে ফেল, ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে জুমলায়ে ফেলিয়া হলো।

শানে নুজুল

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ .... وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, তোমাদের অন্তরে যা আছে, তোমরা যা প্রকাশ কর বা গোপন কর, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের থেকে এগুলোর হিসাব নেবেন। তখন ভয়ে হজরত আবু বকর (رضي الله عنه), উমার (رضي الله عنه) ও মুয়ায (رضي الله عنه) রসুল (ﷺ) -এর দরবারে এসে বিনীতভাবে বললেন, "হে আল্লাহ তাআলার রসুল! আমাদের অন্তর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এতে আমরা কী করতে পারি?" তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এ ঘটনা ইমাম বুখারিসহ অন্যান্য মুহাদ্দিস বর্ণনা করেন।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا .... فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

মহান আল্লাহ কোন মানুষের ওপরই তার সাধ্যাতীত কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। আল -কুরআনের এ মূলনীতির ওপরই ইসলামের সকল বিধি- নিষেধ প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বিবেক - বুদ্ধি দিয়ে। তিনি প্রতিটি মানুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখেন। আর মানুষের এ সীমিত ক্ষমতা ও সামর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ সহজসাধ্য করে রচনা করেছেন। এ জন্যই শরিয়তের প্রতিটি বিধানই বিশ্বজনীন ও বিজ্ঞানসম্মত।

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا .... فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

সুরা আল-বাকারার শেষ রুকুর মধ্যে বর্ণিত মুনাজাত : হে আমাদের রব! যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন না। হে আমাদের মালিক! আমাদের ওপর এমন কোন কঠিন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না, যেমন– আপনি চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ওপর এমন কোন গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন না, যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন, আমাদেরকে মার্জনা করে দিন এবং আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনি-ই তো আমাদের অভিভাবক। অতএব, অবিশ্বাসীদের ওপর আমাদেরকে বিজয়ী করুন।

সংশ্লিষ্ট টীকা

سورة البقرة এর শেষ আয়াতদ্বয়ের ফজিলত : সহিহ হাদিস সমূহে এ আয়াতদ্বয়ের বহু ফজিলত বর্ণিত আছে। রসুল (ﷺ) বলেন, কেউ যদি রাতের বেলায় আয়াত দু'টি নিয়মিত পাঠ করে তার জন্য যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর বর্ণনায় রসুল (ﷺ) বলেন আল্লাহ তাআলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দু' হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেন। এশার নামাজের পর এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. আল্লাহ তাআলা আকাশ জমিনের একচ্ছত্র মালিক। মানুষের অন্তরস্থলে যা আছে তা সবই আল্লাহ তাআলা জানেন। সব কিছুরই হিসাব নিকাশ হবে।

২. যদিও আসল বিশ্বাসে রসুল (ﷺ) ও সকল মুসলমান এক ও অভিন্ন। কিন্তু বিশ্বাসের স্তরের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

৩. ইমানের বর্ণনায় আল্লাহ তাআলা বলেন, সকলেই ইমান এনেছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, এবং তার সমস্ত আসমানি গ্রন্থাবলীর প্রতি, এবং তার সমস্ত নবি রসুলদের প্রতি।

৪. মানুষের সাধ্যের অতীত কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা আল্লাহ তাআলার কখনো নেই।

৫. সুরার শেষের দিকে আল্লাহ পাক মুমিনদের দোআর উদ্ধৃতি দিয়ে এভাবে দোআ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) يتخبط এর বাব কী?

(ক) تفعيل (খ) إفعال

(গ) افتعال (ঘ) تفعل

(২) أموال এর একবচন কী?

(ক) مال (খ) ميال

(গ) مول (ঘ) موال

(৩) كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ এখানে সুদখোরকে কাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

(ক) শয়তানের সাথে (খ) মন্দলোকের সাথে

(গ) পাগলের সাথে (ঘ) গোনাহগারের সাথে

(৪) تبتم এর মাদ্দাহ কী?

(ক) توب (খ) تيب

(গ) تاب (ঘ) نتب

(৫) يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ আয়াতটি কাদের শানে নাজিল হয়েছে ?

(ক) আবু বকর ও ওমর (রা.) (খ) আবু বকর ও উসমান (রা.)

(গ) আবু বকর ও আলি (রা.) (ঘ) উসমান ও আলি (রা.)

(৬) ولا خوف عليهم এর মধ্যকার لا টি কোন প্রকারের ?

(ক) لا النافية (খ) لا الناهية

(গ) لا لنفي الجنس (ঘ) لا المشبهة بليس

(৭) লেন-দেন ও ধার-কর্জের ক্ষেত্রে সাক্ষীর সংখ্যা কতজন?

(ক) একজন পুরুষ ও একজন নারী

(খ) দু'জন নারী ও দু'জন পুরুষ

(গ) দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা

(ঘ) দু'জন মহিলা

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .... وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ আয়াতটির শানে নুজুল বর্ণনা কর।

(খ) يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ .... غَنِيٌّ حَمِيدٌ আয়াতটির শানে নুজুল বর্ণনা কর।

(গ) মহান আল্লাহর পথে দান গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত কয়টি ও কী কী? বর্ণনা কর।

(ঘ) সুদের সংজ্ঞা দাও এবং সমাজ জীবনে এর অপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

(ঙ) ترکیب কর : أمن الرسول بمآ أنزل إليه من ربه والمؤمنون

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

يضاعف - احترقت - تصدقوا - توف - لايبخس - تخفوا - يحاسب - خبيث.

২য় ভাগ

سورة آل عمران (সুরা আলে ইমরান)

سورة آل عمران

সুরা আলে ইমরান

বিষয়বস্তুঃ

সুরা আলে ইমরান কুরআন মাজিদের দ্বিতীয় সুরা। সুরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর রুকু সংখ্যা ২০ এবং আয়াত সংখ্যা ২০০। এই সুরায় প্রথমতঃ আহলে কিতাব ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের অযৌক্তিক বাদানুবাদ আর যারা রসুল (ﷺ) এর অনুসারী তাদেরকে বিভিন্নভাবে উপদেশ দান বিশেষভাবে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। ইহুদি-খ্রিষ্টানকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়েছে এবং তাদের ভ্রান্ত আকিদা ও নৈতিক ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। নবি মুহাম্মাদ (ﷺ) যে শেষ নবি এবং ইসলাম যে সত্য দ্বিন, তা তারাও অস্বীকার করতে পারে না। কাজেই তাদেরকে মিথ্যা অহমিকা পরিহার করে এই মহান সত্যকে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

পাশাপাশি যারা নবি (ﷺ) এর অনুসারী তাদেরকে বলা হয়েছে, এখন তারা সর্বোত্তম জাতি ও সত্যের ধারক। এই সুরায় সর্বাপেক্ষা আরও অধিক উপদেশ দান করা হয়েছে। তাদেরকে অতীতকালের উম্মতদের ধর্মীয় ও নৈতিক অধপতনের মর্মান্তিক চিত্র দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। একটি সংস্কারক জাতি হিসেবে কিভাবে তাদের কাজ করা উচিত এবং যেসব আহলে কিতাব ও মুনাফিক আল্লাহ তাআলার দীনের পথে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে, তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের সময়ে তাদের যেসব দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে তা সংশোধনের জন্যও উপদেশ দেয়া হয়েছে। তদুপরি, এ সুরাতে মানবজাতির প্রলুব্ধকর বিষয়াদি এবং তদাপেক্ষা উত্তম বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি বেহেশতি লোকদের প্রার্থনা, রীতি ও বিশিষ্ট গুণাবলীর আলোচনা করা হয়েছে।

আদম, নুহ ও ইবরাহিম (ﷺ) নবিগণের আলোচনা এসেছে। মরিয়মের জন্ম, ইসা (ﷺ) এর জন্ম, নবুয়ত লাভ, তাঁর মুজিজা এবং তাঁকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

বদর যুদ্ধে বিজয় লাভের রহস্য এবং ওহুদ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ এ সুরায় বিবৃত হয়েছে।

পরিশেষে, অবিশ্বাসীদের আখিরাতের ভয়াবহ পরিণাম এবং মুমিনদের মর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্ট করে এ সুরায় বিবৃত হয়েছে।

অবতীর্ণের সময়কাল :

সুরার শুরু হতে ৪র্থ রুকুর দ্বিতীয় আয়াত পর্যন্ত সম্ভবত বদর যুদ্ধের পরবর্তী কাছাকাছি সময়ে নাজিল হয়েছিল। ان الله اصطفى آدم و نوحا .... الخ হতে ষষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত নবম হিজরীতে নাজরান প্রতিনিধিদলের আগমনের সময় অবতীর্ণ হয়। সপ্তম রুকু হতে দ্বাদশ রুকুর শেষভাগ পর্যন্ত সম্ভবত। বদর যুদ্ধের কাছাকাছি সময়েই অবতীর্ণ হয়েছিল। ত্রয়োদশ রুকু হতে সুরার শেষ পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধের পরে নাজিল হয়েছিল।

নামকরণ :

সুরা আলে ইমরানের ৩৩ নং আয়াতে آل عمران (ইমরানের পরিবার) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, আল্লাহ ইরশাদ করেন-

{إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} [آل عمران: ٣٣]

উল্লিখিত আয়াতে آل عمران বা ইমরানের বংশধরদের সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে বিধায় সুরাটির নাম آل عمران রাখা হয়েছে।

অত্র আয়াতে ইমরান বলতে কাকে বুঝান হয়েছে, এ সম্পর্কে আলেমদের মাঝে মতানৈক্য আছে। কিছু সংখ্যক আলেমের মতে, এখানে ইমরান বলতে মুসা (عليه السلام) ও হারুন (عليه السلام) এর পিতা ইমরান ইবনে ইয়াসহারকে বুঝান হয়েছে। কেননা, মুসা (عليه السلام) ইমরান বংশের শ্রেষ্ঠতম নবি ছিলেন। অপরপক্ষে কিছু সংখ্যক তাফসিরকারের মতে "ইমরান" বলতে ইসা (عليه السلام) এর মাতা মারইয়ামের পিতা ইমরান ইবনে মাছানকে বুঝান হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

প্রকাশ থাকে যে, হজরত ইসা (عليه السلام) ইমরান ইবনে মাছানের বংশের শ্রেষ্ঠ নবি। আর উভয় ইমরান ইয়াকুব (عليه السلام) এর বংশধর। সেই হিসেবে বনি ইসরাইল বংশের প্রথম নবি ইউসুফ (عليه السلام) এবং শেষ নবি ইসা (عليه السلام)। আল্লামা যামাখশারি র. স্বীয় কিতাব "কাশশাফ"-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, দুই ইমরানের মধ্যে আঠারশ বছরের ব্যবধান ছিল।

সুরা আলে ইমরান (سورة آل عمران)

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত : ২০০

প্রথম পাঠ : ১ম রুকু

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার নামে শুরু করছি।

الٓمّٓ (١) اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ (٢) نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَاَنْزَلَ
التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِیْلَ (٣) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٤) اِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰى عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی
السَّمَآءِ (٥) هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ (٦) هُوَ
الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ
قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ ۚ وَمَا یَعْلَمُ تَاْوِیْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ
وَالرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا یَذَّكَّرُ اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ (٧) رَبَّنَا
لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ (٨) رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ
النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیْعَادَ (٩)

সরল অনুবাদঃ

১. আলিফ লাম মিম

২. আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।

৩. তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা এর পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইনজিল।

৪. ইতিপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নির্দেশনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা।

৫. আল্লাহ্, নিশ্চয়ই আসমান ও যমিনে কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না।

৬. তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৭. তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহ্কাম', এইগুলি কিতাবের মূল; আর অন্যগুলি 'মুতাশাবিহ্', যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিতনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত এবং বোধশক্তিসম্পন্নেরা ব্যতীত অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

৮. 'হে আমাদের প্রতিপালক, সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘন প্রবণ করিওনা এবং তোমার নিকট হতে আমাদেরকে করুণা দান করো, নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।

৯. 'হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি মানবজাতিকে একদিন একত্রে সমবেত করবে, এতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।'

تحقيقات الألفاظ

الفرقان : শব্দটি باب نصر থেকে মাসদার। اسم فاعل অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ পৃথককারী।

لا يخفى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব سمع মাসদার الخفاء মাদ্দাহ خ+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– গোপন থাকে না।

يصور : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التصوير মাদ্দাহ ص+و+ر জিনস أجوف واوي অর্থ– তিনি আকৃতি দেন।

محكمات : ছিগাহ جمع مؤنث বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإحكام মাদ্দাহ ح+ك+م জিনস صحيح অর্থ– সুদৃঢ়, মজবুত, সুস্পষ্ট।

متشابهات : ছিগাহ جمع مؤنث বাহাছ اسم فاعل বাব تفاعل মাসদার التشابه মাদ্দাহ ش+ب+ه জিনস صحيح অর্থ– অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য।

تشابه : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفاعل মাসদার التشابه মাদ্দাহ ش+ب+ه জিনস صحيح অর্থ– পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হলো।

ابتغاء : শব্দটি باب افتعال থেকে মাসদার। অর্থ অনুসন্ধান করা।

২০১৩

لا تزغ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব إفعال মাসদার الإزاغة মাদ্দাহ ز+ي+غ জিনস أجوف يائي অর্থ– তুমি বক্র করে দিওনা।

هديتنا : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف نا শব্দটি ضمير منصوب متصل বাব ضرب মাসদার الهدى মাদ্দাহ ه+د+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তুমি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছ।

ميعاد : এটি اسم ظرف ও مصدر ميمي উভয়রূপে ব্যবহৃত হয়। বহুবচনে مواعيد বাব ضرب অর্থ ওয়াদা।

تركيب الجملة

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ: اللهُ শব্দটি مبتدأ, لا শব্দটি لنفي الجنس আর إِلٰهَ শব্দটি اسم لا এবং إلا শব্দটি غير অর্থে مضاف হয়েছে। هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ এখানে هو টি মুবতাদা তার পরবর্তী দু'টি খবর নিয়ে جملة اسمية হয়ে مضاف إليه হয়েছে। এখন مضاف ও مضاف إليه মিলে خبر لا হয়েছে। এবার اسم لا ও خبر لا মিলে جملة اسمية হয়ে الله মুবতাদার خبر হয়েছে। পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নজুল

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: الم . اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ... الخ

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) হতে বর্ণিত যে, অত্র সুরাটির প্রথম হতে মুবাহালা পর্যন্ত রসুল (ﷺ) এর সাথে খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের বিতর্ক এবং অহেতুক বাদানুবাদের উত্তরে অবতীর্ণ হয়েছে। রোম সম্রাট ইসলামের অগ্রগতি রোধ কল্পে ষাট সদস্যের একটি নাজরানি খ্রিষ্টান দল মদিনায় পাঠায়। তারা রসুল (ﷺ) কে অহেতুক নানান প্রশ্ন করে আর রসুল (ﷺ) তার যথাযথ উত্তর দেন। একপর্যায়ে তারা বলে, ইসা (عليه السلام) যদি আল্লাহ তাআলার পুত্র না হবেন তাহলে তার জন্মদাতা কে? রসুল (ﷺ) এদের এহেন বাজে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ওহির অপেক্ষায় থাকেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য সুরার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

মূলবক্তব্য/ বিষয় বস্তু

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ

আলোচ্য আয়াতে কুরআন মাজিদ নাজেলের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ নবি (ﷺ) কে লক্ষ্য করে বলেন, হে নবি আমি বাস্তব সত্য সহকারে এই কিতাব আপনার প্রতি নাজিল করেছি। এ কিতাবই বলে দিবে। কাদের দাবি সত্য। আর কাদের দাবি মিথ্যা। আমি আহলে কিতাবের হিদায়াতের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জিল

অবতীর্ণ করেছিলাম। যারা আজকে আপনাকে অস্বীকার করছে অথচ ঐ কিতাব দুটিতে তাদের থেকে আপনার আনুগত্যের অঙ্গীকার নেয়া আছে। অহমিকা আর পার্থিক ভোগ বিলাসের জন্য তা আজ তারা অস্বীকার করছে।

هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُکُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَآءُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ

অর্থ-তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতিত অন্য কোন ইলাহ নেই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

তিনিই সেই সত্ত্বা, যিনি মাতৃজরায়ুতে তরল বীর্য বিন্দু থেকে মানুষের আকৃতি প্রদান করেন। তিনি এমন কুদরতশালী যিনি স্বীয় ইচ্ছা মতন কোটি কোটি মানুষের আকৃতি প্রদান করেছেন, অথচ কারো আকৃতির সাথে কেউ হুবুহ মিলে যায় না। এমন কঠিন কাজ যিনি নিখুঁতভাবে করতে পারেন, তিনিই হতে পারেন উপাস্য। তিনিই পারেন ইসা (عليه السلام) কে পিতাবিহীন সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করতে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ (م) وَالرّٰسِخُوْنَ فِی الْعِلْمِ ...الخ

উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে আলেমদের কী মতপার্থক্য রয়েছে?

এ আয়াতে وقف তথা বাক্যের সমাপ্তির ব্যাপারে আলিমগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা-

ক. অধিকাংশ সাহাবি, ইমাম আবু হানিফা র. ও ইমাম মালিক র. সহ জমহুর মুফাসসিরের অভিমত হলো– এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার বাণী إلا الله এর ওপর وقف হবে এবং والراسخون في العلم থেকে كلام তথা নতুন বাক্য শুরু হবে। কেননা والراسخون -এর و হলো واو استينافية ফলে আয়াতের অর্থ হবে: একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কেউ মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ জানে না। এমতাবস্থায় والراسخون এর و দ্বারা جملة এর ওপর جملة এর عطف হবে।

খ. আল্লামা যামাখশারি র. ও ইমাম শাফেয়ি র. সহ কতিপয় আলিমের মতে, আল্লাহ তাআলার বাণী في العلم এর ওপর وقف হবে এবং يقولون ربنا آمنا থেকে নতুন বাক্য শুরু হবে। ফলে আয়াতের অর্থ হবে মহান আল্লাহ এবং ইলমের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় আলিমগণ ছাড়া অন্য কেউ মুতাশাবিহ আয়াতের অর্থ জানে না। এ অবস্থায় والراسخون এর و দ্বারা الله -এর ওপর الراسخون এর عطف হবে।

সংশ্লিষ্ট টীকা

التوراة : এটি হিব্রু ভাষার শব্দ। অর্থ– আলোকধারা। এর অনুসরণের ফলে মানুষ হিদায়াত তথা সুপথ প্রাপ্ত হতো। হজরত মুসা (عليه السلام) ৪০ দিন তুর পাহাড়ে ইতেকাফের পর মহান আল্লাহ তাঁকে তাওরাত কিতাব দান করেন। কিতাবটি কাঠ বা পাথরের উপর লিখিত ছিল এবং এর বিধান বেশ কঠিন ছিল।

الإنجيل : হিব্রু ভাষার শব্দ। অর্থ– স্বর্গীয় দূত। এ কিতাব হজরত ইসা (عليه السلام) এর উপর এক দফায় নাজিল হয়েছিল। এর বিধান বেশ সহজ ছিল।

الفرقان : শব্দটি فرق ধাতু থেকে গঠিত, অর্থ– পার্থক্য নির্ণয় করা। তাফসীরকারগণ এর উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেণ। যথা–

১. الفرقان দ্বারা নবি-রসুলের মুজিজা উদ্দেশ্য।

২. ইহা দ্বারা যাবতীয় আসমানি কিতাব উদ্দেশ্য।

৩. الفرقان দ্বারা القرآن উদ্দেশ্য। কারণ কুরআনের অপর নাম الفرقان

৪. কেউ কেউ ফুরকান দ্বারা জাবুর কিতাব উদ্দেশ্য বলেছেন।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. উপাসনারযোগ্য একমাত্র আল্লাহ, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।

২. আল কুরআন পূর্ববর্তী আসমানি গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী।

৩. কুরআন মাজীদ সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।

৪. মুহকামাত আয়াতসমূহ কুরআনের ভিত্তি।

৫. মুতাশাবিহাত আয়াতসমূহের প্রকৃত মর্ম-একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন।

৬. যাদের অন্তর বক্র কেবলমাত্র তারাই মুতাশাবিহাত আয়াতের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় পাঠ : ২য় রুকু

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ
(١٠) كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ وَاللّٰهُ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ (١١) قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢) قَدْ
كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِيْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۭ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَاْيَ
الْعَيْنِ ۭ وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ (١٣) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ
الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۗءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۭ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (١٤) قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ

مِنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ (١٥) اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ (١٦) اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ (١٧)
شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
(١٨) اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (١٩) فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ
اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ۚ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ
اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ (٢٠)

সরল অনুবাদঃ

১০. নিশ্চয়ই যারা কুফরি করে আল্লাহ্‌র নিকট তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই কোন কাজে লাগবে না এবং এরাই দোযখের ইন্ধন।

১১. তাদের অভ্যাস ফিরআউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীগণের ন্যায়। তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল, ফলে আল্লাহ্ তাদের পাপের কারনে তাদেরকে পাকরাও করেছিলেন। আল্লাহ্ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।

১২. যারা কুফরি করে, তাদেরকে বল, 'তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে একত্রিত করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। আর তা কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল!'

১৩. দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছিল, অন্যদল কাফির ছিল; তারা তাদেরকে চোখের দেখায় দিগুণ দেখেছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

১৪. নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আকর্ষণ মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। এসব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল।

১৫. বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এসব বস্তু হতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর সংবাদ দিব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতসমূহ রয়েছে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গীনিগণ এবং আল্লাহর নিকট হতে সন্তুষ্টি রয়েছে। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

১০১৬

১৬. যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমার ইমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব হতে রক্ষা কর।'

১৭. তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী এবং শেষরাত্রে ক্ষমাপ্রার্থী।

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ্ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

১৯. নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করলে আল্লাহ্ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।

২০. যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, 'আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করেছি এবং আমার অনুসারীগণ।' আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বল, ' তোমরাও কি আত্মসমর্পন করেছ?' যদি তারা আত্মসমর্পন করে তবে নিশ্চয়ই তারা হিদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা। আল্লাহ্ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।

تحقيقات الألفاظ

لن تغني : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব إفعال মাসদার الإغناء মাদ্দাহ غ+ن+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– সে কখনো অমুখাপেক্ষী করবে না।

ستغلبون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت مجهول বাব ضرب মাসদার الغلبة মাদ্দাহ غ+ل+ب জিনস صحيح অর্থ– অচিরেই তোমরা বিজিত হবে।

التقتا : ছিগাহ تثنية مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الالتقاء মাদ্দাহ ل+ق+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তারা দু'জন মুখোমুখি হয়েছিল।

يؤيد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التأييد মাদ্দাহ أ+ي+د জিনস مركب অর্থ– তিনি সহায়তা করবেন।

يشاء : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার المشيئة মাদ্দাহ ش+ي+أ জিনস مركب অর্থ– তিনি চান।

أؤنبئكم : أ শব্দটি حرف استفهام এবং كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التنبئة মাদ্দাহ ن+ب+أ জিনস مهموز لام
অর্থ– আমি তোমাদেরকে সংবাদ বলবো না?

قنا : نا শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الوقاية মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– আমাদেরকে বাঁচাও।

اوتوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ– তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

حاجوك : ك শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المحاجاة মাদ্দাহ ح+ج+ج জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করছে।

اهتدوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاهتداء মাদ্দাহ ه+د+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তারা সুপথ পেয়েছে।

تولوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التولي মাদ্দাহ و+ل+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ : و হলো حرف عطف আর الله শব্দটি مبتدأ , شَدِيْدُ হল مضاف আর الْعِقَابِ হল مضاف إليه , مضاف ও مضاف إليه মিলে خبر হয়েছে। مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُـهُ تَعَالٰى: إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ ... الخ

সুরা আলে ইমরানের এ আয়াতটি হিজরতের পর মদিনায় অবতীর্ণ হয়। হজরত ইবনু আব্বাস (ﷺ) বলেন, আয়াতটি মদিনার ইহুদি গোত্র কুরাইযা ও নাযির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তারা মনে করত, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির আধিক্য তাদের আল্লাহর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হবে এবং তারা এর বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্ তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অমূলক আশা পোষণের জবাবে এ আয়াত নাজিল করেন।

কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, আয়াতটি সব কাফেরের ভ্রান্ত প্রত্যাশার অসম্ভাব্যতা প্রমাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। ড. মোহাম্মদ আলি সাবুনি তাঁর সাফওয়াতুত তাফাসির কিতাবে বলেছেন আয়াতটি নাজরান প্রদেশ থেকে মদিনায় আগত খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের উদ্দেশে অবতীর্ণ হয়েছে। সিরাজুম মুনির কিতাবে বলা হয়েছে, আয়াতটি আরবের সব মুশরিকের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে।

২০২৫

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ .... وَبِئْسَ الْمِهَادُ

ড. আলি সাবুনি তাঁর সাফওয়াতুত তাফাসির গ্রন্থে, তাফসিরু ইবনি কাছির-এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন, বদর যুদ্ধে রসুলুল্লাহ (ﷺ) কুরাইশদের পরাজিত করে মদিনায় ফিরে আসেন। তিনি মদিনায় ইহুদিদেরকে সমবেত করে বললেন, হে ইহুদি সম্প্রদায়! কুরাইশদের ন্যায় পরাজয়ের গ্লানি আরোপিত হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা তোমরা বুঝতে পেরেছ, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত নবি। রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর এ আহ্বান শুনে তারা বললো, হে মুহাম্মদ! আপনাকে যেন আপনার মন ধোকায় না ফেলে। কারণ বদর যুদ্ধে আপনি এমন একদল কুরাইশকে পরাজিত করেছেন, যারা ছিল যুদ্ধের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, আপনি যদি আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন, তবে অবশ্যই টের পাবেন, আমরা যুদ্ধে কতো অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। আপনি আরও উপলব্ধি করতে পারবেন, আপনি আমাদের মতো অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের সাথে ইতিপূর্বে মুকাবিলা করেননি। তাদের এ অহমিকার জবাব মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাজিল করেন।

তাফসিরুল কাশশাফে বলা হয়েছে, আয়াতটি বদর যুদ্ধের পূর্বে মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা মহান আল্লাহ্ এ আয়াত অবতীর্ণ করে মক্কার যুদ্ধবাজ মুশরিকদের আগেই জানিয়ে দেন যে, তারা বদর যুদ্ধে অচিরেই পরাজিত হবে। এ গ্রন্থে এ কথাও বলা হয়েছে যে, আয়াতটি মদিনার কায়নুকা গোত্রের বাজারে সমবেত ইহুদিদের বাগাড়ম্বরের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে।

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَآءِ .... الخ

আলোচ্য আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

ক. তাফসিরুল জালালাইন-এর পাদটীকায় বলা হয়েছে, আয়াতটি মুমিনদের দুনিয়া ও দুনিয়ার অর্থ সম্পদের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং অনাকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশে নাজিল হয়েছে।

খ. সাফ্ওয়াতুত তাফাসির কিতাবে বলা হয়েছে : সুরা আল ইমরানের প্রথম দিকের অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতও নাজরান প্রদেশের খৃস্টান প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রতিনিধি দলের একজন ছিল আবু হারিছাহ ইবনু আলকামা। সাথে তার বড় ভাইও ছিল। প্রতিনিধি দলের মদিনায় যাত্রাপথে আবু হারিছাহর বাহন খচ্চরটি হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এ অবস্থা দেখে তার বড় ভাই বলল, "মুহাম্মদ ধ্বংস হোক। তখন আবু হারিছাহ বলল, বরং তুমি ধ্বংস হও।" তার বড় ভাই এ কথা শুনে বিব্রত হয়ে আবু হারিছাকে বলল, রোমের বাদশাহ্ আমাকে অনেক পার্থিব সুযোগ সুবিধা দিয়েছে। আমি যদি মুহাম্মদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি, তবে বাদশাহ্ আমাকে দেওয়া সব সুযোগ সুবিধা, মান-মর্যাদা কেড়ে নেবে। তার কথার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাজিল করেন।

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى: شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ .... الخ

সুরা আল ইমরানের এ আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে ইমাম কুরতুবি র. তাঁর বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সিরিয়ার দুজন ইহুদি আলিম মদিনায় তাঁর নিকট আগমন করে। তারা দুজন নবিজির দরবারে পৌঁছামাত্র তাঁকে নবুয়ত গুণে গুণান্বিত দেখে চিনতে পারে। তাই তারা তাঁকে বলল, "আপনি কি মুহাম্মদ (ﷺ)? উত্তরে নবিজি

বললেন, হ্যাঁ" তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কি আহমাদ (ﷺ)? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে তারা বলল, "আমরা আপনাকে একটি বিশেষ সাক্ষ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। আপনি যদি আমাদেরকে সে সাক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দিতে পারেন তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবি বলে সত্যায়ন করব।"

নবিজি তাদেরকে বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর।" তারা বলল, তাহলে বলুন, আল্লাহ্‌র কিতাবে সবচেয়ে মহান সাক্ষ্য কোনটি? তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াত শুনে উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا .... لِأُولِي الْأَبْصَارِ

বদরের যুদ্ধে একদিকে মাত্র ৩১৩ জন মুসলিম মুজাহিদ ছিলেন, যাদের উল্লেখযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের

সরঞ্জামাদি ছিল না এবং তাদের বেশিরভাগ যোদ্ধা ছিলেন অভাবগ্রস্থ। অপর দিকে মক্কার শ্রেষ্ঠ বংশ কোরেশদের বিখ্যাত বিখ্যাত বীর যোদ্ধা, যারা তৎকালীন যুগে অতি উত্তম যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে বদর ময়দানে দন্ডায়মান ছিল। দুদল যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কৃপায় ময়দানে কাফেরগণ এর সংখ্যা দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছিল। এতে তারা মনে মনে খুশি হয় এবং নিজ নিজ কর্তব্যে অবহেলা এবং সংকল্পের অভাব অনুভূত হয়।

তাফসিরকারগণ বলেন, এটা তারা শুধু চিন্তা ও কল্পনায় দেখেনি; বরং তাদের চোখ দিয়ে সত্যই তাদের প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা থেকে দ্বিগুণ সংখ্যা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি থাকলেও তারা পরাজিত হয়েছিল। কারণ বিজয় আল্লাহ্‌র হাতে, তিনি যাদের ইচ্ছা তাদের বিজয়ী করেন।

আবার কোন কোন তাফসিরকার বলেছেন- বদর ময়দানে কুরাইশ কাফের যোদ্ধারা তাদের সম্মুখে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা তাদের দ্বিগুণ দেখতে পেয়েছিল। এতে তারা মনে মনে দুর্বল হয়ে যায় এবং যুদ্ধে পরাজিত হয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মুসলিমগণ বিজয়ী হন।

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ.

যে সব মুত্তাকির জন্য জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত রয়েছে তাদের গুণ বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা কয়েকটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এর একটি হলো, তারা শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে। মুফাসসিরগণ শেষরাতে ক্ষমা প্রার্থনা করার বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। যেমন :

ক. আল্লামা যামাখশারি র. বলেন : মহান আল্লাহ্‌ ক্ষমা প্রার্থনাকে শেষরাতের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করেছেন এই জন্য যে, মুত্তাকিগণ প্রথমে কেয়ামুল লাইল তথা রাত জেগে নফল সালাত আদায় করতেন। ফলে ইবাদত করার পর হাজাত তথা প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা অত্যন্ত মনোরম ও যুক্তিসম্মত বলে বিবেচিত হতো।

খ. হজরত হাসান বসরি র. বলেন : মুত্তাকিগণের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা রাতের প্রথম ভাগে নফল সালাত আদায় করতেন। শেষে সাহরির সময় উপনীত হলে তারা দোআ ও ইস্তিগফার করতে আরম্ভ করতেন। এ পদ্ধতি ছিল দোআ ইস্তেগফার কবুলের জন্য যথেষ্ট সহায়ক।

গ. ড. আলি সাবুনি বলেছেন : মহান আল্লাহ শেষরাতের সময় ক্ষমা প্রার্থনার জন্য খাস করেছেন। কেননা এ সময়ে দোআ অধিক কবুল হয়। কারণ এ সময় আত্মা অধিক নির্মল ও একনিষ্ঠ থাকে। তাছাড়া এ সময়

ঘুম পরিত্যাগ করে ইবাদাতে মশগুল হওয়া কষ্টকর। তা সত্ত্বেও যারা এ কাজ করতে সক্ষম হন, তাদের দোআ কবুল হওয়ার অধিক সম্ভাবনা থাকে।

বস্তুতঃ ইস্তিগফার করার মোক্ষম সময় হলো শেষ রাত। জগত তখন নিদ্রায় মগ্ন থাকা অবস্থায় মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। ক্ষমা প্রার্থনাকারীকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দেন। তাই যারা সে সময় ক্ষমা প্রার্থনা করতে সক্ষম হন, তারা সত্যি ভাগ্যবান ও জান্নাত পাওয়ার যোগ্য।

قَوْلُـهُ تَعَالٰى: إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

ইহুদিগণ হজরত মুসা (عليه السلام) এর উম্মাত বা অনুসারী ছিল। তারা বলত, "আমাদের ধর্ম বা আমাদের দীন সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের নবি হজরত মুসা (عليه السلام) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। অপরদিকে নাসারা বা খৃষ্টানগণ হজরত ইসা (عليه السلام) এর উম্মাত বা অনুসারী ছিল। তারা ইহুদিদেরকে বলত, "আমাদের খ্রিষ্টান ধর্মই সর্বোত্তম। আমাদের নবি হজরত ইসা (عليه السلام) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি। যখন ইহুদি ও খ্রিষ্টান দুটি জাতির পন্ডিতগণ একত্রিত হত তখন ইহুদিগণ বলত ليست النصارى على شيء অর্থ: নাসারাগণ সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয়। তার উত্তরে নাসারাগণ বলত– ليست اليهود على شيء অর্থ: ইহুদিগণ সত্য ধর্মে নেই।

তারা যা কিছুই বলুক না কেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কাছে মনোনীত দীন হলো আল-ইসলাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। (আল ইমরান : ১৯)এ ইসলাম প্রচারের জন্য হজরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে দেয়া হয়েছে আল কুরআন। আল কুরআনই ইসলাম ধর্মের মূল নির্যাস। কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষকে ইসলাম ধর্মই অনুসরণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

يرونهم مثليهم এর ضمير এর مرجع : উল্লেখ্য, يرونهم مثليهم এর মধ্যে মোট ৩টি ضمير রয়েছে। যথা-

ক. ضمير এর فاعل এর يرون তথা ضمير فاعل

খ. هم যা ضمير এর مفعول به এর يرون তথা ضمير مفعول

গ. هم যা ضمير এর مضاف إليه এর مثليهم তথা ضمير مجرور

উল্লিখিত তিনটি ضمير এর مرجع নির্ধারণে মুফাস্সিরগণ একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাফসিরুল কাশশাফ এ সম্পর্কে ৩টি অভিমত উল্লেখ হয়েছে। যথা–

১. يرون -এর ضمير এর مرجع হল মক্কার মুশরিকগণ। আর يرونهم এর ضمير المفعول -এর مرجع হল মুসলমানগণ এবং مثليهم এর ضمير المجرور এর مرجع হল মুশরিকগণ। অর্থাৎ, يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين

২. ضمير فاعل এর مرجع হল মুশরিকগণ। আর ضمير المفعول -এর مرجع হল মুসলমানগণ এবং ضمير مجرور এর مرجع হল মুসলমানগণ। অর্থাৎ, يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المسلمين

৩. ضمير فاعل -এর مرجع মুসলমান আর ضمير مفعول এর مرجع হলো মুশরিকগণ এবং ضمير مجرور এর مرجع হল মুসলমানগণ। অর্থাৎ, يرى المسلمون المشركين مثلي عدد المسلمين

উল্লিখিত তিন অবস্থা ছাড়াও অন্যান্য অবস্থা হওয়ার অবকাশ রয়েছে। যেমন–

৪. ضمير فاعل এর مرجع হল মুশরিকগণ আর ضمير مفعول এর مرجع হলো মুশরিকগণ এবং ضمير مجرور এর مرجع হল মুসলমানগণ। অর্থাৎ, يرى المشركون المشركين مثلي عدد المسلمين

৫. ضمير فاعل ও ضمير مفعول উভয়ের مرجع হলো মুসলমানগণ আর ضمير مجرور এর مرجع হল মুশরিকগণ। অর্থাৎ, يرى المسلمون المسلمين مثلي عدد المشركين

সংশ্লিষ্ট টীকা

الانجيل: হিব্রু ভাষার শব্দ। অর্থ- স্বর্গীয় দূত। এ কিতাব হজরত ইসা (ﷺ) এর উপর এক দফায় নাজিল হয়েছিল। এর বিধান বেশ সহজ ছিল।

القناطير : قنطار শব্দের বহুবচন قناطير অর্থ স্তূপ। আয়াতে প্রচুর ধন সম্পদকে قناطير বলা হয়েছে। কারো কারো মতে, ১১ হাজার দিরহাম, কারো মতে ১২ হাজার আওকিয়া। কারো মতে, এক হাজার দিনারকে قنطار বলা হয়।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. কাফেরদের ধনসম্পদ পরকালে কোন উপকারে আসবে না। তারা চিরকাল জাহান্নামে জ্বলবে।
২. আল কুরআনের পূর্বে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের উল্লেখিত আয়াতসমূহ যারাই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করে কঠোর শাস্তি দিয়েছেন।

৩. ধৈর্য ধারণকারী, সত্যবাদী, বিনয়ী, দানশীল এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা চায় ও দোযখের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি চায়।

৪. ইসলামই একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা।

৫. দায়ির দায়িত্ব হল আল্লাহ তাআলার বাণী তার বান্দাদের নিকট পৌঁছে দেয়া।

তৃতীয় পাঠ : ৩য় রুকু

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّيَقْتُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ
مِنَ النَّاسِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٢١) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا
لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٢٢) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتٰبِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٢٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّآ اَيَّامًا
مَّعْدُوْدٰتٍ ۪ وَّغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (٢٤) فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۟
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (٢٥) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۡ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۭ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
(٢٦) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۡ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۡ
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۭ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۭ وَاِلَى
اللّٰهِ الْمَصِيْرُ (٢٨) قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ۭ وَيَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِى الْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٢٩) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَمَا
عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًۢا بَعِيْدًا ۭ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ۭ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ
(٣٠)

সরল অনুবাদ:

২১. যারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে, অন্যায়রূপে নবিদের হত্যা করে এবং মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার আদেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।

২২. এসব লোক, এদের কার্যাবলী দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

২৩. তুমি কি তাদেরকে দেখ নাই, যাদেরকে কিতাবের অংশ প্রদান করা হয়েছিল? তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়; অতঃপর তাদের একদল ফিরে দাঁড়ায় এবং তারাই পরাঙ্মুখ।

২৪. এজন্য যে, তারা বলে থাকে, 'কিছু দিন ব্যতীত আমাদেরকে অগ্নি কখনই স্পর্শ করবে না।' তাদের নিজেদের দীন সম্পর্কে তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাদেরকে প্রবঞ্চিত করেছে।

২৫. কিন্তু সেইদিন, যাতে কোন সন্দেহ নাই, তাদের কি অবস্থা হবে? যে দিন আমি তাদেরকে একত্র করব এবং প্রত্যেকে তার অর্জিত কর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।

২৬. বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ। তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি ইজ্জত দান কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

২৭. 'তুমি রাত্রিকে দিবসে পরিণত এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত কর। তুমি মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।'

২৮. মুমিনগণ যেন মুমিনগণ ব্যতীত কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সঙ্গে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না; তবে ব্যতিক্রম, যদি তোমরা তাদের নিকট হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন।

২৯. বল, ' তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ্ তা অবগত আছেন এবং আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে তাও অবগত আছেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

৩০. যেদিন প্রত্যেকে সে যে ভালো কাজ করেছে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তা বিদ্যমান পাবে, সেদিন সে তার ও এর মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করবে। আল্লাহ্ তাদের নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছেন। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।

تحقيقات الألفاظ

ليحكم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الحكم মাদ্দাহ ح+ك+م জিনস صحيح অর্থ– যাতে সে ফায়সালা দেয়।

يتولى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التولي মাদ্দাহ و+ل+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– সে ফিরে যায়।

لن تمسنا : نا শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব سمع মাসদার المس মাদ্দাহ م+س+س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– সে কখনো আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।

يحذر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التحذير মাদ্দাহ ح+ذ+ر জিনস صحيح অর্থ– সে ভয় দেখাবে।

اللّٰهُمَّ : মূলে يا الله ছিল। يا হরফে নেদা বিলুপ্ত করে তার পরিবর্তে শেষে مّ নেওয়া হয়েছে। অর্থ- হে আল্লাহ।

تولج : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيلاج মাদ্দাহ و+ل+ج জিনস مثال واوي অর্থ– আপনি প্রবিষ্ট করেন।

تبدوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإبداء মাদ্দাহ ب+د+و জিনস ناقص واوي অর্থ– তোমরা প্রকাশ করবে।

تود : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার المودة মাদ্দাহ و+د+د জিনস مركب অর্থ– সে কামনা করবে।

تركيب الجملة

إنك على كل شيء قدير : إن হলো حرف مشبه بالفعل আর ك হলো اسم إن আর على হরফে জার, كل মুজাফ, شيء মুজাফ ইলাইহি, মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে مجرور এবার হরফে জার ও মাজরূর মিলে متعلق مقدم আর قدير শিবহে ফেল এর সাথে متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر إن পরিশেষে اسم إن ও خبر إن মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ .... وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِيْنَ

আয়াত দুটি ইহুদিদের কুফরি, হত্যাসহ জঘন্য অপরাধের কঠিন শাস্তির বার্তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে সাফওয়াতুত তাফাসিরে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করার অপরাধে ইহুদিরা হজরত যাকারিয়া (عليه السلام) ও তাঁর পুত্র হজরত ইয়াহইয়া (عليه السلام) সহ অসংখ্য নবি-রসুলকে হত্যা করেছে। অনুরূপ তারা কল্যাণ ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে আহ্বানকারীদেরকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করে। তাদের এ সব অপকর্মের চিত্র তুলে ধরতে পবিত্র কুরআনের আয়াত দুটি অবতীর্ণ হয়েছে।

তাফসিরুল কাশশাফে উল্লেখ করা হয়েছে, হজরত আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (رضي الله عنه) একদিন রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বলেছিলেন, 'ইয়া রসুলাল্লাহ। কিয়ামতে সর্বাধিক কঠিন শাস্তি কে ভোগ করবে? উত্তরে তিনি বললেন যে ব্যক্তি কোন নবিকে অথবা সৎ কাজের আদেশকারী ও অসৎ কাজ থেকে বারণকারীকে হত্যা করে। অতঃপর তিনি অত্র আয়াত পাঠ করে বলেন, হে আবু উবায়দাহ! বনি ইসরাইল গোষ্ঠী দিনের শুরুতে একই সময়ে ৪৩ জন নবিকে হত্যা করে। এ অবস্থা দেখে বনি ইসরাইলের ১৭০ কিংবা ১২০ জন নেককার বান্দা হত্যাকারীদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বারণ করেন। হত্যাকারীরা তাদের সকলকেও দিনের শেষে হত্যা করে। তাদের এ জঘন্য হত্যাকাহিনী ও এর চরম শাস্তির বর্ণনা নিয়ে আয়াত দুটি নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهُ تَعَالَى : اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتٰبِ .... وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ

এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে তাফসিরুল কাশশাফে দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণনা দুটি হল-

১. ইমাম কুরতুবি র হজরত ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন নবি করিম (ﷺ) ইহুদিদের মাদ্রাসায় গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন নাইম ইবনু আমর ও হারিছ ইবনু যায়িদ নামক দুজন ইহুদি নবিজিকে জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কোন দীনের ওপর আছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি দীনে ইবরাহিমের ওপর আছি। একথা শুনে তারা বলল, "ইবরাহিম (عليه السلام) তো ইহুদি ছিলেন। তখন নবিজি বললেন, তোমরা তাওরাত শরিফ আন। তাওরাত শরিফ আমার ও তোমাদের মাঝে ফয়সালাকারী হবে। তারা তাওরাত শরিফ আনতে রাজি হয়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

২. হজরত ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : "রসুলের যুগে সম্ভ্রান্ত ইহুদি পরিবারের এক পুরুষ ও মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। ব্যভিচারে শাস্তির ব্যাপারে ইহুদিদের মধ্যে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হলে তারা সুরাহার জন্য রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর শরণাপন্ন হয়। তিনি তাদেরকে তাওরাত শরিফের বিধান অনুযায়ী রজম করার কথা বলেন। এ কথা শুনে তারা বলল, "আমাদের তাওরাতে রজমের বিধান নেই। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : তাহলে তাওরাত শরিফ নিয়ে আস। তোমাদের আলিমরা তা পড়ে শোনাবে। তখন আবদুল্লাহ্ ইবনু সুরিয়া নামক একজন ইহুদিকে ডেকে আনা হয়। সে তাওরাত শরিফে বর্ণিত রজমের বিধান পড়ার সময় তা হাত দিয়ে ঢেকে রাখে। একজন সাহাবি তা দেখে ফেলেন। পাঠকের হাতের নিচ থেকে রজমের বিধান বেরিয়ে আসে। রসুলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় রজমের কথা বলেন, কিন্তু এবারও তারা আপত্তি করে। তখন মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাজিল করেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى : قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ ... الخ

সুরা আলে ইমরান-এর এ আয়াত মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরিতে অবতীর্ণ হয়। এ সম্পর্কে সাফওয়াতুত তাফাসির গ্রন্থে তাফসিরুল কুরতুবির বরাতে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন তিনি তাঁর উম্মাতকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতির কথা শুনে মুনাফিক ও ইহুদিরা বলে, হায়! হায়! পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য কিভাবে মুহাম্মদের অধিকারে আসবে! পারস্য ও রোমের অধিবাসীরা মক্কার অধিবাসীদের চেয়ে অনেক সম্মানিত ও প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। মুহাম্মদের জন্য কি মক্কা

বিজয়ই যথেষ্ট হয়নি? এরপরও আবার পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয়ের লোভ করে। তাদের এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাজিল করেন। তাফসিরুল কাশশাফে এ ধরনের একটি বর্ণনা রয়েছে।

قَوْلُــهٗ تَعَالٰى : لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ... الخ

এ আয়াত অবতরণের কারণ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ একাধিক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন । যেমন :

ক. ড. আলি সাবুনি روائع البيان গ্রন্থে হজরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা থেকে বর্ণনা করেন যে, হজরত উবাদাহ (রা) এর সাথে মদিনার ইহুদিদের চুক্তি ছিল। নবি করিম (ﷺ) খন্দক যুদ্ধের জন্য বের হলে হজরত উবাদাহ (রা) নবিজিকে বললেন, ইয়া রসুলাল্লাহ! (ﷺ) ইহুদিরা আমার সাথে যুদ্ধে বের হবে এবং তাদের সহযোগিতায় আপনি শত্রুদের ওপর বিজয়ী হতে পারবেন বলে আমি মনে করি। তাঁর এ অভিপ্রায়ের কথা শুনে মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন।

খ. তাফসিরুল জালালাইন-এর প্রান্ত টীকায় হজরত ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন : আয়াতটি মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল ও তার তিনশ সঙ্গী-সাথীর ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তারা গোপনে ইহুদি ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করত এবং তাদেরকে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সকল গোপন সংবাদ সরবরাহ্ করত। তাছাড়া তারা রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) এর ওপর কাফেরদের বিজয় কামনা করত। তাদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ এ আয়াত নাজিল করেন।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُــه تَعَالٰى : فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ... الخ

মহান আল্লাহ্র উল্লেখিত বাণী الاسلوب التحكمي এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা আমরা জানি, البشارة তথা সুসংবাদ হয় কল্যাণ ও উত্তম কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু শব্দটি যদি মন্দ ও শাস্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় তিরস্কার ও ধমক প্রদান করা। ইহুদিরা অন্যায়ভাবে অনেক নবি ও আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারীকে হত্যা করেছিল। তাদের এ চরম অপরাধের শাস্তির বর্ণনা মহান আল্লাহ্ সতর্কতামূলক শব্দের পরিবর্তে সুসংবাদমূলক শব্দের মাধ্যমে দিয়েছেন। এটি তাদের প্রতি চরম বিদ্রুপাত্মক ও ধমকপূর্ণ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ।

ড. আলি সাবুনি বলেন, আয়াতের সারমর্ম হলো, মহান আল্লাহ তাঁর নবিকে বলেছেন, আপনি ইহুদিদেরকে ঐ বিষয়ের সংবাদ দিন যা তাদেরকে খুশি করবে। আর তা হল যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি। কথাটি এভাবে বলার উদ্দেশ্য ইহুদিদের বিদ্রূপ ও তিরস্কার করা। কেননা তারা ঐ ধরনের বিদ্রূপ ও তিরস্কারের পাত্রে পরিণত হয়েছিল। কারণ তারা একই সাথে তিনটি মারাত্মক অপরাধ করেছিল। তা হল, আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করা, নবিদেরকে হত্যা করা ও আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীদেরকে হত্যা করা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُــهٗ تَعَالٰى : لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ... الخ

আয়াতের আলোকে কাফিরদের সাথে আচার-আচরণের বিধান : সুরা আল ইমরানের এ আয়াতে মহান আল্লাহ

কাফেরদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর শত্রুদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করার জন্য মুমিনদের বলা হয়েছে। কেননা কোন মুমিনের মধ্যে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর শত্রুদের প্রতি ভালোবাসা একত্রিত হতে পারে না। এ কারণেই কাফেরদের সাথে আত্মীয়তার বা বন্ধুত্বের বা অন্য কোনরূপ সম্পর্ক থাকার সুবাদে তাদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তার মধ্যে ইসলাম ধর্মের কোন অংশ আর অবশিষ্ট থাকবে না।

তবে মুফাস্সিরগণ কাফেরদের সাথে معاملة তথা সামাজিক আচার-আচরণের কতিপয় বিধান প্রণয়ন করেছেন। যেমন :

১. موالاة (পারস্পরিক বন্ধুত্ব) : কাফেরদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন করা জায়েয নেই বরং হারাম। তাই তো আল্লাহ পাক বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَّمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ... الخ

২. مداراة (বাহ্যিক সদ্ব্যবহার) : এটা তিন অবস্থায় বৈধ। যথা :

ক. ক্ষতিরোধের লক্ষ্যে : কাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার না করলে যদি কোন ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জায়েয। যেমন-আল্লাহ পাক বলেছেন- اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً

অর্থ: ব্যতীত এই যে, তোমরা তাদের থেকে খুব সতর্ক থাকবে।

খ. ধর্মীয় কল্যাণার্থে : তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে যদি তাদের হিদায়াতপ্রাপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তা জায়েয। নতুবা জায়েয নেই।

গ. যদি কোন অমুসলিম মুসলমানদের মেহমান হয়, তখন মেহমান হিসেবে তার সম্মান করা জায়েয। কেননা রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন- مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের উপর ইমান আনে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।

সংশ্লিষ্ট টীকা

قوله : بغير حق - এখানে বাক্যটি তাকিদ স্বরূপ অথবা بغير حق বলে তাদের জুলুমের অতিরঞ্জনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যায়ভাবে যে-কোন মানুষকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে নিষেধ। সেক্ষেত্রে নবিদের হত্যা করা بغير حق বলে বুঝানো হয়েছে যে, এসব জঘন্যতম হত্যার মার্জনা কোনকালেও পাবে না।

قوله: الذين اوتوا نصيبا - এর মধ্যে الذين দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাখ্যার কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। তাফসিরে কাশশাফে ইয়াহুদী পাদ্রীদের বুঝানো উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা ঐ সব ইহুদি উদ্দেশ্য যারা মহানবি (ﷺ) এর প্রতি ইমান আনেনি।

কেউ কেউ কিতাবদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গিতে ইহুদিদের ইঙ্গিতই বোঝা যায়।

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ : জীবিত থেকে মৃত, মৃত থেকে জীবিত প্রাণী বের করার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে যথা–

১. মৃত থেকে জীবিত যেমন ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে সন্তান, বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন।

২. রূপক অর্থে মৃত দ্বারা কাফির আর জীবিত দ্বারা মুমিন উদ্দেশ্য হবে।

৩. অথবা মন্দ হতে ভাল, ভাল হতে মন্দ বের করা উদ্দেশ্য।

৪. অথবা বিদ্বানের ঔরসে মুর্খ এবং মুর্খের ঔরসে বিদ্বান সৃষ্টি করেন।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. যারা আল্লাহ তাআলার আয়াত অস্বীকারকারী নবিদেরকে হত্যাকারী ও ন্যায়ের নির্দেশদাতাকে হত্যাকারী তাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়েছে। ইহকালে ও পরকালে তারা কোন সাহায্যকারী পাবে না ।

২. ধর্ম সম্পর্কে ভিত্তিহীন উদ্ভাবন ও ভুল ধারণার কারণে ইহুদিরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের ভুল ধারণার মূল বিশ্বাস হলো: দোযখের আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবে না। যদিও করে তা সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন হবে।

৩. আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস : রাজত্ব দেয়া, কেড়ে নেয়া, সম্মানিত করা ও অসম্মান করা তারই এখতিয়ারাধীন।

৪. মুমিনদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তাআলার শত্রু কাফেরদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালবাসা ও তার শত্রুদের প্রতি ভালবাসা কোন মুমিন হৃদয়ে একত্রিত হতে পারে না।

৫. গোপন ও প্রকাশ্য, সর্ববিষয়েই আল্লাহ জ্ঞাত। শেষ বিচারের দিনে প্রত্যেকেই স্বীয় ভাল-মন্দের কর্মফল পাবে।

চতুর্থ পাঠ : ৪র্থ রুকূ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣١)
قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ (٣٢) اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىٓ اٰدَمَ وَنُوْحًا
وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٣٣) ذُرِّيَّةًۢ بَعْضُهَا مِنْۢ بَعْضٍ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٣٤) اِذْ
قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
(٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَآ اُنْثٰى ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ۗ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى ۚ
وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (٣٦) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ
حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۚ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا

رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(٣٧) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ (٣٨)
فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُّصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ
وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ (٣٩) قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ
عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ (٤٠) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ
ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ (٤١)

সরল অনুবাদ:

৩১. বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসতেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

৩২. বল, 'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের অনুগত হও।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না।

৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে, নুহকে ও ইবরাহিমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।

৩৪. তাঁরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

৩৫. স্মরণ কর, যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক। আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হতে তা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

৩৬. অতঃপর যখন সে তাঁকে প্রসব করল, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক। আমি কন্যা প্রসব করেছি।' সে যা প্রসব করেছে আল্লাহ্ তা সম্যক অবগত। 'আর ছেলে তো এই মেয়ের মত নয়।' আমি তাঁর নাম 'মারইয়াম' রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তাঁর ও তাঁর বংশধরের জন্য তোমার শরণ নিচ্ছি।'

৩৭. অতঃপর তাঁর প্রতিপালক তাঁকে ভালোভাবে কবুল করলেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন এবং তিনি তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধায়নে রেখেছিলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে যেত তখনই তাঁর নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত, হে মারইয়াম, এসব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত, 'এটা আল্লাহর নিকট হতে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযিক দান করেন।

৩৮. সেখানেই যাকারিয়া তাঁর প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করে বলল, ' হে আমার প্রতিপালক। আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৩৯. যখন যাকারিয়া কক্ষে সালাতে দাঁড়িয়েছিলেন তখন ফেরেশতাগণ তাঁকে সম্বোধন করে বলল, 'আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন, সে হবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবি।'

৪০. সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক। আমার পুত্র হবে কিভাবে? আমার তো বার্ধক্য এসেছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা।' তিনি বললেন, 'এভাবেই। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা দান করেন।'
৪১. সে বলল, ' হে আমার প্রতিপালক। আমাকে একটি নিদর্শন দাও।' তিনি বললেন, ' তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইঙ্গিত ব্যতীত কথা বলতে পারবে না, আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করবে এবং সন্ধ্যায় ও সকালে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে।'

تحقيقات الألفاظ

تولوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التولي মাদ্দাহ و+ل+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

اصطفى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاصطفاء মাদ্দাহ ص+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– সে নির্বাচন করবে।

نذرت : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার النذر মাদ্দাহ ن+ذ+ر জিনস صحيح অর্থ– আমি মানত করলাম।

محررا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব تفعيل মাসদার التحرير মাদ্দাহ ح+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– মুক্ত, স্বাধীন।

أنبت : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإنبات মাদ্দাহ ن+ب+ت জিনস صحيح অর্থ– তিনি গড়ে তুলবেন।

كفلها : ها শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التكفيل মাদ্দাহ ك+ف+ل জিনস صحيح অর্থ– সে তাকে লালন করল।

نادت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার النداء মাদ্দাহ ن+د+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– সে আহবান করল।

عاقر : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার العقر মাদ্দাহ ع+ق+ر জিনস صحيح অর্থ– বন্ধ্যা।

لا تكلّم : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব تفعيل মাসদার التكليم মাদ্দাহ ك+ل+م জিনস صحيح অর্থ– তুমি কথা বলবে না।

تركيب الجملة

تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ : تُؤْتِيْ হলো فعل ও فاعل, আর الْمُلْكَ হলো مفعول আর من আর এসমে মাওসুল আর تَشَآءُ ফেল ও ফায়েল মিলে جملة فعلية হয়ে সিলাহ। সিলাহ ও মাওসূল মিলে مفعول ثاني এবার فعل + فاعل এবং দুই মাফউল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

قَوْلُـه تَعَالٰى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ ... الخ

এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে ইমাম ইবনু কাসির র. বলেছেন : আয়াতটি এরূপ ব্যক্তির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যে আল্লাহ্‌র মহব্বতের দাবি করে, অথচ নিজে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়ার ওপর অবিচল থাকে না। কেননা সে জগণ্য মিথ্যা দাবিদার, যতক্ষণ না সে তার সকল কথায় ও কাজে শরিয়তে মুহাম্মদির অনুসরণ না করবে। এ বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন।

অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন : কাবা ঘরে মূর্তিপূজারত দেখে রসুলুল্লাহ্ (ﷺ) একদিন মক্কার কুরাইশদের বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌র ভালোবাসার দাবি কর, অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র বিধান ও মিল্লাতে ইবরাহিমের বিপরীত কাজ করে যাচ্ছ। এ কথা শুনে তারা বলল, আল্লাহ্‌র সন্তুটি ও ভালোবাসা অর্জনের জন্যই আমরা মূর্তিপূজা করছি। তাদের এ অলিক দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّيْ وَضَعْتُهَا أُنْثٰى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى وَإِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এ আয়াতে হজরত মারইয়াম (عليها السلام) এর জন্মদর্শন ও লালন-পালন এবং পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। বর্ণিত আছে, একদিন ইমরানের স্ত্রী হজরত হান্না বিনতে ফাকুয একটি গাছের ছায়ায় বসে ছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তিনি দেখলেন, একটি পাখি তার বাচ্চাকে খাদ্য খাওয়াচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে নিঃসন্তান হান্না আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে আল্লাহ্, আমাকে যদি দয়া করে একটি সন্তান দেন, তাহলে তাকে বাইতুল মাকদাসে সেবক হিসেবে অর্পণ করব। এরপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তিনি হজরত মারইয়াম (عليها السلام) -কে জন্ম দেন। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনায় বলেন, "হে আমার রব! আমার একটি কন্যা সন্তান হয়েছে। আশা করেছিলাম একটি পুত্র সন্তান হলে তাকে বাইতুল মাকদাসে প্রেরণ করব। যাই হোক, এই কন্যা সন্তানকে পবিত্র বাইতুল মাকদাসে অর্পণ করব। এর নাম রাখলাম মারইয়াম। অভিশপ্ত শয়তান হতে তাকে এবং তার সন্তানকে পবিত্র বাঁচিয়ে রাখুন।" অনন্তর হজরত ইমরানের স্ত্রী হজরত হান্না তাঁর শিশু কন্যা মারইয়ামকে নিয়ে বাইতুল মাকদাসে অর্পণ করতে যান। এ শিশু কন্যার পিতা ইমরান ইবনে মাসান ছিলেন বনি ইসরাইলের সর্দার ও সে যুগের শ্রেষ্ঠ ইমাম। এ জন্য এ শিশু মারইয়ামের লালন-পালনের ভার গ্রহণের জন্য বাইতুল মাকদাসের সকল সেবক আগ্রহী ছিলেন। এ সময়ে তাঁদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে লটারির

উদ্দেশ্যে খাদিমগণ তাওরাত লেখার কলমগুলো স্রোতস্বিনী নদীতে ফেলে দেন। কলমগুলোর মধ্যে হজরত যাকারিয়া (ﷺ) এর কলমটি পানির ওপরে ভেসে ছিল এবং তা স্রোতের টানে দূরে চলে যায়নি। তিনি লটারিতে বিজয়ী হয়ে হজরত মারইয়ামের (ﷺ) লালন-পালনের দায়িত্ব লাভ করেন। আর হজরত যাকারিয়া অপরদিকে শিশু কন্যা মারইয়ামের আপন খালু ছিলেন।

নবি হজরত যাকারিয়া (ﷺ) মারইয়াম (ﷺ) এর শিশুকালেই তার প্রতি আল্লাহ্র অলৌকিক অনুগ্রহ লক্ষ্য করেন। হজরত মারইয়ামের জন্য নির্ধারিত কক্ষের তালা খুলে হজরত যাকারিয়া (ﷺ) ঘরে প্রবেশ করে অমৌসুমী বিভিন্ন সুস্বাদু ফলমূল দেখতে পেতেন। তিনি বলতেন, "মা মারইয়াম, এ অসময়ে এসব ফলমূল তোমাকে কে দেয়? তোমার ঘরের চাবি তো আমার কাছে থাকে। তিনি উত্তর দিতেন, "আল্লাহ তাআলা এ ফলমূল পাঠান। উপরে আলোচিত এ মহীয়সী নারীকে আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত মানুষের কাছে স্মরণীয় রাখলেন। আল্লাহ পুরুষের বিনা স্পর্শে হজরত ইসা (ﷺ) কে তাঁর গর্ভে স্থান দেন। তিনি আল্লাহ্র প্রিয়নবি ও রসুল হজরত ইসা (ﷺ) কে কোন পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত সৃষ্টি করে পৃথিবীতে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

قَوْلُـه تَعَالٰى : هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ... الخ

হজরত যাকারিয়া (ﷺ) এর ঘটনা :

হজরত যাকারিয়া (ﷺ) ছিলেন বনি ইসরাইলের একজন বিখ্যাত নবি। তাঁর পিতার নাম আযান। তিনি ছিলেন হজরত ইসা (ﷺ) এর নানা ইমরান ইবনুল মাসান-এর সমসাময়িক। ইসা (ﷺ) এর নানীর নাম ছিল হান্নাহ বিনতু ফাকুয। যাকে পবিত্র কুরআনে امرأة عمران বলা হয়েছে।

হজরত যাকারিয়া (ﷺ) হজরত মারইয়াম (ﷺ) এর অসাধারণ কারামাত ও ফজিলত এবং অসময়ে তাঁর নিকট বেহেশতি ফলের আগমন অবলোকন করে নিজের জন্য একজন নেক সন্তান কামনা করেন। তাই তিনি আল্লাহ্র নিকট সন্তানের জন্য দোআ করেন। তখন তাঁর বয়স ৯৯ বছর এবং তাঁর স্ত্রীর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। যাকারিয়া (ﷺ) বুঝেছিলেন, মারইয়ামের কাছে আল্লাহ যেমন অমৌসুমী ফল দিয়েছেন, আমাকেও তদ্রূপ অমৌসুমী (বৃদ্ধ বয়সে) ফল (সন্তান) দান করতে পারেন। মহান আল্লাহ তাঁর দোআ কবুল করেন তাঁকে একজন পুত্র সন্তান দান করেন। যার নাম ছিল হজরত ইয়াহইয়া (ﷺ)।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهُ تَعَالَى : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ ... الخ

معنى المحبة: المحبة শব্দটি باب نصر এর مصدر ميمي যার মূল হল الحب শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ভালোবাসা, মহব্বত করা, বন্ধুত্ব করা, আপন করে নেওয়া ইত্যাদি। শব্দটির পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে মিশকাত শরিফের প্রান্ত টীকায় বলা হয়েছে- المحبة هي ميلان القلب إلى شيء لكمال فيه

অর্থাৎ, কোন কিছুর মধ্যে পরিপূর্ণ গুণাবলী থাকার কারণে তার প্রতি অন্তর আকৃষ্ট হওয়াকে মহব্বত বলা হয়।

محبة এর প্রকার : আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে যে ভালোবাসা তা দুভাগে বিভক্ত। যথা :

১. **محبة العبد لله আল্লাহ্র প্রতি বান্দার ভালবাসা :** এর অর্থ হল আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইবাদতের ইচ্ছা পোষণ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন : والذين آمنوا أشد حبا لله অর্থাৎ, যারা মুমিন তারা আল্লাহ্কে অধিক ভালোবাসেন।

২. **محبة الله العبد বান্দার প্রতি আল্লাহ্র ভালোবাসা :** এর অর্থ হল, বান্দার প্রতি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হওয়া ও বান্দার ভালো কাজের প্রশংসা করা। যেমন হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন : "বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করে। এমন কি আমি তাকে ভালোবাসি।

এ ছাড়া সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে محبة তিন প্রকার যথা -

১. **محبة طبعية বা স্বভাবগত ভালোবাসা :** যে ভালোবাসা মানুষের জন্মগত, যা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত তাকে মহব্বাতে তাবয়ি বলা হয়। যেমন পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভালোবাসা।

২. **محبة عقلية বা বিবেকতাড়িত ভালোবাসা :** স্বাভাবিক না হওয়া সত্ত্বেও বিবেক বুদ্ধির কারণে মানুষের অন্তরে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাকে মহব্বাতে আকলি বলা হয়। যেমন : তিক্ত ঔষধ সেবনের প্রতি ভালোবাসা।

৩. **محبة إيمانية বা ইমানি ভালোবাসা :** আল্লাহ ও রসুলের ওপর ইমান আনয়নের কারণে মুমিনের অন্তরে আল্লাহ্র প্রতি রসুলের প্রতি ও ইসলামি বিধি বিধানের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাকে মহব্বতে ইমানি বলা হয়। যেমন- রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ»

২৫৮ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাকে তার পিতামাতা, সন্তান

ও সমস্ত মানুষ হতে বেশি ভালো না বাসবে।

قَوْلُـه تَعَالٰى : رَبِّ إِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا

এ আয়াতের مُحَرَّرًا শব্দটি حرية থেকে গৃহীত। যাকে একনিষ্ঠ বা স্বাধীন করা হয়, তাকে محرر বলা হয়। হজরত মারইয়াম (ﷺ) পরাধীন বা দাসী ছিলেন না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর মা তাঁকে কেন محرر বলেছিলেন, এ সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

ক. ড. আলি সাবুনি বলেছেন : مُحَرَّرًا এর অর্থ হল الخالص لله عز وجل لا يشوبه شيء অর্থাৎ মারইয়াম (ﷺ) ছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। এর সাথে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত ছিল না।

খ. মারইয়াম (ﷺ) এর মা তাঁকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদাত ও বায়তুল মাকদাস এর খেদমাতের উদ্দেশে মান্নত করেছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাই তাকে مُحَرَّرًا বলেছেন।

গ. আল্লামা যামাখশারি র. বলেন, এর অর্থ হল, আমার গর্ভে যা রয়েছে, তাকে আমি আমার কোন খেদমাতে ব্যবহার করব না, কোন কাজে খাটাব না।

ঘ. ইমাম শাবি র. বলেছেন, এর অর্থ- স্রেফ ইবাদতের জন্যই তাকে একনিষ্ঠ করা হল।

ঙ. সে সময় কেবল পুত্র সন্তানদেরই تحرير করার বিধান ছিল। তাই মারইয়াম (ﷺ) এর মা। مُحَرَّرًا বলে আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর গর্ভের সন্তান পুত্র হওয়ার আবদার করেছিলেন।

সংশ্লিষ্ট টীকা

آل عمران এর অর্থ হচ্ছে ইমরান-এর পরিবার বা ইমরান বংশ। কারও কারও মতে ইমরান বলতে মুসা (ﷺ) এর পিতাকে বুঝায়। এই বংশ থেকেই হজরত ইসার জন্ম। কারো মতে হজরত মারইয়াম (ﷺ) এর পিতার নাম ইমরান। এই দুই ইমরানের মাঝে এক হাজার আটশত বছরের ব্যবধান রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ইমরানই বুঝানো হয়েছে।

المحراب শব্দটি حرب থেকে গৃহীত। অর্থ যুদ্ধ محراب হচ্ছে যুদ্ধাস্ত্র রাখার স্থান। মসজিদে ইমাম দাড়ানোর সামনের অংশকে বুঝায়। কারণ মুজাহিদগণ যুদ্ধের সময় এখানেই অস্ত্র জমা রাখতেন। কিন্তু আয়াতে محراب বলতে উপাসনালয় সংলগ্ন স্থানে নির্মিত প্রকোষ্ঠকে বুঝানো হয়েছে। হজরত যাকারিয়া (ﷺ) মরিয়মের জন্য এরূপ একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেন যেখানে সিঁড়ি ছাড়া কেউ পৌঁছতে পারত না। তিনি সময় মত খাবার দাবার পৌঁছে দিয়ে কক্ষটি বন্ধ করে আসতেন। অন্য কারো তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না।

بكلمة من الله: আয়াতে হজরত ইয়াহইয়া (ﷺ) গুণ مصدق بكلمة من الله -এর মধ্যে كلمة শব্দটির কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

১. হজরত আবু উবায়দা (ﷺ) এর মতে, এখানে كلمة من الله দ্বারা তাওরাত উদ্দেশ্য।

২. অথবা হজরত ঈসা (عليه السلام) এর নবুয়াতের সত্যায়নকারী হতেন। কেননা ইসা (عليه السلام) কে كلمة من
الله বলা হয়েছে। এটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ তাআলার ভালবাসা পেতে হলে প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করতে হবে।

২. আল্লাহ ও তদ্বীয় রসুল (ﷺ) এর অনুসরণ করা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় মূলত তারাই কাফের।

৩. আল্লাহ হজরত আদম (عليه السلام), নুহ (عليه السلام), ইবরাহিম (عليه السلام), ও ইমরান (عليه السلام) এর বংশধরকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এদের বংশ পরম্পরায় তিনি অসংখ্য নবি-রসুল প্রেরণ করেছেন।

৪. হজরত মরিয়ম (عليها السلام) কে আল্লাহ বিশেষ মর্যাদাশীল নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সাধারণ পুরুষের চেয়েও তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। জমহুর আলিমদের মতে, তিনি নবি ছিলেন না।

৫. আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি হজরত যাকারিয়া (عليه السلام) কে বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁর বন্ধ্যাস্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান দান করেন।

৬. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা আপন কুদরতে রিযিক দান করেন। যেমন মরিয়মকে বদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে বেহেশতের বিভিন্ন সুস্বাদু ফল দান করেছেন।

পঞ্চম পাঠ : ৫ম রুকু

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ (٤٢) يٰمَرْيَمُ
اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (٤٣) ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ
لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ (٤٤) اِذْ قَالَتِ
الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٤٦) قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى
يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ
كُنْ فَيَكُوْنُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ (٤٨) وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّىْ
قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّىْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِىْ

بُيُوْتِكُمْ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٤٩) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ (٥٠) اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ
وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۗ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (٥١) فَلَمَّآ اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ
اِلَى اللّٰهِ ۗ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (٥٢) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ
اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ (٥٣) وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (٥٤)

সরল অনুবাদ:

৪২. স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলেছিল, 'হে মারইয়াম, আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করেছেন।'

৪৩. 'হে মারইয়াম, তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যারা রুকু করে তাদের সঙ্গে রুকু কর।'

৪৪. এটা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ– যা তোমাকে ওহি দ্বারা অবহিত করছি। মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে, তার জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করেছিল, তুমি তখন তাদের নিকট ছিলে না এবং তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের নিকট ছিলে না।

৪৫. স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলল, ' হে মারইয়াম, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পক্ষ হতে একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন। তাঁর নাম মাসিহ মারইয়াম-তনয় ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হবে।'

৪৬. 'সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলবে এবং সে হবে পুণ্যবানদের একজন।'

৪৭. সে বলল, ' হে আমার প্রতিপালক, আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই। আমার সন্তান হবে কিভাবে?' তিনি বললেন, 'এভাবেই, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, হও। এবং তা হয়ে যায়।'

৪৮. এবং তিনি তাঁকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল।

৪৯. 'এবং তাঁকে বনি ইসরাইলের জন্য রাসুল করবেন।' সে বলবে, 'আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কাঁদা দিয়ে একটি পাখির মত আকৃতি গঠন করব; অতঃপর এতে আমি ফুৎকার দিব; ফলে আল্লাহর হুকুমে তা পাখি হয়ে যাবে।' আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে নিরাময় করব এবং মৃতকে জীবন্ত করব আল্লাহর হুকুমে। তোমরা তোমাদের গৃহে যা আহার কর এবং মওজুদ কর তা তোমাদেরকে বলে দিব। তোমরা যদি মুমিন হও তবে এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

৫০.আর আমি এসেছি, আমার সম্মুখে তাওরাতে যা রয়েছে তার সমর্থকরূপে এবং তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ ছিল তার কিছু বিষয়কে বৈধ করতে। এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর।

৫১. নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত করবে। এটাই সরল পথ।

৫২. যখন ঈসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল, তখন সে বলল, 'আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী।' হাওয়ারিগণ বলল, 'আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর উপর ইমান এনেছি, আমরা আত্মসমর্পনকারী। তুমি এর সাক্ষী থাক।'

৫৩. ' হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি যা অবতীর্ণ করেছ, তাতে আমরা ইমান এনেছি এবং আমরা এ রাসুলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের তালিকাভুক্ত কর।'

৫৪. আর তারা চক্রান্ত করেছিল আল্লাহও কৌশল করেছিলেন; আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ।

تحقيقات الألفاظ

اصطفى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاصطفاء মাদ্দাহ ص+ف+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– সে নির্বাচন করবে।

اسجدي : ছিগাহ واحد مؤنث حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার السجود মাদ্দাহ س+ج+د জিনস صحيح অর্থ– তুমি সাজদা কর।

اركعي : ছিগাহ واحد مؤنث حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব فتح মাসদার الركوع মাদ্দাহ ر+ك+ع জিনস صحيح অর্থ– তুমি রুকূ কর।

يلقون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإلقاء মাদ্দাহ ل+ق+ي জিনস ناقص يائي অর্থ– তারা নিক্ষেপ করবে।

يكفل : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الكفالة মাদ্দাহ ك+ف+ل জিনস صحيح অর্থ– সে দায়িত্ব নেবে।

المقربين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার التقريب মাদ্দাহ ق+ر+ب জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তীগণ।

لم يمسسني : ني শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার المس মাদ্দাহ م+س+س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– সে আমাকে স্পর্শ করেনি।

أنبئكم : كم শব্দটি ضمير منصوب متصل বাহাছ واحد متكلم ছিগাহ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التنبئة মাদ্দাহ ن+ب+ء জিনস مهموز لام অর্থ– আমি তোমাদিগকে সংবাদ প্রদান করি।

اتقوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ– তোমরা ভয় কর।

مكروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার المكر মাদ্দাহ م+ك+ر জিনস صحيح অর্থ– তারা চক্রান্ত করল।

تركيب الجملة

اصطفاك على نساء العالمين: اصطفى ফেল, যমির ফায়েল, ك মাফউল, على হরফে জার, نساء মুজাফ এবং العالمين মুজাফ ইলাইহি, এবার مضاف ও مضاف إليه মিলে মাজরুর, জার ও মাজরুর মিলে متعلق পরিশেষে فعل , فاعل , مفعول এবং متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

واحي الموتى باذن الله ... الخ

আল্লাহ পাক হজরত ইসা (عليه السلام) কে চারটি মুজিজা দিয়েছিলেন। এর একটি হল, তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও কুদরতে মৃতকে পুনঃ জীবিত করতে পারতেন। মৃতকে জীবিত করা তার নিজের ইচ্ছা বা শক্তির ওপর নির্ভরশীল ছিল না; বরং আল্লাহ্‌র অনুমতি ও ইচ্ছায় তিনি এমনটি করতে পারতেন। তিনি কোন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার ইচ্ছা পোষণ করলে মৃতের নিকট বা তার কবরের নিকট গিয়ে বলতেন–يا فلان قم باذن الله অর্থাৎ, যে অমুক! তুমি আল্লাহ্‌র আদেশে দণ্ডায়মান হও।

ড. আলি সাবুনি বলেন, হজরত ইসা (عليه السلام) মোট চার জন মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছিলেন। তারা হল ১. তাঁর বন্ধু আযের, ২. এক বৃদ্ধার পুত্র, ৩. আশিরের কন্যা ও ৪. সাম ইবনু নুহ (عليه السلام)

প্রকাশ থাকে যে, ইসা (عليه السلام) নুহ (عليه السلام) এর পুত্র সামের কবরের কাছে গিয়ে يا حي يا قيوم বলে ডাক দিলে সে জীবিত হয়ে তার মস্তক বের করে দেয়। তার সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আমি যেমন মারা গিয়েছিলাম তেমনিভাবে আমি যেন মরতে পারি কিন্তু আপনার কাছে আমার অনুরোধ, "পুনরায় মৃত্যুর সময় যেন আমার জান কবজের কষ্ট না পাই। কারণ মৃত্যু যন্ত্রণা سكرة الموت বড়ই কষ্টদায়ক।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা :

হজরত মারইয়াম (আ.) এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইমরান ইবনু মাসান ইন্তিকাল করেন। তাই মাতা হান্নাহ বিনতু ফাকুয তাঁকে প্রসব করার পর এক টুকরা কাপড় পেঁচিয়ে বায়তুল মাকদাসে নিয়ে আসেন। তথায় তখন হজরত হারুন (عليه السلام) এর পুত্ররা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আহবারুল ইহুদ। তিনি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "তোমাদের দায়িত্বে আমার এ মানতের শিশু থাকল।

একথা শুনে তাঁরা হজরত মারইয়াম (আ.) এর দায়িত্ব নিতে আগ্রহ প্রকাশ করল। হজরত যাকারিয়া (عليه السلام) বললেন, "আমি এ শিশুর দায়-দায়িত্ব গ্রহণেরর অধিক যোগ্য। কেননা তাঁর খালা আমার ঘরে রয়েছে। কিন্তু অন্যরা বলল : লটারি না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি চূড়ান্ত হবে না। তাই আগ্রহীরা সবাই জর্ডান নদীর দিকে গেলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন ২৭ জন। তাঁরা সকলে নিজেদের তওরাত শরিফ লেখার পবিত্র কলম নদীতে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ্‌র মহিমায় হজরত যাকারিয়া (عليه السلام) এর নিক্ষিপ্ত কলম পানির ওপর স্থির হয়ে থাকল এবং অন্যদের নিক্ষিপ্ত কলম পানিতে ভেসে গেল।

লটারির শর্তানুযায়ী হজরত যাকারিয়া (عليه السلام) হজরত মারইয়াম (আ.) এর প্রতিপালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন।

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ .... خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

ইহুদিগণ ছিল হজরত মুসা (عليه السلام) এর অনুসারী। হজরত মুসা (عليه السلام) এর ওপর ঐশীগ্রন্থ তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা এ কিতাব অনুসরণ করত। এ কিতাবে পরবর্তী যুগে ইসা (عليه السلام) এর নবুয়ত ও রিসালত এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থ ইনজিলের ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ ছিল। কিন্তু যখন মারইয়াম (আ.) এর পুত্র হজরত ইসা (عليه السلام) রিসালাত ও নবুয়ত লাভ করেন এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ঐশীগ্রন্থ ইনজিল নাজিল হয়, তখন ইহুদিগণ তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের প্রতি তথা ইনজিল গ্রন্থের প্রতি ইমান আনল না। বরং তারা হজরত ইসা (عليه السلام) এর মহাশত্রু হয়ে যায়। অতঃপর যখন হজরত ইসা (عليه السلام) বুঝতে পারলেন, ইহুদিগণ তাঁকে হত্যা করতে পারে, তখন তিনি তাঁর অনুসারীদের বললেন, "আমার সাহায্যকারী কারা আছে? তখন আল্লাহ্‌র কতক প্রিয় বান্দা বললেন, 'আমরা আপনার হাওয়ারি, আমরাই আপনাকে সাহায্য করব, এ সময় জঘন্য ইহুদিরা চক্রান্ত করল যে, তারা হজরত ইসা (عليه السلام) কে হত্যা করবে। তারা দলবদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য যাত্রা করে। হজরত ইসা (عليه السلام) এ সময় একটি ঘরের মধ্যে একাকি ছিলেন। ইহুদিদের ঐ দলের নেতা তাকইয়ানুস হজরত ইসা (عليه السلام) এর ঘরে দলের অন্যদের অনেক পেছনে রয়েছে দেখে একা একাই প্রবেশ করে। আল্লাহ ইহুদিদের চক্রান্ত নস্যাত করে দেন। হজরত ইসা (عليه السلام) কে জীবিত অবস্থায় স্বীয় দরবারে তুলে নেন। এ ঘরে তখন একা ছিল তাকইয়ানুস। তার চেহারাকে আল্লাহ তাআলা হজরত ইসা (عليه السلام) এর চেহারায় রূপান্তরিত করে দেন। সে মৃত্যুভয়ে চিৎকার করে বলে, "আমি তোমাদের দলপতি তাকইয়ানুস,

আমি ইসা নই। অবশেষে ইহুদিগণ তাকে কঠোর শাস্তি দেয় এবং বধ্যভূমিতে সকলের সম্মুখে শূলে চড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাই আল্লাহ বলেন, وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : اصطفاك على نساء العالمين ... الخ

مريم (عليها السلام) নবি ছিলেন কিনা :

হজরত মারইয়াম (عليها السلام) ছিলেন সম্মানিত ও বুদ্ধিমতি মহিলা। এমনকি বিদ্যা-বুদ্ধি ও মর্যাদার বিচারে তিনি অনেক পুরুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে وليس الذكر كالأنثى কিন্তু এতদসত্ত্বেও জমহুর আলিমের মতে হজরত মারইয়াম (عليها السلام) নবি ছিলেন না। কেননা নবিদের দায়িত্ব ও কাজ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। তাছাড়া মহান আল্লাহ বলেছেন وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم অতএব, প্রমাণিত হয়, মহান আল্লাহ কোন নারীকে নবি হিসাবে প্রেরণ করেননি।

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين

হজরত ইসা (عليه السلام) কে المسيح বলার কারণ :

المسيح শব্দটি مسح থেকে গঠিত। যার অর্থ স্পর্শ করা, ছোঁয়া। আল্লামা যামাখশারি র. বলেন, শব্দটি মূলে ছিল مسيح যা একটি ইবরানি শব্দ, একটি সম্মানজনক উপাধি। যেমন الصديق ও الفاروق সম্মানজনক উপাধি। হজরত ইসা (عليه السلام) কে বিভিন্ন কারণে المسيح উপাধি দেওয়া হয়েছিল। যেমন -

১. তাঁর স্পর্শের বরকতে জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগী ভালো হয়ে যেত।

২. তিনি দাজ্জালকে তাড়া করতে গিয়ে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবেন।

৩. তাঁর অসামান্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য তাঁকে المسيح বলা হত।

الحواريون কারা : الحواريون শব্দটি الحواري এর বহুবচন। শব্দটি حور থেকে গঠিত اسم منسوب শব্দটির শাব্দিক অর্থ : শুভ্র, নির্বাচিত, একনিষ্ঠ ইত্যাদি। হজরত ইসা (عليه السلام) এর একদল সাহায্যকারীকে পবিত্র কুরআনে **الحواريون** বলা হয়েছে। তাদের পরিচয় সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-

ক. আল্লামা যামাখশারি র. বলেন- الحواريون হলেন হজরত ইসা (عليه السلام) এর বাছাইকৃত ও একনিষ্ঠ সাহায্যকারী অনুসারীগণ। যেহেতু হজরত ইসা (عليه السلام) তাদেরকে তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে সাহায্য

১০১৫

করার জন্য মনোনীত করেছিলেন। তাই তাদেরকে الحواريون বলা হয়।

খ. ড. আলি সাবুনি বলেন, ইসা (عليه السلام) এর অনুসারীদের الحواريون বলা হয়। যেমন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর অনুসারীদের الصحابة বলা হয়। তেমনি হাওয়ারিদের অন্তরের পবিত্রতা ও গোপন ভেদের নির্মলতার কারণে তাদেরকে الحواريون বলা হতো।

গ. তাফসিরুল জালালাইন এর প্রান্ত টীকায় বলা হয়েছে, ইসা (عليه السلام) এর সেসব অনুসারীদের الحواريون বলা হয়, যারা পেশায় ছিলেন ধোপা। যেহেতু তারা পেশাগত কারণে কাপড় পরিষ্কার করতেন, ময়লা দূর করতেন তাই তাদের الحواريون বলা হত।

ঘ. হজরত ইসা (عليه السلام) এর যে সব অনুসারী সাদা ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করতেন, তাদেরকে الحواريون বলা হত।

সংশ্লিষ্ট টীকা

مسيح হজরত ইসা (عليه السلام) কে মাসিহ বলা হয়। কারো কারো মতে, তিনি কুষ্ঠ রোগী ও জন্মান্ধকে মাসিহ করলেই সে রোগমুক্ত হয়ে যেত। কারো মতে مسيح শব্দ থেকে মাসিহ শব্দটি এসেছে। এর অর্থ সফর করা। তিনি দাজ্জাল মারার সময় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবেন, তাই আল্লাহ তাআলা তাকে মাসিহ বলেছেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى: إن الله ربي و ربكم ... الخ

হজরত ঈসা (عليه السلام) এর অলৌকিকতা ও মুজিজা দেখে বনি-ইসরাইল মনে করছিল তিনি আল্লাহ তাআলার পুত্র কিংবা তিন ইলাহের একজন (নাউযু বিল্লাহ) তাদের এহেন জঘণ্য ধারণাকে দুর করার জন্য ঈসা (عليه السلام) তাদেরকে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমারও রব তোমাদেও রব। কাজেই পিতা-পুত্র বা তিন ইলাহ এর আকীদা বর্জন করে এক আল্লাহ তাআলার বিশ্বাসীপ্রতি হও এবং তারই ইবাদাত কর।

قَوْلُهُ تَعَالَى : ومكروا و مكر الله ... الخ

مكر অর্থ চক্রান্ত করা, প্রতারণা করা। আয়াতে শব্দটি الله শব্দের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। অথচ মহান আল্লাহ সকল দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে। এর উত্তরে বলা যায়–

১. এখানে مكر শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যেমন আল্লাহ মকরবাজদের চরম শিক্ষা দিয়েছেন। তারা ইসা (عليه السلام) কে হত্যা করতে চেয়েছিল, অথচ নিজেদের একজনই নিহত হল।

২. অথবা তারা গোপনে চক্রান্ত করে ইসা (عليه السلام)কে যখন হত্যা করতে চেয়েছিল তখন আল্লাহ তাআলা কুদরতী ব্যবস্থাপনায় তাদের চোখে বালি মেরে হজরত ইসা (عليه السلام) কে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যান।

২০২৫

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত ঃ

১. আল্লাহ كُن فَيَكُونُ এর মালিক। মরিয়ম (عليها السلام) এর গর্ভে পিতার মাধ্যম ছাড়া সৃষ্টি করেন হজরত ইসা (عليه السلام) কে।

২. মহান আল্লাহ শিশু ইসা (عليه السلام) কে দিয়ে দোলনা থেকে মায়ের সতিত্বের স্বাক্ষ্য প্রদান এবং নবুয়তের ঘোষণা করিয়েছিলেন।

৩. আল্লাহ হজরত ইসা (عليه السلام) কে কয়েকটি মুজিজা দান করেছেন। যেমন– মাটি দিয়ে পাখির আকৃতি তৈরি করে আল্লাহর হুকুমে উড়ন্ত পাখিতে পরিণত করা। ভালমন্দ, শ্বেত-কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে তোলা, আল্লাহ তাআলার হুকুমে মৃতুকে জীবিত করা, ভক্ষণকৃত খাদ্য ও গৃহে সঞ্চিত সামগ্রীর গোপন সংবাদ জানা ইত্যাদি।

৪. ইসা (عليه السلام) মৃত্যুকে জীবিত করতে পারতেন, খ্রিস্টানরা এটিকে মুজিজা না মেনে তাঁকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করতো। অথচ তিনি بِإِذْنِ اللهِ বলে জীবিত করতেন।

৫. আল্লাহ ইহুদিদের হজরত ইসা (عليه السلام) কে হত্যার ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন এবং তাকে আসমানে উঠিয়ে নেন।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) মহব্বত কত প্রকার ?

(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

(২) كان কোন প্রকার فعل ?

(ক) فعل تام (খ) فعل ناقص
(গ) فعل غير متصرفة (ঘ) فعل متعدي

(৩) سلموا এর বাব কি ?

(ক) إفعال (খ) تفعيل
(গ) تفعل (ঘ) افتعال

(৪) اولئك هم وقود النار আয়াতাংশে وقود النار দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে ?

(ক) মুমিন (খ) ফাসেক
(গ) কাফের (ঘ) মুনাফিক

২০২৫

(৫) إن الله اصطفى آدم আয়াতাংশে آدم শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

(ক) فاعل (খ) مفعول

(গ) مبتدأ (ঘ) خبر

(৬) ليس الذكر كالأنثى এর মর্মার্থ কী?

(ক) পুরুষ সন্তান কন্যা সন্তানের মত না (খ) সকল পুরুষ সন্তান শ্রেষ্ঠ নয়

(গ) কিছু কিছু কন্যা সন্তান পুত্র সন্তান অপেক্ষা ভাল (ঘ) অনেক কন্যা সন্তান পুত্র সন্তান অপেক্ষা ভাল

(৭) الحواريون-এর একবচন কী?

(ক) الحور (খ) الحواري

(গ) الحياء (ঘ) الحيرة

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) الم الله لا اله الا هو الحى القيوم ... الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

(খ) ان الدين عند الله الاسلام আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

(গ) محبة কাকে বলে? محبة কত প্রকার ও কী কী?

(ঘ) হযরত ইসা (আ)-কে المسيح বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) تركيب কর : والله شديد العقاب

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

لا يخلق ـ أموال ـ كفروا ـ يأمرون ـ تولج ـ اصطفى ـ اسجدى ـ عالمين.

ষষ্ঠ পাঠ : ৬ষ্ঠ রুকু

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰۤى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ
فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ
(٥٥) فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ (٥٦)
وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (٥٧) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ
عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ (٥٨) اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۗ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٥٩) اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ (٦٠) فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ
بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا
وَاَنْفُسَكُمْ ۗ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ (٦١) اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا
مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٦٢) فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِالْمُفْسِدِيْنَ (٦٣)

সরল অনুবাদ:

৫৫. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা, আমি তোমার কাল পূর্ণ করেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলে নিয়েছি এবং যারা কুফরি করেছে তাদের মধ্য হতে তোমাকে পবিত্র করেছি। আর তোমার অনুসারীগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিয়েছি। অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।' তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটছে, আমি তা মীমাংসা করে দিব।

৫৬. যারা কুফরি করেছে, আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠোর শাস্তি প্রদান করব। এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নাই।

৫৭. আর যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আল্লাহ্ জালিমদের পছন্দ করেন না।

৫৮. এটা আমি তোমার নিকট তিলাওয়াত করছি আয়াতসমূহ ও সারগর্ভ বাণী হতে।

৫৯. আল্লাহর নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের মত। তিনি তাঁকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তাকে বললেন, 'হও'। ফলে সে হয়ে গেল।

৬০. সত্য তো তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৬১. তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল,'আস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে,

আমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের নিজেদেরকে, অতঃপর আমরা মুবাহালা তথা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লানত।

৬২. নিশ্চয়ই এটা সত্য বৃত্তান্ত। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহ্ নাই; নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম প্রতাপশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৩. যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসাদকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।

تحقيقات الألفاظ

متوفيك : ك শব্দটি ضمير مجرور متصل ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعل মাসদার التوفي মাদ্দাহ و+ف+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তোমার মৃত্যুদানকারী।

اتبعوك : ك শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتباع মাদ্দাহ ت+ب+ع জিনস صحيح অর্থ- তারা তোমার অনুসরণ করল।

لا تكن : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব نصر মাসদার الكينونة মাদ্দাহ ك+و+ن জিনস أجوف واوي অর্থ- তুমি হয়ো না।

الممترين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الامتراء মাদ্দাহ م+ر+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সন্দেহবাদীগণ।

تعالوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব تفاعل মাসদার التعالي মাদ্দাহ ع+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ- তোমরা আস।

نبتهل : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الابتهال মাদ্দাহ ب+ه+ل জিনস صحيح অর্থ- আমরা মুবাহালা করব।

الكاذبين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব ضرب মাসদার الكذب মাদ্দাহ ك+ذ+ب জিনস صحيح অর্থ- মিথ্যাবাদী।

القصص : বহুবচন, একবচন القصة অর্থ- ঘটনাবলী।

تركيب الجملة

ذلك نتلوه عليك : ذلك এটি مبتدأ আর نتلو ফেল ও ফায়েল ه মাফউলে বিহি আর عليك হরফে জার ও মাজরূর মিলে متعلق হয়েছে। فعل + فاعل ও مفعول এবং متعلق মিলে جملة فعلية হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ

مباهلة শব্দটি বাব مفاعلة থেকে মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ একে অপরকে অভিসম্পাত দিয়ে কঠোরভাবে বদ দোআ করা। সুরা আলে ইমরানের ৬১নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুবাহালা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। মুবাহালার প্রসঙ্গের সাথে একটি ঘটনা সম্পৃক্ত রয়েছে।

ইমাম ওয়াহিদি র. তাঁর اسباب النزول গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল মদিনায় এসে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সাথে হজরত ইসা (আ.) এর জীবন সম্পর্কে ব্যাপক বিতর্কে লিপ্ত হয়। তারা বলে, আপনি কেন আমাদের নবিকে গালমন্দ করেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি বলি? তারা বলল : "আপনি তাকেও আবদ তথা দাস বলেন।" এ কথা শুনে নবিজি বললেন,"হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি আল্লাহ তাআলার দাস ও রসুল।" এ কথায় তারা রাগান্বিত হল এবং বলল : আপনি কি কখনো পিতাবিহীন জন্ম নেওয়া কোন মানুষ দেখেছেন। তারা হজরত ইসা (আ.) কে আল্লাহ তাআলার পুত্র প্রমাণ করতে যুক্তিতর্ক আরম্ভ করল। পরিশেষে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক তা প্রমাণ করার জন্য রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে মুবাহালা করার আহ্বান জানালেন।

মুবাহালা আহবান শুনে তারা বলল, "আমরা এখনই মুবাহালা করব না; বরং ফিরে গিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আপনাকে জানাব।" তাঁরা আলিমদের সাথে পরামর্শ করে মুবাহালা না করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিকে নবিজি হজরত হুসাইন (রা.) কে কোলে নিয়ে ও হজরত হাসান (রা.) এর হাত ধরে সকাল সকাল মাঠে উপস্থিত হন। হজরত ফাতিমা (রা.) ও হজরত আলি (রা.) তাঁর পিছনে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থা দেখে তারা হিমশিম খায় ও বছরে দুই হাজার হুল্লাহ্ ও ৩০ টি লৌহবর্ম প্রদান করার শর্তে সন্ধির প্রস্তাব করে। নবিজি তাদের প্রস্তাব মেনে নিয়ে সন্ধি করেন। এভাবেই মুবাহালার ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটে।

শানে নুযুল

إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ ....عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ

বর্ণিত আছে যে, নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধিগণ রসুল (ﷺ)এর খেদমত উপস্থিত হয়ে বলল, শুনেছি। আপনি হজরত ইসা (আ.) কে গালি দেন। রসুল (ﷺ) বললেন, না আমি এরূপ করি না। তারা বলল, আপনি ইসা (আ.) কে নবি বলেন; অথচ আল্লাহ পুত্র বলেন না। তিনি বলেন, আমি কি কখন ও পয়গম্বরকে গালি দিতে পারি? আমি তো বলি, তিনি আল্লাহ তাআলার বান্দা ও রসুল। তাঁর পুত্র নন। তখন খ্রিষ্টানগণ বলল, এটাই তার সম্বন্ধে গালি। তারা আরো বলল, যদি তিনি আল্লাহ তাআলার পুত্র না হন, তাহলে তার জনক কে ইসা (আ.) ছাড়া আর কেউ কি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছে কি? এদের এ প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। যাতে বলা হয়েছে ইসা (আ.) তো আদমের মতই। ইসা (আ.) এরা ২৭১

জন্ম তো শুধু পিতা ছাড়া হয়েছে। আর আদম (আ.) পিতা মাতা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছিল।

মূলবক্তব্য/বিষয়বস্তু

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... الخ

ইহুদিরা যখন হজরত ইসা (আ.) কে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলো তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, হে ইসা (আ.) ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে পবিত্রতা দান করব এবং আমার নিকট তুলে আনব। তারা তোমাকে হত্যা করতে পারবে না।

হজরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা ইসা (আ.) লোকালয়ে যান তখন তারা তাকে জাদুকর ও হারামজাদা বলল। সে সময় তাঁর বদদোয়া ঐসব লোক শুকর হয়ে যায়। এতে ইহুদিরা তাকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে এবং হত্যা করতে রওয়ানা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সফলকাম হয়নি বরং আল্লাহ তাআলা ইসা (আ.) কে আসমানে উঠিয়ে নেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى : إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ...الخ

আয়াতে কাসাসুল হক অর্থ : সত্য ঘটনা বলতে ইসা (আ.) এর ঘটনাবলীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। হজরত ইসা (আ.) অস্বাভাবিকভাবে জনক ব্যতীরেকেই একজন অবিবাহিতা মেয়ের উদরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শৈশবে মায়ের কোলে কথা বলে মায়ের সতিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাকে মহান রসুল হিসেবে মনোনীত করে ইঞ্জিল কিতাব প্রদান করেন। নবুয়াতের প্রমাণ স্বরূপ অসংখ্য মুজিজা দান করেন। ইহুদিরা তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলে মহান আল্লাহ স্বীয় কুদরতে তাকে চতুর্থ আসমানে তুলে নেন। এ সমুদয় ঘটনা আল্লাহ নবি (সা.) কে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। এসবই বাস্তব ও সত্য।

সংশ্লিষ্ট টীকা

قَوْلُهُ تَعَالَى : فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

উল্লিখিত আয়াতে أَحْكُمُ বলতে তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছো কিয়ামত দিবসের আমি এর মিমাংসা করে দেব। এ বক্তব্য দ্বারা ইহুদিরা ইসা (আ.)এর নবুয়াত ও তাঁর জন্ম নিয়ে যে তর্ক বিতর্ক করত সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে হে ইহুদি সম্প্রদায় তোমরা ইসাকে অস্বীকার করে ইঞ্জিল কিতাবের উপর ইমান আনছনা, তাছাড়া তার পিতৃহীন জন্ম নিয়ে সন্দেহ করছ। অবশ্যই মৃত্যুর পর এর যথার্থ ফায়সালা আমি করব। সেদিন বুঝতে পারবে কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. আল্লাহ হজরত ইসা (আ.) কে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। ইহুদিরা তাকে হত্যা করতে পারেনি।
২. হজরত ইসা (আ.) কে হত্যার বিষয়ে ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন মতপার্থক্য আল্লাহ তাআলার হাসরের ময়দানে মিমাংসা করে দেবেন।
৩. আল্লাহ বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীল লোকদের পুরষ্কৃত করবেন।

৪. আল্লাহ হজরত আদম (عليه السلام) কে পিতা-মাতা ছাড়া শুধু মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর হজরত ইসা (عليه السلام) কে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন।

৫. ইসা (عليه السلام) এর জন্ম, নবুয়ত এবং জীবিত আসমানে উঠিয়ে নেয়ার ব্যাপারে কুরআন মাজিদের বর্ণনার অস্বীকারকারী কাফের।

সপ্তম পাঠ : ৭ম রুকু

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (٦٤) يٰٓاَهْلَ
الْكِتٰبِ لِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمَآ اُنْزِلَتِ التَّوْرٰىةُ وَالْاِنْجِيْلُ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (٦٥)
هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ
وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٦٦) مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۚ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٦٧) اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَاللّٰهُ وَلِيُّ
الْمُؤْمِنِيْنَ (٦٨) وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ ۚ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُوْنَ (٦٩) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ (٧٠) يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ
تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٧١)

সরল অনুবাদ:

৬৪. তুমি বল, ' হে কিতাবিগণ, আস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁর শরিক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকেও যেন আল্লাহ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, ' তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম।'

৬৫. ' হে কিতাবিগণ, ইবরাহিম সম্পর্কে কেন তোমরা তর্ক কর। অথচ তাওরাত ও ইনজিল তো তাঁর পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না?'

৬৬. হ্যাঁ, তোমরা তো সেই সব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে, সে বিষয়ে তোমরাই তো তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নাই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও।

৬৭. ইবরাহিম ইয়াহুদিও ছিল না, খ্রিস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পনকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তও ছিল না।

৬৮. নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহিমের ঘনিষ্ঠতম, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবি ও যারা ইমান এনেছে; আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক।

৬৯. কিতাবিদের একদল চায়, যেন তোমাদেরকে বিপদগামী করতে পারে, অথচ তারা নিজেদেরকেই বিপথগামী করে। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

৭০. হে কিতাবিগণ, তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার কর, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন কর?

৭১. হে কিতাবিগণ, তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান?

تحقيقات الألفاظ

اشهدوا : ছিগাহ حاضر جمع مذكر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব سمع মাসদার الشهادة মাদ্দাহ ش+ه+د জিনস صحيح অর্থ- তোমরা সাক্ষী থাক।

لا تعقلون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব ضرب মাসদার العقل মাদ্দাহ ع+ق+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা বুঝ না।

حاججتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المحاجاة মাদ্দাহ ح+ج+ج জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা ঝগড়া করেছো।

ودت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার المودة মাদ্দাহ و+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে কামনা করেছে।

ما يشعرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الشعور মাদ্দাহ ش+ع+ر জিনস صحيح অর্থ- তারা অনুভব করতে পারে না।

تركيب الجملة

الله ولي المؤمنين : الله শব্দটি মুবদাতা, ولي মুযাফ المؤمنين মুযাফ ইলাইহি, উভয়ে মিলে খবর। مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

শানে নুজুল

قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ... الخ

২০৮ আয়াতটি একটি আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হজরত আদি ইবনু হাতিম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের

পর রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ অথচ আমরা আমাদের আলিমদের উপাসনা করতাম না। একথাশুনে নবিজি বললেন : তারা কি তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার হারামকে হালাল ও আল্লাহ তাআলার হালালকে হারাম বানিয়ে দিত না? আর তোমরা কি তাদের কথা অনুযায়ী আমল করতে না? উত্তরে হজরত আদি (رضي الله عنه) বললেন জি, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা এমনটি করতাম। নবিজি বললেন: উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ একথাই বলেছেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, নাজরানের খ্রিষ্টানরা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে, হজরত ইসা (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার পুত্র। অনুরূপ মদিনার ইহুদিরাও বলতে থাকল, হজরত উযাইর (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার পুত্র। পক্ষান্তরে নবিজি বললেন, তাঁরা কেউই আল্লাহ তাআলার পুত্র নন। ত্রিমুখী অযৌক্তিক দাবি রহিত করে সমঝোতাপূর্ণ বাণী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

আয়াতটি উহুদ যুদ্ধের পর মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয় ঘটায় মদিনায় ইহুদি আলেম কাব ইবনে আশরাফ ও তার অনুসারীরা উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবি হজরত মোয়ায (رضي الله عنه) ও হজরত আম্মার (رضي الله عنه)সহ কয়েকজন সাহাবিকে ইসলাম পরিত্যাগ করে তাদের ধর্মে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করে। তারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে ও সীমালঙ্ঘণকারী হয়ে এ আহ্বান জানিয়ে ছিল। তারা মনে করেছিল, হয়ত উহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত হওয়ায় তাদের আহ্বানে সাহাবিরা সাড়া দেবেন। তাদের এ অসম্ভব অভিলাষ ও কামনার বর্ণনা নিয়েই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাফসিরুল কাশশাফে এ ঘটনার বর্ণনা রয়েছে।

এ আয়াত অবতরণের অন্য একটি কারণও রয়েছে। ইহুদিদের তওরাত ও খ্রিষ্টানদের ইঞ্জিলে হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা সব সময় হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর বিরোধিতা করত এবং তাঁর অনুসারীদেরকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করত। তারা মুসলমানদেরকে বিভিন্ন কুপরামর্শ দিত ও লোভ দেখাত। তাদের এ সব জঘন্য অপকর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন যেন মুসলমানগণ সতর্ক হতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ ... الخ

وَهٰذَا النَّبِيُّ বলতে যে নবি উদ্দেশ্য : সুরা আলে ইমরানের ৬৮নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) এর মিল্লাতের প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করার ও তাঁর ধর্মের ওপর অবিচল থাকার দাবি কেবল তারাই করতে পারেন যারা তাঁর সময়ে ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর তরিকার অনুসরণ করেছেন। অনুরূপ এ দাবি করতে পারেন এ নবি ও তার অনুসারীগণ। এ আয়াতে এ নবি বলতে একমাত্র আমাদের নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন। কেননা আমদের নবি ও তাঁর অনুসারীগণই ১০৭৬

হজরত ইবরাহিম (ﷺ) কে ولكن كان حنيفا مسلما বলে থাকেন। তাছাড়া আচার-আচরণ, মতাদর্শ ও চারিত্রিক বৈশিষ্টে তিনি ও হজরত ইবরাহিম (ﷺ) অভিন্ন। অধিকন্তু আমাদের নবিজি হলেন হজরত ইবরাহিম (ﷺ) এর উত্তর পুরুষ। তাই মহান আল্লাহ সম্মানার্থে وَهٰذَا النَّبِيُّ বলেছেন।

মূলবক্তব্য/ বিষয়বস্তু

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْۤ اِبْرٰهِيْمَ .... وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা দাবি করত নবি ইবরাহিম ইহুদি ছিলেন। অনুরূপ খ্রিষ্টানরা বলত নবি ইবরাহিম নাসারা ছিলেন। ইহুদি ছিল যারা তওরাতের অনুসারী ছিল আর ইঞ্জিলের অনুসারীদের বলা হতো নাসারা। যা হজরত ইবরাহিম (ﷺ) এর অনেক পরে অবতীর্ণ করা হয়। কাজেই এ ধরনের বাদানুবাদ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না।

তারা মুসা (ﷺ) ও ইসা (ﷺ) সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না। আর ইবরাহিম (ﷺ) ছিলেন অনেক আগের মানুষ। কাজেই তিনি ইহুদি ছিলেন বা নাসারা ছিলেন এরূপ অলীক দাবি নিরর্থক। উপরিউক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন তোমরা যা জান না সে বিষয়ে কোন বাদানুবাদ করছ? বরং তোমরা শুনে রাখ ইবরাহিম (ﷺ) ইহুদি ছিলেন না এবং খ্রিষ্টান ও ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন সরল পথে অনুসরণকারী মুসলমান।

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ .... وَمَا يَشْعُرُوْنَ

ইহুদি-নাসারাদের দাবি ছিল যে, তারাই হজরত ইবরাহিম (ﷺ) এর ঘনিষ্টজন। আল্লাহ তাআলা তাদের এহেন অসার দাবি প্রত্যাখ্যান করে উক্ত আয়াতে বলেছেন, ইবরাহিম (ﷺ) এর ঘনিষ্ঠতম তারা যারা আর আদর্শকে মেনে চলেছে এবং এ নবি মুহাম্মদ ও মুমিনদেরকে অনুসরণ করে। ইহুদি-নাসারাদের একটি দল ছিল-যেমন কাব ইবনে আশরাফের দল, তারা কামনা করতো মুমিনদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে। এ কাজে তারা সফল হয়নি বরং তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর এ সত্য তারা উপলব্ধি ও করতে পারছে না।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ তাআলার নিকট আত্মসমর্পণ করার প্রধান শর্ত হলো –

ক. একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে হবে।

খ. আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে শরিক করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

গ. আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে প্রতিপালক হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

২. হজরত ইবরাহিম (ﷺ) ইহুদি বা খ্রিষ্টান ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান।

৩. কোন বিষয় না জেনে তর্ক বিতর্ক করা সম্পূর্ণ অনুচিত।

৪. ইহুদি ও খ্রিষ্টান কেহই হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) এর ঘনিষ্ঠ নয় হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) এর ঘনিষ্ঠ হলেন তারাই যারা তাঁর উপর ইমান এনেছে ও তার অনুসরণ করেছেন।

৫. মুমিনদের প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ অতএব তাগুতের অনুসরণকারীদের পরিত্যাগ করতে হবে।

৬. সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করা এবং সত্যকে গোপন করা আল্লাহ তাআলার নিকট জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। ইহুদি-নাসারাগণ এ জঘন্য কাজটির মধ্যে রসুল (ﷺ) এর নবুয়ত অস্বীকার করতো।

অষ্টম পাঠ : ৮ম রুকু

وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اٰمِنُوْا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوْٓا اٰخِرَهٗ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٧٢) وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ
مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٧٣) يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (٧٤) وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ
قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ
(٧٥) بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (٧٦) اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ
وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ
وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۪ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٧٧) وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ
الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (٧٨) مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ
كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ
(٧٩) وَلَا يَاْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ اَرْبَابًا ؕ اَيَاْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
(٨٠)

সরল অনুবাদ:

৭২. কিতাবিদের একদল বলল, 'যারা ইমান এনেছে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা দিনের শুরুতে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর; হয়ত তারা ফিরবে।

৭৩. আর যে ব্যক্তি তোমাদের দিনের অনুসরণ করে তাদেরকে ব্যতীত আর কাউকেও বিশ্বাস কর না। বল, 'আল্লাহর নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। এটা এই জন্য যে তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকেও দেয়া হবে না অথবা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তারা তোমাদের যুক্তিতে পরাভূত করবে। বল, অনুগ্রহ আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা তা প্রদান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৭৪. তিনি স্বীয় অনুগ্রহের জন্য যাকে ইচ্ছা বিশেষ করে বেছে নেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

৭৫. কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দিবে; আবার এমন লোকও আছে যার নিকট একটি দিনারও আমানত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে ফেরত দিবে না, এটা এই কারণে যে, তারা বলে, 'নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নাই এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।'

৭৬. হ্যাঁ, কেউ তার অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।

৭৭. যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে পরকালে তাদের কোন অংশ নাই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না; তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

৭৮. আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা কিতাবকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে যাতে তোমরা সেটাকে আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয় এবং তারা বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে।' কিন্তু সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নয়। তারা জেনে-শুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।

৭৯. কোন ব্যক্তি আল্লাহ কিতাব, হিকমত ও নবুওত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও।' এটা তার জন্য সঙ্গত নয়; বরং সে বলবে, ' তোমরা রব্বানি হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর'।

৮০. ফেরেশতাগণকে ও নবিগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে সে তোমাদেরকে নির্দেশ দিতে পারে না। তোমাদের মুসলিম হওয়ার পর সে কি তোমাদেরকে কুফরির নির্দেশ দিবে?

تحقيقات الألفاظ

اكفروا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك+ف+ر জিনস صحيح অর্থ- তোমরা কুফরি কর।

يؤتي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ- সে দেয়।

يختص : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاختصاص মাদ্দাহ خ+ص+ص জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি বিশেষিত হবেন।

لا يؤدّ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব تفعيل মাসদার التأدية মাদ্দাহ أ+د+ي জিনস مركب অর্থ- সে আদায় করে না।

اتقى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتقاء মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তিনি ভয় করেন।

لا يكلمهم : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব تفعيل মাসদার التكليم মাদ্দাহ ك+ل+م জিনস صحيح অর্থ- তিনি তাদের সাথে কথা বলবেন না।

يؤتيه : ه শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ- সে তাকে দেয়।

تعلمون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التعليم মাদ্দাহ ع+ل+م জিনস صحيح অর্থ- তোমরা শিক্ষা দাও।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ : الله শব্দটি মুবতাদা, ذو মুযাফ الْفَضْلِ মওসুফ, الْعَظِيْمِ সিফাত, صفة ও موصوف মিলে মুযাফ ইলাইহি, مضاف ও مضاف إليه মিলে خبر পরিশেষে مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

শানে নুজুল

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ... الخ

আয়াতটি হিজরতের পর মদিনার ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াত অবতরণের কারণ সম্পর্কে ইমাম কুরতুবি র. তাঁর তাফসির গ্রন্থে হজরত আশয়াস ইবনু কায়স র. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার ও এক ইহুদির মধ্যে একখন্ড যৌথ জমি ছিল, কিন্তু সে আমাকে আমার অংশ দিতে অস্বীকার করে। তাই আমি ফয়সালার জন্য তাকে নবি করিম (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত করি। নবিজি আমাকে বললেন, " তোমার কাছে কি কোন প্রমাণ আছে? উত্তরে আমি বললাম, না ইয়া রসুলুল্লাহ । তখন তিনি ইহুদিকে বললেন তাহলে তুমি হলফ করে বল । "নবিজির এ কথা শুনে আমি সাথে সাথে বললাম , তাহলে তো সে মিথ্যে হলফ করে বসবে এবং জমির অংশ নিয়ে যাবে। ঠিক তখনই মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন।

তাফসিরুল কাশশাফে এ আয়াতের কয়েকটি শানে নুজুল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি শানে নুজুলে বলা হয়েছে, আয়াতটি আবু রাফি , লুবাবা ইবনু আবি হাকিম ও হুয়াই ইবনে আখতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তারা তাওরাত বিকৃত করেছিল ও তাওরাতে আলোচিত রসুলুল্লাহ (ﷺ) -এর গুণাবলী পরিবর্তন করে ফেলেছিল । তারা এ কাজ করার জন্য ইহুদিদের কাছ থেকে মোটা অংকের ঘুষ নিয়েছিল।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ

ইহুদি সম্প্রদায়ের আমানতদারীর বর্ণনা দিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তারা দাবি করত, যারা উম্মি তথা নিরক্ষর, তাদের আমানতের খেয়ানত করা বা তাদের গচ্ছিত মালামাল খেয়ে ফেলার মধ্যে কোন অপরাধ ও পাপ নেই। তারা কেন এমনটি দাবি করত -এ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মন্তব্য নিম্নরূপ।

ড. আলি সাবুনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে الْأُمِّيِّينَ দ্বারা ইহুদি ধর্মের বিরোধিতাকারী মুসলিম ও মুশরেক আরবরা উদ্দেশ্য। ইহুদিরা মনে করত, নিরক্ষর আরবদের সম্পদ ভক্ষণ ও আমানতের খেয়ানতকরণ মহান আল্লাহ তাদের জন্য বৈধ করেছেন। কেননা তারা মনে করত, তারা আল্লাহ তাআলার পুত্র ও অতি আপনজন পক্ষান্তরে অন্য সবাই তাদের দাস। অতএব, তারা যদি তাদের দাসদের সম্পদ ভক্ষণ করে ফেলে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার অধিকার ও সুযোগ থাকতে পারে না। তারা আরও বলে বেড়াত, যারা তাদের ইহুদি ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সম্পদ ভক্ষণের বৈধতা মহান আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। অথচ সত্য বিচারে তারা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ডাহা মিথ্যা কথা বলত ও অবান্তর দাবি করত।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا

মাআলিমুত তানযিল কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ফনখাজ ইবনে আযওয়ারা নামক ইহুদির নিকট এক কুরাইশ ব্যক্তি একটি মাত্র এক দিনার আমানত রেখেছিল। যখন সে দিনারটি ফেরত চাইল তখন সে উহা ফেরত দিতে অস্বীকার করলো এবং বলল,যে ইহুদি নয় সে মুর্খ। আর মুর্খদের সম্পদ আমাদের জন্য বৈধ।

قَوْلُهُ تَعَالَى : مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ

কোন নবি নিজেকে মাবুদ বলে দাবি করতে পারেন না। নবিগণ আল্লাহ ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করবেন নিজেদের জন্য নয়। ইমাম রাজি (র) বলেন, নবিদের মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে,যা মাবুদ হওয়ার দাবি করার প্রতিকুল।

মূলতঃ আয়াতটি ইহুদি নেতা আবু রাফে কুরজির কথার জবাব। মহানবি (ﷺ) যখন নাজরানের নাসারাদেরকে দীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখন সে বলে ওঠল। হে মুহাম্মদ! তুমি কি চাও আমরা তোমার ইবাদত করি? যেমন খ্রিস্টানরা ইসা (ﷺ) এর ইবাদত করে। এরই জবাব আয়াতটিতে বলা হয়েছে, নবি (ﷺ) আল্লাহ বা ইলাহ কোনটাই নন,বরং তিনি একজন প্রেরিত সত্য নবি।

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : يلون السنتهم

হজরত মুজাহিদ (রা) বলেন, يلون السنتهم দ্বারা উদ্দেশ্য ইহুদিরা কিতাবকে তাহরিফ করতো। কারো মতে তারা কিতাব পড়ার সময় এমনভাবে মুখ বিকৃত করে পড়তো কিংবা হারাকাত পরিবর্তন করে পড়তো যাতে মূল অর্থ প্রকাশিত না হয়ে বিপরীত অর্থ প্রকাশিত হয়। তাফসীরে কাবিরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাওরাতে নবি মুহাম্মদ (ﷺ) -এর গুণাবলী এমনভাবে সন্নিবেশিত ছিল যে, তা অনুধাবনের জন্য অত্যন্ত মনোযোগ এবং সুক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। সাধারণ মানুষের এটা বোধগম্য ছিল না। এ সুযোগে তারা তাওরাতের আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা বুঝাতো এবং বলতো এটিই আল্লাহ বুঝিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট টীকা

إن الهدى هدى الله : এ আয়াত দ্বারা মহান আল্লাহ ইহুদিদেরকে সতর্ক করেছেন যে, হিদায়াতের মালিক আল্লাহ তিনি স্বীয় করুনা দ্বারা মুসলমান হওয়ার তাওফিক দান করেন এবং ইসলামের উপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করেন। কাজেই হে ইহুদি সম্প্রদায়। তোমরা শত চেষ্টা-কৌশল করে তা কে দিন-ইসলাম হতে সরাতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাই সর্বদা বিজয়ী।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. কোন জাতির, গোত্রের ইচ্ছায় আল্লাহ নবি প্রেরণ করেন না বরং তিনি নিজ ইচ্ছায় নবুয়তের জন্য ব্যক্তি বেছে নেন।
২. আল্লাহ তাআলার হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত।
৩. পথভ্রষ্ট আহলে কিতাবিদের সাথে মুসলমানদের ব্যক্তিগত কোন লেনদেন করা যাবে না। কারণ তারা মুসলমানদের হক বিনষ্ট করাতে কোন পাপ মনে করে না।
৪. মুত্তাকি ও আল্লাহ তাআলার সাথে করা অঙ্গীকার পুরণকারী মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার ভালবাসা লাভে ধন্য হবেন।
৫. মানুষ মানুষের গোলাম হতে পারে না। সকলেই আল্লাহ তাআলার গোলাম।
৬. ইহুদিদের আকিদাহ হলো, যারা তাদের বিরোধীতা করবে, তাদের সকলকে হত্যা করা এবং তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ।

নবম পাঠ : ৯ম রুকু

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا
وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ (٨١) فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٨٢) اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ
يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (٨٣) قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ

أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَىٰٓ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُونَ (٨٤) وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ
الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْأٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ (٨٥) كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا
بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ (٨٦)
أُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (٨٧) خٰلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ
عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٨) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا ۗ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ (٨٩) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ
الضَّآلُّونَ (٩٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ
افْتَدٰى بِهٖ ۗ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِينَ (٩١)

সরল অনুবাদ:

৮১. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবিদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার প্রত্যায়নকারীরূপে যখন একজন রাসুল আসবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ইমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে'। তিনি বললেন, ' তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এই সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম'।

৮২. এরপর যারা মুখ ফিরাবে তারাই সত্যপথত্যাগী।

৮৩. তারা কি চায় আল্লাহর দ্বিনের পরিবর্তে অন্য দিন যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে! আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।

৮৪. বল, আমরা আল্লাহর উপর এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবিকে তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে যা প্রদান করা হয়েছে তাতে ইমান এনেছি। আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।

৮৫. কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দিন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত।

৮৬. আল্লাহ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন সেই সম্প্রদায়কে, যারা ইমান আনার পর ও রাসুলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দান করার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরি করে? আল্লাহ্ জালিম সম্প্রদায়কে সৎ পথে পরিচালিত করবেন না।

৮৭. এরাই তারা যাদের কর্মফল এই যে, তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাগণের এবং মানুষ– সকলেরই লানত।

৮৮. তারা এতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি লঘু করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না।

৮৯. তবে এর পর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৯০. ইমান আনার পর যারা কুফরি করে এবং সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাদের তওবা কখনই কবুল হবে না। এরাই পথভ্রষ্ট।

৯১. যারা কুফরি করে এবং কাফিররূপে যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারো নিকট হতে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময়স্বরূপ প্রদান করলেও তা কখনও কবুল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে; এদের কোন সাহায্যকারী নাই।

تحقيقات الألفاظ

أقررتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإقرار মাদ্দাহ ق+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা স্বীকার করলে।

يبغون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার البغي মাদ্দাহ ب+غ+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তারা চায়।

لا نفرق : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع منفي معروف বাব تفعيل মাসদার التفريق মাদ্দাহ ف+ر+ق জিনস صحيح অর্থ- আমরা পার্থক্য করবো না।

يبتغ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الابتغاء মাদ্দাহ ب+غ+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে চায়।

شهدوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার الشهادة মাদ্দাহ ش+ه+د জিনস صحيح অর্থ- তারা সাক্ষ্য প্রদান করলো।

لا يخفف : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي مجهول বাব تفعيل মাসদার التخفيف মাদ্দাহ خ+ف+ف জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- হালকা করা হবে না।

لن تقبل : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব سمع মাসদার القبول মাদ্দাহ ق+ب+ل জিনস صحيح অর্থ- কখনো গ্রহণ করা হবে না।

افتدى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الافتداء মাদ্দাহ ف+د+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে বিনিময় প্রদান করে।

تركيب الجملة

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ: من শব্দটি اسم شرط। يبتغ ফেল, هو যমির ফায়েল, غير الإسلام মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুমাইয়ায, دينا তামিয, মুমাইয়ায ও তামিয মিলে مفعول به ও فاعل এবং فعل মিলে جملة فعلية হয়ে شرط আর ف টি جزائية আর لن এখন, يقبل শব্দটি فعل مجهول আর هو জমির مفعول ما لم يسم فاعله আর منه জার ও মাজরুর মিলে متعلق হয়েছে। فعل مجهول ও مفعول ما لم يسم فاعله এবং متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে جزاء হয়েছে। পরিশেষে شرط ও جزاء মিলে جملة شرطية হয়েছে।

শানে নুযুল

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ .... وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

আয়াতটি হিজরতের পর মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইমাম কুরতুবি র. তাঁর তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, একদা ইহুদি আলিম কা'ব ইবনু আশরাফ ও তার অনুসারিরা হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) এর ধর্মের ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল। কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারায় তারা সকলে রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে হাজির হয় এবং তাঁর নিকট জানতে চায়, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে কারা মিল্লাতে ইবরাহিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে। উত্তরে তিনি বললেন, ইহুদি ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়ই দিনে ইবরাহিম থেকে দূরে সরে গেছে। কেউই তাঁর দিনের ওপর অবিচল নেই। একথা শুনে তারা বলল, আমরা আপনার ফয়সালা মানি না। আমরা ইসলাম গ্রহণ করব না। তাদের এ মনোভাবের প্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন।

ইমাম ওয়াহিদি র. তাঁর أسباب النزول কিতাবে হজরত আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে অনুরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তাফসিরুল কাশশাফে এরূপ একটি বর্ণনা রয়েছে।

كَيْفَ يَهْدِيْ اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ .... الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

এ আয়াত একজন ইসলামত্যাগীর বিধানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম কুরতুবি র. তাঁর তাফসির গ্রন্থে হজরত ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একজন আনসার মুসলমান

মুরতাদ হয়ে মক্কার মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে পরবর্তীতে ইসলাম ত্যাগের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট লোক পাঠায় যেন তারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করেন, তার তাওবা করার কোন পথ খোলা আছে কি না। কেননা সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে। তার ব্যাপার জানার জন্য রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট উপস্থিত হলে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফলে তারা আয়াতটি ঐ আনসারির নিকট লেখে পাঠায়। আয়াত পাঠ করে তিনি মদিনায় ফিরে আসেন এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন।
তাফসিরুল কাশ্‌শাফে বলা হয়েছে, আয়াতটি ইহুদিদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর আগমনের পূর্বে তাঁর ওপর বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু তাঁর আগমনের পর তাদের আচরণের প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাজিল হয়।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ .... وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ

উল্লিখিত আয়াতে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামগণের থেকে মহান আল্লাহ তাআলা এই মর্মে কৃত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন, যে তারা তাদের উপর নাযিলকৃত কিতাবের বিধি-বিধান অনুসরণ করবে এবং নবি মুহাম্মদ (ﷺ) এর আগমন ও রিসালাত সম্পর্কে প্রত্যেকেই নিজ নিজ উম্মতকে অবহিত করবে। ফলে ইহুদি-নাসারাগণ স্ব-স্ব জাতির কাছে অনেকটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। কারণ তারা এতদিন তাদের জাতিকে বুঝিয়েছে যে, আখেরি নবি তাদের মধ্য হতেই আসবেন। ميثاق সম্পর্কে হজরত আলি ও হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলনে, আল্লাহ সকল নবি-রসুল হতে অঙ্গিকার নিয়েছিলেন যে, তাদের জীবদ্দশায় যদি নবি মুহাম্মদ (ﷺ) কে প্রেরণ করা হয়, তখন তারা তার ওপর ইমান আনবে ও তাকে সাহায্য করবে এবং স্বীয় উম্মতদেরকে নির্দেশ দিবে, ইমান আনো এবং আনুগত্য কর। তবে অনেকের মতে, নবিদের অঙ্গিকার বলে তাদের উম্মতের থেকে নেয়া অঙ্গিকার বুঝানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

الإسلام -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ :

ইসলামের আভিধানিক অর্থ : الإسلام এর সমার্থক শব্দগুলো হচ্ছে الانقياد মেনে নেয়া, الإطاعة আনুগত্য করা, الاستسلام আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ :

الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله و نواهيه على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, মুহাম্মদ (ﷺ) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে আল্লাহ আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে নেয়া এবং তার পূর্ণ আনুগত্য করাকে ইসলাম বলে। ইসলামই দিন হিসেবে আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজেই অন্য কোন মতবাদ বা মতাদর্শে জীবন যাপন করলে আল্লাহ তা গ্রহণ করবেন না।

وأصلحوا : قوله দ্বারা উদ্দেশ্য:

إصلاح শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ করা, দূষিত বস্তুকে পরিচ্ছন্ন করা। আয়াতে أصلحوا বলতে বুঝানো হয়েছে যারা ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয় এবং ইসলামে পুনরায় দীক্ষিত হওয়ার আবেগ সৃষ্টি হলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন, إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ - তবে এর পরে যারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ব্যতিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আল ইমরান: ৮৯)

সংশ্লিষ্ট টীকা

البينات দ্বারা উদ্দেশ্য:

البينات দ্বারা কয়েকটি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা–

ক. কুরআন মাজিদ উদ্দেশ্য।

খ. নবি মুহাম্মদ (ﷺ) এর মুজিজাসমূহ।

গ. পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবে মহানবি (ﷺ) এর নবুয়তের প্রমাণসমূহ।

ঘ. পূর্ববর্তী নবিগণের মাধ্যমে নবি মুহাম্মদ (ﷺ) এর আগমনের সুসংবাদ।

ঙ. কারো মতে উল্লিখিত সবগুলোকে البينات বলা হয়েছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. সকল আম্বিয়া (عليهم السلام) এর নিকট থেকে আল্লাহ তাআলা এই মর্মে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবদ্দশায় যদি আল্লাহ হজরত মুহাম্মাদ (ﷺ) কে প্রেরণ করেন তখন তার উপর ফরজ হবে মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর ইমান আনা ও তাঁকে সাহায্য করা একইভাবে আপন উম্মতদেরকে ইমান আনতে এবং আনুগত্য করতে নির্দেশ দেবে।

২. নবি মুহাম্মদ (ﷺ) কে ও তাঁর প্রচারিত দীনকে যারা প্রত্যাখ্যান করবে তারাই আল্লাহ তাআলার নিকট কাফের। আখিরাতে তারাই জাহান্নামের চিরবাসিন্দা।

৩. ইসলামই আল্লাহ তাআলার একমাত্র জীবন ব্যবস্থা, ইসলাম ছাড়া অন্য পন্থায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়ার যাবে না।

৪. মুরতাদ হলো জালিম। তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে বিরতিহীনভাবে দোযখের কঠিন শাস্তি।

৫. আল্লাহ হলেন দয়ার আধার বান্দা যতবড় গুনাহের কাজ করুক না কেন, যদি সে সংশোধনের নিমিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তিনি মাফ করে দিবেন ।

৬. শেষ বিচার দিবসে কাফিরদের মুক্তিপণ স্বরূপ কোন কিছুই আল্লাহ গ্রহণ করবেন না।

দশম পাঠ : ১০ম রুকু

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۵ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ (٩٢) كُلُّ
الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ
فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٩٣) فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ (٩٤) قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (٩٥) اِنَّ
اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ (٩٦) فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۵
وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (٩٧) قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ (٩٨)
قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ وَمَا اللّٰهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (٩٩) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ
بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ
يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (١٠١)

সরল অনুবাদ :

৯২. তোমরা যা ভালোবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পুণ্য লাভ করবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ্ অবশ্যই সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

৯৩. তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ব্যতীত বনি ইসরাইলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং তা পাঠ কর।'

৯৪. এরপরও যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা সৃষ্টি করে তারাই জালিম।

৯৫. বল, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন'। সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইবরাহিমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৯৬. নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, তা বরকতময় এবং বিশ্বজগতের দিশারী।

৯৭. তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহিম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।

৯৮. বল, 'হে কিতাবিগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে কেন প্রত্যাখ্যান কর? তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সাক্ষী।'

৯৯. বল, 'হে কিতাবিগণ, যে ব্যক্তি ইমান এনেছে তাকে কেন আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছ তাতে বক্রতা অন্বেষণ করে? অথচ তোমরা সাক্ষী। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।'

১০০. হে মুমিনগণ, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের দল বিশেষের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাদেরকে ইমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে ছাড়বে।

১০১. কিরূপে তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করবে যখন আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট পঠিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রাসুল রয়েছে? কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত হবে।

تحقيقات الألفاظ

فاتلوها : جمع مذكر حاضر ছিগাহ ضمير منصوب متصل শব্দটি ها আর حرف عطف শব্দটি ف বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার التلاوة মাদ্দাহ ت+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ- সে বিনিময় প্রদান কর।

افترى : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الافتراء মাদ্দাহ ف+ر+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে অপবাদ দিল।

مباركا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব مفاعلة মাসদার المباركة মাদ্দাহ ب+ر+ك জিনস صحيح অর্থ- বরকতময়।

بينات : বহুবচন, একবচনে بينة অর্থ নিদর্শনসমূহ।

استطاع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব استفعال মাসদার الاستطاعة মাদ্দাহ ط+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ- সে সক্ষম হলো।

تطيعوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإطاعة মাদ্দাহ ط+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা আনুগত্য করলে।

اوتوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإيتاء মাদ্দাহ أ+ت+ي জিনস مركب অর্থ- তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

يعتصم : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاعتصام মাদ্দাহ ع+ص+م জিনস صحيح অর্থ- সে আঁকড়ে ধরবে।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ: و হরফে আতফ, الله শব্দটি মুবতাদা, شَهِيْدٌ শিবহে ফেল, عَلٰى হরফে জার, مَا ইসমে মাওসুল, تَعْمَلُوْنَ ফেল ও ফায়েল মিলে جملة فعلية হয়ে সিলাহ, صلة ও موصول মিলে মাজরুর, حرف جار ও مجرور মিলে متعلق হয়েছে। শিবহে ফেল তার মুতায়াল্লেক মিলে বাক্য হয়ে شبه جملة হয়ে خبر হয়েছে। مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুযুল

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ... الخ

এ আয়াত মহান আল্লাহ মুমিনদের উদ্দেশে বলেছেন, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না এবং জান্নাত লাভে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের সবচেয়ে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলার পথে খরচ না করে। অনুরূপ কোন মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তিনি সে মাল থেকে আল্লাহ তাআলার পথে দান না করেন, যে মাল তিনি খুব পছন্দ করেন ও অন্য মালের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এ আয়াত নাজেলের পর সাহাবিদের মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তার সুন্দর বর্ণনা তাফসিরুল কাশ্শাফে রয়েছে। যেমন-

১. আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর আবু তালহা (رضي الله عنه) রসুল (ﷺ) এর দরবারে হাজির হয়ে বলেন, হে আল্লাহ তাআলার রসুল, আমার সবচাইতে প্রিয় সম্পদ হচ্ছে বায়রোহা নামক বাগানটি। আপনার ইচ্ছায় আপনি যেভাবে ভালো মনে করেন তা বন্টন করে দিন। রসুল (ﷺ) আনন্দিত হয়ে বললেন, শাবাশ! এটা খুবই উত্তম সম্পদ। রসুল (ﷺ) আবার বললেন, আমার সিদ্ধান্ত, তুমি এ বাগানটিকে তোমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বণ্টন করে দাও। অতঃপর তিনি তা তাঁর আত্মীয় স্বজন ও চাচাত ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দেন।

২. হজরত যায়েদ ইবনে হারেছা তাঁর আরোহণের প্রিয় ঘোড়াটি নিয়ে রসুল (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত হলেন। রসুল (ﷺ) ঘোড়াটি তাঁর ছেলে উমামাকে দিলেন। দান করা বস্তু স্বগৃহে ফিরে যেতে দেখে যায়েদ কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ হলেন। মহানবি (ﷺ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তোমার দান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন।

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ

এ আয়াত অবতরণের একাধিক কারণ বর্ণিত রয়েছে। যথা-

১. ড. আলি সাবুনি বলেন, আয়াতটি মদিনার ইহুদিদের একটি সন্দেহ অপনোদনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তারা একদিন নবিজিকে বলেছিল, আপনি দাবি করেন আপনি ইবরাহিম (ﷺ) এর ধর্মের ওপর রয়েছেন। অথচ আপনি তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। আপনি তো উষ্ট্রের মাংস ও দুধ হালাল মনে করে থাকেন, কিন্তু আমরা জানি, এ দুটি খাদ্যবস্তু দিনে ইবরাহিমের হারাম ছিল। তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন।

২. তাফসিরুল কাশশাফে বলা হয়েছে, ইসরাইল তথা ইয়াকুব আ. রোগের কারণে নিজের জন্য উটের মাংস ও দুধ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কেননা তিনি মানত করেছিলেন, যদি তার রোগ ভাল হয়, তবে তিনি তার সবচেয়ে প্রিয় খাবার নিজের জন্য আজীবন নিষিদ্ধ করবেন। মহান আল্লাহ তাকে সুস্থতা দান করলে তিনি উল্লিখিত খাদ্য নিজের জন্য হারাম করে নেন। কেননা এ দুটি খাদ্য ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। পরবর্তীতে হযরত ইসরাইল আ.-এর সন্তানরা তাদের পিতার নিষিদ্ধ খাবার নিজেদের জন্য নিষিদ্ধ করে নেয়। এর ফলে মদিনার ইহুদিরা নবিজিকে বলেছিল, আপনি দীনে ইবরাহিমের অনুসরণের দাবি করা সত্ত্বেও উটের মাংস ও দুধ খাচ্ছেন? অথচ এ দুটি খাবার হযরত ইয়াকুব আ. নিজের জন্য হারাম করেছিলেন। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে সাফওয়াতুত তাফাসির-এ বলা হয়েছে, মদিনার ইহুদিরা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, বাইতুল মাকদাস হল সব নবি রসুলের একমাত্র কিবলা। এটি সর্বপ্রথম মসজিদ। অতএব, এ মসজিদই কিবলা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সর্বাধিক যোগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিভাবে আপনি সালাতের মধ্যে বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ ফিরান পরিত্যাগ করছেন। আবার এও দাবি করছেন, আপনি পূর্ববর্তী নবিগণ যে বিধান নিয়ে এসেছিলেন সে সবের সত্যায়নকারী। তাদের এ ভ্রান্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করেন।

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا.......................... إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

এ আয়াত মদিনার আনসারদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। এ আয়াত অবতরণের কারণ সম্পর্কে ওয়াহিদি র. তাঁর اسباب النزول গ্রন্থে হজরত যায়িদ ইবনু আসলাম (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন-

একদা আশয়াস ইবনু কায়স ইহুদি আউস ও খাজরাজ গোত্রের একদল আনসারের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। আনসারগণ তখন তাদের একটি মজলিসে বসে কথা বলেছিল। আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যকার ভালোবাসা ও সুসম্পর্ক দেখে ইহুদির মনে প্রচণ্ড বিদ্বেষ জাগে। সে আনসারদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক যুবক ইহুদিকে তাদের নিকট প্রেরণ করে যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলে। এমন কি ঐ যুদ্ধের ওপর রচিত কবিতাও আবৃত্তি করতে বলে। ইহুদির নির্দেশমত যুবকটি কাজ করলে আনসারদের মধ্যে ঝগড়া দেখা দেয়। তারা পরস্পর অহংকার ও গর্ব করতে আরম্ভ করে। এমনকি এক পর্যায়ে তারা তরবারি তরবারি বলে চিৎকার করতে থাকে। নবিজির নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আনসারদের নিকট উপস্থিত হন। তাঁর সাথে অনেক মুহাজির ও আনসার সাহাবি ছিলেন। নবিজি তাদের উদ্দেশ করে বলেন : "তোমরা কি জাহেলি যুগের ব্যাপার নিয়ে আবার মারামারিতে লিপ্ত হচ্ছ? অথচ আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি। মহান আল্লাহ

তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" একথা শুনে তারা উপলব্ধি করতে পারেন, এটা ছিল শয়তানের ধোকা, শত্রুদের চক্রান্ত। তাই তারা তরবারি ফেলে দেন ও কান্নাকাটি করে পরস্পরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ إِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

উল্লিখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ সত্যই বলেছেন" এর মর্ম হচ্ছে উটের গোশত ও দুধ ইসরাইল ও সন্তানদের জন্য হারাম ছিল। পূর্বে হারাম ছিল না। অথবা একথাটি সত্য বলেছেন যে, উটের গোশত ও দুধ ইবরাহিমের জন্য হালাল ছিল। কিন্তু ইসরাইল নিজের উপর হারাম করে নিয়েছেন। অথবা আল্লাহ সত্য বলেছেন কে, সকল খাদ্যদ্রব্য বনি ইসরাইলের জন্য হালাল ছিল। ইহুদিদের অপকর্মের জন্য কিছু খাদ্য হারাম করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ইসরাইল নিজেই নিজের উপর কিছু হারাম করেছেন, যা তার বংশধরদের জন্য হারাম করা হয়েছিল।

অতএব ইহুদিদের বানানো কথায় কান না দিয়ে নিষ্ঠাবান ইবরাহিমের অনুসরণ কর। আর তিনি আদৌ কোন মুশরিক ছিলেন না। উল্লেখ্য যে এখানে ملة ابراهيم বলতে উম্মতে মুহাম্মাদি উদ্দেশ্য।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ .... غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

সন্দেহ নেই যে, "কাবাঘর যা মক্কা নগরীতে অবস্থিত তাই পৃথিবীর প্রথম ঘর একটি নির্মিত হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য। আদম (عليه السلام) পৃথিবীতে এসে সর্বপ্রথম এ ঘর নির্মাণ করেছিলেন। এর সীমানায় কেউ প্রবেশ করলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। তাকে সেখানে আঘাত করা কিংবা হত্যা করা নিষেধ। এ ঘর পৃথিবীবাসীর জন্য হিদায়াতের কেন্দ্র। এখানে রয়েছে অনেক নিদর্শন। যেমন– এ ঘরের আওতায় কেউ প্রবেশ করলে সে নিরাপত্তা লাভ করে। এখানে রয়েছে মাকামে ইবরাহিম। এটি ঐ জায়গা যেখানে দাঁড়িয়ে হজরত ইবরাহিম (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য এই গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এর মর্যাদা অনেক বেশি। সুতরাং যার তথায় যাওয়ার সামর্থ আছে তার জন্য হজ্ব করা ফরজ। আর যে ব্যক্তি এ বিধান অর্থাৎ এখানে হজ্ব আদায় করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব আদায় করবে না সে যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ কখনো বিশ্ববাসীর (দাসত্বের) প্রতি 'মুখাপেক্ষী নন।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা :

قَوْلُهٗ تَعَالٰى: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآئِيْلُ عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ

অর্থ: যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী বনি ইসরাইলের জন্য হালাল ছিল। কেবল তাওরাত নাজেলের পূর্বে ইসরাইল তার নিজের উপর যা হারাম করে নিয়েছিলেন তাছাড়া।

এখানে ইসরাইল (عليه السلام) কিছু খাদ্য নিজের জন্য হারাম করে নিয়েছিলেন। এর ঘটনা হচ্ছে যে, ইসরাইল ২৯১

তথা হজরত ইয়াকুব (ﷺ) عرق النساء নামক এক প্রকার রোগে আক্রান্ত হন। এতে তিনি মান্নত করেন যে, যদি মহান আল্লাহ তাকে এই কঠিন ব্যাধি হতে আরোগ্য দান করেন, তবে তিনি তার সবচেয়ে প্রিয়খাদ্য উটের গোশত ও দুধ খাবেন না। এরপর তিনি উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পান এবং উক্ত খাদ্যদ্বয় পরিত্যাগ করেন। মান্নতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল তা ওহীর নির্দেশে বনি ইসরাইলের জন্য পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল।

এটা পূর্বকার শরয়ি বিধান ছিল। কিন্তু আমাদের শরিয়তে মান্নত ও শপথ করে হারাম করা যায় না, বরং কেউ যদি এরূপ মান্নত বা শপথ করে তবে সে কাফ্ফারা দিয়ে শপথ ভঙ্গ করবে।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

ক. আয়াতে مُبَارَكًا বলতে বুঝানো হয়েছে?

مُبَارَكًا শব্দটি বাক্যে حال হয়েছে। শব্দটি البركة থেকে গঠিত। যার শাব্দিক অর্থ হল বৃদ্ধি, সৌভাগ্য ইত্যাদি। পবিত্র কাবা গৃহকে মহান আল্লাহ মুবারক করে বানিয়েছেন। এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন। যেমন–

ক. আল্লামা যামাখশারি র. বলেছেন : কাবা গৃহ হল كثير البركة তথা অধিক কল্যাণবিশিষ্ট। যে ব্যক্তি এ ঘরে হজ্ব করে, ওমরাহ করে, ইতিকাফ করে, এ ঘরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করে, তার অনেক পুণ্য লাভ হয়, তার পাপ মোচন হয়, যা অন্য কোন মসজিদে হয় না।

খ. ড. আলি সাবুনি বলেছেন, হজ্ব ও ওমরাহ্কারীদের জন্য কাবা ঘর অনেক কল্যাণময় ও উপকারী হিসাবে বানান হয়েছে।

গ. তাফসিরুল জালালাইনে বলা হয়েছে, مُبَارَكًا অর্থ হল ذا بركة যে বরকত হজ্ব ও ওমরাহ্কারীগণ লাভ করে থাকেন।

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ

খ. اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

এ আয়াতে পবিত্র কাবার বিভিন্ন নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। আয়াতের مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ অংশটি اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ থেকে عطف بيان হয়েছে। ফলে প্রশ্ন জাগে, مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ যেখানে বহুবচনের সেখানে, কিভাবে একবচন তথা مَقَامُ اِبْرٰهِيْمَ দ্বারা বহুবচনের বর্ণনা করা বৈধ হবে? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা যামাখশারি র. দুটি দিক উল্লেখ করেছেন।

ক. যেহেতু مَقَامُ إِبْرٰهِيْمَ হজরত ইবরাহিম (ﷺ) এর নবুয়তের বড় প্রমাণ। তাই একক مَقَامُ إِبْرٰهِيْمَ কেই অনেক নিদর্শনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, إن ابراهيم كان أمة قانتا এখানে একা ইবরাহিম (ﷺ) কে أمة বলা হয়েছে।

খ. مَقَامُ إِبْرٰهِيْمَ একাধিক নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন শক্ত কঠিন পাথরে পদচিহ্ন একটি নিদর্শন, পাথরের গায়ে টাখনু পর্যন্ত ডেবে যাওয়া আরেকটি নিদর্শন। তাই এর দ্বারা اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ এর বর্ণনা বিশুদ্ধ হয়েছে।

গ. ড. আলি সাবুনি বলেছেন : কাবা গৃহে ও তার আঙ্গিনায় এমন অনেক সুস্পষ্ট আলামত রয়েছে, যেগুলো অন্যান্য মসজিদের ওপর কাবা গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান নির্দেশ করে। এ সব আলামতের একটি হল মাকামে ইবরাহিম, আরও রয়েছে যমযম, হাতিম, সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয় ও হাজারে আসওয়াদ। এ সব নিদর্শনের কারণেই কাবাগৃহ কিবলা হওয়ার সর্বাধিক যোগ্য।

গ. مَقَامُ إِبْرٰهِيْمَ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

مَقَامُ إِبْرٰهِيْمَ এর পরিচয় :

مَقَامُ শব্দটি مفعل ওযনে ظرف المكان বাচক বিশেষ্য। এটি মূলে ছিল مقوم এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ানোর স্থান, খাড়া হওয়ার জায়গা। এ আয়াতে مَقَامُ إِبْرٰهِيْمَ বলতে যে স্থান বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে মুফাস্সিরগণ নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

১. ড. আলি সাবুনি বলেন, وهو الذي قام عليه অর্থাৎ হজরত ইবরাহিম (ﷺ) কাবা ঘরের ভিত্তি দেওয়াল উত্তোলনের সময় যার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর তা হল একটি পাথর। যে পাথরের গায়ে তাঁর সুস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন রয়েছে।

২. আল্লামা যামাখশারি র. বলেছেন হজরত ইবরাহিম (ﷺ) যখন কাবা শরিফের ভিত্তি উত্তোলন করতে পাথর ওপরে উঠাতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি এ পাথরের ওপর দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে তাতে তাঁর দু'পা অনেকটা দেবে গিয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট টীকা

اسرائيل : হজরত ইয়াকুব (ﷺ) এর উপাধি। তিনি হজরত ইসহাক ইবনে ইবরাহিম (ﷺ) এর ছেলে। এটি সুরিয়ানি ভাষার শব্দ। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় اسرا শব্দের অর্থ, বান্দা, আবদ, আর ئيل শব্দের অর্থ

الله কাজেই اسرائيل অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ্র বান্দা। ইসরাইল হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা। তার বংশধরদেরই বনু ইসরাইল বলা হয়।

بَكَّةَ : মক্কা নগরীর অপর নাম বাক্কা। এর অর্থ ভেঙ্গে ফেলা। যেহেতু মক্কা অনেক জালেমের অহংকার ভেঙ্গে দিয়েছে, তাই মক্কার আরেক নাম বাক্কা। যেমন- আবরাহা বাহিনীকে নির্মূল করা। অপর অর্থ হচ্ছে চুষে নেয়া। মক্কা যেহেতু পাপ চুষে নেয়, তাই তাকে بَكَّةَ বলা হয়।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ তাআলার দেয়া নেয়ামত-ধন সম্পত্তি মানুষের প্রিয় বস্তু। এই প্রিয়বস্তু শুধু নিজ প্রয়োজনের ব্যবহারে কোন কল্যাণ নেই। আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে কল্যাণ লাভ করতে হলে ঐ ধন-সম্পত্তি থেকে কিছু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করতে হবে।

২. পূর্ববর্তী নবিদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের প্রিয় হালাল খাদ্যদ্রব্য নিজেদের জন্য হারাম করতেন। কিন্তু হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর শরিয়তে কোন হালাল খাদ্যকে হারাম করা নিষেধ করা হয়েছে।

৩. ইবরাহিম (عليه السلام) এর ভালবাসার দাবিদারদেরকে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। তিনি ইহুদি, খ্রিষ্টান মুশরিক কোনটাই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান।

৪. কাবাঘর পৃথিবীর প্রথম ঘর ও ইবাদত কেন্দ্র। একে পৃথিবীর ভিত্তি বলা হয়ে থাকে। যতদিন পৃথিবীতে কাবাঘর থাকবে। পৃথিবীর স্থায়ীত্ব ততদিন থাকবে।

৫. কাবাঘর হলো নিরাপদ জায়গা এখানে কোন প্রাণিকে আঘাত করা, হত্যা করা নিষেধ।

৬. শরিয়ত মতে প্রত্যেক সামর্থবান মুসলিমের উপর হজ করা ফরজ।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) আল কুরআনে ইসা (عليه السلام) কে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে ?

(ক) মুসা (عليه السلام) (খ) নুহ (عليه السلام)

(গ) আদম (عليه السلام) (ঘ) সালেহ (عليه السلام)

(২) হজ্জের ওয়াজিব কয়টি ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

(৩) إني متوفيك و رافعك إلي আয়াতাংশে متوفيك এর মহল্লে এরাব কী?

(ক) منصوب (খ) مرفوع

(গ) مجرور (ঘ) مجزوم

(৪) إِنِّي متوفيك و رافعك إِلَيَّ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে ?

(ক) ইসা (عليه السلام) মারা গেছেন। (খ) ইসা (عليه السلام) আকাশে গেছেন।

(গ) ইসা (عليه السلام) বেহেশতে গেছেন। (ঘ) ইসা (عليه السلام) আল্লাহ তাআলার কাছে গেছেন।

(৫) ومطهرك من الذين كفروا আয়াতাংশে الذين শব্দটি কোন হালাতে আছে ?

(ক) رفعي (খ) نصبي

(গ) جري (ঘ) جزمي

(৬) "مصدق لما معكم" আয়াতাংশে مصدق শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য কোনটি?

(ক) তাওরাত (খ) যবুর

(গ) ইঞ্জিল (ঘ) কুরআন

(৭) لا تعقلون এর বাহাছ কী?

(ক) جمع مذكر غائب (খ) جمع مؤنث حاضر

(গ) جمع مؤنث غائب (ঘ) جمع مذكر حاضر

২। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

(ক) قل يا اهل الكتاب تعالوا إلى كلمة .... الخ আয়াতটির শানে নুজুল লিখ।

(খ) وجاء هم البينات আয়াতাংশে البينات দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

(গ) مقام ابراهيم এর পরিচয় দাও।

(ঘ) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) তারকিব কর : والله ولي المؤمنين

৩। **নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :**

القصص ـ نبتهل ـ ودت ـ اشهدوا ـ يختص ـ اتقى ـ لن تقبل ـ يبغون.

এগারতম পাঠ : ১১তম রুকু

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (١٠٢) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ
اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٠٣) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (١٠٤) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْبَيِّنٰتُ ۗ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٠٥) يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ
وُجُوْهُهُمْ ۗ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (١٠٦) وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ
وُجُوْهُهُمْ فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ۗ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (١٠٧) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللّٰهُ
يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ (١٠٨) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (١٠٩)

সরল অনুবাদঃ

১০২. হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিও না।

১০৩. তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এইরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।

১০৪. তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিবে ও অসৎকর্মে নিষেধ করবে; এরাই সফলকাম।

১০৫. তোমরা তাদের মত হইও না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।

১০৬. সেদিন কিছু মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে; যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, 'ইমান আনয়নের পর কি তোমরা কুফরি করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরি করতে।'

১০৭. আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর অনুগ্রহে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

১০৮. এইগুলি আল্লাহর আয়াত, তোমার নিকট যথাযথভাবে তিলাওয়াত করতেছি। আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি জুলুম করতে চান না।

১০৯. আসমানে যা কিছু আছে ও যমিনে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। আল্লাহর নিকটই সবকিছু প্রত্যানীত হবে।

تحقيقات الألفاظ

أنقذ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإنقاذ মাদ্দাহ ن+ق+ذ জিনস صحيح অর্থ- তিনি রক্ষা করেছেন।

يبين : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التبيين মাদ্দাহ ب+ي+ن জিনস أجوف يائي অর্থ- তিনি বর্ণনা করবেন।

تبيض : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افعلال মাসদার الابيضاض মাদ্দাহ ب+ي+ض জিনস أجوف يائي অর্থ- উজ্জ্বল হবে।

تركيب الجملة

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا: اعْتَصِمُوْا ফেল, যমিরে انتم যুলহাল, ب হরফে জার, حبل মুযাফ, الله মুযাফ ইলাইহি। مضاف ও مضاف إليه মিলে মাজরুর। حرف جار ও مجرور মিলে মুতায়াল্লেক, আর جميعا হাল। এবার حال ও ذو الحال মিলে ফায়েল। পরিশেষে ফেল, ফায়েল ও মুতায়াল্লেক মিলে جملة فعلية হলো।

শানে নুজুল

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ ....وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

মদিনার আওস ও খাযরাজ বংশ শৌর্যবীর্যে সকলের ঊর্ধ্বে ছিল। এ দুটি বংশ প্রায়ই নিজেদের বংশ গরিমায় ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকত। রসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করে দিলেন। তারা মুসলমান হয়ে ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করছিল। একদা তাদের দুই গোত্রের দুজন আলোচনা প্রসংঙ্গে নিজেদের পূর্ব শত্রুতার জের ধরে বংশ গৌরব বর্ণনা করছিল। আওস গোত্রের এক ব্যক্তি বললেন, "আমাদের বংশে খুযাইমা ইবনে সাবিত, হানযালা, আসিম ইবনে সাবিত ও সাদ ইবনে মোয়ায-এর মত ব্যক্তি রয়েছেন, তোমাদের বংশে এমন কেউ নেই।" প্রত্যুত্তরে খাযরাজ বংশের লোকটি বললেন, আমাদের বংশে উবাই ইবনে ১০৫

কাব, মোয়ায ইবনে জাবাল, যায়িদ ইবনে সাবিত ও আবু যায়েদ প্রমুখ যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, যারা কুরআন মাজিদকে সুদৃঢ় করেছেন।" এসব অহংকার ও অভিজাত্যপূর্ণ কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উভয় বংশে লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। এ সংবাদ পেয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে গমন করলে কুরআনের এ আয়াত নাজিল হয়।

মূলবক্তব্য/বিয়ষবস্তু

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর"। যথার্থভাবে ভয় করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু করা অত্র আয়াতের দাবি। (বয়ানুল কুরআন) অত্র আয়াতে নাযিলের পর সাহাবায়ে কেরাম ভীত হয়ে পড়েন যে, কিভাবে حق تقاته সম্ভব? তখন আল্লাহ তাআলা বলেন– اتقوا الله ما استطعتم অর্থাৎ, তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর।

হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) রাযী, কাতাদাহ ও হাছান বসূরী (র) বলেন, حق تقاته তথা তাকওয়ার হক হলেন প্রত্যক কাজে আল্লাহ আনুগত্য করা। আনুগত্যের বিপরীত কোন কাজ না করা, আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা কখনও বিস্মৃত না হওয়া, এবং সর্বদা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া। (বাহরে মুহিত)

কেউ কেউ বলেন তাকওয়া হলো যে কোন পরিস্থিতিতে ন্যায়-নীতির উপর অটল থাকা। অতপর কেউ কেউ বলেছেন, রসনা সংহত না করা পর্যন্ত তাকওয়ার হক আদায় হয় না।

সংশ্লিষ্ট টীকা

قَوْلُهٗ تَعَالٰى : فأنقذكم منها -এর মর্ম: এখানে منها -এর ها জমিরের مرجع তিনটি হতে পারে। যথা–

ক. ها -এর مرجع হলো النار তাহলে অর্থ হবে– আল্লাহ তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করলেন।

খ. অথবা حفرة-এর দিকে। তখন অনুগ্রহ করে–আল্লাহ তোমাদেরকে (আগুন ভরা) গর্ত থেকে রক্ষা করলেন।

গ. অথবা شفا -এর দিকে। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে নরকের কিনারা থেকে রক্ষা করলেন।

المراد بالبينات :

بينات শব্দের আভিধানিক অর্থ নিদর্শন, প্রমাণাদি সাক্ষ্য ইত্যাদি। এখানে بينات দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে–

ক. হাসান-বসরি (র) এর মতে, بينات দ্বারা তওবার উদ্দেশ্য।

খ. কাতাদাহ (রা) এর মতে, بينات হলো- কুরআন মাজিদ।

গ. কারো কারো মতে, মুহাম্মদ (ﷺ) এর নবুয়তের সত্যায়নের যেসব প্রমাণাদি ইহুদি নাসারাদের নিকট ছিল بينات দ্বারা কবুলের উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ .... هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

এই আয়াতে من কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এ ব্যাপারে তাফসিরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-

একদল আলিমের মতে এখানে من অব্যয়টি تبعيض অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোক এরূপ হওয়া উচিৎ যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে।

পক্ষান্তরে কিছুসংখ্যক আলিমের মতে, উল্লিখিত আয়াতে من অব্যয়টি بيان অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কল্যাণের পথে আহ্বান করা তখন সকল উম্মাতের ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে যাবে। কেননা মহান আল্লাহ মানুষ সম্পর্কে বলেছেন-وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

কাজেই সকল মানুষের যেমনভাবে 'আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা ফরজ, তেমনিভাবে সৎপথে মানুষকে আহ্বান জানানোও সকল মানুষের ওপর ফরজ।

প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম মতটি বেশি গ্রহণযোগ্য। কেননা, আল্লাহ তাআলার পথে, কল্যাণের পথে আহ্বান করতে গেলে তাকে অবশ্যই এ বিষয়ে আলিম হতে হবে। আর আলিম হওয়া সকল উম্মাতের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং কিছু সংখ্যক আলিমের তাবলিগ ও হিদায়াতের আঞ্জাম দেয়া ফরযে কেফায়াহ।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا .... عَذَابٌ عَظِيْمٌ

اَلْبَيِّنَاتُ দ্বারা উদ্দেশ্য :

আল্লাহ তাআলার বাণী اَلْبَيِّنَاتُ -وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ এর মধ্যে اَلْبَيِّنَاتُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য সে সম্পর্কে তাফসিরকারগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন।

ক. একদল আলিমের মতে اَلْبَيِّنَاتُ দ্বারা এখানে কুরআন বুঝান হয়েছে। কারণ কুরআনের মধ্যে সকল প্রকার দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন-–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

আমি আপনার প্রতি সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যারূপে কিতাব নাজিল করেছি। (সুরা নাহল : ৮৯)

এছাড়া মহান আল্লাহ কুরআনকে اَلْبَيِّنَاتُ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। যেমন: আল্লাহ তাআলার বাণী-

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ তোমাদের কাছে এসেছে। (সুরা আনয়াম : ১৫৭)

(খ) পক্ষান্তরে আর একদল তাফসিরকার বলেন, এখানে اَلْبَيِّنَاتُ দ্বারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মুজিজাসমূহ বুঝান হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন-

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরে।

(সূরা বাইয়্যিনাহ : ০৪)

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. সবাইকে সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করতে হবে।

২. আল্লাহ তাআলার রজ্জুকে (দীন) দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরতে হবে; কোনক্রমেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না।

৩. পূর্ববর্তী উম্মতগণ ধর্মীয় বিশ্বাসে নিজেরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলার গযবে পতিত হয়েছে।

৪. গোত্রীয় কলহ ইসলামে নেই। প্রত্যেক মুসলমান একে অপরের ভাই।

৫. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এটি ইসলামের একটি অন্যতম নির্দেশনা ।

৬. বিচার দিনে নেক আমলের দরুণ কতিপয় লোকের চেহারা হবে উজ্জ্বল, পক্ষান্তরে পাপের কারণে কারো কারো মুখমণ্ডল হবে কদাকার। আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে পূন্যবান উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট বান্দারা জান্নাতে যাবে আর পাপীদের স্থান হবে জাহান্নামে।

বারতম পাঠ : ১২তম রুকু

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ
اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ (١١٠) لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ
اَذًى ۗ وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ۗ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ (١١١) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا
اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ
(١١٢) لَيْسُوْا سَوَآءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ (١١٣)
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ۗ
وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١١٤) وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِالْمُتَّقِيْنَ (١١٥) اِنَّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (١١٦) مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ

قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ (١١٧) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ
اَفْوَاهِهِمْ ۚۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ (١١٨) هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ
تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ
الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (١١٩) اِنْ تَمْسَسْكُمْ
حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۖ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ
شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (١٢٠)

সরল অনুবাদ:

১১০. তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান কর, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর। কিতাবিগণ যদি ইমান আনত তবে তাদের জন্য ভালো হত। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুমিন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।

১১১. সামান্য ক্লেশ দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবে তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে; অতঃপর তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

১১২. আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও মানুষের প্রতিশ্রুতির বাইরে যেখানেই তাদের পাওয়া গেছে সেখানেই তারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং হীনতাগ্রস্ত হয়েছে। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করত এবং অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করত; এটা এই জন্য যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমা লংঘন করত।

১১৩. তারা সকলে এক রকম নয়। কিতাবিদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে; তারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং সিজদা করে।

১১৪. তারা আল্লাহ্ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং তারা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা করে। তারাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত।

১১৫. উত্তম কাজের যা কিছু তারা করে তা হতে তাদের কখনও বঞ্চিত করা হবে না। আল্লাহ্ মুত্তাকিদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।

১১৬. যারা কুফরি করে তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট কখনও কোন কাজে আসবে না। তারাই দোজখবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।

১১৭. এই পার্থিব জীবনে যা তারা ব্যয় করে তার দৃষ্টান্ত হল শীতলবায়ু, তা যে জাতি নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের শস্যক্ষেত্রকে আঘাত করে ও বিনষ্ট করে। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই, তারাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে।

১১৮. হে মুমিনগণ! তোমাদের আপনজন ব্যতীত অপর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না; যা তোমাদের বিপন্ন করে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর। তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।

১১৯. দেখ, তোমরাই তাদের ভালবাসো কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না অথচ তোমরা সব কিতাবে ইমান রাখ আর তারা যখন তোমাদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা যখন একান্তে মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে তারা নিজেদের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দাঁতে কেটে থাকে। বল, 'তোমাদের আক্রোশেই তোমরা মর।' অন্তরে যা রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

১২০. তোমাদের মঙ্গল হলে তা তাদেরকে কষ্ট দেয় আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা তাতে আনন্দিত হয়। তোমরা যদি ধৈর্যশীল হও এবং মুত্তাকি হও তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

تحقيقات الألفاظ

لن يضروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব نصر মাসদার الضر মাদ্দাহ ض+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তারা কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।

يسارعون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المسارعة মাদ্দাহ س+ر+ع জিনস صحيح অর্থ- তারা দ্রুত করে।

لن يكفروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব نصر মাসদার الكفر মাদ্দাহ ك+ف+ر জিনস صحيح অর্থ- তারা কখনো কুফরি করবে না।

لا يألون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي معروف বাব نصر মাসদার الألو মাদ্দাহ أ+ل+و জিনস مركب অর্থ- তারা ত্রুটি করবে না।

ودوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার الود মাদ্দাহ و+د+د জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তারা কামনা করল।

قد بدت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার البدو মাদ্দাহ
ب+د+و জিনস ناقص واوي অর্থ- প্রকাশিত হয়েছে।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ: و হরফে আতফ, الله। মুবতাদা, عليم শব্দটি শিবহে ফেল এবং ফায়েল, ب হরফে জার এবং المتقين মাজরুর। জার ও মাজরুর মিলে মুতায়াল্লিক হয়েছে। শিবহে ফেল, ফায়েল ও মুতায়াল্লিক মিলে খবর। مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হয়েছে।

শানে নুজুল

لَيْسُوْا سَوَآءً مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ .... وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ

কিছু কিছু তাফসিরকারের মতে উক্ত আয়াত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, সালাবা ইবনে যায়িদ এবং উসাইদ ইবনে উবাইদ প্রমুখ ইহুদি আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের শানে নাজিল হয়।

পক্ষান্তরে একদল তাফসিরকারের মতে, নাজরানের ৪০ জন, হাবশার ৩২ জন, রোমের ৩০ জন লোক, যারা সকলে ইসায়ি ধর্মের অনুসারী ছিল। তারা নাপাক হলে ফরজ গোসল করত। তারা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। পরে তারা রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের ইমান আকিদা ও ইবাদত বন্দেগির প্রশংসায় মহান আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াত নাজিল করেন।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .... وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُوْنَ

خَيْرَ أُمَّةٍ কারা? আল্লাহ তাআলার বাণী كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ক. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন- هم الذين هاجروا معه صلى الله عليه وسلم

খ. ইবনে আবি হাতিম হজরত ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন- أصحاب النبي خاصة

গ. অধিকাংশ তাফসিরকার বলেন, শ্রেষ্ঠ উম্মত বলতে উম্মতে মুহাম্মাদিকে বুঝানো হয়েছে। আর ইবনে কাসির এ মতকে বিশুদ্ধ বলে মত দিয়েছেন। যেমন- নবি করিম (ﷺ) এ সম্পর্কে বলেন-

جعلت أمتي خير الأمم অর্থাৎ, আমার উম্মাত শ্রেষ্ঠ উম্মাত হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ

আয়াতে বলা হয়েছে যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত এবং মানুষের পক্ষ থেকে আশ্রয় ব্যতীত তারা (ইহুদি) যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের উপর বেইজ্জতি ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

এখানে بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ দ্বারা ইহুদিদের কৃত অঙ্গীকার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নাবালেগ বালক-বালিকা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে।

وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ : মানুষের সাথে সাময়িক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করা।

কাশশাফ প্রণেতা বলেছেন, ইহুদি সম্প্রদায় আজীবন লাঞ্ছনার মধ্যেই থাকবে। তবে উল্লিখিত দুটি উপায়ে তারা এ লাঞ্ছনা থেকে বাঁচতে পারে।

هَاَنْتُمْ أُولَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে তোমরাই এমন লোক যারা তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসেনা। তোমরা সম্পূর্ণ কিতাবের উপর ঈমান রাখো।

তোমরা তাদেরকে ভালবাস অথচ তারা তোমাদেরকে পছন্দ করে না– কথাটির কয়েকটি দিক হতে পারে। যথা–

১. মুফাযযাল (র) বলেন, বাক্যটি অর্থ হলো– তোমরা তাদের পক্ষ থেকে ইসলাম গ্রহণের আশা কর, অথচ তাদের কামনা তোমাদেরকে কুফরির দিকে নিয়ে যাওয়া।

২. আত্মীয়তার কারণে তোমরা তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তারা তোমাদেরকে পছন্দ করে না।

৩. আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, তোমরা তাদেরকে বিপদে ফেলতে চাওনা। কিন্তু তারা তোমাদেরকে বিপদে ফেলে আনন্দ পেতে চায়।

৪. তারা লৌকিকতা করে রসুল (ﷺ) কে ভালবাসে–এজন্য তোমরা তাদেরকে ভালবাস। কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসেনা এজন্য যে তোমরা রসুল (ﷺ) কে প্রকৃতই ভালবাস। তোমরা কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখ এটাও তাদের। কাফেরদের মজ্জাগত স্বভাব এটাই।

সংশ্লিষ্ট টীকা

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ : দ্বারা সাধারণত উম্মতে মুহাম্মদ (ﷺ) কে বুঝানো হয়েছে। তবে كُنْتُمْ দ্বারা কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। যথা–

ক. আসহাবে রসুল (ﷺ) উদ্দেশ্য।

খ. শুধু মুহাজিরগণ উদ্দেশ্য।

২০১ গ. রসুল (ﷺ) এর আহল-পরিবার উদ্দেশ্য। তবে আয়াতের প্রেক্ষাপটে বুঝা كُنْتُمْ দ্বারা আগত-অনাগত

সকল মুসলমান উদ্দেশ্য।

كمثل ريح فيها صر এর মধ্যে صر শব্দের উদ্দেশ্য কী?

আয়াতটিতে উল্লেখিত صر শব্দের দুটি অর্থ পাওয়া যায়। যথা–

ক. ইবনে আব্বাস (রা.) কাতাদাহ (র) সুদ্দী (র) সহ অধিকাংশ তাফসিরকারের মতে صر শব্দের অর্থ : شديد البرودة তথা প্রচণ্ড শীত ।

খ. আবু বকর আল আসাম (র) ও আল্লামা আশয়ারীর (র) মতে صر এর অর্থ شديد الحرارة তথা প্রচণ্ড গরম। আয়াতের চাহিদা অনুযায়ী উভয় উদ্দেশ্য প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যেমন ফসল নষ্ট হয় তেমনি প্রচণ্ড তপ্ত বাতাসে ফসল নষ্ট হয়।

সংক্ষিপ্ত টীকা

بطانة : শব্দটি بطن থেকে গঠিত بطن অর্থ পেট : কাপড়ের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে তাকে بطانة বলে। কিন্তু আয়াতে শব্দটি মাজায অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ভাল অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিশ্বস্ত, অভিভাবক ইত্যাদি।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদি (সা.) কে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলে অভিহিত করেছেন। এর জন্য তাদের দায়িত্ব হলো-
   - ক. সৎকাজের আদেশ করা;
   - খ. অসৎ কাজে বাধা প্রদান
   - গ. সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার উপর অবিচল আস্থা রাখা।

২. আহলে কিতাবের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামাসহ কিছু সংখ্যক আলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাঁরা ইসলামের যাবতীয় বিধান-একনিষ্ঠভাবে মেনে চলতেন বিধায় আল্লাহ কুরআন মাজিদে তাদের প্রশংসা করেছেন।

৩. দীন হিসেবে ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের পার্থিব জীবনের দান-সাদকাহ মৃত্যুর সাথে সাথে বরবাদ হয়ে যাবে। আখেরাতে এর কোনই বিনিময় তারা পাবে না।

৪. ইমানদারদের প্রকৃত কল্যাণকামী বন্ধু ইমানদার ভিন্ন অন্য কেউ হতে পারে না।

৫. মুনাফিকরা দুমুখো সাপ, এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে।

৬. ধৈর্যধারণ ও সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করা আল্লাহ তাআলার রহমত লাভের উপায়। ফলে শত্রুদের কোন কুটকৌশল মু'মিনদের সামান্যতম ক্ষতি করতে পারে না।

তেরতম পাঠ : ১৩ম রুকূ

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٢١) اِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتٰنِ
مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا ۙ وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١٢٢) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ
وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٢٣) اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ
رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ (١٢٤) بَلٰٓى ۙ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا
يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ (١٢٥) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ
وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ۗ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (١٢٦) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَآئِبِيْنَ (١٢٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ
يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ (١٢٨) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ
يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٢٩)

সরল অনুবাদ:

১২১. স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের নিকট হতে প্রত্যূষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্য মুমিনগণকে ঘাঁটিতে বিন্যস্ত করেছিলে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দুই দলের সাহস হারাবার উপক্রম হয়েছিল অথচ আল্লাহ্ উভয়ের বন্ধু ছিলেন, আল্লাহর প্রতি যেন মুমিনগণ নির্ভর করে।

১২৩. আর বদরের যুদ্ধে যখন তোমরা হীনবল ছিলে আল্লাহ তো তোমাদের সাহায্য করেছিলেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।

১২৪. স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনগণকে বলেছিলে, 'এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক-প্রেরিত তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদেরকে সহায়তা করবেন?'

১২৫. হ্যাঁ, নিশ্চয়, যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং সাবধান হয়ে চল, তবে তারা দ্রুতগতিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করলে আল্লাহ্ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।

১২৬. এটা তো আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শুধু সুসংবাদ ও তোমাদের চিত্ত-প্রশান্তির জন্য করেছেন এবং সাহায্য তো শুধু পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতেই হয়।

১২৭. কাফিরদের এক অংশকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য অথবা লাঞ্ছিত করার জন্য; ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

১২৮. তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন- এই বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নাই; কারণ তারা তো জালিম।

১২৯. আসমানে যা কিছু আছে ও যমিনে যা কিছু আছে সব কিছুই আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

تحقيقات الألفاظ

تبوئ : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التبوية মাদ্দাহ ب+و+أ জিনস مركب অর্থ- আপনি সংস্থাপন করবেন।

همت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার الهم মাদ্দাহ ه+م+م জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে ইচ্ছা করলো।

تفشلا : ছিগাহ تثنية مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার الفشل মাদ্দাহ ف+ش+ل জিনস صحيح অর্থ- তারা ইচ্ছা করল।

مسومين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم فاعل বাব تفعيل মাসদার التسويم মাদ্দাহ س+و+م জিনস أجوف واوي অর্থ- নিদর্শনবিশিষ্ট।

منزّلين : ছিগাহ جمع مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব إفعال মাসদার الإنزال মাদ্দাহ ن+ز+ل জিনস صحيح অর্থ- অবতারিতগণ।

تطمئنّ : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افعلال মাসদার الاطمئنان মাদ্দাহ ط+م+أ+ن জিনস مهموز لام অর্থ- প্রশান্তি লাভ করবে।

تركيب الجملة

ويعذب من يشاء : و হরফে আতফ, يعذب ফেল, যমিরে هو ফায়েল, من ইসমে মাওসুল, يشاء ফেল, যমির هو ফায়েল, فعل তৎসহ فاعل মিলে جملة فعلية হয়ে সিলাহ صلة ও موصول মিলে মাফউল। পরিশেষে فعل , فاعل ও مفعول মিলে جملة فعلية হল।

শানে নুযুল

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ .... وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ক. অধিকাংশ তাফসিরকারের মতে, উহুদ যুদ্ধে নবি করিম (ﷺ) এর রুবাইয়া দাঁত শহিদ হলে তিনি সে সম্পর্কে মন্তব্য করলে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। উহুদ যুদ্ধে নবি করিম (ﷺ) আফসোস করে বলেছিলেন- كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم

অর্থাৎ, যে জাতি তাদের নবির চেহারা মুবারক রক্তে রঞ্জিত করে, সে জাতি কেমন করে কল্যাণ লাভ করবে ?

খ. কোন কোন তাফসিরকার বলেন, বিরে মাউনার ঘটনায় রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের ব্যাপারে বদ দোআ করলে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

প্রকাশ থাকে যে, ৪র্থ হিজরিতে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তর জন কারিকে ইসলাম শিক্ষা দেয়ার জন্য বিরে মাউনা এলাকায় প্রেরণ করেন। সেখানকার নেতা আমির ইবনে তুফায়েল তাদেরকে হত্যা করলে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যাকারীদের উপর লানত করে এক মাসব্যাপী কুনুতে নাজিলা পাঠ করেন। আল্লাহ তাদের প্রতি লানত করতে নিষেধ করে বলেন لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ অর্থাৎ কার্য সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তোমার কোন অধিকার নেই।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ .... لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

উল্লিখিত আয়াতগুলো ওহুদ যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত বলে অধিকাংশ মুফাসসির ও ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন, হে নবি! আপনি ওহুদ যুদ্ধে যাবার পূর্বে পরিবার-পরিজন থেকে বিদায় নিলেন এবং রনাঙ্গনে মুমিনদের অবস্থান গ্রহণের ব্যাপারে নির্দেশনা দিলেন। তখন আপনার প্রভু সবই লক্ষ্য করছিলেন। পথিমধ্যে শাওত নামক স্থান হতে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ জন সঙ্গী-সাথী নিয়ে কেটে পড়লে আউস ও খাজরাজের মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়েন। ফলে আল্লাহ তাদের মনোবল বাড়িয়ে দেন এবং তারা যুদ্ধে অংশ নেন। অতঃপর আল্লাহ বলেন, তোমরা উহুদে আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ সাহায্য না পেলেও বদরের যুদ্ধে তা পেয়েছেন। সেদিন কাফিরদের তুলনায় তোমরা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তা সত্ত্বেও তিনি তোমাদের বিজয় দান করেছিলেন। বদরের ন্যায় তোমরা ওহুদে ধৈর্য ও তাকওয়ার অবলম্বন করনি। সুতরাং মনের সকল দুর্বলতা দূর করে আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য আবার তোমরা পাবে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ... الخ

অধিকাংশ প্রজ্ঞাবান তাফসিরকারের মতে উল্লিখিত আয়াত উহুদ যুদ্ধের ঘটনার প্রতি ইশারা করে নাজিল হয়েছে। উহুদ যুদ্ধের ঘটনা নিম্নে বর্ণনা করা হল। যে সব কারণে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো :

প্রতিহিংসা : বদরের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করায় কুরাইশদের মনে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। তাই প্রতিহিংসা পরায়ণ কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সুতরাং প্রতিহিংসা উহুদ যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ।

প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা : বদর যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি এবং আবু জাহিল, উতবা প্রমুখ বীর যোদ্ধাদের মৃত্যুর কথা কাফের মুনাফিকরা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। তাই তাদের নেতৃবৃন্দ প্রতিজ্ঞা করল, প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তারা তৈল বা নারি স্পর্শ করবে না। প্রতিশোধ গ্রহণের এ ইচ্ছা উহুদ যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে।

ইহুদি কুমন্ত্রণা : বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয় মুসলিম বিরোধী কোন সম্প্রদায়ই মেনে নিতে পারছিল না। তাই তারা গোপনে কুরাইশদের মদদ দিতে থাকল। এমন কি তারা কাব্য রচনার মাধ্যমে কুমন্ত্রণা দিয়ে কুরাইশদের উত্তেজিত করতে থাকে ফলে কুরাইশগণ বিপুল উৎসাহে উহুদ যুদ্ধে এগিয়ে আসে।

মদিনার প্রাধান্য : বদরের যুদ্ধে বিজয়ের পর মদিনার ক্রমোন্নতি এবং ইসলামের দ্রুত প্রসারে কুরাইশগণ শঙ্কিত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের এ ক্রমোন্নতি মক্কার কুরাইশ ও মদিনার ইহুদিদের সহ্য হল না। তাই তারা মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

উমাইয়া ও হাশেমিদের বিরোধ : মক্কার কুরাইশদের মধ্যে হাশেমি ও উমাইয়া বিরোধ ছিল বহুদিন থেকেই। বদরের যুদ্ধের পরাজয়ে এ বিরোধ পুনরায় প্রকট হয়ে উঠে। হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) হাশেমি বংশীয় ছিলেন বিধায় কুরাইশগণ উমাইয়া নেতা আবু সুফিয়ানকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করে। ফলে আবু সুফিয়ান মুহাম্মদকে দমনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।

মক্কাবাসীদের যুদ্ধমুখী উত্তেজনা বৃদ্ধি : মক্কার নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন জ্বালাময়ী বক্তৃতা এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কবিতা পাঠের মাধ্যমে মক্কায় ব্যাপক প্রচারণা চালায়। ফলে উহুদের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে।

ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা : হিজরি তৃতীয় বর্ষে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান ৩০০০ সৈন্য,৩০০ উষ্ট্রারোহী ও ২০০ অশ্বারোহীসহ মদিনার পাঁচ মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় সমবেত হন। কুরাইশদের সমরাভিযানের সংবাদ শুনে হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) তাদের বাধাদানের জন্য ১০০ জন বর্মধারী ও ৫০ জন তীরন্দাজসহ মোট ১০০০ মুজাহিদ নিয়ে কুরাইশদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন কিন্তু মাঝপথে বিশ্বাসঘাতক আবদুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ জন অনুচরসহ দল ত্যাগ করলে মাত্র ৭০০ জন সৈন্য নিয়ে হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) কুরাইশদের মুকাবিলা করেন। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী উক্ত যুদ্ধে মুসলিম মহাবীর হামজা প্রতিপক্ষ তালহাকে নিহত করেন। তখন দুপক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে কুরাইশ বাহিনী পিছিয়ে পড়ে। এ প্রাথমিক সাফল্যের উল্লাসে মুসলিম বাহিনী শৃংখলা হারিয়ে ফেলে এবং সেনাপতির আদেশ অমান্য করে গিরিপথ রক্ষার পরিবর্তে শত্রু শিবিরের পণ্য দ্রব্য সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে উঠে। এতে কুরাইশ সেনাপতি খালিদ সুযোগ বুঝে পেছন দিক থেকে সহসা মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করেন। ফলে মুসলিম বাহিনীকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় এবং তারা পরাজয় বরণ করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

আলোচ্য আয়াতে طَآئِفَتَانِ বলতে করা উদ্দেশ্য?

এ ব্যাপারে সকল মুফাসসির একমত যে, طَآئِفَتَانِ দ্বারা আউস গোত্রের বনু হারিসা এবং খাজরাজ গোত্রের বনু সালামাকে বুঝানো হয়েছে। কারণ উহুদ যুদ্ধের পথে শাওত নামক এলাকায় মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার অনুসারী ৩০০ জনকে নিয়ে সটকে পড়লে এবং কাফেরদের সংখ্যাধিক্য দেখে তারা ভীত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের মনে সাহস সঞ্চার করেছিলেন।

قَوْلُهُ تَعَالَى : لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ... الخ

উল্লিখিত আয়াতে طَرَفًا দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের ব্যাপক সাহায্যের মাধ্যমে বিজয় দেয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল لِيَقْطَعَ অর্থাৎ, একটি পক্ষকে ছিন্নভিন্ন করা। তাই এখানে طَرَفًا দ্বারা কাফেরদের বুঝানো হয়েছে। আমরা দেখতে পাই বদরে আল্লাহ কাফিরদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আবু জাহল, শায়বা, উতবার ন্যায় ২৪ নেতাসহ ৭০ জন কুরাইশ কাফির যুদ্ধে নিহত এবং সম সংখ্যক বন্দী হয়।

সংশ্লিষ্ট টীকা

قَوْلُـهُ تَعَالَى : وما جعله الله ... الخ

এর ه যমিরের مرجع কী। এ ব্যাপারে দুটি মতামত পাওয়া যায়। যথা–

ক. ه টি يمدد ফেলের মাসদার الامداد এর দিকে راجع হয়েছে। সেক্ষেত্রে মূল বাক্য وما جعل الله الإمداد

খ. ইমাম যুজাজ বলেন, ه যমির ذكر المدد -এর দিকে راجع হয়েছে। সে মতে ইবারত হবে وما جعل الله ذكر الإمداد

المسومين: ইবনে কাসির আবু আমের ও আসিম (র) বলেন المسومين এর মধ্যে و এর নিচে যের হবে। অর্থাৎ اسم فاعل এর ছিগাহ হবে। অর্থ চিহ্নবহনকারী। হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে বদর যুদ্ধে ফেরেশতাগণ অশ্বসমূহ চিহ্ন দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। অন্যান্যদের মতে, و বর্ণে যবর অর্থাৎ, اسم مفعول এর ছিগাহ হবে। অর্থাৎ, আল্লাহ চিহ্ন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন অথবা তারা নিজেরাই চিহ্নিত হয়ে এসেছিল।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. রণ-সাজের মাধ্যমে বিজয় নিশ্চিত হয় না। জয়-পরাজয়ের মালিক হলেন আল্লাহ। অতএব সৈন্য-সামন্তে ও যুদ্ধাস্ত্রের আধিক্যের পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করাই মুমিনদের কর্তব্য। এখানে বদর যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২. কাফির-মুশরিকদের সীমালঙ্ঘন এবং দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বদরে যুদ্ধে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয়ী করার জন্য সুসজ্জিত ফেরেশতা প্রেরণ করেছিলেন।

৩. মক্কার কাফিররা ইসলাম সমূলে উৎখাতের উদ্দেশ্যে বদরের যুদ্ধে এসেছিল কিন্তু পরাজিত হয়ে নিজেরাই নিজেদের মূলোৎপাটনের সূচনা করল। ধৈর্যধারণ এবং তাকওয়ার কারণে আল্লাহ মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছিলেন।

৪. আল্লাহ নিজে ক্ষমাকারী। বান্দারা একে অপরকে ক্ষমা করুক এটাই তিনি পছন্দ করেন।

৫. ইসলামের শিক্ষা একে অপরের কল্যাণ কামনা করা, অভিশাপ দেয়া নয়। উহুদের যুদ্ধে হজরত হামজার বিকৃত লাশ দেখে রসুল (ﷺ) আদেশ অমান্যকারীদেরকে অভিশাপ করতে মনস্থ করলে আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিতে নিবৃত হন।

চৌদ্দতম পাঠ : ১৪শ রুকূ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۠ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (١٣٠) وَاتَّقُوا
النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ (١٣١) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (١٣٢) وَسَارِعُوْٓا اِلٰى
مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٣٣) الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي
السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٣٤) وَالَّذِيْنَ
اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۠ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا
اللّٰهُ ۗ۠ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (١٣٥) اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ (١٣٦) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ
فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ (١٣٧) هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِيْنَ (١٣٨) وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٣٩) اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ
فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ۗ وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ (١٤٠) وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ
الْكٰفِرِيْنَ (١٤١) اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ
الصّٰبِرِيْنَ (١٤٢) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ ۠ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ
(١٤٣)

সরল অনুবাদ:

১৩০. হে মুমিনগণ! তোমরা সুদ খাবে না ক্রমবর্ধমান এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

১৩১. এবং তোমরা সেই অগ্নিকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

১৩২. তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা রহমত লাভ করতে পার।

১৩৩. তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমিনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকিদের জন্য,

১৩৪. যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

১৩৫. এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে, জেনে-শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।

১৩৬. এরা তারা, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং সৎকর্মশীলদের পুরস্কার কত উত্তম!

১৩৭. তোমাদের পূর্বে বহুবিধান-ব্যবস্থা গত হয়েছে, সুতরাং তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যাশ্রয়ীদের কী পরিণাম!

১৩৮. এটা মানবজাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা এবং মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ।

১৩৯. তোমরা হীনবল হবে না এবং দুঃখিতও হবে না ; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।

১৪০. যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছিল। মানুষের মধ্যে এই দিনগুলির পর্যায়ক্রমে আমি আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ্ মুমিনগণকে জানতে পারেন এবং তোমাদের মধ্য হতে কিছু লোককে শহিদ রূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং আল্লাহ্ জালিমদের পছন্দ করেন না;

১৪১. এবং যাতে আল্লাহ্ মুমিনদের পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।

১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনও প্রকাশ করেন নাই?

১৪৩. মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তোমরা তো তা কামনা করতে, এখন তো তোমরা তা নিজ চোখে দেখলে।

تحقيقات الألفاظ

لا تهنوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الوهن মাদ্দাহ و+ه+ن জিনস مثال واوي অর্থ- তোমরা হিম্মতহারা হয়ো না।

نداول : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المداولة মাদ্দাহ د+و+ل জিনস أجوف واوي অর্থ- আমরা পরস্পর আবর্তন করি।

يتخذ : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاتخاذ মাদ্দাহ أ+خ+ذ জিনস مهموز فاء অর্থ- তিনি গ্রহণ করবেন।

حسبتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব حسب মাসদার الحسبان মাদ্দাহ ح+س+ب জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ধারণা করছো।

تمنون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التمني মাদ্দাহ م+ن+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তোমরা আকাঙ্খা করবে।

تركيب الجملة

واتقوا النار التى أعدت للكافرين : اتقوا ফেল, যমিরে انتم ফায়েল, النار মাওসূফ, التى ইসমে মওসুল, أعدت ফেল মাজহুল, যমিরে هي নায়েবে ফায়েল, ل হরফে জার, الكافرين মাজরুর, حرف جار ও مجرور মিলে মুতায়াল্লিক। فعل এবং فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে সিলাহ। صلة ও موصول মিলে صفة হয়েছে। صفة ও موصوف মিলে মাফউল, পরিশেষে فعل , فاعل ও مفعول মিলে جملة فعيلة أمرية إنشائية হল।

শানে নুজুল

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

হজরত আতা রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়্যামে জাহেলিয়াতে সাকিফ গোত্রের লোকেরা সুদের লেনদেন করত। যখন সুদ পরিশোধের সময় হত, তখন গরিব লোকেরা তা পরিশোধ করতে না পেরে তাদের কাছ থেকে সময় বাড়িয়ে নিত। এমনকি সুদের পরিমাণও বাড়িয়ে দিত। এভাবে কয়েকবার এরূপ গরিবদের কাছ থেকে চক্রাকারে সুদ গ্রহণ করত। এক পর্যায়ে সুদখোরগণ গরিব দুঃখীদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হয়ে যেত। তাদের এহেন কুকর্ম নিষিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে মহান আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ .... وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

হজরত আতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই আয়াত আবু সাইদ আততাম্মার সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। একদা এক সুন্দরী মহিলা আবু সাইদ-এর কাছে খেজুর কিনতে আসে। তিনি বলেন, এ খেজুর ভালো নয়। আমার ঘরে এর চেয়ে উত্তম খেজুর আছে। সে মহিলাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে নিয়ে সে মহিলাকে জড়িয়ে ধরে এবং তাকে চুম্বন দেয়। মহিলাটি বলল, "আল্লাহকে ভয় কর।" আবু সাঈদ তাকে ছেড়ে দিল এবং নিজ অপকর্মের জন্য লজ্জিত হল। পরিশেষে সে রসুলুল্লাহ-এর কাছে এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। তখন উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়।

মূলবক্তব্য/বিষয়বস্তু

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ .... يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

উল্লিখিত আয়াতটি মুত্তাকিদের গুণাবলি ব্যাখ্যা করছে। আয়াতে কারিমায় বলা হচ্ছে যে, মুত্তাকি হলো তারা যারা আল্লাহ তাআলার সুন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বচ্ছলতার এবং অভাব-অনটনে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করে। প্রচন্ড ক্রোধেও নিজেদেরকে সংযত রাখে এবং মানুষের কাছে সুদের পাওনা টাকা মাফ করে দেয় যারা এসব কাজ করে তারাই মোহসিন। আর আল্লাহ তাআলা মুহসিনদের ভালবাসেন।

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ .... وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

আলোচ্য আয়াতটি উহুদ যুদ্ধে আহত পরাজিত মুমিনদের সান্তনা দানের জন্য আল্লাহ বলেন, হে ইমানদারগণ! তোমরা যেমন ওহুদে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছ তেমনি মোশরেকরাও বদরে অনুরূপ আঘাত পেয়েছে। আর এরূপ জয় পরাজয় ঘেরা দিনগুলো আমি মানুষের মাঝে চক্রাকারে আবর্তিত করে থাকি। যাতে আল্লাহর নিকট প্রমাণিত হয়ে যায় কারা খাঁটি মুমিন। আর যাতে তিনি মুমিনদের থেকে কিছু লোককে শহিদ হিসেবে পেতে পারেন। বস্তুত : আল্লাহ জালিমদেরকে ভালবাসেন না।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى :وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ... الخ

এখানে الْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ বলতে ক্রোধ সংবরণকারীদের বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের সাথে দুটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. একবার আলি ইবনে হুসাইন (ﷺ) এর দাসী তাঁকে অযুর পানি ঢেলে দেয়ার সময় পানির পাত্রটি হাত ফসকে পড়ে যায় এবং আলির জামা-কাপড় ভিজে যায়। তখন তার মাঝে রাগের সঞ্চার বুঝতে পেরে বাদী وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ এই অংশটুকু পড়তে শুরু করে। এতে আলি (ﷺ) এর ক্রোধ দূর হয়ে যায়। সুযোগ বুঝে وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ অংশ পড়তে শুরু করে ফলে তিনি তাকে মাফ করে দেন এবং সে যখন وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ পড়তে লাগল। তখন তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন।

২. এ প্রসঙ্গে কুরতুবি ভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– মাইমুন ইবনে মিহরান থেকে বর্ণিত। একদা তার দাসী একটি বড় পেয়ালায় করে তার জন্য গরম গোশতের ঝোল নিয়ে আসছিল। এ সময় তার সামনে কয়েকজন মেহমান ছিল। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে সবটুকু ঝোল পড়ে যায়।এতে মায়মুন রাগান্বিত হয়ে দাসীটিকে মারতে উদ্যত হয়। দাসী বলে উঠল, মনিব وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ আয়াতটি স্মরণ করুন। সে বলল, ঠিক আছে তাই করলাম। দাসী বলল, পরের وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ অংশটুকু স্মরণ করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে মাফ করে দিলাম। সুযোগ বুঝে দাসী বলল, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ মাইমুন বলল, ঠিক আছে, তোমার প্রতি ইহসান করলাম। তুমি স্বাধীন।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰۤوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً

الربا কী ও এর শরয়ি হুকুম কী ?

الربا বলে একই জাতীয় পণ্যের বিনিময়কালে বেশি গ্রহণ করা। রসুল (ﷺ) বলেন, তোমরা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, ময়দার বিনিময়ে ময়দা, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন সমপরিমাণ নগদ বিক্রয় করে কেউ অতিরিক্ত দেয় বা অতিরিক্ত গ্রহণ করে তবে তা الربا (সুদ)।

হুকুম: ইসলামি শরিয়ত কম-বেশি সকল প্রকার সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। (বাকারা : ২৭৫)

والله لا يحب الظالمين : উক্ত আয়াতের মধ্যে حب বা মুহাব্বত বলতে কী বুঝায় এবং উহার প্রকারদের সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

ميلان القلب إلى شيء لكمال صفاته فيه

অর্থাৎ, কোন কিছুতে নানাগুণের পূর্ণতা থাকার কারণে তৎপ্রতি হৃদয়ের সৃষ্টি ঝোককে محبة বলে।

প্রকারভেদ: বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে محبة কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. محبة طبعية তথা স্বভাবসুলভ ভালবাসা। যেমন- সন্তান-সন্তুতি ও পিতা-মাতার প্রতি ভালবাস।

২. محبة عقلية তথা জ্ঞানসম্মত ভালবাসা। যেমন- তিক্ত হলেও ঔষধের প্রতি ভালবাসা।

৩. محبة إيمانية তথা বিশ্বাসগত ভালবাসা। যেমন- আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি ভালবাসা।

সংশ্লিষ্ট টীকা

قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ... الخ

উল্লিখিত আয়াতে فاحشة ও ظلم দ্বারা কী উদ্দেশ্য তা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

ক. فاحشة শব্দের আভিধানিক অর্থ অশ্লীল। তবে এখানে فاحشة বলতে চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি উদ্দেশ্য।

খ. فاحشة দ্বারা কবীরা গুনাহ আর ظلم দ্বারা সগিরা গুনাহ উদ্দেশ্য।

গ. কারো মতে فاحشة দ্বারা যেনা এবং ظلم দ্বারা চুম্বন উদ্দেশ্য।

ঘ. কারো মতে فاحشة দ্বারা গুনাহের কাজ আর ظلم দ্বারা গুনাহের কথা উদ্দেশ্য।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ সুদকে হারাম এবং ব্যবসায়কে হালাল করেছেন।

২. সুদ অন্যের সম্পদ শোষণকারীদের বড় হাতিয়ার।

৩. মুহসিন ব্যক্তিদের তিনটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করা হয়েছে–

ক. যারা স্বচ্ছলতায় এবং অভাব অনটনে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করে।

খ. যারা ক্রোধ সংবরণ করে।

গ. যারা ত্রুটি-বিচ্যুতির অপরাধে ক্ষমা পরায়ন। মহান আল্লাহ মুহসিন ব্যক্তিদের ভালবাসেন।

৪. কোন পাপের কাজ করে তাৎক্ষণিক লজ্জিত হয়ে কৃত অপরাধের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তওবাকারীকে ক্ষমা করেন।

৫. অতীতকালের মিথ্যাবাদীদের ভয়াবহ পরিণতি পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। ঘুরে ঘুরে দেখ; নিজেরাই বুঝতে পারবে সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

পনেরতম পাঠ : ১৫শ রুকু

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ
وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ (١٤٤) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ
تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ؕ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ
مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ (١٤٥) وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِىٍّ قُتِلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَاۤ اَصَابَهُمْ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ (١٤٦) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْا
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْۤ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (١٤٧)
فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (١٤٨)

সরল অনুবাদ:

১৪৪. মুহাম্মদ (ﷺ) একজন রাসুল মাত্র; তাঁর পূর্বে বহু রাসুল গত হয়েছেন। সুতরাং যদি তিনি মারা যান অথবা তিনি নিহত হন তবে তোমরা কি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।

১৪৫. আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই এবং কেউ পরলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করব।

১৪৬. এবং কত নবি যুদ্ধ করেছেন, তাঁদের সাথে বহু আল্লাহ্ওয়ালা ছিল। আল্লাহর পথে তাঁদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তাতে তারা হীনবল হন নাই, দুর্বল হন নাই এবং নত হন নাই। আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের ভালোবাসেন।

১৪৭. এই কথা ব্যতীত তাদের আর কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে সীমালংঘন তুমি ক্ষমা কর, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখ এবং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।'

১৪৮. অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব পুরস্কার এবং উত্তম পারলৌকিক পুরস্কার দান করেন। আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।

تحقيقات الألفاظ

انقلبتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব انفعال মাসদার انقلاب মাদ্দাহ ق+ل+ب জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ফিরে গেলে।

لن يضر : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব نصر মাসদার الضر মাদ্দাহ ض+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে কখনো ক্ষতি করতে পারবে।

سيجزي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব ضرب মাসদার الجزاء মাদ্দাহ ج+ز+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তিনি অচিরেই প্রতিদান দিবেন।

مؤجلا : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم مفعول বাব تفعيل মাসদার التأجيل মাদ্দাহ أ+ج+ل জিনস مهموز فاء অর্থ- নির্ধারিত।

ما وهنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي منفي معروف বাব ضرب মাসদার الوهن মাদ্দাহ و+ه+ن জিনস مثال واوي অর্থ- তারা সাহসহারা হয়নি।

ما ضعفوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي منفي معروف বাব كرم মাসদার الضعف মাদ্দাহ ض+ع+ف জিনস صحيح অর্থ- তারা দূর্বল হয়নি।

ما استكانوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي منفي معروف বাব استفعال মাসদার الاستكانة মাদ্দাহ ك+و+ن জিনস أجوف واوي অর্থ- তারা নতিস্বীকার করেনি।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : الله শব্দটি মুবতাদা, عليم শিবহে ফেল, ب হরফে জার, ذات মুযাফ, الصدور মুযাফ ইলাইহ, উভয়ে মিলে মাজরূর। حرف جار ও مجرور মিলে متعلق, শিবহে ফেল তার فاعل ও متعلق নিয়ে শিবহে জুমলা হয়ে খবর, এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

শানে নুজুল

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ .... وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ

হিজরি ৩য় সনে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে রসুলুল্লাহ (ﷺ) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের নেতৃত্বে ৪০ জন তীরন্দাযকে উহুদের গিরিপথে পাহারা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। মুসলমানদের যুদ্ধে বিজয় হলে তারা গনিমতের মাল কুড়ানোর কাজে লিপ্ত হয়। পেছন দিক থেকে কাফেররা সে পথে এসে অতর্কিত আক্রমণ

চালালে তীরের আঘাতে রসুলুল্লাহ-এর রুবাইয়া দাঁত শহিদ হয়, চেহারা মুবারাক রক্তে রঞ্জিত হয়। এ দৃশ্য দেখে কাফেরগণ মনে করে, মুহাম্মদ (নাউজু বিল্লাহ) মারা গেছেন। কাফেরদের মধ্য হতে একজন গুজব রটিয়ে দেয়, মুহাম্মদ মারা গেছেন। এ সংবাদে সাহাবিরা সাহস হারিয়ে ফেলেন। মুনাফিকরা বলতে শুরু করল, মুহাম্মদ যতি সত্যই নবি হন তাহলে কি করে তিনি নিহত হবেন? সুতরাং চল, আমরা আমাদের পূর্বধর্মে ফিরে যাই। তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে মহান আল্লাহ মুসলমানদের সান্ত্বনা প্রদান করে এ আয়াত নাজিল করেন।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

قَوْلُـهُ تَعَالَى : وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

الصبر বা ধৈর্য : আখলাকে হামিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সবর। সবর অর্থ সহ্য করা, অটল থাকা। ইসলামি পরিভাষায়, দুঃখ, বিপদাপদ ও বালা-মুসবিতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে অটল অবিচল থাকা। সাহসের সাথে সেসবের মুকাবিলা করাকে সবর বলে। তেমনিভাবে সুখ-শান্তি, সফলতা ও বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা না হয়ে ভারসাম্যময় জীবন-যাপন করাকে সবর বলে।

ইমাম গাযযালি র. সবরকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. **ইবাদতে সবর** : নিয়মিত ইবাদত করাই সত্যি কষ্টকর ব্যাপার। সালাত, সাওম, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতে কষ্ট সহ্য করতে হয়।

২. **বিপদাপদে সবর** : সুখ-দুঃখ, বিপদাপদ মানব জীবনের নিত্যসঙ্গী। ধৈর্যের সাথে বিপদাপদের মুকাবিলা করলে মুমিনের মর্যাদা বাড়ে।

৩. **পাপ কাজ থেকে সবর** : শয়তান মানুষকে পাপ কাজের দিকে প্রলুব্ধ করে। এ সময় ধৈর্য খুব আবশ্যক।

৪. **জুলুম-অত্যাচারে সবর** : সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, ধর্মের পথে নানা রকম জুলুম অত্যাচার ও বাধা-বিপত্তি আসে। ধৈর্যের সাথে এ সবের মোকাবিলা করাই প্রকৃত মুমিনের কাজ।

৫. **সুখ ও আনন্দে সবর** : অনেক সময় মানুষ সুখ ও সফলতার আনন্দের আতিশয্যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নানারকম অপকর্মে লিপ্ত হয়। এ সময় সবর করা একান্ত কর্তব্য।

ইমাম রাজি রহ. আরো দুধরনের সবরের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

* ইসলামের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো অধ্যয়নে সবর।

* ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা আইনগতভাবে আদিষ্ট হয়ে কোন কাজ সম্পন্ন করার সময় সবর।

সংক্ষিপ্ত টীকা

ربيون : শব্দটি বহুবচন, একবচনে ربي , নাহু শাস্ত্রবিদ ফাররা বলেন, ربيون এর অর্থ أولون তথা পূর্বেকার লোকেরা। যাজ্জাজ বলেন এর অর্থ অনেক দল। একবচনে ربي ইবনে কুতাইবা বলেন, শব্দটি ربه

এর বহুবচন। অর্থ অনেক লোকের সমষ্টি। আখফাশ বলেন, যারা رب এর ইবাদত করে তারাই ربيون
ইবনে যায়েদ বলেন, নেতা এবং দায়িত্বশীলদের ربانيون করা অধীনস্ত কর্মী বা প্রজাদেরকে ربيون বলা হয়।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. রসুলগণও মানুষ। জন্ম-মৃত প্রতিটি প্রাণীর জন্য নির্ধারিত। কাজেই রসুল মারা গেলে কি আল্লাহ তাআলার দীন শেষ হয়ে যাবে? দীন ত্যাগ করা নিজের ভয়াবহ ক্ষতি, এতে আল্লাহ তাআলার কিছু আসে যায় না।

২. দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ দেওয়ার মালিক আল্লাহ তাআলার। আবার পরকালের স্থায়ী সুখ শান্তি দেওয়ার মালিক আল্লাহ। তাঁর কাছে যে যেটা চায়, তিনি তাকে সেটাই দেন। আখিরাতের স্থায়ী শান্তির পথে চলাই গুণীদের কাজ।

৩. বিপদে আপদে হতাশ ও নিরাশ হওয়া মুমিনের কাজ নয়। সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ করাই ইমানদারের লক্ষণ।

৪. যে কোন মসীবতে নিজেকে দোষী মনে করে মহান পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

৫. বিপদ-আপদ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। তবে উহা কখনও ইমানের পরীক্ষার জন্য আসে, আবার কখনও নিজের গুনাহের কারণে আসে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি কারা ?

(ক) ইহুদি (খ) খ্রিস্টান
(গ) হিন্দু (ঘ) মুসলমান

(২) تلك শব্দটি কোন প্রকার ইসম ?

(ক) اسم موصول (খ) اسم جامد
(গ) اسم إشارة (ঘ) اسم مصدر

(৩) ضربت عليهم الذلة এখানে ضربت অর্থ কী?

(ক) প্রহার করা (খ) আঘাত করা
(গ) চাপিয়ে দেয়া (ঘ) বল প্রয়োগ করা

(৪) حبل الله বলে কী বুঝানো হয়েছে ?

(ক) নবি (খ) কুরআন
(গ) ইসলাম (ঘ) ইমান

(৫) فذوقوا العذاب আয়াতাংশে العذاب এর محل الإعراب কী ?

(ক) مرفوع (খ) منصوب

(গ) مجرور (ঘ) مجزوم

(৬) اتقوا الله حق تقاته এর মর্মার্থ কী ?

(ক) আল্লাহকে বেশি বেশি ভয় করতে হবে।
(খ) আল্লাহকে মোটামোটি ভয় করতে হবে।
(গ) আল্লাহকে যথাসম্ভব ভয় করতে হবে।
(ঘ) আল্লাহকে সত্যিকারার্থে ভয় করতে হবে।

(৭) وما جعله আয়াতাংশে ه জমিরটি কী ?

(ক) ضمير عائد (খ) ضمير شأن

(গ) ضمير منصوب (ঘ) ضمير مرفوع

২। **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

(ক) كنتم خير امة দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

(খ) يأيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

(গ) وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ... الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

(ঘ) والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) তারকিব কর : ويعذب من يشاء

৩। **নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :**

أنقذ ـ أبين ـ ودوا ـ مسومين ـ نداول ـ حسبتم ـ مؤجل ـ سيجزى.

ষোলতম পাঠ : ১৬তম রুকু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ (١٤٩)
بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ (١٥٠) سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَاۤ اَشْرَكُوْا
بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ (١٥١) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ
وَعْدَهٗۤ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا
تُحِبُّوْنَ ؕ مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ
عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (١٥٢) اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ
يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٥٣) ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ
وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ
مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا
مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى
مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ
(١٥٤) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ
وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (١٥٥)

সরল অনুবাদঃ

১৪৯. হে মুমিনগণ! যদি তোমরা কাফেরদের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে বিপরীত দিকে ফিরে দিবে এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

১৫০. আল্লাহই তো তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।

১৫১. আমি কাফেরদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে শরিক করেছে, যার স্বপক্ষে আল্লাহ্ কোন সনদ পাঠান নাই। জাহান্নাম তাদের আবাস; কত নিকৃষ্ট আবাসস্থল জালিমদের!

২০২৫

১৫২. আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করছিলে, যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারালে এবং নির্দেশ সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করলে এবং যা তোমরা ভালোবাস তা তোমাদের দেখাবার পর তোমরা অবাধ্য হলে। তোমাদের কিছু লোক ইহকাল চাচ্ছিল এবং কিছু লোক পরকাল চাচ্ছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদেরকে তাদের হতে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

১৫৩. স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে ছুটছিলে এবং পিছন ফিরে কারও প্রতি লক্ষ্য করছিলে না,আর রাসূল তোমাদেরকে পিছন দিক হতে আহবান করেছিলেন। ফলে তিনি তোমাদেকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

১৫৪. অতঃপর দুঃখের পর তিনি তোমাদেরকে প্রদান করলেন প্রশান্তি তন্দ্রারূপে, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। এবং একদল জাহিলি যুগের অজ্ঞের ন্যায় আল্লাহ্ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করেছিল এই বলে যে, 'আমাদের কি কোন অধিকার আছে? বল,'সকল বিষয় আল্লাহরই ইখ্তিয়ার। 'যা তারা তোমার নিকট প্রকাশ করে না, তারা তাদের অন্তরে তা গোপন রাখে, আর বলে, 'এই ব্যাপারে আমাদের কোন অধিকার থাকলে আমরা এ স্থানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে তবুও নিহত হওয়া যাদের জন্য অবধারিত ছিল তারা নিজেদের মৃত্যুস্থানে বের হত। এটা জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা পরিশোধন করেন। অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।

১৫৫. যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল সেই দিন তোমাদের মধ্য হতে যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তাদের কোন কৃতকর্মের জন্য শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল। অবশ্য আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল।

تحقيقات الألفاظ

تنقلبوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব انفعال মাসদার انقلاب মাদ্দাহ ق+ل+ب জিনস صحيح অর্থ- তোমরা ফিরে যাবে।

سنلقي : ছিগাহ جمع متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإلقاء মাদ্দাহ ل+ق+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- অচিরেই আমি নিক্ষেপ করব।

الرعب : এটি باب فتح থেকে মাসদার, অর্থ- ভয়-ভীতি।

سلطان : একবচন, বহুবচনে سلاطين অর্থ- দলীল-প্রমাণ।

تَحُسُّوْنَ : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব نصر মাসদার الإحساس মাদ্দাহ ح+س+س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তোমরা বিনাশ করবে।

فشلتم : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার الفشل মাদ্দাহ ف+ش+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা হীনবল হয়ে পড়লে।

أراكم : كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব فتح মাসদার الرؤية মাদ্দাহ ر+ء+ي জিনস مركب অর্থ- আমি তোমাদের দেখাবো।

ليبتليكم : ل টি লামে কায়। كم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الابتلاء মাদ্দাহ ب+ل+و জিনস ناقص واوي অর্থ- যাতে সে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারে।

لا تلوون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ مضارع منفي معروف বাব ضرب মাসদার اللوى মাদ্দাহ ل+و+ي জিনস لفيف مقرون অর্থ- তোমরা ফিরে দেখ না।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ : الله শব্দটি মুবতাদা, عليم শিবহে ফেল, ب হরফে জার, ذات মুযাফ, الصدور মুযাফ ইলাইহ, উভয়ে মিলে মাজরূর। حرف جار ও مجرور মিলে متعلق, শিবহে ফেল তার فاعل ও متعلق নিয়ে শিবহে জুমলা হয়ে খবর, এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

শানে নুজুল

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ .... وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ

নবি করিম (ﷺ) এর আদেশ অমান্য করার কারণে ৩য় হিজরিতে উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ঘটে। মুনাফিকদের চক্রান্ত মুসলমানদের যুদ্ধ ছত্রভংগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক দুর্বল মুসলমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ে। অনেকে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করে। এমন এক বিশৃংখল পরিস্থিতিতে আবু সুফিয়ানের বাহিনী মক্কার দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। কিন্তু এই দুর্বল মুহূর্তে মুসলমানদের মূলোৎপাটন করা জরুরি, এ কথা সে বেমালুম ভুলে যায়। মদিনা থেকে কিছু পথ অতিক্রম করার পর তারা ব্যাপরটা বুঝতে পেরে দারুণ লজ্জিত হল। তারা বলল, আমরা তো কিছু সংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করেছি, কিন্তু তাদের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ লোক তো জীবিত। তাদের নির্মূল না করা পর্যন্ত আমাদের এভাবে চলে আসা উচিৎ হয়নি। তখন মুশরিকগণ পুনরায়

মদিনা আক্রমণের সংকল্প করল, কিন্তু তাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার হল যে,তারা আর সামনে অগ্রসর হতে পারল না। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল হয়। (তাফসিরে জালালাইন, হাশিয়া ৬, পৃ.-৬২)
প্রকাশ থাকে যে, কাফেরদের অন্তরে যে ভীতি সঞ্চার হয় এ প্রসঙ্গে নবি করিম (ﷺ) এরশাদ করেছেন–

أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِى ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ

অর্থাৎ, আমাকে ৫টি জিনিস দান করা হয়েছে। যা আমার পূর্বে কোন নবিকে দান করা হয়নি। তার মধ্যে একটি হল– এক মাসের পথের দূরত্ব থেকে কাফেরদের অন্তরে আমার ভীতি সঞ্চার হওয়া। (বুখারি-৪৩৮)

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

غما بغم -এর অর্থ "চিন্তার পরে চিন্তা" কথাটির মর্মার্থ নিয়ে তাফসিরকারগণ মতানৈক্য করেছেন।

ক. প্রখ্যাত সাহাবি, তাফসির সম্রাট হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস র. বলেন, প্রথম চিন্তা ছিল পরাজয়ের গ্লানি এবং মুহাম্মদ (ﷺ) এর মৃত্যু সংবাদ আর দ্বিতীয় চিন্তা ছিল যখন কাফেরেরা পাহাড়ের উপর আরোহণ করে। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (ﷺ) দোআ করেন– اَللّٰهُمَّ ليس لهم أن يعلونا অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তারা যেন আমাদের উপরে না ওঠে।

খ. প্রখ্যাত সাহাবি ও জান্নাতি মানুষ আবদুর রহমান ইবনে আউফ র. বলেন, প্রথম চিন্তা ছিল পরাজয়ের বেদনা আর দ্বিতীয় বেদনা আরও মারাত্মক। আর তা হল রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর শহিদ হওয়ার সংবাদ।

গ. কাতাদাহ বলেন,প্রথম দুঃখ ছিল গনিমতের মাল ও বিজয় তিরোহিত হওয়া, আর দ্বিতীয় দুঃখ ছিল তাদের উপর শত্রুদের বিজয়।

ঘ. মুজাহিদ বলেন, প্রথম দুশ্চিন্তা হল মুহাম্মদ (ﷺ) এর হত্যার খবর, আর দ্বিতীয় দুশ্চিন্তা হল তাদের নিহত-আহত হওয়া প্রসঙ্গে।

মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا .... قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ

উহুদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের অবস্থা কী দাড়িয়েছিল অত্র আয়াতে সেদিকটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধে পরাজিত আহত ও নিহত হওয়ার মাধ্যমে তোমরা যে কষ্ট পেয়েছ তা লাঘবের জন্য আল্লাহ তামাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন। ফলে তোমাদের একটি দল, যারা নবির সাথে ছিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পাড়ে এবং ব্যথা বেদনা ভুলে যায়।

আরেকটি দল, যারা মুনাফিক সর্দারের সাথে হাত মিলিয়েছিল নফসের তাড়নায় দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং তারা নানান ধরনের অবাস্তব কথাবার্তা- যেমন তিনি যদি সত্য নবি হতেন তবে এভাবে পরাজয় বরণ করতাম না ইত্যাদি। নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করে। তারা বলে এ যুদ্ধে হতাহতের জন্য আমাদের কি করণীয় আছে? এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন হে নবি! আপনি বলুন যে ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তাআলার এখতিয়ারধীন। এখানে মানুষের কোন হাত নেই। জয়-পরাজয় তিনিই নির্ধারণ করেন।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

قَوْلُـهُ تَعَالَى : حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ

আলোচ্য আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা এই যে, উহুদ যুদ্ধের প্রারম্ভে রসুল (ﷺ) ৫০ জন তীরন্দাজকে আবদুল্লাহ ইবনে জুবাইরের নেতৃত্বে গিরিপথে নিয়োগ করেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন।

তোমরা যদি দেখ আমরা পরাজিত হয়ে গেছি অথবা কাফেরদল পরাজিত হয়েছে, তবুও পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা গিরিপথ ত্যাগ করবে না। যুদ্ধে প্রথম দিকে কাফেররা পরাজিত হওয়ায় গিরিপথে অবস্থানরত মুজাহিদগণ গনিমতের জন্য ময়দানের দিকে ছুটল। এদের সেনাপতি আবদুল্লাহ তাদেরকে রসুল (ﷺ) এর আদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও দশজন ছাড়া বাকিরা গিরিপথ ছেড়ে চলে আসে। গিরিপথ ছেড়ে আসা নিয়ে আবদুল্লাহসহ ১০ জন সাহাবীর সাথে অবশিষ্ট ৪০ জনের যে মতানৈক্য হয়, আলোচ্য আয়াতে تنازع দ্বারা সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট টীকা

قَوْلُـهُ تَعَالَى : مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا

আয়াতে উল্লেখিত سُلْطَانًا মূলতঃ বিশেষ ক্ষমতা, হুজ্জাত বা প্রমাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

سُلْطَانًا শব্দ বাদশাহকেও বুঝায়। তবে উল্লিখিত আয়াতে কী অর্থে বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায়। যথা-

ক. ইমাম যুজাজ বলেন শব্দটি سليط থেকে গঠিত অর্থ যা দ্বারা বাতি প্রজ্জলিত করা হয়। নেতৃবৃন্দকে سلاطين বলা হয়। কেননা, তাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার পেয়ে থাকে।

খ. লাইস (র) বলেন, سلطان অর্থ কুদরত তথা শক্তি।

গ. কারো মতে سلطان বলতে দলিল প্রমাণ বুঝায়।

طائفتان এর উদ্দেশ্য:

উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদেরকে আল্লাহ দুটি দলে বিভক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রথম দল : যাদেরকে আল্লাহ প্রশান্তি ও তন্দ্রা দান করেন এবং যারা রসুল (ﷺ) এর সাথে ছিল।

দ্বিতীয় দল : আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং তার অনুসারী সঙ্গী-সাথী অথবা যেসব দুর্বল ইমানদারগণ যুদ্ধের ময়দান হতে সটকে পড়েছিল রসুল (ﷺ) কে শত্রু বাহিনীর কবলে রেখে। তাদের প্রতি আল্লাহ প্রশান্তি ও তন্দ্রা অবতীর্ণ করেন নি, যদিও পরবর্তিতে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. আল্লাহ ও আল্লাহ তাআলার রসুল (ﷺ) এর অনুসরণের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন সুখ – শান্তি ও পরকালীন মুক্তি।

২. যিনি আল্লাহকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবেন, তার অন্য অভিভাবকের প্রয়োজন নেই।

৩. যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। অন্যথায় বিপর্যয় ঘটবে। যেমনটি ঘটেছিল উহুদের যুদ্ধে। যুদ্ধে প্রাথমিকভাবে জয়ী হয়েও রসুল (ﷺ) এর আদেশ অমান্য করার পরিণতিতে মহাবিপর্যয় ঘটে যায়।

৪. কেবল দুনিয়া নয়, মুসলমানদের প্রকৃত কামনা হল পরকালীন সফলতা।

৫. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা কবিরা গুনাহ।

সতেরতম পাঠ : ১৭তম রুকু

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا
غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ؕ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١٥٦) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ (١٥٧) وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ (١٥٨) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ
فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ (١٥٩) اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ
وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١٦٠) وَمَا كَانَ
لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ
(١٦١) اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٦٢) هُمْ
دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (١٦٣) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا
مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (١٦٤) اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ
الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ
نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي
قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ
فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (١٦٨) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ
بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١)

সরল অনুবাদ:

১৫৬. হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মত হবে না যারা কুফরি করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন দেশে দেশে সফর করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদের সম্পর্কে বলে, 'তারা যদি আমাদের নিকট থাকত তবে তারা মারা যেত না এবং নিহত হত না।' ফলে আল্লাহ্ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন; আল্লাহ্ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান, তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।

১৫৭. তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহর ক্ষমা এবং দয়া অবশ্য তা অপেক্ষা শ্রেয়।

১৫৮. এবং তোমাদের মৃত্যু হলে অথবা তোমরা নিহত হলে আল্লাহ্ নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।

১৫৯. আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে যেত। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদের ভালোবাসেন।

১৬০. আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করলে তোমাদের উপর জয়ী হবার কেউ থাকবে না। আর তিনি তোমাদেরকে সাহায্য না করলে, তিনি ছাড়া কে এমন আছে, যে তোমাদের সাহায্য করবে? মুমিনগণ আল্লাহর উপরই নির্ভর করুক।

১৬১. অন্যায়ভাবে কোন বস্তু গোপন করবে, এটা নবির পক্ষে অসম্ভব। এবং কেউ অন্যায়ভাবে কিছু গোপন করলে, যা সে অন্যায়ভাবে গোপন করবে কিয়ামতের দিন সে তা নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেককে, যা সে অর্জন করেছে তা পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবে না।

১৬২. যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসারী, সে কি তার মত যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং জাহান্নামই যার আবাস? এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

১৬৩. আল্লাহর নিকট তারা বিভিন্ন স্তরের; তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

১৬৪. আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।

১৬৫. কী ব্যাপার! যখন তোমাদের উপর মুসিবত আসল তখন তোমরা বললে,'এটা কোথা থেকে আসল? 'অথচ তোমরা তো দ্বিগুণ বিপদ ঘটিয়েছিলে। বল, 'এটা তোমাদের নিজেদেরই নিকট হতে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

১৬৬. যেদিন দুই দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের উপর যে বিপর্যয় ঘটেছিল তা আল্লাহরই হুকুম। এটা মুমিনগণকে জানাবার জন্য।

১৬৭. এবং মুনাফিকদেরকে জানাবার জন্য এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'আসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' তারা বলেছিল, 'যদি যুদ্ধ জানতাম তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা ইমান অপেক্ষা কুফরির নিকটতর ছিল। যা তাদের অন্তরে নাই তারা তা মুখে বলে; তারা যা গোপন রাখে আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

১৬৮. যারা ঘরে বসে থাকল এবং তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলল, তারা আমাদের কথামত চললে নিহত হত না, তাদেরকে বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে নিজেদের কে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।'

১৬৯. যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের কখনই মৃত মনে করিও না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত।

১৭০. আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

১৭১. আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ মুমিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।

تحقيقات الألفاظ

لانفضوا : ل তাকিদের জন্য আনা হয়েছে। ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব انفعال মাসদার الانفضاض মাদ্দাহ ف+ض+ض জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তারা অবশ্যই সরে যেত।

شاورهم : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব مفاعلة মাসদার المشاورة মাদ্দাহ ش+و+ر জিনস أجوف واوي অর্থ- তুমি তাদের সাথে পরামর্শ কর।

بصير : ছিগাহ واحد مذكر বাহাছ اسم فاعل مبالغة বাব كرم মাসদার البصارة মাদ্দাহ ب+ص+ر জিনস صحيح অর্থ- সর্বদ্রষ্টা।

من : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার المن মাদ্দাহ م+ن+ن জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তিনি অনুগ্রহ করলেন।

يزكيهم : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التزكية মাদ্দাহ ز+ك+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তিনি তাদের পবিত্র করবেন।

ادرءوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব فتح মাসদার الدرء মাদ্দাহ د+ر+ء জিনস مهموز لام অর্থ- তোমরা প্রতিরোধ করো।

لا تحسبن : ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ نهي حاضر معروف بنون ثقيلة বাব حسب মাসদার الحسبانমাদ্দাহ ح+س+ب জিনস صحيح অর্থ- তুমি কখনো ধারণা করো না।

لم يلحقوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব سمع মাসদার اللحوقমাদ্দাহ ل+ح+ق জিনস صحيح অর্থ- তারা মিলিত হয়নি।

تركيب الجملة

وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ: و হরফে আতফ, الله মুবতাদা, خبير শিবহে ফেল ও ফায়েল, ب হরফে জার, ما ইসমে মাওসূল تَعْمَلُوْنَ ফেল ও তার যমির فاعل এবার فعل ও ফায়েল মিলে صلة তারপর صلة ও موصول মিলে মাজরূর, حرف جار ও مجرور মিলে متعلق শিবহে ফেল, তার ফায়েল ও متعلق মিলে شبه جملة হয়ে خبر পরিশেষে মুবতাদা ও খবর মিলে جملة اسمية হয়েছে।

২০২৫

শানে নুজুল

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا .... لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ

৩য় হিজরির উহুদ যুদ্ধ মুসলমানদের জীবনে এক ট্রাজেডি। এ যুদ্ধের মাধ্যমে প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানগণ নেক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এ যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিভিন্ন আকিদা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছেন। উপরোক্ত আয়াতটি তার অন্যতম। উহুদ যুদ্ধে ৭০ জনের মত সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন। এতে মুনাফিকগণ বিভিন্ন ধরনের অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকে। মুনাফিকগণ বলতো, শহিদগণ যদি আমাদের মত ঘরে বসে থাকত, তাহলে এমনভাবে মৃত্যুবরণ করত না। এসব কথায় সাময়িকভাবে মুসলমানগণ নিরুৎসাহিত হত। মুনাফিকদের এ যুক্তি খন্ডন করে মহান আল্লাহ উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করে জানিয়ে দিলেন, মৃত্যু প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীর মানুষের নেই।

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَّ .... وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ. তাফসিরে জালালাইনে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন গনিমতের মাল হতে নকশী করা একটি লাল চাঁদর হারিয়ে যায়। কিছু সংখ্যক মুনাফিক বলল, এটা সম্ভবতঃ রসুলুল্লাহ (ﷺ) নিয়েছেন। তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে মহান আল্লাহ ঘোষণা করলেন, কোন নবির পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, তিনি কোন জিনিস গোপন করবেন। কারণ, গোপনকৃত বস্তুনিয়ে কেয়ামতের ময়দানে উঠতে হবে। এটা সম্পূর্ণ রসুলের শানের পরিপন্থী।

وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ... الخ

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসুল (ﷺ) সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, উহুদের যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইগণ শহিদ হন, তখন আল্লাহ তাদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখির পালকের ভেতরে স্থাপন করে মুক্ত করেছেন। তারা জান্নাতের ঝর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করে এবং সে আলোকধারায় ফিরে আসে যা তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার আরশের নিচে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমাদের আত্মীয় আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত। আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি তাদেরকে কেউ জানিয়ে দিতে পারে, যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে যুদ্ধে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে। তখন আল্লাহ বলেন, "তোমাদের এ সংবাদ পৌঁছে দিচ্ছি।" এ পরিপ্রেক্ষিতে অত্র আয়াত নাজিল হয়।

মূলবক্তব্য/ বিষয়বস্তু

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ ... الخ

আয়াতের মুমিনদেরকে কাফেরদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক আচরণ থেকে সতর্ক করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, হে ইমানদার। আকিদাগতভাবে কাফেরদের মত হয়ো না। কারণ তাদের কোন ভাই-বেরাদার যখন কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং আহত কিংবা নিহত হয়, তখন তারা আক্ষেপ করে বলে হায়! তারা যদি যুদ্ধে না

গিয়ে আমাদের কথা মত বাড়িতে থাকত। তাহলে তাদের মৃত্যু হতো না অথবা আহত হতো না। স্বগোত্রীয় লোকদের শহীদ হওয়ার যে সকল মুনাফিক ও কাফির এ ধরনের অপেক্ষা করত মূলতঃ আল্লাহ তাদের অন্তরে অপেক্ষা সৃষ্টি করে তাদের অন্তরজ্বালা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কাজেই এ ধরনের বিশ্বাস ও চিন্তা যে, মুমিনদের অন্তরে স্থান না পায় ও ব্যাপারে সতর্ক করা হয়। কারণ জীবন। মৃত্যু আল্লাহ হাতে। আর তোমরা যা কিছু তা আল্লাহ দেখেন।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ .... الخ

বদর যুদ্ধের গণিমতের মাল হতে লাল রঙ্গের একটি দামী চাদর হারানো গেলে মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল", হয়তো নবিজি এটা নিজের জন্য রেখে দিয়েছেন, তাদের এহেন জঘন্য ও অলিক ধারণা দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে নবিকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে রাখেন।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ

আয়াতে মধ্যে فبما এর ما শব্দটি নিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়।

ক. কারো মতে ما শব্দটি আমল ও অর্থের দিক দিয়ে زائدة বা অতিরিক্ত বাক্যের حسن التأليف এর জন্য নেয়া হয়েছে।

খ. ইবনে কায়মান বলেন, ما শব্দটি نكرة এবং তা مبدل منه আর رحمة বদল।

গ. কারো কারো মতে ما শব্দটি حرف استفهام তবে এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত নয়।

هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ

আয়াতে কাফেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, "সেদিন তারা ইমান অপেক্ষা কুফরের অধিক নিটকবর্তী ছিল। মন্তব্যটি দুর্বল ইমানদার ও মুনাফিক প্রকৃতির লোকদের লক্ষ্য করে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন। এরা উহুদ যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে ইমানের উপর আটল থাকতে পারেনি। ফলে তারা ময়দান ত্যাগ করে চলে আসে। এতে তাদের থেকে কুফরি প্রায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, যদিও তারা মুখে কুফরির বাণী উচ্চারণ করেনি। তথাপি কর্মের মাধ্যমে তারা কুফরির নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا

শহিদদের বৈশিষ্ট্য :

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ শহিদদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

ক. শহিদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল তারা মৃত্যুর পরে বিশেষ জীবন লাভ করবে। যেমন : আল্লাহ বলেন– بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ

খ. শহিদদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে রিযিক প্রাপ্ত হয়। যেমন–মহান আল্লাহ বলেন– بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

গ. শহিদদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল, তারা সদাসর্বদা আনন্দমুখর পরিবেশে থাকবেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন– فَرِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

ঘ. শহিদদের চতুর্থ নেয়ামত হল, তারা পৃথিবীতে নিজেদের যেসব উত্তরসুরি রেখে গিয়েছিলেন, তাদের ব্যাপারে তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তারাও পৃথিবীতে থেকে সৎকাজ ও ধর্মযুদ্ধে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে তারাও এখানে নেয়ামত ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন। আল্লাহ বলেন– وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ

সংক্ষিপ্ত টীকা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : قيل لهم تعالوا

আলোচ্য বাক্যটিতে قيل শব্দটি فعل مجهول নায়েবে فاعل হলো منافق সম্প্রদায়। কিন্তু قيل শব্দটির প্রকৃত فاعل কে? এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায় –

ক. প্রথমত قيل এর প্রকৃত فاعل আল্লাহ তাআলার রসুল (ﷺ) কারণ, মুনাফিক সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই ৩০০ জন দুর্বলমনা ইমানদার নিয়ে কেটে পড়ায় তাদেরকে আল্লাহ তাআলার রসুল ডাক দিয়েছিলেন।

عباد الله تعالوا إلى الله

খ. কারো মতে قيل -এর প্রকৃত فاعل আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আল আনসারি (رضي الله عنه)

الغلول গুলুল :

الغلول শব্দটি বাব نصر এর মাসদার। এটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত।

১. أخذ الشيء خفية (গোপনে কোন কিছু গ্রহণ করা)।

২. الخيانة في الغنيمة (গণিমতের মাল খেয়ানত করা)।

৩. (بكسر الغين) غل অর্থ অন্তরে লুকিয়ে রাখা হিংসা-বিদ্বেষ, তবে এখানে غل অর্থ গণিমতের মাল আত্মসাৎ করা। শরয়ি দৃষ্টিতে غلول কবিরা গুনাহ।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত :

১. জীবন মৃত্যুর মালিক আল্লাহ। তাই যার মৃত্যু আল্লাহ যেভাবে নির্ধারণ করেছেন তার মৃত্যু সেভাবেই হবে।

২. শহিদগণকে বিনা হিসেবে আল্লাহ বেহেশত দান করবেন।

৩. স্বাভাবিক মৃত্যু হোক কিংবা শহিদ হোক, উভয়কেই আল্লাহ তাআলার নিকট হাজির করা হবে।

৪. داعي إلى الله তথা দীন প্রচারককে অবশ্যই কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে।

৫. কোন জঠিল বিষয়ে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একটি অপরিহার্য নীতি।

৬. পৃথিবীতে মুসলমানদের, সাহায্যকারী ও বন্ধু একমাত্র আল্লাহ।

৭. বিপদ-আপদ, মুছিবত, সবই মানুষের দুইহাতের কর্মফল।

৮. আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা সর্বদা প্রকাশ করতে হবে।

আঠারতম পাঠ : ১৮তম রুকু

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛؕ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ
عَظِيْمٌ (١٧٢) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖۗ
وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ
وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ (١٧٤) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا
تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٧٥) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ
يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١٧٦) اِنَّ
الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٧٧) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ (١٧٨) مَا
كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا كَانَ اللّٰهُ

لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا
وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (١٧٩) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا
لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (١٨٠)

সরল অনুবাদ:

১৭২. যখম হবার পর যারা আল্লাহ্ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দিয়েছে তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে চলে তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

১৭৩. এদেরকে লোকে বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে, সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এটা তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক!'

১৭৪. তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করে নাই এবং আল্লাহ্ যাতে রাজি তারা তারই অনুসরণ করেছিল এবং আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।

১৭৫. এরাই শয়তান, তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাদেরকে ভয় করিও না, আমাকেই ভয় কর।

১৭৬. যারা কুফরিতে ত্বরিতগতি, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। তারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ আখিরাতে তাদেরকে কোন অংশ দেয়ার ইচ্ছা করেন না, তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।

১৭৭. যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরি ক্রয় করেছে তারা কখনও আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

১৭৮. কাফিররা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য; আমি অবকাশ দিয়ে থাকি যাতে তাদের পাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

১৭৯. অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ আল্লাহ্ মুমিনগণকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ অবহিত করবার নন; তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসুলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলগণের উপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনলে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে।

১৮০. আর আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল, এটা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, ইহা তাদের জন্য অমঙ্গল। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তাই তাদের গলায় বেড়ি হবে। আসমান ও যমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা বিশেষভাবে অবহিত।

تحقيقات الألفاظ

أصابهم : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل । ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإصابة মাদ্দাহ ص+و+ب জিনস أجوف واوي অর্থ- তাদের নিকট পৌঁছেছে।

أحسنوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব إفعال মাসদার الإحسان মাদ্দাহ ح+س+ن জিনস صحيح অর্থ- তারা সৎকাজ করেছে।

لم تمسس : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ مضارع منفي بلم الجحد معروف বাব سمع মাসদার المس মাদ্দাহ م+س+س জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- স্পর্শ করেনি।

لن يضروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع منفي بلن تاكيد معروف বাব نصر মাসদার الضر মাদ্দাহ ض+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- তারা কখনো ক্ষতি করতে পারবে না।

اشتروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاشتراء মাদ্দাহ ش+ر+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তারা ক্রয় করল।

يطلع : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاطلاع মাদ্দাহ ط+ل+ع জিনস صحيح অর্থ- সে অবহিত হবে।

يجتبي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব افتعال মাসদার الاجتباء মাদ্দাহ ج+ب+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- সে নির্বাচন করবে।

لا يحسبن : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نهي غائب معروف بنون ثقيلة বাব حسب মাসদার الحسبان মাদ্দাহ ح+س+ب জিনস صحيح অর্থ- সে কখনো ধারণা করবে না।

يبخلون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব سمع মাসদার البخل মাদ্দাহ ب+خ+ل জিনস صحيح অর্থ- তারা কৃপণতা করে।

تركيب الجملة

سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: سَيُطَوَّقُوْنَ ফেল মাজহুল, هم জমির নায়েবে ফায়েল, ما ইসমে মাওসুল, بَخِلُوْا ফেল, যমিরে هم ফায়েল, بِهٖ জার ও মাজরুর মিলে متعلق এবার فعل- فاعل ও متعلق মিলে جملة فعلية হয়ে صلة এবার صلة ও موصول মিলে مفعول আর يوم القيامة মুজাফ ও মুজাফ ইলাইহি মিলে مفعول فيه পরিশেষে فعل مجهول + نائب الفاعل এবং দুই মাফউল মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ... الخ

আলোচ্য আয়াতটি "ছোট বদর" দ্বিতীয় বদরযুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। যদিও এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান বদর যুদ্ধের দিন বলেছিল যে, আগামী বছর তোমাদের ও আমাদের মাঝে বদর ময়দানে আবার ফয়সালা হবে। পরের বছর আবু সুফিয়ান নাইম ইবেন মাসউদ আশজায়িকে কিছু দেয়ার বিনিময়ে ঠিক করে যে, মুসলমানদেরকে আমাদের সম্পর্কে ভয় দেখাবে যাতে তারা বদর আগমন স্থগিত রাখে। নাইম মদিনায় এসে নানারূপ ভয় ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। তখন মুসলমানরা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ছাড়া অন্য কোন কথা বলল না। রসুল (ﷺ) উহুদের গাজি ও সাহাবাদের নিয়ে বদরে গেছেন এবং সেখানে ৮ দিন অবস্থান করেন। মুসলিম বাহিনীর ভয়ে কুরাইশরা আর সেখানে আসেনি। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ ... الخ

রসুল (ﷺ) ছিলেন উম্মতের উপর অত্যন্ত দয়াবান। একবার একদল দূর্বলমনা মুসলমান মুশরিকদের অত্যাচারে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তাআলার রসুল অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। আল্লাহ তাঁর হাবিবকে শান্তনা দেয়ার জন্য উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ... الخ

ক. বুখারি ও মুসলিম শরিফে হজরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত যে, রসুল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ যাকে ধন সম্পদ দান করেছেন সে যদি উহার যাকাত আদায় না করে তবে তার ধন সম্পদ কিয়ামতের দিন বিষাক্ত স্বর্পের আকৃতি বানিয়ে তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দেয়া হবে এবং সে সাপ ঐ ব্যক্তির মুখের উপর চেপে ধরে বলবে আমি তোমার ধন সম্পদ। আম তোমার প্রিয় বস্তুঅতঃপর রসুল (ﷺ) অত্র আয়াত পাঠ করেন।

খ. বিখ্যাত সাহাবি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, উক্ত আয়াত ইহুদি আলেমদের উদ্দেশ্য অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু তারা রসুল (ﷺ)– এর গুণাবলী ও তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা ও ইসলামের সত্যতা স্বীকার করতে কৃপণতা করে।

মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ .... وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে যে ইসলামের প্রাথমিক দিকে মক্কার কাফেররা নও মুসলিমদের পূর্ব ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য জোর তৎপরতা চালায় এবং তারা কিছুটা সফলতাও পায়। এতে রসুল (ﷺ) মানসিকভাবে আহত হন। এর পরি প্রেক্ষিতে আল্লাহ তার রসুলকে আশ্বস্ত করে বলেন, হে নবি কাফিরদের এহেন তৎপরতা এবং কতিপয় লোক কুফরির দিকে পুনরায় ফিরে যাওয়ায় আপনি বিচলিত হবেন না। এরা চলে গেলে আল্লাহ তাআলার দীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। অধিকন্তু তাদের জন্য রয়েছে পরকালে কঠিন শাস্তি।

হে নবি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন যে সকল লোক ইমান গ্রহণের পর-পুনরায় কুফরিতে ফিরে গেছে তারা তো এমন কিছু হয়ে যায় নি যে আল্লাহ বা দীনের কোন ক্ষতি করতে পারে। প্রকৃত পক্ষে তাদরে সাধ্য নেই। যে আল্লাহ তাআলার দীনের সামান্যতম ক্ষতি সাধন করে। বরং তারাই ক্ষতির শিকার। আর তাদরে কৃতকর্মের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

قَوْلُهُ تَعَالٰى : فانقلبوا بنعمة من الله ... الخ

কাফের বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে নবিজিসহ সাহাবিগণ মদিনা থেকে ৮ মাইল 'হামরাউল আসাদ' নামক স্থান পর্যন্ত যান। কাফের বাহিনী এ খবর শুনে দ্রুত মক্কায় চলে যায়। এদিকে সাহাবাগণ তিনদিন সেখানে অবস্থানের পর সুস্থ দেহে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ নিয়ে মদিনায় ফিরে আসেন।

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ .... حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

মক্কার কাফেররা যখন উহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটি কঠিন আক্রমণ চালিয়ে মুসলমানকে খতম করে দেওয়াই উচিত ছিল। আর এ কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুণরায় মদিনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। যেতে যেতে মদিনাযাত্রী কোন কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহির মাধ্যমে হুযুর (ﷺ) জানতে পারেন। কাজেই তিনি হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। (ইবনে জারির, রুহুল বয়ান)

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর

قَوْلُهُ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا ... الخ এর উদ্দেশ্য:

মহান আল্লাহ اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا বলে কাদের উদ্দেশ্য করেছেন এ ব্যাপারে ভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। যথা-

ক. হজরত আয়শা (رضي الله عنها) বলেন, তারা হলেন হজরত আবু বকর এবং হজরত যুবাইর (رضي الله عنهما)।

খ. বুখারির এক বর্ণনা মতে, উহুদ যুদ্ধের পরের দিন কাফিরদের পিছু ধাওয়া করার জন্য রসুল (ﷺ) সাহাবিদের আহ্বান জানালে ৭০ জন সাহাবি সাড়া দেন। اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا বলে এদেরকে বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُـهُ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ আলোচ্য আয়াতে প্রথম الناس ও দ্বিতীয় الناس দ্বারা যাদের বোঝানো হয়েছে, তা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক. অনেকের মতে প্রথম الناس দ্বারা মদিনার মুনাফিকগণ উদ্দেশ্য।

খ. মুজাহিদ ও কাতাদা বলেন এই الناس দ্বারা নাইম মতান্তরে নুওখাইম ইবনে মাসউদ উদ্দেশ্য।

গ. দ্বিতীয় الناس দ্বারা আবু সুফিয়ান বা আবু সুয়ান ও তার বাহিনী উদ্দেশ্য।

সংশ্লিষ্ট টীকা

قَوْلُـهُ تَعَالٰى : لَنْ يَضُرُّوْا اللّٰهَ شَيْئًا ... الخ

যারা দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছে তারা আল্লাহ তাআলার ক্ষতি করতে পারবে না। কথাটি ইঙ্গিত মূলক। আল্লাহ তাআলার ক্ষতি করা দ্বারা ৩টি উদ্দেশ্য হতে পারে। যথা-

ক. আল্লাহ তাআলার দীন তথা ইসলামের ক্ষতি।

খ. আল্লাহ তাআলার রসুলের ক্ষতি।

গ. সাহাবায়ে কেরামের ক্ষতি।

কিন্তু তারা কোন ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে না। কারণ মহান আল্লাহ রক্ষাকারী।

التقوى : শব্দটি وقى يقي وقاية থেকে উদ্ভুত। এর আভিধানিক অর্থ-

ক. শ্রদ্ধাজনিত ভয়

খ. আল্লাহ তাআলার শাস্তির ভয়

গ. গুনাহ থেকে দূরে থাকা

ঘ. বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

হজরত ইবনে আব্বাস রা. এর মতে, আল্লাহ তাআলার ভয়ে তার আদেশ ও নিষেধের পূর্ণ আনুগত্য করাকে তাকওয়া বলে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. শত বাধা বিপত্তি, সমস্যা, অসুবিধা, শারীরিক অসুস্থতার মধ্যে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় এগিয়ে যেতে হবে।
২. অন্যায়কারী অত্যাচারীর হৃদয় চিরকালই ভীতু তারা ন্যায়ের বিরুদ্ধে সবসময় পলায়নপর থাকবে।
৩. মুসলিম সেজে যারা ঈমানদারদেরকে কাফেরদের ভয় দেখানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে তারা মুলত শয়তান।
৪. ঈমানের বিনিময়ে কুফুরির ব্যবসায় হল ক্ষতির ব্যবসায়। এরা পরকালে শুধু শাস্তিই ভোগ করবে।
৫. পার্থিব জগতের লাগামহীন চলাফেরা হলো পরকালীন দুর্ভোগের কারণ।
৬. ধনীদের সম্পদে গরিবের অধিকার রয়েছে। তাই ধনীদের উচিৎ কৃপণতা না করে গরিবে প্রাপ্য প্রদান করা।

২০২৫

উনিশতম পাঠ : ১৯তম রুকু

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ
بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ (١٨١) ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيْدِ (١٨٢) اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ
قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٨٣)
فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ (١٨٤) كُلُّ نَفْسٍ
ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ (١٨٥) لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا اَذًى كَثِيْرًا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْاُمُوْرِ (١٨٦) وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ؗ
فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ (١٨٧) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ
يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٨٨) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٨٩)

সরল অনুবাদ:

১৮১. যারা বলে, 'আল্লাহ্ অবশ্যই অভাবগ্রস্ত আর আমরা অভাবমুক্ত', তাদের কথা আল্লাহ্ শুনেছেন। তারা যা বলেছে তা এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব, 'তোমরা দহন-যন্ত্রণা ভোগ কর।'

১৮২. এটা তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং এটা এ কারণে যে আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি জালেম নন।

১৮৩. যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন কোন রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমাদের নিকট এমন কুরবানি উপস্থিত না করবে যা অগ্নি গ্রাস করবে; তাদেরকে বল,'আমার পূর্বে অনেক রাসুল স্পষ্ট নিদর্শনসহ এবং তোমরা যা বলতেছ তা সহ তোমাদের নিকট এসেছিল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে?'

১৮৪. তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে, তোমার পূর্বে যে সকল রাসুল স্পষ্ট নিদর্শন, আসমানি সহিফা এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল তাদেরকেও তো অস্বীকার করা হয়েছিল।

১৮৫. জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে। যাকে অগ্নি হতে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সেই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।

১৮৬. তোমাদেরকে নিশ্চয়ই তোমাদের ধনৈশ্বর্য ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের এবং মুশরিকদের নিকট হতে তোমরা অনেক কষ্টদায়ক কথা শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাক্ওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ়সংকল্পের কাজ।

১৮৭. স্মরণ কর, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন– 'তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।' এরপরও তারা তা অগ্রাহ্য করেও তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে; সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট!

১৮৮. যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করে নাই এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে- এইরূপ তুমি কখনও মনে করবে না। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে।

১৮৯. আসমান ও যমিনের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই; আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

تحقيقات الألفاظ

ذوقوا : ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব نصر মাসদার الذوق মাদ্দাহ ذ+و+ق জিনস أجوف واوي অর্থ- তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর।

قدمت : ছিগাহ واحد مؤنث غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব تفعيل মাসদার التقديم মাদ্দাহ ق+د+م জিনস صحيح অর্থ- সে পূর্বে পাঠিয়েছে।

عهد : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব سمع মাসদার العهد মাদ্দাহ ع+ه+د জিনস صحيح অর্থ- সে অঙ্গীকার নিয়েছে।

قتلتموهم : هم শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ جمع مذكر حاضر বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব نصر মাসদার القتل মাদ্দাহ ق+ت+ل জিনস صحيح অর্থ- তোমরা তাদেরকে হত্যা করেছ।

ذائقة : ছিগাহ واحد مؤنث اسم فاعل বাহাছ نصر বাব الذوق মাসদার ذ+و+ق মাদ্দাহ أجوف واوي জিনস অর্থ- স্বাদগ্রহণকারী।

تُوَفَّوْن : ছিগাহ جمع مذكر حاضر مضارع مثبت مجهول বাহাছ تفعيل বাব التوفية মাসদার و+ف+ي মাদ্দাহ لفيف مفروق জিনস অর্থ- তোমাদেরকে পুরাপুরি দেওয়া হবে।

زحزح : ছিগাহ واحد مذكر غائب ماضي مثبت معروف বাহাছ فعللة বাব الزحزحة মাসদার ز+ح+ز+ح মাদ্দাহ مضاعف رباعي জিনস অর্থ- দূর করা হয়েছে।

لتبلون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر مضارع مثبت بلام تاكيد و نون تاكيد مجهول বাহাছ نصر বাব البلاء মাসদার ب+ل+و মাদ্দাহ ناقص واوي জিনস অর্থ- অবশ্যই তোমরা পরীক্ষিত হবে।

لتبينن : ছিগাহ جمع مذكر حاضر مضارع مثبت بلام تاكيد و نون تاكيد معروف বাহাছ تفعيل বাব التبيين মাসদার ب+ي+ن মাদ্দাহ أجوف يائي জিনস অর্থ- অবশ্যই তোমরা প্রকাশ করবে।

لا تكتمون : ছিগাহ جمع مذكر حاضر مضارع منفي معروف বাহাছ نصر বাব الكتمان মাসদার ك+ت+م মাদ্দাহ صحيح জিনস অর্থ- তোমরা গোপন করবে না।

يحمدوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب مضارع مثبت معروف বাহাছ سمع বাব الحمد মাসদার ح+م+د মাদ্দাহ صحيح জিনস অর্থ- তারা প্রশংসিত হবে।

تركيب الجملة

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ: كُلُّ মুজাফ, نَفْسٍ মুজাফ ইলাইহ مضاف و مضاف إليه মিলে মুবতাদা। ذَائِقَةُ মুজাফ, الْمَوْتِ মুজাফ ইলাইহ مضاف و مضاف إليه মিলে খবর, এবার مبتدأ ও خبر মিলে جملة اسمية হল।

শানে নুযুল

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا .... عَذَابَ الْحَرِيْقِ

আল্লামা যামাখশারি রহ. স্বীয় তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেন, যখন আল্লাহ তাআলার বাণী- مَنْ ذَا الَّذِيْ

يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا নাজিল হয়, তখন ইহুদিদের মধ্য হতে একজন কুরআনকে হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়তে অথবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী বলল, আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী। কেননা, আল্লাহ বান্দার কাছে কর্জ চেয়েছেন। এ কথা শুনে আবু বকর (رضي الله عنه) রাগ সহ্য করতে না পেরে তার গালে চড় মেরে দিলেন। ইহুদি রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে আবু বকর (رضي الله عنه) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপন করলে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

মূলবক্তব্য / বিষয়বস্তু

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ .... فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইহুদি আলেমদের প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরেছেন। অথচ ইহুদি নাসারাদের থেকে আল্লাহ এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে তারা তাদের কিতাবের বিধানাবলী জনগণকে খোলাসাভাবে বুঝাবে। স্বার্থের কারণে কোন বিধান গোপন করতে পারবে না। বস্তুত: তারা এই অঙ্গীকারকে রক্ষা করেনি; বরং তারা পার্থিব সামান্য মূল্যে কিতাবের বিধান পরিবর্তন করেছে। প্রকৃত সত্যকে গোপন করে তারা যা কামাই করেছে তা অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ।

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أَتَوْا .... وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

আলোচ্য আয়াতে ইহুদি আলেমদের একটি জঘন্য চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একদা মহানবি (ﷺ) ইহুদি আলেমদের নিকট তাওরাতের একটি বিধান জানতে চান। ইহুদিরা সত্য বিধানটি গোপন করে একটি বানোয়াট বক্তব্য পেশ করে এবং এতে করে মনে করে দারুণ খুশি হয় যে তাদের কাজটি প্রশংসিত হবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের সে আশা পূরণ হয়নি; বরং সাহাবিদের নিকট তাদের ঘৃণ্য কাজটি ধরা পড়ে যায়। ফলে মহানবি (ﷺ) অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং ভাবেন পরকালে এরা কি নাজাত পেয়ে যাবে? আল্লাহ তাদের এহেন ন্যাক্কারজনক কাজের ব্যাপারে বলেন, কখনও নহে। বরং তারা আল্লাহ তাআলার বিধান পরিবর্তনের জন্য আখিরাতে কঠিন শাস্তি পাবে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ ... الخ

এ আয়াতে الَّذِيْنَ দ্বারা কাদের বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে ২টি মত পাওয়া যায়।

১. ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আবু বকর (رضي الله عنه) একবার বনু কায়নুকায় দীনের দাওয়াত দেন। এক পর্যায়ে তিনি مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا এ আয়াত শুনালে ইহুদি ফাইখাস ইবনে আযুরা দাড়িয়ে বলল, হে আবু বকর, তোমাদের আল্লাহ গরিব, আমরা ধনী। তখন হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) তার গালে এক চড় বসিয়ে দেন। এখানে الَّذِيْنَ দ্বারা এই ইহুদিকে বুঝানো হয়েছে।

২. তাফসিরে কুরতুবিতে উল্লেখ করা হয়েছে الَّذِيْنَ দ্বারা হুয়াই ইবনে আখতাব, কা'ব ইবনে সাইফ ও তার ১০১৫

সঙ্গোপাঙ্গদের বুঝানো হয়েছে এরা বলেছিল, আল্লাহ ফকির আর আমরা ধনী। তিনি আমাদের কাছে ঋণ চেয়েছেন।

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ: এর মধ্যে الْمَوْتِ শব্দটির محل الإعراب কী?

এখানে ذَائِقَةُ শব্দটি مضاف আর الْمَوْتِ শব্দটি مضاف إليه অতঃপর مضاف ও مضاف إليه মিলে خبر হয়েছে। কাজেই الموت শব্দটি مضاف إليه হিসেবে مجرو ر المحل হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট টীকা

جَآءُوْا بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ

এখানে اَلْكِتَابِ الْمُنِيْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কুরআন ব্যতীত অপর ৩টি বড় আসমানি গ্রন্থ তথা তাওরাত যাবুর ও ইঞ্জিল।

حكم كتمان العلم **-ইলম গোপন রাখার বিধান:** শরয়ি দৃষ্টিতে দীনি ইলম গোপন রাখা অমার্জনীয় অপরাধ ও কবিরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলার রসুল (ﷺ) এ ব্যাপারে বলেন,

من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من النار

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণকারীর নিকট ইলম গোপন করবে কেয়ামতের দিবসে তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া হবে।

সংক্ষিপ্ত টীকা

ثمنا قليلا এর محل الإعراب কী?

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত উভয় শব্দই পূর্ববর্তী اشتروا به ফেল এর مفعول به হয়েছে। কাজেই শব্দ দুটি مَحَلًّا মানসুব হয়েছে।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত:

১. অত্যাচারীরা তাদের অত্যাচারের প্রতিদানস্বরূপ পরকালীন শাস্তি ভোগ করবে।

২. কাফেররা নিজেরা পথভ্রষ্ট আর তাদেরকে যারা অনুসরণ করে তারাও পথভ্রষ্ট ।

৩. মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ থেকে কেউ রেহাই পাবে না। তাই পার্থিব জীবনের ধোকাবাজী থেকে নিজকে রক্ষা করতে হবে।

৪. জীবনহানি ও সম্পদ ক্ষতির মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন।

৫. ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্যতা আল্লাহ বিমূখতার অন্যতম কারণ।

বিশতম পাঠ : ২০তম রুকু

اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّیْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الْاَلْبَابِ (١٩٠) اَلَّذِیْنَ یَذْكُرُوْنَ
اللّٰهَ قِیٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰی جُنُوْبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ
سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١) رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَیْتَهٗ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِیْنَ مِنْ اَنْصَارٍ
(١٩٢) رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیْ لِلْاِیْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا
وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ (١٩٣) رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ۗ
اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ (١٩٤) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَآ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ
اُنْثٰی ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِیْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِیْ سَبِیْلِیْ وَقٰتَلُوْا
وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ
وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ (١٩٥) لَا یَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِی الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِیْلٌ ۟ ثُمَّ
مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٩٧) لٰكِنِ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا
الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِیْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ لِّلْاَبْرَارِ (١٩٨) وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَمَنْ یُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَیْهِمْ خٰشِعِیْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا یَشْتَرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِیْلًا ۚ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ (١٩٩) یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا
وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٢٠٠)

সরল অনুবাদ:

১৯০. নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য।

১৯১. যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে ও বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি কর নাই, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোজখের শাস্তি হতে রক্ষা কর।'

১৯২. 'হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি দোজখে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয়ই লাঞ্ছিত করলে এবং জালিমদের কোন সাহায্যকারী নাই;

১৯৩. 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ইমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমান আন।' সুতরাং আমরা ইমান এনেছি। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি

আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দাও।'

১৯৪. 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করো না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।'

১৯৫. অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে কর্মনিষ্ঠ কোন নর অথবা নারীর কর্ম বিফল করিনা; তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ হতে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের পাপকাজগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহর নিকট হতে পুরস্কার।

১৯৬. যারা কুফরি করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।

১৯৭. এটা স্বল্পকালীন ভোগমাত্র; অতঃপর জাহান্নাম তাদের আবাস; আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা!

১৯৮. কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে আতিথ্য। আল্লাহর নিকট যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য শ্রেয়।

১৯৯. কিতাবিদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আল্লাহ্ প্রতি বিনয়াবনত হয়ে তাঁর প্রতি এবং তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন তাতে অবশ্যই ইমান আনে এবং আল্লাহর আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে না; এরাই তারা যাদের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০০. হে ইমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

تحقيقات الألفاظ

يتفكرون : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব تفعل মাসদার التفكر মাদ্দাহ ف+ك+ر জিনস صحيح অর্থ- তারা চিন্তা করে।

فقنا : ف শব্দটি حرف عطف আর نا শব্দটি ضمير منصوب متصل ছিগাহ واحد مذكر حاضر বাহাছ أمر حاضر معروف বাব ضرب মাসদার الوقاية মাদ্দাহ و+ق+ي জিনস لفيف مفروق অর্থ- তুমি আমাদেরকে বাঁচাও।

ينادي : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ مضارع مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার النداء মাদ্দাহ ن+د+ي জিনস ناقص يائي অর্থ- তিনি আহবান করেন।

لا أضيع : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع منفي معروف বাব إفعال মাসদার الإضاعة মাদ্দাহ ض+و+ع জিনস أجوف واوي অর্থ- আমি নষ্ট করব না।

هاجروا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت معروف বাব مفاعلة মাসদার المهاجرة মাদ্দাহ ه+ج+ر জিনস صحيح অর্থ- তারা হিজরত করেছে।

اوذوا : ছিগাহ جمع مذكر غائب বাহাছ ماضي مثبت مجهول বাব إفعال মাসদার الإيذاء মাদ্দাহ أ+ذ+ي জিনস مركب অর্থ- তাদেরকে কষ্ট দেয়া হল।

لأكفرن : ছিগাহ واحد متكلم বাহাছ مضارع مثبت بلام تاكيد و نون تاكيد معروف বাব تفعيل মাসদার التكفير মাদ্দাহ ك+ف+ر জিনস صحيح অর্থ- অবশ্যই আমি মিটিয়ে দেব।

لايغرن : ছিগাহ واحد مذكر غائب বাহাছ نهي غائب معروف بنون ثقيلة বাব نصر মাসদার الغرور মাদ্দাহ غ+ر+ر জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- সে যেন কখনো ধোঁকা না দেয়।

تركيب الجملة

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ: فَاسْتَجَابَ ফেল, ل হরফে জার, هم মাজরুর। জার ও মাজরুর মিলে متعلق আর رب মুযাফ, هم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। এখন ফেল, ফায়েল ও মুতায়াল্লোক মিলে جملة فعلية হয়েছে।

শানে নুজুল

হজরত উম্মে সালমা (রা) বলেন, হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে জিজ্ঞেস করলাম 'হে আল্লাহ তাআলার রসুল। প্রত্যেক কর্মের জন্য প্রতিদান রয়েছে। তবে এটা কেমন হলো যে, আল্লাহ তাআলা শুধু মুহাজির পুরুষের ভূয়শী প্রশংসা করলেন অথচ মুহাজির নারীদের সম্পর্কে কিছুই বললেন না। তখন উল্লিখিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ

কাফির মুশরিকরা দেশ-বিদেশে ব্যবসা করে অর্থনৈতিকভাবে বেশ উন্নতি সাধন করে। পক্ষান্তরে মুসলমানগণ দীন প্রচারে ব্যস্ত থাকায় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে তাদের মনে ধাঁধা লেগে যায় যে, আমরা আল্লাহ তাআলার পথে আছি অথচ আমরা নিঃস্ব। আমাদের শত্রুরা দিন দিন সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। এ

অবস্থা রসুল (ﷺ) বেশ চিন্তিত হন। ফলে মহান আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতে রসুলকে বলেন, যারা কুফরি করছে, তাদের দুনিয়াবি পরিবর্তন দেখে ধোকায় পড়বেন না। দুনিয়ার এসব ভোগ বিলাস আখিরাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ। আর ওদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী অপমান ও শাস্তি।

সংশ্লিষ্ট ঘটনা

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ .... الخ

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বলেন, একবার আমি আয়শা (রা) কে জিজ্ঞেস করলাম হে উম্মুল মুমিনিন। আপনি রসুল (ﷺ) এর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক কোন ইবাদাতটি দেখেছেন? আয়েশা (রা) কাঁদলেন, অতঃপর বললেন তাঁর সকল ইবাদতই আশ্চর্যজনক। একবার আমরা এক সাথে শুয়ে ছিলাম। এক ফাঁকে রসুল (ﷺ) উঠে চলে যান এবং অযু করে নামাজ পড়তে শুরু করেন। আর আমি তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝড়তে দেখলাম। বেলাল এসেও কাঁদতে দেখলেন এবং বললেন أتبكي وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر নবিজি বললেন, হে বেলাল, আমি কাঁদবনা কেন? অতঃপর إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ .... الخ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর বললেন, ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য, যে এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করল, অথচ তা নিয়ে কোন চিন্তা করল না।

সংশ্লিষ্ট টীকা

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ... الخ

আয়াতটি সুরা আল ইমরানের সর্বশেষ আয়াত। এখানে আল্লাহ মুমিনদের সফলতার জন্য চারটি উপদেশ প্রদান করেছেন। যথা- ১. ধৈর্যধারণ করা ২. একে অন্যের প্রতি সহিষ্ণু ও বিনয়ী হওয়া। ৩. পরস্পর সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ৪. সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।

قَوْلُـهٗ تَعَالٰى : سمعنا مناديا ... الخ

এর মধ্যে مناديا দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

আয়াতে مناديا শব্দটি এর যে কোনটি হতে পারে। যথা–

১. আল কুরআন

২. মহানবি (ﷺ)
তবে ২য় অভিমতটি অধিক গ্রহণযোগ্য

২০২৬

সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ আয়াতের আলোকে تفكر -এর ফজিলত :

আল্লামা যামাখশারি রহ. ফিক্‌র-এর ফজিলত বর্ণনা প্রসংগে স্বীয় তাফসিরে কাশশাফে উল্লেখ করেছেন :

ক. একদা সুফিয়ান সাওরি রহ. মাকামে ইবরাহিমের পেছনে দু'রাকাত নামাজ পড়ে আকাশের দিকে তাকান। তিনি আকাশের অসংখ্য তারকারাজি দেখে এমন চিন্তা গবেষণায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েন যে, তিনি রক্ত পেশাব করে ফেলেন।

খ. রসুলুল্লাহ (ﷺ) ফিক্‌রের ফজিলত সম্পর্কে বলেন– لا عبادة كالتفكر অর্থাৎ– চিন্তা গবেষণার মত এত উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই।

গ. ফিকরের ফজিলত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরও বলেনঃ تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة অর্থাৎ, এক ঘন্টা আল্লাহ্ তাআলার যে কোন রহস্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ষাট বছরের ইবাদাতের চেয়েও উত্তম।

আয়াতসমূহের শিক্ষা ও ইঙ্গিত

১. চিন্তা ও গবেষণা উত্তম ইবাদত। চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া।

২. কাফেররা অর্থ সম্পদের যতই অহংকার করুক আখিরাতে তারা অপমানিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে। তারা কোন সাহায্যকারী পাবেনা। কাজেই আখিরাত ধ্বংস করে পার্থিব সম্পদ নিয়ে মত্ত হওয়া যাবেনা।

৩. আল্লাহ তাআলার রাস্তায় চলতে গিয়ে যারা নির্যাতিত হবেন, শহিদ হবেন, নিজ বাস্তুভিটা হতে উচ্ছেদ হবেন, আল্লাহ পুরষ্কার স্বরূপ তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে তাদেরকে জান্নাতে স্থান দেবেন।

৪. দুনিয়া কাফেরদের বেহেশত। তাই তাদের লাগামহীন ভোগবিলাসের জীবন যাপনে দেখে ধোকায় পতিত হওয়া যাবেনা।

৫. ইমানদারগণ খোদাভীতি, ধৈর্য্য, ন্যায়ের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা এবং পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণুতা অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কল্যাণ লাভ করবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) الذين কোন প্রকার ইসম ?

(ক) جامد (খ) ضمير

(গ) ضمير (ঘ) موصول

(২) نعاس শব্দের অর্থ কী ?

(ক) ঘুম (খ) তন্দ্রা

(গ) আরাম (ঘ) শান্তি

(৩) آمنوا কোন বাবের فعل ?

(ক) إفعال (খ) تفعيل

(গ) مفاعلة (ঘ) افتعال

(৪) عزمت শব্দের مصدر কি ?

(ক) العزم (খ) العزيمة

(গ) العزوم (ঘ) العزمة

(৫) قل إن الأمر بيد الله এখানে إن এর محل الإعراب কি ?

(ক) مرفوع (খ) منصوب

(গ) مجرور (ঘ) مجزوم

(৬) وما كان لنبي أن يغل -এর মর্মার্থ কী ?

(ক) খেয়ানত করা হারাম। (খ) খেয়ানত করা অনুত্তম।

(গ) খেয়ানত করা নবির জন্য অশোভনীয়। (ঘ) খেয়ানত করা কোন নবির চরিত্র হতে পারে না।

(৭) هاجروا-এর ছিগাহ কী?

(ক) جمع مذكر غائب (খ) جمع مذكر حاضر

(গ) جمع مؤنث غائب (ঘ) جمع مؤنث حاضر

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) وما كان لنبي أن يغل .... الخ আয়াতটির শানে নুজুল লেখ।

(খ) ما لم ينزل به سلطانا আয়াতাংশের سلطانا দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

(গ) يايها الذين امنوا لاتكونوا كالذين كفروا ... لخ আয়াতটির শানে নুজুল বর্ণনা কর।

(ঘ) لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

(ঙ) والله عليم بذات الصدور : তركيب কর

৩। নিচের শব্দগুলোর তাহকিক কর :

الدعاء - لا تحسبن - بصير - يبخلون - لن يضروا - زحزح - يتفكرون - أوذوا.

দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত বিষয়সমূহ

২০২৫

প্রথম পাঠ

মানব সৃষ্টি

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইবাদতের জন্যই তাকে সৃষ্টি করেছেন। তার সৃষ্টি একটি বিস্ময়, একটি ইতিহাস। মানব সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে কুরআনি ঘোষণা হলো-

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .... فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(سورة البقرة : ٣٠-٣٨)

আয়াতের মূল বক্তব্য :

এখানে মানব সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর মধ্যে যা সৃষ্টি করেছেন সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য। আর তিনিই সপ্তাকাশ তৈরি করেছেন। হজরত আদমকে সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে বিষয়টি বলেন, অতঃপর তাঁকে সৃষ্টির পর ইলম দান করেন। এবং আদম (عليه السلام) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়া (عليها السلام) সহ জান্নাতে থাকার অধিকার দেন। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে অমান্য করায় আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদেরকে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং বলেন যে, যারাই সত্য পথের অনুসরণ করবে তারা থাকবে চিন্তা মুক্ত। এখানে নির্দিষ্ট কিছু দিনের অবস্থান। এই সময়ের মধ্যে কৃত ভাল-মন্দের মাধ্যমেই জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত হবে।

টীকা :

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً: এখানে আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিন মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন।

এখানে প্রতিনিধি (خليفة) বলতে হজরত আদম (عليه السلام) কে বুঝানো হয়েছে। আর আল্লাহ প্রতিনিধি বলেছেন এ জন্য কেননা, মানুষই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠা করবে। (তাফসিরে খাযেন)

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য : মানব সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তাআলার অনেক উদ্দেশ্য রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হলো :

১. আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা। যেমন আল্লাহ বলেন : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
   আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।(আয যারিয়াত : ৫৬)
২. আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন খলিফা হিসাবে। কেননা, মানুষ আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকামকে যমিনে প্রতিষ্ঠা করবে। (তাফসিরে খাযেন) যেমন আল্লাহ বলেন : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
   আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতেছি। (বাকারা : ৩০)
৩. মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য। আল্লাহ তাআলা রাব্বুল আলামিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যে, সকল সৃষ্টি থেকে যেন তার মর্যাদা আল্লাহ তাআলার নিকট বেশি হয়। (তাফসিরে খাযেন)

ফেরেশতাদেরকে অবগত করানো :

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে ফেরেশতাদেরকে বলেন : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলবেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতেছি'। মানুষ হলো সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে পূর্বেই বলে নিয়েছেন। এখান থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হলো যে, কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শ করা উচিৎ।

মানুষ সম্পর্কে ফেরেশতাদের ধারণা :

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন মানব সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদেরকে জানালেন তখন ফেরেশতারা বলেছিল : قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? অর্থাৎ ফেরেশতারা মানুষকে এমন মনে করত যে, তারা শুধু রক্তপাতের ন্যায় খারাপ কাজই করবে। কিন্তু আল্লাহ বললেন : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জান না। কেননা, তিনি এখানেও রসুলদেরকে বুঝিয়েছেন তারা নিষ্পাপ এবং যারা অন্যায় করে তারাও আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। (তাফসিরে খাযেন)

মানব সৃষ্টির ইতিহাস : আল্লাহ তাআলার মাখলুকাতের মধ্যে মানব সৃষ্টি হলো অন্যতম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকাশ ও যমিন সৃষ্টি করার পর মানব সৃষ্টি সম্পর্কে ফেরেশতাদের সাথে পরামর্শ করলেন। এবং বললেন : إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতেছি। তখন ফেরেশতারা বলল : আপনি কি এমন জাতি বানাতে চান যারা সেখানে ফেতনা ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে? কিন্তু আল্লাহ বললেন : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ আমি যা জানি তোমরা তা জান না। কারণ হলো, মানুষের মধ্যে সকলেই খারাপ হবে না বরং তাদের মধ্যে নবি ও রসুলগণও থাকবে এমনকি যারা অন্যায় করবে এবং ক্ষমা চাইবে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিবেন। (খাযেন)

অতঃপর আল্লাহ তাআলা হজরত জিব্রাইলকে পৃথিবীতে পাঠালেন মাটি আনার জন্য। মাটি বলল : أعوذ بالله منك ان تنقص مني আল্লাহ তাআলার কাছে আপনার থেকে আশ্রয় চাই আমার কোন ক্ষতি করবেন না। তখন জিব্রাইল ফিরে গেলেন। তারপর আল্লাহ পাক হজরত মিকাইলকে পাঠালেন তিনিও ফিরে গেলেন। এরপর আজরাইল (আ.) কে পাঠালেন অতঃপর তখন তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে মাটি নিয়ে মিশালেন। এজন্য মানব জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মানুষ হয়ে থাকে। (বিদায়া ও নিহায়া)

তারপর আল্লাহ পাক হজরত আদম (عليه السلام) কে সৃষ্টি করলেন এবং এ আদম থেকেই তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। আদম ও হাওয়া থেকে সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

যেমন আল্লাহ বলেন وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

যিনি তাঁর থেকে তাঁর স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।

শরীর তৈরি : মাটি সংগ্রহের পর তা যখন উপযুক্ত হলো তখন আল্লাহ পাক নিজে হজরত আদম (আঃ) এর দেহ তৈরি করেন। (বিদায়া ও নিহায়া) (খ/১ম, পৃ: ৮৫)

রুহদান : হজরত আজরাইল (আঃ) মাটি নিয়ে আসার পর আল্লাহ পাক দেহ তৈরি করলেন এবং রুহ দান করলেন। যেমন, হজরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন হজরত নবি করিম (সাঃ) এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক হজরত আদম (আঃ) কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।
পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত মাটিকে কাদায় পরিণত করা হয় এবং সেটাকে ঐ পর্যন্ত রাখা হল যতক্ষণ না শক্তমাটি না হয়। তারপর আল্লাহ পাক হজরত আদমের আকৃতি দান করেন। যখন ঐ দেহটা শুকিয়ে শক্ত হলো তখন ইবলিস দেখে বলেছিল মহা কাজের জন্যই তৈরি করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক রুহ দান করলেন। (সহিহ আল যামে) (বিদায়াহ ও নিহায়া) ১ম খ/পৃ: ৮৬)

হজরত হাওয়া (আঃ) এর সৃষ্টি : হাওয়া (আঃ) কে আল্লাহ পাক হজরত আদম (আঃ) এর বাম দিকের বাঁকা হাড় থেকে তৈরী করেছেন। তখন হজরত আদম (আঃ) ঘুমন্ত ছিলেন।

হজরত আদম ও হাওয়া (আঃ) থেকে মানুষ সৃষ্টি : আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম হজরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করেন এবং তার থেকে তাঁর স্ত্রী হজরত হাওয়া (আঃ) কে সৃষ্টি করেন। যেমন আল্লাহ বলেন : وخلق منها زوجها তার থেকে স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং হজরত আদম ও হাওয়া (আঃ) থেকে পরবর্তীতে সকল মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন : وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً অর্থ এবং যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।

হাওয়া (আঃ) এর সন্তান জন্মদান : আল্লাহপাক হজরত হাওয়া ও আদম (আঃ) এর থেকেই পৃথিবীর সকল নর-নারীকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু হজরত হাওয়া (আঃ) প্রতিবার দুটি সন্তান জন্ম দিতেন। (সিরাত বিশ্বকোষ) তবে প্রতি দুই সন্তানের একজন হতো ছেলে আরেকজন হতো মেয়ে। প্রথম বারের ছেলে ও মেয়ের সাথে দ্বিতীয় বারের মেয়ে ও ছেলেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা হতো। (বিদায়া ও নিহায়া)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا: এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক হজরত আদম (আঃ) কে ফেরেশতাকুলের উপর প্রাধান্য দিলেন। আল্লামা রাগিব ইসফাহানির ভাষায় "নামের পরিচয় চিত্র অন্তরে ও মস্তিষ্কে ধারণ ব্যতীত নামের পরিচয় অর্জন সম্ভব নয়।"

ইলম দান : আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন হজরত আদমকে ফেরেশতাদের নাম সহ পশু-পাখির নাম সমূহও শিক্ষা দিয়েছিলেন যা ফেরেশতারাও তখন জানতো না। এলেমের কারণেই মানুষকে ফেরেশতাদের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। (তাফসিরে খাযেন)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ : (আর আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম তোমরা আদমকে সাজদা কর তখন ইবলিস ব্যতীত সকলেই সাজদা করল) এখানে আল্লাহ পাক আদম সৃষ্টির পর তাকে সাজদা করার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সাজদার ঘটনা : আল্লাহ পাক হজরত আদমকে তৈরী করার পর সকল ফেরেশতাকে সাজদা করতে বললেন : তবে এটা ইবাদতের জন্য নয়, বরং তার তাযিমের জন্য। (তাফসিরে খাযেন) সকল ফেরেশতাই সাজদা করল কিন্তু ইবলিস করল না। যেমন আল্লাহ বলেন : فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

সাজদা করার সময় : হজরত আদমকে যখন ফেরেশতারা সাজদা করেছিল তখন সময়টা ছিল জুমার দিন (যাওয়াল) দ্বিপ্রহর ও আসরের মাঝামাঝি সময়। (মাওয়াহিবুল্লাদুনিয়া) তাযিমি সাজদা পূর্বের শরিয়তে জায়েয ছিল। কিন্তু শরিয়তে মুহাম্মদিতে তা জায়েয নেই। (আহকামুল কুরআন ও মারেফুল কুরআন)

وَقُلْنَا يَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ: (এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বাস কর) আল্লাহ এখানে হজরত আদম ও হাওয়াকে জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা করে সেখানে থাকতে আদেশ দেন।

আদম ও হাওয়া যে জান্নাতে ছিলেন: আল্লাহ পাক হজরত আদম ও হাওয়া (عليهما السلام) কে যে জান্নাতে থাকতে দিয়েছিলেন তা হলো জান্নাতুল মাওয়া। (সিরাত বিশ্বকোষ)

وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ: (তোমরা এই বৃক্ষের নিকটে যাবে না।) আল্লাহ জান্নাতে হজরত আদম ও হাওয়াকে থাকতে দিয়ে বলে দিলেন এই বৃক্ষের নিকটে যাবে না। সেই বৃক্ষটি ছিল গম গাছ। তবে ইবনে আব্বাসের মতে, এটা ছিল আঙ্গুর গাছ।

জান্নাত থেকে পদস্খলন : হজরত আদম ও হাওয়াকে শয়তান পরামর্শ দিয়ে বলল, তোমরা যদি ঐ বৃক্ষের ফল আহার কর তবে আজীবন জান্নাতে থাকতে পারবে। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার হুকুম ভুলে গিয়ে তা আহার করল। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় অবতরণ করান। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রহিল।

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ (অতঃপর হজরত আদম (عليه السلام) তাঁর রব থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিল, অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি (করুনার দৃষ্টিতে) লক্ষ্য করলেন।) এখানে আল্লাহ পাক হজরত আদম (عليه السلام) এর তওবার কথা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা, হজরত আদম নিজের কৃত কর্মের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন।

হজরত আদম (عليه السلام) এর তওবা : হজরত আদম (عليه السلام) নিজের কৃত কর্মের জন্য লজ্জায় ৩০০ বছর পর্যন্ত আকাশের দিকে তাকাননি। (তাফসিরে খাযেন) অতঃপর আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চেয়ে এই দোআ পড়লেন : رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) خليفة শব্দের অর্থ কী?

(ক) প্রতিনিধি (খ) নেতা

(গ) বন্ধু (ঘ) বিচারক

(২) سموات শব্দের একবচন কী?

(ক) سماء (খ) سمي

(গ) سمو (ঘ) سيو

(৩) أُخرجهما শব্দটির মধ্যে هما কোন ধরনের যমির ?

(ক) مرفوع متصل (খ) منصوب متصل

(গ) مرفوع منفصل (ঘ) منصوب منفصل

(৪) আল্লাহ ছাড়া কারো গায়েব জানার দাবি করা কী ধরনের কর্ম?

(ক) কুফরি (খ) ফেসকি

(গ) শিরকি (ঘ) বেদয়াতি

(৫) আদম (আ.) নিষিদ্ধ ফল খেয়ে লজ্জায় কত বছর পর্যন্ত আল্লাহর আকাশের দিকে তাকাননি?

(ক) ১০০ (খ) ২০০

(গ) ৩০০ (ঘ) ৪০০

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

(খ) মানব সৃষ্টির কথা শুনে ফেরেশতাগণ কী মন্তব্য করেছিলেন? বুঝিয়ে লেখ।

(গ) জান্নাত থেকে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.)-এর পদস্খলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

(ঘ) আদম (আ.) কীভাবে তাওবা করেছিলেন? তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর।

২য় পাঠ

যাদুর বিধান

আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান। বিশ্বের সকল কিছুই তাঁর ইশারায় হয়। শয়তানি শক্তি যাদুর নামে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে থাকে। যদিও এর কোন হাকিকত নাই। যাদু সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوْا الشَّيَاطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمَانَ .... لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

(সুরা বাকারা, আয়াত নং-১০২)

আয়াতের শানে নুজুল:

একদা নবি করিম (ﷺ) পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হজরত সুলাইমান (عليه السلام) এর নবি হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করলেন যে, তিনি উল্লেখযোগ্য নবিদের একজন। এ কথা শুনে ইহুদি আলেমরা বলল, বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মুহাম্মদ (ﷺ) বিশ্বাস করেন হজরত দাউদ (عليه السلام) এর ছেলে হজরত সুলাইমান (عليه السلام) নবি ছিলেন? অথচ সুলাইমান (عليه السلام) একজন যাদুকর ব্যতিত কিছুই ছিলেন না। অর্থাৎ ইহুদিদের ধারণা সুলাইমান (عليه السلام) নবি ছিলেন না বরং যাদু বিদ্যা দিয়ে তিনি রাজত্ব করেছেন। হজরত সুলাইমান (عليه السلام) এর প্রতি ইহুদি আলেমদের এমন জঘন্য মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তাআলা অত্র আয়াত নাজিল করেন।

মূল বক্তব্য :

মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন যুগে যুগে অনেক কওম বা জাতি ও তাদের হিদায়াতের জন্য নবি রসুল পাঠিয়েছেন। তেমনি একটি জাতি বনি ইসরাইল। হজরত সুলাইমান (عليه السلام) কে তাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। আর সুলাইমান (عليه السلام) কে মানব ও জিন উভয় জাতির উপর রাজত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তাঁকে অনুসরণ না করে শয়তানের পথ অনুসরণ করেছিল। তেমনিভাবে, সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর প্রতি আরোপিত দিন ইসলামের প্রতি বনি ইসরাইলরা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি। এমনকি তাদের নিকট যে আসমানি গ্রন্থ রয়েছে তার প্রতিও তারা বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে নি। বরং তারা শয়তানের দেখানো পথ ও মতে চলতে থাকল এবং যাদু বিদ্যা অর্জনে আত্মনিয়োগ করল। যা হলো কুফর ও আল্লাহ তাআলার নাফরমানি। আলোচ্য আয়াতে বনি ইসরাইলের ইহুদিদের এ সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত করেছেন।

আয়াত সংশ্লিষ্ট হজরত সুলায়মান (عليه السلام) এর ঘটনা :

হজরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলার নবি হজরত সুলায়মান (عليه السلام) এর নিকট তাঁর মুজিজা একটি আংটি ছিল। যখন তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেন, তখন সে আংটিটি তাঁর স্ত্রী যুবায়দা

(عليه السلام) এর নিকট রেখে যেতেন। একবার আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হজরত সুলায়মান (عليه السلام) এর পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলো। তিনি তাঁর রীতি অনুযায়ী আংটি রেখে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন। এদিকে এক জ্বীন-এসে সুলায়মান (عليه السلام) এর আকৃতি ধারণ করে তাঁর স্ত্রী যুবায়দার কাছ থেকে সেই কুদরতি আংটিটি নিয়ে যায়। জিন শয়তান সেই আংটি তার আংগুলে পরিধান করে এবং সুলায়মান (عليه السلام) এর সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন শুরু করে। এ দিকে হজরত সুলায়মান (عليه السلام) তার প্রয়োজন সেরে স্ত্রীর কাছে আংটি চাইলে তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তখন হজরত সুলায়মান (عليه السلام) জ্যোতিযশাস্ত্র সম্পর্কিত একখানা পুস্তক সিন্ধুকে ভরে তা তার সিংহাসনের নিচে পুঁতে রাখেন। আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা শেষ হলে তিনি অলৌকিক ভাবে আংটিটি ফিরে পান এবং স্বীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মৃত্যুবরণ করার পর শয়তান জিনেরা বনি ইসরাইলের কিছু লোক পাঠিয়ে সিংহাসনের নিচ থেকে সিন্ধুক এনে তা থেকে পুস্তক খানা বের করে আনে। শয়তান জিনেরা এ কথা প্রচার করতে থাকে যে, সুলায়মান নবি ছিলেন না। তিনি যাদুকর ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ) তিনি যাদুর সাহায্যে জিন, মানুষ, পশু, পাখি, বাতাস সকল সৃষ্টির উপর রাজত্ব করেছেন।

ইমাম বাগভি (রহ) এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী যুগে শয়তান আসমানের কাছে যেতে পারত। ফেরেশতাদের বিভিন্ন পরামর্শ গোপনে শ্রবণ করে জ্যোতিষীদের কাছে প্রকাশ করত। তারা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করত। বনি ইসরাইলদের মধ্যে এ মিথ্যা কথাটি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল যে, "জিনেরা গায়েব জানে"। হজরত সুলায়মান (عليه السلام) এসব কথা শুনে-সমস্ত জ্যোতিষীদের পুস্তক সংগ্রহ করে তিনি তাঁর সিংহাসনের নীচে মাটি খনন করে সিন্ধুকে পুরে পুঁতে রাখেন। এবং রাষ্ট্রীয় ফরমান জারি করে দেন যে এরপর কেউ যদি বলে "জিনে গায়েব জানে" তার সর্বোচ্চ শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। পরবর্তীতে হজরত সুলায়মান (عليه السلام) এবং তাঁর বিশ্বাসী-ওলামায়ে কেরামগণ যখন এন্তেকাল করেন। তখন শয়তান জিন মানব আকৃতি ধারণ করে বনি ইসরাইলের কয়েকজন ব্যক্তির কাছে বলল যে, আমি তোমাদেরকে একটি মহা মূল্যবান ভাণ্ডারের সন্ধান দিতে পারি যে, ভান্ডারে রয়েছে সুলায়মান (عليه السلام) এর রাজত্ব পরিচালনার সমস্ত রহস্য। ঐ সিন্ধুক উঠায়ে তা থেকে পুস্তক বের করে বনি ইসরাইলের লোকেরা যাদু মন্ত্র শিখতে লাগল। আর প্রচার করতে লাগল যে সুলায়মান (عليه السلام) যাদুকর ছিলেন। বিশ্বনবি সর্ব শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) এর আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ পাক ওহি নাজিল করে হজরত সুলায়মান (عليه السلام) এর পবিত্রতা ঘোষণা করেন। এরশাদ হয়েছে- وما كفر سليمان অর্থাৎ সুলায়মান কখনো কুফুরি করেন নি। অর্থাৎ যাদু বিদ্যা কুফুরি আর একজন নবি রসুলের জন্য কুফুরি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁর আংটিটি ছিল আল্লাহর পক্ষ-থেকে প্রাপ্ত মু'জিযা।

আয়াত সংশ্লিষ্ট হজরত হারুত (عليه السلام) ও মারুত (عليه السلام) এর ঘটনা :

বর্ণিত আছে যে, হারুত (عليه السلام) ও মারুত (عليه السلام) ২জন ফেরেশতার নাম। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মানুষের আকৃতি প্রকৃতি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। ইরাকের রাজধানী বাগদাদ-শহর থেকে প্রায় ষাট মাইল-দক্ষিণে একটি মনোরম নগরী বাবিল শহরে। ইতিহাস এ শহরকে বেবিলন সভ্যতার কেন্দ্র বলে স্মরণ করে। এই শহরে যাদু বিদ্যার ব্যাপক প্রসার ঘটে। যাদু বিদ্যার এত বেশী প্রচলন ঘটেছিল যে, সে সময়ের মানুষ মু'জিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারত না। ফলে অনেক যাদুকরকে তারা নবি বলে মনে করত। এ সময়ে আল্লাহ তাআলা মানুষকে পরীক্ষার জন্য হারুত-মারুত (عليه السلام) নামের ২জন ফেরেশতাকে বাবিল ১০১৬

শহরে পাঠালেন। তাঁরা যাদু এবং মু'জিজার মধ্যে, নবি এবং যাদুকরের মধ্যে পার্থক্য করে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা বলতেন দেখ যাদুবিদ্যা কুফুরী। তোমরা যাদু শিখ না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন। কাজেই তোমরা যাদু শিখে কুফরি কর না। এর পরও যারা তাদের কাছে যাদু শিখতে চাইত, তারা বাধ্য হয়ে যাদু শিখিয়ে দিতেন। লোকেরা তাঁদের কাছ থেকে সেই যাদু শিখত যা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করত। তবে আল্লাহ তাআলার হুকুম ছাড়া সে যাদুতে কারও কোন ক্ষতি হত না।

আয়াত সংশ্লিষ্ট সংক্ষিপ্ত টিকা :

سحر / যাদু : سحر অর্থ যাদু। ইহার কার্যাবলি একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয়। বিষয়টি শয়তানের সাহচার্যের মাধ্যমে অন্তরের নোংরামি প্রসূত বিষয়। এতে কখনও বহিরাগত শক্তির প্রভাবও থাকতে পারে। কারও মতে এতে প্রচণ্ড কল্পনা শক্তির প্রভাব থাকতে পারে। যাদু বিদ্যা এ পৃথিবীতে শয়তান ও জিনদের দ্বারাই সর্ব প্রথম প্রবর্তিত হয়। ইহা একটি অনিষ্টকর মন্ত্র বিদ্যা। আপতঃদৃষ্টিতে যাদু অলৌকিক মনে হলেও তা আদৌ অলৌকিক নয়। মন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার অস্বাভাবিক পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন করা হয়। যাদু কখনো কুফরি মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে, কখনো নক্ষত্রের পূজা করার মাধ্যমে, কখনো সর্বদা অপবিত্র থাকার ও পাপাচারে লিপ্ত থেকে শয়তানের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে যাদু, কুফরি, হারাম।

بابل বাবেল : "বাবেল" ইরাকের রাজধানী বাগদাদ থেকে প্রায় ষাট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটি মনোরম নগরীর নাম। ইতিহাস এ শহরটিকে বেবিলন সভ্যতার প্রাণ-কেন্দ্র বলে স্মরণ করে। ফোরাত নদী এ নগরীর মধ্য ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। অত্যন্ত সবুজ শ্যামল এলাকা। বাবিল (বেবিলন) নগরীর অধিবাসীগণ শিক্ষায়-দীক্ষায়, ভদ্রতা ও সভ্যতায় সর্বদাই উন্নত ছিল। হজরত ইসা (عليه السلام) এর আবির্ভাবের দু'হাজার বছর পূর্বেও এ নগরীটি সর্বাধিক উন্নত ছিল। যাদু বিদ্যা, মন্ত্র-তন্ত্র এসব হীন ও নিকৃষ্ট আমল তদবিরের জন্যই এ নগরী সর্ব যুগেই প্রসিদ্ধ ছিল। ইহুদী-খ্রিস্টানদের বহু গ্রন্থে বাবিল শহরের উত্থান পতনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কারও মতে হীরা রাজ্য ও তৎকালীন কুফা নগরীর অদূরবর্তী একটি নগরীর নাম বাবিল। কারও মতে ইরাক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে।

هاروت وماروت (হারুত ও মারুত) : দু'জন ফেরেশতার নাম। ফেরেশতা হিসেবেই তাঁরা এসেছেন। কিন্তু যেহেতু তাদেরকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে কিছু দিন অবস্থান করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। এজন্য মানুষেরই আকৃতি, আচার-আচরণ দিয়ে : অর্থাৎ সম্পূর্ণ মানব রূপেই তাদেরকে প্রেরণ করা হয়।

سحر/যাদুর পরিচয় :

যাদুর আরবি পরিভাষা হচ্ছে سحر , سحر শব্দটি বাবে فتح এর মাসদার। যার অর্থ এমন বিষয় যা খুব সূক্ষ্ম হওয়া জটিল।

আযাহারি বলেন- اصل السحر صرف الشيء عن حقيقة إلى غيره যাদু হচ্ছে এমন বিষয় যা কোন কিছুকে তার মূল থেকে পরিবর্তন করে অন্য দিকে ধাবিত করে।

আল্লামা আলুসি বলেন- যাদু হচ্ছে এমন দুর্লভ ও সূক্ষ্ম বিষয় যা অলৌকিক বিষয়ের সাথে সাদৃশ রাখে।

যাদু বিদ্যার উৎপত্তি :

১. হজরত সুলাইমান (عليه السلام)-এর যুগে জিন ও মানুষ এক সঙ্গে বসবাস করত। জিন শয়তানরা তখন মানুষকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিত।

২. অতীতে শয়তান প্রথম আকাশে গিয়ে ফেরেশতাদের মধ্যে ঘটিত নানা ঘটনা শুনে মিথ্যা মিশ্রিত করে তা জ্যোতিষীদের কাছে প্রকাশ করত। আর তারা তা সাধারণ মানুষের কাছে পেশ করত এবং বলতো জ্বিনেরা গায়েব জানে। হজরত সুলাইমান (عليه السلام) জানতে পেরে জ্যোতিষীদের সমস্ত পুস্তক এবং যাদুকরদের সমস্ত পুস্তক সিন্ধুকে ভরে সিংহাসনের নীচে পুতে রাখলেন। হজরত সোলাইমান (عليه السلام) এর মৃত্যুর পর শয়তান কিছু লোকদের নিয়ে সিংহাসনের নিচ থেকে সিন্ধুকটি উঠিয়ে তা থেকে যাদুর পুস্তকগুলো মানুষের মধ্যে বিতরণ করলো। আর বলল, সোলায়মান (عليه السلام) কোন নবি ছিলেন না। যাদু-বিদ্যা দ্বারাই সমস্ত পৃথিবীর বাদশাহি করে গেছেন। আর এমনিভাবে পৃথিবীতে যাদুর প্রচলন হয়েছে।

ইসলামি শরিয়াতে যাদুর বিধান :

আল্লামা ইমাম বাগাভি (রহ) বলেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নিকট যাদুর অস্তিত্ব স্বীকৃত। তবে তা চর্চা করা কুফরি। শায়খ আবুল মানছুর মাতুরিদি (রহ) বলেন, যাদুর মূল বিষয়ের মধ্যে যদি ইসলামি শরিয়তের কোন বিধানের খণ্ডন বা প্রতিবাদ করা হয় তবে অবশ্যই কুফরি। অন্যথায় কুফরি নয়, কিন্তু অবশ্যই হারাম কাজ।

জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া উভয়ই হারাম। কেননা, পবিত্র কুরআনে একে কুফরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وما كفر سليمان আর সুলাইমান কুফরি করেনি। এখানে উদ্দেশ্য হলো সুলাইমান (عليه السلام) যাদু করেননি। অর্থাৎ, যাদুকে কুফরি বলা হয়েছে। তাছাড়া হাদিসে পাকে এটাকে কবিরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করে নবি করিম (ﷺ) এর থেকে বেঁচে থাকতে বলেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ . قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ. (البخاري:٢٧٦٦)

কুফরি জাতীয় যাদু শিক্ষা করা ধর্ম ত্যাগের ন্যায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর যদি হারাম জাতীয় যাদু বিদ্যা শিক্ষা করে তাহলে তার প্রতি ডাকাতদের যে শাস্তির বিধান রয়েছে তা প্রয়োগ করা হবে। তবে যদি যাদুকর যাদু বিদ্যা ত্যাগ করে তওবা করার ইচ্ছা করে তাহলে তাকে তাওবা করার সুযোগ দিতে হবে এবং তার তওবা গ্রহণযোগ্য হবে।

যাদুকর কাফির কি না :

আল্লামা ইমাম ইবনে কাছির স্বীয় তাফসিরে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি যাদু বিদ্যা শিক্ষা করল এবং তা ব্যবহার করল ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ (রহ) সকলের মতে সে কাফের। ইমাম শাফেয়ির মতে, যাদুকরকে জিজ্ঞেস করতে হবে এবং তার আকিদা সম্পর্কে জানাত হবে। যদি সে বৈধ মনে করে তবে সে কাফির।

যাদু বিদ্যা বিশ্বাস করার হুকুমঃ

যাদু এক প্রকার শয়তানি কারসাজি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শয়তানকে তাজিম করে কুফরির মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। তাই যাদুর ক্ষমতাকে বিশ্বাস করা কুফরি।

যাদু ও মুজিজার মধ্যে পার্থক্য :

নবি রসুলাদের মুজিজা ও ওলিদের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশ পায়। যাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মুর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়। তাই যাদুকরদেরও সম্মানিত ব্যক্তি মনে করে। নিম্নে উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করা হলো।

১. যাদু মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফল বিভিন্ন কারণ ও উপকরণের সমষ্টির অস্বাভাবিক ফলশ্রুতি এবং যাদু করের সাধনার বহিঃপ্রকাশ। পক্ষান্তরে, মো'জেজা আদৌ মানুষের কোন প্রকার কর্মফল নয় বরং তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। কোন নবির মুজিজায় তাঁর নিজের কোন শক্তির বহিঃপ্রকাশ হয় না বরং তাতে আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিই কার্যকর হয়। আল্লাহ্ তাআলা নবি ও রসুলদেরকে তাদের নবুওয়াত ও রেসালাতের প্রমাণ স্বরূপ মুজিজা দান করে থাকেন। যেমন হজরত ইব্রাহিম (ﷺ) কে নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করেছেন। আগুনকে নির্দেশ দিয়েছেন "হে আগুন তুমি ইব্রাহিমের জন্য শান্তিদায়ক ঠাণ্ডা হয়ে যাও।" আগুন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করেছে। বিশাল অগ্নি ফুল বাগিচায় পরিণত হয়ে যায়। মুজিজা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কাজ। তার প্রমাণ অসংখ্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন- وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى অর্থাৎ, (হে নবি আপনি যে) এক মুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, তা প্রকৃত অর্থে আপনি নিক্ষেপ করেন নি, বরং আল্লাহ্ স্বয়ং নিক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ আপনি শুধু কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন কিন্তু কঙ্কর কাফিরদের চোখে চোখে পৌঁছানের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মুসা (ﷺ) ও তার সঙ্গী সাথীদেরকে

লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈয়ার করে বাঁচিয়ে দেন অন্য দিকে ফেরাউন ও তার সৈন্যদেরকে সলিল সমাধি দিয়ে শেষ করে দেন।

২. এ ছাড়াও এক যাদুকর অন্য যাদুকরের মোকাবিলা করতে পারে কিন্তু নবির মো'জেজার মোকাবিলা কেউ করতে পারে না। তাই ফেরাউনের যাদুকরদের প্রেরিত সমস্ত যাদু যখন মুসা (ﷺ) এর লাঠি সর্প হয়ে খেয়ে ফেলল। তখন ফেরাউনের যাদুকররা বুঝতে পেরেছিল যে, এটা যাদু নয় বরং এটা নবির মো'জেজা। তাই তারা বলেছিল। আমরা মুসা (ﷺ) ও হারুন (ﷺ) এর প্রভুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

৩. মো'জেজা হলো আল্লাহ্ তাআলার নবি রসুলদের নবুওয়াত-রিসালাত টিকিয়ে রাখার জন্য, সত্যতা যাচাই করার জন্য, অমুসলিম, কাফির মুশরিকদের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য হয়ে থাকে। অন্য দিকে ব্যক্তি স্বার্থ, হিংসা, বিদ্বেষ, জুলুম, নির্যাতন, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব বহাল রাখার জন্য। মনের কুপ্রবৃত্তি পূরণ করার জন্য ইহকালিন ভোগ বিলাসের জন্য যাদু ব্যবহার করে থাকে। যাদুকরের জন্য আখেরাতে কোন প্রাপ্যতা থাকবে না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন- ما له في الآخرة من خلاق অর্থাৎ, পরকালে (যাদুকরের) তার কোন প্রাপ্যই নেই।

৪. মো'জেজা ও কারামাত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায় যাদের আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র, আমল সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে, যাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ তাআলার যিকির থেকে দূরে থাকে। ব্যক্তির আমল-আখলাক, আল্লাহভীতি ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য করে মো'জেজা ও যাদুর পার্থক্য বুঝতে হবে।

যাদুর কুফল :

১. যাদু বিদ্যা প্রবর্তন করেছে জিন শয়তান। কাজেই এহেন জঘন্য বিদ্যা থেকে মুসলিম মাত্রই দুরে থাকা একান্ত কর্তব্য।

২. যাদু বিদ্যা মূলত কুফরি, কাজেই যাদুকর কাফের।

৩. কুরআন ও হাদিসের পরিভাষায়-যাদু এমন অদ্ভুত কর্মকান্ড যাতে কুফর, শিরক, এবং পাপাচার অবলম্বন করে জিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা হয়, তাদের সাহায্য চাওয়া হয়, কাজেই এহেন বিদ্যা অর্জন থেকে দুরে থাকা ওয়াজিব।

৪. মুজিজা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তাআলার কাজ। অন্যদিকে যাদু প্রত্যক্ষভাবে জিন শয়তানের কাজ।

৫. মো'জেজা কারামাত প্রকাশ পায় নবি, রসুল, ওলী, আওলিয়া, মুত্তাকি ও পরহেজগার, সৎ চরিত্রবান, আমলদার পবিত্র বান্দাদের পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে, যাদু প্রকাশ পায় পাপী, নোংরা ,অপবিত্র, চরিত্রহীন, লম্পট, স্বার্থপর, অর্থলোভীদের পক্ষ থেকে।

৬. মো'জেজার উপর ইমান আনা ফরজ। যাদু বিশ্বাস করা হারাম।

৭. যাদুর দ্বারা যাদুকর নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে। অর্থনৈতিক সাচ্ছন্দ্য অর্জন করে।

৮. যাদুর দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় সমাজে অন্যায়, অবিচার, খুন খারাবি হয়ে থাকে।

৯. যাদুকর হিংসা, বিদ্বেষ, চরিতার্থ করে অপরের অনিষ্ট সাধন করে টাকার বিনিময়ে।

১০. যে যাদু বিদ্যা গ্রহণ করলো, সে আখেরাতের প্রাপ্যতা হারালো।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) هاروت ও ماروت কাদের নাম?

(ক) দুজন জিনের নাম 	(খ) দুজন ফেরেশতার নাম

(গ) দুজন মানুষের নাম 	(ঘ) দুজন রসুলের নাম

(২) شياطين এর একবচন কী?

(ক) شطن 	(খ) شيطان

(গ) شيطن 	(ঘ) شيط

(৩) فتنة শব্দটি কোন ধরনের اسم ?

(ক) موصول 	(খ) مصدر

(গ) مشتق 	(ঘ) ظرف

(৪) وما كفر سليمان আয়াতাংশে سليمان শব্দটির محل الإعراب কী?

(ক) مرفوع 	(খ) منصوب

(গ) مجرور 	(ঘ) مجزوم

(৫) سحر শব্দটি কোন বাবের মাসদার?

(ক) نصر 	(খ) ضرب

(গ) سمع 	(ঘ) فتح

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) سحر কাকে বলে? ব্যাখ্যা কর।

(খ) سحر সংশ্লিষ্ট আয়াতে উল্লিখিত হযরত হারুত (আ.) ও হযরত মারুত (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ কর।

(গ) ইসলামি শরিয়তে যাদুর বিধান উল্লেখ কর।

(ঘ) যাদু ও মুজিজার মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লেখ।

২০২৫

৩য় পাঠ

দুর্নীতি

ইসলাম সর্বদা মানুষকে স্বচ্ছতা অনুশীলন করার শিক্ষা দেয় । তাই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্রসহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি হারাম। কারণ, এর সাথে জুড়ে আছে হক্কুল ইবাদ। দুর্নীতির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ................ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ} [البقرة: ١٨٨]

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ .... وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ} [آل عمران: ١٦١]

মূল বক্তব্য:

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে জবর দখল করে ভোগ করতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ তাআলা আরো বলেন কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবির শান নয়। কারণ গোপন করা পাপের কাজ। আর নবিগণ হচ্ছেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। যে লোক কোন কিছু গোপন করবে, সে কেয়ামতের দিন সেই গোপনকৃত বস্তু নিয়েই হাজির হবে। তার প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা ব্যতীত তার কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে।

আয়াতের অবতীর্ণের পেক্ষাপট :

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি হচ্ছে বদরের যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালের মধ্য থেকে একটি লাল চাদর খোয়া যায়, তখন কোন কোন লোক বলল, হয়ত সেটি রসুল ﷺ নিয়ে থাকবেন। যার ফলে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতটি নাজিল করেন। (মাআরেফুল কুরআন, পৃ: ২১৪)

টীকা :

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ: অর্থ তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শরিয়তের নীতি বহির্ভূতভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, এটা তার উপর জুলুম। আর জুলুম থেকে বেঁচে থাকার জন্য রসুল ﷺ হাদিসে বর্ণনা করেন-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ « اتَّقُوْا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

হজরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুল ﷺ এরশাদ করেন, তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা, জুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে। (মুসলিম-৬৭৪১)

আর আয়াতে বলা হয়েছে لَا تَأْكُلُوْا যার অর্থ- তোমরা খেয়ো না। পরিভাষায়- খেয়ো না বলতে যে কোনভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় ব্যবহার করে হোক না কেন। আয়াতে আরো বলা হয়েছে بِالْبَاطِلِ যার অর্থ অন্যায় পন্থায়। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং অন্যান্য সাহাবিগণের মতে শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং না-জায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতেল বলা হয়। যেমন চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ, ঘুষ, সুদ, জুয়া, প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভূক্ত। কুরআন পাক একটিমাত্র শব্দ بِالْبَاطِلِ বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন, পৃ: ২৪৩)

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ : অর্থ কোন নবির জন্য এটা সমীচিন নয় যে, তিনি কোন বিষয় গোপন করবেন। কারণ, কোন জিনিস গোপন করা বা আত্মসাৎ করা পাপের কাজ। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল নবিদেরকে পাপ থেকে মুক্ত তথা মা'সুম করেছেন। غلول শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনিমতের মাল খেয়ানত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর গনিমতের মাল চুরি করা বা তাতে খেয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা অধিক পাপের কাজ। তার কারণ, গনিমতের মালের সাথে গোটা ইসলামি সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করবে, সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পাদ। আর যে লোক কোন কিছু আত্মসাৎ করবে কেয়ামতের দিন সে ঐ সম্পদ তার পিঠে বহন করে নিয়ে আসবে। যেমন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন- وَهُمْ يَحْمِلُوْنَ أَوْزَارَهُمْ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُوْنَ অর্থ আর তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। আর তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট। (সুরা আনআম, আয়াত : ৩১) আর অন্যায়ভাবে কোন কিছু আত্মসাৎ করলে তার জন্য সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা :

বর্তমান সময়ে দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। অথচ ইসলামি শরিয়তে দুর্নীতি করা হারাম। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় এবং বহু হাদিসে এর ভয়াবহ পরিণামের কথা বলা হয়েছে। নিম্নে দুর্নীতির পরিচয়, এর কারণ, হুকুম, ক্ষেত্র এবং এর থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হল।

দুর্নীতির পরিচয় : দুর্নীতি শব্দটি বিশেষ্য এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- নীতি বিরুদ্ধ, কুনীতি, অসদাচরণ।

দুর্নীতির ইংরেজি হচ্ছে Corruption আর আরবিতে বলা হয় غلول

পরিভাষায় :

১. নীতি বিরুদ্ধ বা অন্যায়ভাবে কোন সম্পদ আত্মসাৎ করা বা কোন কাজ করাকে দুর্নীতি বলে।

২. দুর্নীতির সংজ্ঞায় Oxford Dictionary তে বলা হয়েছে- The act or effect of making a change from moral to immoral standards of behaviour মানবীয় আচরণের বিপরীত অনৈতিক কোন কাজ করা।

৩. দুর্নীতির সংজ্ঞায় الموسوعة الفقهية الكويتية গ্রন্থে বলা হয়েছে- أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل অর্থাৎ গনিমতের মাল (জনগণের সম্পদ) বন্টনের পূর্বে তা থেকে সামান্য পরিমাণ হলেও গ্রহণ করাকে غلول বা দুর্নীতি বলা হয়।

৪. আর نضرة النعيم গ্রন্থে এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- الغلول الخيانة في بيت المال او زكاة أو غنيمة অর্থাৎ غلول তথা দুর্নীতি বলা হয় বাইতুল মাল, জাকাত বা গনিমতের মাল হতে কোন কিছু খেয়ানত করা।

أنواع الغلول : غلول এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। যথা-

১. ফাই অথবা গনিমতের মালে غلول করা।

২. জাকাত এর মালে غلول করা।

৩. জন সাধারণের মাল আত্মসাৎ করা।

৪. জিনিসপত্রের ক্ষেত্রে غلول হচ্ছে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া তা নিজের আয়ত্বে রাখা।

৫. কর্মচারি নিয়োগে দুর্নীতি করা।

৬. জায়গা-জমি জবর দখলের মাধ্যমে দুর্নীতি করা।

حكم الغلول :

غلول এর حكم কী হবে এ সম্পর্কে ইমাম নববি রহ. এর বরাতে ইবনে হাজার রহ. বলেন, এই বিষয়ে إجماع হয়েছে যে غلول বা দুর্নীতি করা হারাম। আর ইমাম জাহাবি রহ. বলেন, গনিমত, বাইতুল মাল বা জাকাত এর মধ্যে غلول করা কবিরা গুনাহ।

حكم الغال في الدنيا : দুর্নীতিকারীর حكم কী হবে এ সম্পর্কে ইমাম কুরতুবি (র) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি গনিমত থেকে কোন কিছু আত্মসাৎ করে, অতঃপর তার কাছ থেকে তা পাওয়া যায়। তাহলে তার কাছ থেকে সেই সম্পদ গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ভর্ৎসনা সহকারে শাস্তি দেয়া হবে।

مضار الغلول **বা দুর্নীতির কুফল** :

১. غلول করা কবিরা গুনাহ। যার জন্য غلول কারীকে আখেরাতে ভীষণ শাস্তি প্রদান করা হবে। এমনকি কেয়ামতের দিন সে তার আত্মসাৎকৃত সম্পদ তার পিঠে নিয়ে আসবে।

২. দুর্নীতি কারীর জন্য ইহকাল ও পরকালে অপমান করা শাস্তি রয়েছে।

৩. দুর্নীতি দুর্নীতিগ্রস্থকে জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৪. দুর্নীতি করা নেফাকির আলামত সমূহ হতে একটি আলামত।

৫. দুর্নীতি কারী ব্যক্তি তার বন্ধুদের নিকটেও বিশ্বস্ততা হারায়।

৬. দুর্নীতির সম্পদ থেকে দান প্রত্যাখ্যাত। তা আল্লাহ কবুল করেন না। (نضرة النعيم)

দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ : দুর্নীতির অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হলো :

১. নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি : অর্থাৎ : কোন কাজে যোগ্যলোককে নিয়োগ না দিয়ে অযোগ্য লোককে নিজের আত্মীয় হওয়ার কারণে নিয়োগ দেওয়া। এ সম্পর্কে হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসুল ﷺ বলেন, উপযুক্ত ব্যক্তিকে রেখে যদি কেউ তার আত্মীয় স্বজন থেকে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে কোন কাজে নিয়োগ দেয়, তাহলে সে যেন আল্লাহ ও তার রসুল ﷺ এবং মুমিনদের সাথে প্রতারণা করল। (মুসতাদরাকে হাকেম)

রসুল ﷺ আরোও এরশাদ করেন : إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ যখন অযোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে তখন তোমরা কেয়ামতের অপেক্ষা কর। (বুখারি শরিফ)

২. ঘুষ গ্রহণ :

অর্থাৎ অবৈধ পন্থায় কোন কাজ করে দেওয়ার জন্য ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ করা। ঘুষ আদান-প্রদানের পরিণতি সম্পর্কে নবি করিম ﷺ বলেন : لعنة الله على الراشي والمرتشي ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদান কারী উভয়ের উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত।

ঘুষ প্রদান ও তা গ্রহণ করার পরিণাম সম্পর্কে রসুল ﷺ আরো বলেন : الراشي والمرتشي كلاهما في النار
"ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী উভয়ই জাহান্নামি।" (আত তারগিব ওয়াত তারহিব)

রসুল ﷺ আরোও বলেন وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب প্রত্যেক জাতি যারাই ঘুষ আদান প্রদান করে তারা ভীতিতে আক্রান্ত হয়। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব) (২য় খ-পৃ: ১৭৬)

হজরত সাওবান (রাঃ) বলেন : لعن رسول الله صلى الله عليه سلم الراشي والمرتشي والرائش অর্থ : রসুল ﷺ ঘুষ গ্রহণকারী, প্রদান কারী এবং উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। (তিরমিযি শরিফ)

৩. ক্ষমতার অপব্যবহার : অর্থাৎ জোর পূর্বক কোন অবৈধ কাজ করা। রসুল ﷺ বলেন : যে লোক কোন বিষয়ে মুসলমানদের উপর দায়িত্ব নিল অতঃপর তাদের উপর কাউকে স্বজনপ্রীতি বশত ঃ ক্ষমতা দিলো তার উপর আল্লাহ তাআলার অভিশাপ। তার কাছ থেকে কোন নেক কাজও গ্রহণ করা হবে না। এমনকি তাকে জাহান্নামে দেওয়া হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম)

হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত রসুল ﷺ এরশাদ করেন : যদি কেহ আল্লাহ তাআলার আইনের বিপরীত অবৈধ কোন কাজ করে তাহলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব) (২য় খ, পৃ: ১৭৬)

সরকারি সম্পদ দখল করা : অর্থাৎ অন্যায় ভাবে সরকারের সম্পদ ভোগ করা। এটি কোন ব্যক্তি মালিকানা

নয়, বরং সকলের অধিকার। তাই যে এ মাল ভোগ করবে সে সকলের অধিকার নষ্ট করল। তাই এটি মহা পাপ। এতে দখলকারী যেমন রসুল ﷺএর শাফায়াত পাবে না তেমনি সে হবে জাহান্নামি। (তাফসিরে মারেফুল কুরআন)

দুর্নীতি বা غلول এর কারণ :

১. আল্লাহ তাআলার ভয় ও লজ্জা না থাকা: অর্থাৎ মানুষের অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় ও লজ্জা না থাকার কারণে সে যে কোন খারাপ কাজ করতে দ্বিধা করে না যেমন রসুল ﷺ এরশাদ করেন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم - « إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ».

অর্থাৎ, রসুল ﷺবলেছেন, ব্যক্তির মধ্যে যদি লজ্জা না থাকে, তাহলে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

২. দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ : ব্যক্তির মধ্যে যদি দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ থাকে, তাহলে সে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। যেমন রসুল ﷺ এরশাদ করেন-

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ » . قِيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ قَالَ « زَهْرَةُ الدُّنْيَا »

রসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করি যে তোমাদের জন্য দুনিয়ার বরকত সমূহ খুলে দেওয়া হবে। সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসুলুল্লাহ দুনিয়ার বরকত কী? রসুল ﷺবললেন দুনিয়ার বরকত হলো প্রাচুর্যতা। (বুখারি)

৩. লোভ ও তৃপ্তিহীনতা : মানুষের মধ্যে সম্পদের অত্যধিক লোভ থাকে এবং অতৃপ্তি থাকে তাহলে সে দুর্নীতি করে সম্পদ উপার্জন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তখন হারাম পন্থায় সম্পদ উপার্জন করতে থাকে।

পরিত্রাণের উপায় : দুর্নীতি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে নিম্নের পদ্ধতি অবলম্বন।

১. অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় সৃষ্টি করা।
২. অল্পে তুষ্টি হওয়া।
৩. লোভ লালসা থেকে বিরত থাকে।
৪. নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা।
৫. ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা।
৬. পরকালে জবাবদিহিতা শাস্তির ভয় করা অন্তরে জাগানো।
৭. দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) أموال এর একবচন কী?

(ক) مال (খ) مول

(গ) ميل (ঘ) موال

(২) وهم لا يظلمون এর মধ্যকার لا টি কোন ধরণের?

(ক) لا الناهية (খ) لا النافية

(গ) لا الزائدة (ঘ) لا لنفي الجنس

(৩) غلول বলতে কী বোঝানো হয়?

(ক) অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করা (খ) গণিমতের মাল থেকে চুরি করা

(গ) সরকারি সম্পদ তছরুফ করা (ঘ) ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা

(৪) চাকরি নেয়ার জন্য ডোনেশন দেয়ার হুকুম কী?

(ক) جائز (খ) حرام

(গ) مكروه (ঘ) مستحب

(৫) غلول শব্দের باب কোনটি?

(ক) نصر (খ) ضرب

(গ) سمع (ঘ) فتح

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) غلول বা দূর্নীতি বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।

(খ) দূর্নীতির দু'টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা কর।

(গ) দূর্নীতির কুফল বর্ণনা কর।

(ঘ) দূর্নীতি থেকে বাঁচার উপায় কী? বর্ণনা কর।

৪র্থ পাঠ

সুদ

অর্থনীতির বিষফোড়া হিসেবে পরিচিত সূদি ব্যবস্থা ধনীকে আরো ধনী আর গরিবকে আরো গরিব বানাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে সুদের চেয়ে জঘন্য কাজ আর নেই। ইসলামে এটি হারাম। এ সম্পর্কে কুরআনি ফরমান হলো-

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ .... إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ } [البقرة: ٢٧٥ - ٢٧٨]

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً .... لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ} [آل عمران: ١٣٠ - ١٣٢]

মূল বক্তব্য :

সুরা বাকারার ৪টি আয়াতে এবং সুরা আলে ইমরানের ৩টি আয়াতে আল্লাহ তাআলা সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সুদখোরের দুনিয়া ও আখেরাতে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি স্বরূপ ফুটে উঠেছে আয়াতগুলোতে। এরই সাথে নামাজ ও যাকাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তার বিরাট পুরস্কারের ঘোষণাও দেয়া হয়েছে।

আয়াতের শানে নুজুল :

{ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ} [البقرة: ٢٧٨]

(ক) হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হজরত আব্বাস (রা) এবং খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) মুর্খতার যুগে যৌথ ব্যবসায় জড়িতে ছিলেন। উভয়ে ছাকিফ গোত্রের কিছু লোককে সুদি ঋণ দিয়েছিলেন। ইসলামের আর্বিভাবের পরও সুদি কারবারে তাদের মোটা অংকের টাকা খাটছিল। এ প্রসঙ্গে অত্র আয়াত নাজিল হয়।

(খ) ইসলাম গ্রহণের পর বনু আমর গোত্র বনু মুগিরের নিকট প্রাপ্য সুদের দাবি করেন। বনু আমরের লোকজন এ সুদী লেনদেন জাহেলি যুগে করেছিল। এ দিকে বনু মুগিরার লোকজন-জাহেলি যুগের সুদী ঋণ দিতে অস্বীকার করে বসলো। এতে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া ফাসাদের সৃষ্টি হয়। তখন তারা এই সমস্যার সমাধানের জন্য তৎকালীন মক্কার গভর্নরের নিকট আসে। তিনি সমাধান চেয়ে মহানবি (ﷺ) এর নিকট চিঠি পাঠান। তখন আয়াতটি নাজিল হয়।

(গ) কেউ কেউ বলেন, জাহেলি যুগে কুরাইশদের নিকট বনি ছাকিফের সুদের টাকা পাওনা ছিল। তাদের উল্লেখিত সুদের ব্যাপারে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

{يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ} [آل عمران: ١٣٠]

হজরত আতা (রা) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন জাহেলি যুগে ছাকিফ গোত্রের লোকেরা বনু নাজিরের সাথে ব্যাপক হারে সুদী লেনদেন করত। যখন সুদ পরিশোধের সময় হতো তখন গরিব লোকেরা সুদ পরিশোধ করতে না পেরে সময় বাড়িয়ে নিত। তখন বনু নাজিরের লোকেরা সুদও বাড়িয়ে দিত। এমনিভাবে কয়েকবার

সময় বৃদ্ধির ফলে দেখা যেত যে বনু নাযিরের লোকেরা বনু ছাকিফের গরিব লোকদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়ে যেত। এমনিভাবে গরিবদের কাছ থেকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করত। তাদের এহেন জুলুম অত্যাচার নিষিদ্ধ করে সকল প্রকারের সুদী লেনদেন হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

টীকা :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا ... الخ : যারা সুদ খায় তারা দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। এহেন শাস্তির কারণ দুটি (১) সুদের মাধ্যমে তারা হারাম ভক্ষণ করেছে (২) তারা সুদকে ক্রয় বিক্রয়ের মত হালাল মনে করেছে।

আর যারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর বিরত থাকবে তারা ক্ষমা পাওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা রাখে। আর যে বিরত থাকবে না তার জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।

রিবা বা সুদ এর পরিচয় :

الربا শব্দটি বাব نصر এর মাসদার এর মাদ্দাহ হলো ر+ب+و এর আভিধানিক অর্থ الزيادة বা বৃদ্ধি পাওয়া الإضافة বা বাড়তি, النمو বা বৃদ্ধি হওয়া ইত্যাদি।

الربا এর পারিভাষিক অর্থ :

১. রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন كل قرض جر نفعا فهو ربا অর্থাৎ, যে ঋণ কোনো মুনাফা টেনে আনে তাই সুদ।

২. আল্লামা ইবনুল আসির (রা) এর মতে- الربا في الشرع هو الزيادة على أجل المال من غير عقد تبايع পারস্পরিক চুক্তি বা আকদের বাইরে সময়ের ওপর মূল মালের অতিরিক্ত অংশকে الربا তথা সুদ বলা হয়।

মোট কথা, একজাতীয় ২টি জিনিস লেনদেন করতে গিয়ে একটিতে বেশি হওয়াকে সুদ বা রিবা বলে। যেমন কাউকে ১০০০ টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে ১২০০ টাকা গ্রহণ করা। এখানে ২০০ টাকা রিবা বা সুদ।

রিবার প্রকারভেদ :

الربا তথা সুদ ২ প্রকার। যথা-

১. ربا النسيئة তথা বিলম্বে পরিশোধের শর্তে বিনা বিনিময়ে বেশি গ্রহণ বা প্রদান। একে الربا الجلي ও বলা হয়। জাহেলি যুগে এর প্রচলন বেশি ছিল। তারা কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করতো। আর সময় মত তা পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দিত। (ابن جرير)

২. ربا الفضل তথা দুটি বস্তু নগদে লেনদেন করার সময় কম বেশি করা। এটাই ربا الفضل যেমন-১ মণ গম দিয়ে ২ মণ গম ক্রয় করা। এ প্রকার সুদও চার ইমামের মতে হারাম। হাদিসে এটাকে হারাম বলা হয়েছে। তবে আজকাল এ প্রকার সুদের প্রচলন নেই বললেই চলে।

সুদ হারাম হওয়ার রহস্য : সুদভিত্তিক লেনদেনে সম্পৃক্ত হওয়া জঘন্যতম অপরাধ। ইসলামি শরিয়তে সুদ হারাম হওয়ার রহস্যসমূহ নিম্নরূপ।

১. আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন- أحل الله البيع و حرم الربا অর্থাৎ,

আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। (বাকারা : ২৭৫)

আল্লাহ তাআলা আরো এরশাদ করেন- فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله

যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। (বাকারা : ২৭৯)

রসুল (ﷺ) এরশাদ করেন-

١- الربا سبعون جزء أيسرها أن ينكح الرجل أمه .

٢- لعن رسول الله آكل الربا و موكله و كاتبه و شاهديه كلهم سواء.

উপরোক্ত আয়াত ও হাদিসসমূহের সারকথা হলো-

১. সুদখোরকে শয়তান পরিচালনা করে।

২. বাকি বকেয়াসহ সমস্ত সুদ ছেড়ে দেয়া ফরজ।

৩. সুদ গ্রহীতা, প্রদানকারী, সাক্ষ্যদাতা, লেখক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই সমঅপরাধী।

৪. সুদ গ্রহণ ও প্রদান উভয়ই মায়ের সাথে যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও নিকৃষ্টতর গুনাহ।

সুদের ক্ষতি বা কুফলসমূহ : ইসলামি শরিয়ত সুদকে ধর্মীয় ও সামাজিক সর্বনাশা ব্যাধি হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সুদের মারাত্মক কিছু কুফল নিচে প্রদত্ত হলো।

১. ব্যক্তিগত কুফল

২. সামাজিক কুফল

৩. অর্থনৈতিক কুফল

ব্যক্তিগত কুফল :

সুদ খাওয়ার কারণে মানুষের মাঝে আমিত্বভাবের জন্ম হয়, ফলে আত্মাকে বিসর্জন দেয়া ব্যক্তি ও দলের ভালবাসা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভাই-ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক বিলীন হয়ে যায়। সুদখোর হিংস্র প্রাণীতে পরিণত হয়। সম্পদ সঞ্চয় করা, মানুষের রক্ত চুষে খাওয়া ও অপরের সম্পদ লুণ্ঠন করাই তার জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে যায়।

সামাজিক কুফল:

সুদ সমাজে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে : সমাজের গরিব যখন আরও গরিব হয়ে ভিক্ষুক পর্যায়ে পৌছে যায় তখন তারা ধনীদের অবহেলার পাত্র হয়ে দাড়ায়। ধনীদের ঘৃণা ও অবহেলা সহ্য করতে করতে যখন তারা অতিষ্ঠ হয়ে যায়। তখন তারাও ধনীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে।

সুদ মানুষকে কৃপণ করে: সুদি ব্যবস্থায় সুদখোর অধিক সঞ্চয়ের আশায় ভোগের পরিমাণ কমিয়ে কৃপণতার পথ অবলম্ব করে।

সুদ সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে : প্রদেয় সুদের টাকা দিতে না পারলে ঋণ দাতারা ঋণ গ্রহীতাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফলে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়।

অর্থনৈতিক কুফল:

সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতি : সুদ হলো অর্থনীতির মেরুদণ্ডে এমন একটি দুষ্টক্ষত যা তাকে অহরহ খেয়ে চলছে। সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতিগুলো হলো-

১. ইহা শোষণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

২. ইহা ধনীকে আরো ধনী এবং গরিবকে আরো গরিব বানায়।

৩. ইহা সুদখোরকে কৃপণ ও স্বার্থপর করে গড়ে তোলে।

৪. ইহা সুদখোরকে অলস ও উপার্জন বিমুখ করে গড়ে তোলে।

৫. সুদি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হলে তার ক্ষতি জাতির কাঁধে এসে পড়ে।

৬. অর্থনীতির কলকব্জা গুটি কয়েক লোকের হাতে চলে যায়।

৭. বাজার দরের ঊর্ধ্বগতি এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়।

সুদি ব্যাংকে লেনদেনের বিধান : সুদি ব্যাংকে টাকা জমা রাখা ও বিনিয়োগ করা জায়েজ কিনা তা জানতে হলে প্রথমে দুটি জিনিস সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

১. আমানত : সকল ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, সুদ গ্রহণের শর্তে সুদি ব্যাংকে টাকা আমানত রাখা ও বিনিয়োগ করা হারাম। তবে শরিয়ত সম্মত ইসলামি ব্যাংক না থাকলে অন্য ব্যাংকে সুদ গ্রহণ না করার শর্তে নিরাপত্তার জন্য আমানত রাখা যায়েজ আছে।

২. ঋণ গ্রহণ : চার মাযহাবের চার ইমামসহ সকল ওলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে সুদ প্রদানের শর্তে ঋণ গ্রহণ হারাম।

ربا বা সুদ ও بيع বা ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য :

আরবের কাফেররা সুদি কারবার করত এবং বলতো সুদ ক্রয়-বিক্রয়ের মতই একটি ব্যবসা। অথচ আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ ঘোষণা করেছেন অন্য দিকে সুদকে করেছেন হারাম। কেননা, সুদ একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সমাজকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ধাবিত করে। অপরদিকে, ব্যবসা হলো সামাজিক শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের চালিকা শক্তি। অর্থ উপার্জনের এ দু'টি পদ্ধতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হলো।

১. بيع ও ربا এর মধ্যে আভিধানিক পার্থক্য: بيع শব্দটি বাব ضرب এর মাসদার এটি বিপরীতার্থক ইসেম অর্থ ক্রয় বিক্রয়। পক্ষান্তরে, ربا শব্দটি বাব نصر থেকে মাসদার। বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া ইত্যাদি।

২. بيع ও ربا এর মধ্যে পারিভাষিক পার্থক্য : ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় بيع বলা হয়- هو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي بطريق التجارة অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মালের আদান প্রদান করাকে بيع বলে। পক্ষান্তরে, ربا বলা হয় هو فضل مال بلا عوض অর্থাৎ কোনরূপ বিনিময় ব্যতিত অতিরিক্ত গ্রহণ বা প্রদান করা।

৩. بيع হলো শরিয়ত সম্মত ও বৈধ। পক্ষান্তরে, ربا সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে- أحل الله البيع وحرم الربا

৪. بيع এর ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে, ربوا এর ক্ষেত্রে পারস্পরিক ঘৃণার উদ্ভব হয়, যা সামাজিক বিশৃংখলা ডেকে আনে।

৫. بيع এর ক্ষেত্রে عوضين একই জিনিস হওয়া শর্ত নয়, কিন্তু কোন কোন প্রকারের ربا এর ক্ষেত্রে عوضين একই জিনিষ হওয়া শর্ত।

৬. بيع এর ক্ষেত্রে শ্রমের বিনিময়ে তা লাভজনক অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু ربا বিনাশ্রমে লাভজনক হয়।

৭. بيع এর ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই লাভবান হয়, কিন্তু ربا এর ক্ষেত্রে গ্রহীতাকে শোষণ করে দাতা লাভবান হয়।

৮. بيع এর ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান উভয়টার সম্ভাবনা থাকে, পক্ষান্তরে, ربا এর ক্ষেত্রে পুঁজিদাতার কোন প্রকার লোকসানের সম্ভাবনা থাকে না।

৯. بيع এর মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ربا এর ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়।

১০. ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া সুন্নত। পক্ষান্তরে ربا সুদি কারবারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া হারাম। তা থেকে দূরে থাকা ফরজ।

يمحق الله الربا ... الخ : আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে সুদি মালের বরকত নষ্ট করে দেন। যেমন- ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবি (ﷺ) বলেন, সুদ যদিও বেশি দেখা যায় কিন্তু তার চূড়ান্ত পরিণতি কমের দিকে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সুদ আখেরাতের বরকত নষ্ট করে দেয়। যেমন- নবি (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তাআলা সুদখোরের দান, হজ্জ, আল্লাহর পথে সংগ্রাম ইত্যাদি কিছুই কবুল করেন না। (কুরতুবি)

সুদের গুনাহ : সুদের গুনাহ এতই মারাত্মক যে, এটা সবচেয়ে বড় সাতটি গুনাহের ১টি। এর গুনাহ সম্পর্কে হাদিস শরিফে বলা হয়েছে-

درهم ربا أشد على الله من ست و ثلاثين زنية (البيهقي)

সুদের ১ দিরহাম আল্লাহ তাআলার নিকট ৩৬টি যিনা অপেক্ষা বেশি মারাত্মক।

من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به (المستدرك)

যার গোশত হারাম হতে তৈরি তার জন্য জাহান্নামই বেশি উপযোগী।

إن الربا سبعون بابا أدناها أن يقع الرجل على أمه (ابن ماجه)

নিশ্চয়ই সুদের ৭০টি গুনাহ রয়েছে। সবচেয়ে ছোট হলো ব্যক্তি তার স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচার করা।

لعن رسول الله ﷺ في الربا خمسة آكل الربا و مؤكله و شاهديه و كاتبه

রসুল ﷺ সুদের ব্যাপারে ৫ ব্যক্তিকে লানত বা অভিশাপ দিয়েছেন। যথা- (১) সুদ গ্রহীতা (২) সুদ দাতা (৩+৪) স্বাক্ষীদ্বয় এবং (৫) লেখক। মোটকথা, দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতে সুদের পরিণতি বড় খারাপ। তাই আমাদের সুদ থেকে বাঁচতে হবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) সুদ কয় প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

(২) الذين يأكلون الربا এর অর্থ কী?

(ক) যারা সুদ প্রদান করে (খ) যারা সুদ খায়

(গ) যারা সুদ লেখালেখি করে (ঘ) যারা সুদের সাক্ষী থাকে।

(৩) مثل শব্দের বহুবচন কী?

(ক) مثيل (খ) أمثال

(গ) مثائل (ঘ) مثول

(৪) সুদি কারবার করে কোটিপতি হওয়ার হুকুম কী?

(ক) হারাম (খ) মাকরূহ

(গ) জায়েজ (ঘ) মুবাহ

(৫) الربا শব্দের অর্থ কী?

(ক) বৃদ্ধি হওয়া (খ) উপকৃত হওয়া

(গ) ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া (ঘ) হ্রাস পাওয়া

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) ربا ও بيع-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(খ) ইসলামে সুদ হারাম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

(গ) ربا কাকে বলে? ربا কত প্রকার ও কী কী? বুঝিয়ে লেখ।

(ঘ) সুদের অর্থনৈতিক কুফল ব্যাখ্যা কর।

৫ম পাঠ

পারস্পরিক লেনদেন

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বেচে থাকতে হলে তাকে সবার সাথে মিলেমিশে চলতে হয়। এক্ষেত্রে লেনদেন করা তার জন্য জরুরি হয়ে পড়ে। লেনদেন সম্পর্কে ইসলামি বিধান ঘোষণা করে কুরআনি ভাষ্য হলো–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ .... بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ} [البقرة: ٢٨٢]

আয়াতের মূল বক্তব্য:

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে মুমিনদের কে اشرف المخلوقات বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই সামাজিক জীব হিসেবে পারস্পরিক সম্পর্ক বা বন্ধনে ইসলাম যাবতীয় আঞ্জাম দিয়েছে। মানব জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে পারস্পরিক লেনদেন। আলোচ্য আয়াতে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরি মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলার এ সুন্দর ব্যবস্থাপনায় যাতে কেউ প্রতারণা করতে না পারে সেজন্য ঋণ আদান-প্রদানে লেখা ও সাক্ষ্য গ্রহণের বিধান রাখা হয়েছে। তেমনি ভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও এ বিধান রাখা হয়েছে। আর মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ তাআলার এ বিধানেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

টীকা

اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ : যখন তোমরা পরস্পর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ আদান-প্রদান কর তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও। শরিয়তের সাথে সম্পর্কিত দুনিয়ার সকল পারস্পরিক কার্যাবলীকে معاملات বলা হয়। যেমন– ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি। (قواعد الفقه)

ইসলামি শরিয়তের ফিকহ আমালি (الفقه العملي) তিনটি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে المعاملات (মোয়ামালাত) এর মধ্যে পাঁচটি বিষয় সম্পৃক্ত।

১. পারস্পরিক লেন-দেন বা ব্যবসা-বাণিজ্য।
২. বিবাহসাদি।
৩. মামলা-মোকাদ্দামা।
৪. আমানতদারি।
৫. উত্তরাধিকার।

معاملات এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে-পারস্পরিক লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য। পারস্পরিক ঋণ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে **প্রথম নীতি** হচ্ছে, দলিল বা কাগজে লিপিবদ্ধ করা। যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতি এলে উপস্থাপন করা যায়।

দ্বিতীয় নীতি হচ্ছে, মেয়াদ নির্দিষ্ট করা। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার কাজের লেন-দেন জায়েজ নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এজন্য ফিকাহবিদরা বলেছেন, মেয়াদও নির্দিষ্ট করতে হবে।

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ: অর্থাৎ, তোমাদের এটাও জরুরি যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখে দিবে। এতে এক দিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, লেখক কোন এক পক্ষের হতে পারবে না। বরং নিরপেক্ষ হতে হবে। যাতে কারো মনে সন্দেহ না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায় সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। লেখককে লেখার বিদ্যা বা যোগ্যতা দানের কারণে তার কৃতজ্ঞতা হচ্ছে সে লিখতে অস্বীকার করবে না। পারস্পরিক ঋণ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে লেখার পাশা পাশি সাক্ষী রাখা জরুরি এ ব্যাপারে আদেশ হচ্ছে–

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ

সাক্ষ্য-বিধির মূলনীতি : লেনদেনে পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে সাক্ষ্য দ্বারা আদালতে ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফেকাহবিদগণ বলেছেন, লেখা শরিয়ত সম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরিয়ত সম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। এ জন্য হাদিসে পাকে সাক্ষীর ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

ثَلاَثَةٌ يَدْعُوْنَ اللهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ وَرَجُلٌ آتَى سَفِيْهًا مَالَهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ) »

অর্থাৎ, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাদের দোআ আল্লাহ কবুল করেন না। একজন হচ্ছে, যার দুশ্চরিত্রা স্ত্রী রয়েছে অথচ সে তাকে তালাক দেয় নি। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে নির্বোধকে সম্পদ দান করে, অথচ আল্লাহ তাআলার বাণী তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধদের দেবে না। আর তৃতীয় হচ্ছে, এমন ব্যক্তি যার কাছে অন্য কোন ব্যক্তির ঋণ রয়েছে অথচ সে এতে কোন সাক্ষী রাখেনি। (মুসতাদরাক)

এর থেকে বোঝা যায়, ঋণ আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা জরুরি।

সাক্ষীর সংখ্যা : এ ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে–

১. দু'জন পুরুষ হতে হবে।

২. অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। তবে শুধু একজন পুরুষ অথবা শুধু দু'জন মহিলা সাক্ষ্যের জন্য যথেষ্ট নয়।

সাক্ষীদের শর্তাবলি :

১. সাক্ষীকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।

২. কাফের, শিশু, বা শুধু মহিলা সাক্ষী হতে পারবে না। من رجالكم দ্বারা এ ইঙ্গিত বহন করে।

৩. কতেক আলেমদের মতে দাসীর সাক্ষ্য গৃহিত হবে। কিন্তু ইমাম মালেক, আবু হানিফা, শাফেয়ি ও জমহুর ওলামার মতে, দাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য বা জায়েয হবে না। (قرطبي)

৪. সাক্ষীকে عادل (বিশ্বস্ত) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (পাপচারী) হলে চলবে না। ممن ترضون من الشهداء বাক্যে এ নির্দেশ করে। (معارف القرآن)

পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় : البيوع/ব্যবসা :

ক্রয়-বিক্রয়ের আরবি পরিভাষা হচ্ছে البيع, শব্দটি একবচন, বহুবচন البيوع, এর আভিধানিক অর্থ-ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকারের মতে- مطلق المبادلة তথা সাধারণ বিনিময়। সুবুলুস সালাম গ্রন্থাকারের মতে, تمليك مال بمال তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য সম্পদের মালিকানা লাভ করা।

بيع এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

জমহুর ফোকাহার মতে- البيع هو مبادلة المال بالمال بالتراضي على طريق التجارة অর্থাৎ ব্যবসায়িক পন্থায় পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদ দ্বারা সম্পদ বিনিময় করাকে بيع বলে।

فتح القدير প্রণেতা বলেন- هو مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে সম্পদের দ্বারা সম্পদের বিনিময়কে ক্রয়-বিক্রয় বলে।

ক্রয়-বিক্রয়ের রোকনসমূহ : بيع এর রোকনের ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা কুদুরি (র) এর মতে- البيع ينعقد بالإيجاب والقبول "অর্থাৎ بيع অনুষ্ঠিত হয় ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে।

১. الإيجاب তথা প্রস্তাব অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতার যে কোন একজনের প্রথমে উল্লেখিত কথাই হচ্ছে- الإيجاب (প্রস্তাব)

২. আর দ্বিতীয়টি হলো- القبول(গ্রহণ) অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতার যে কোন একজনের দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লিখিত কথাই হচ্ছে القبول

ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তসমূহ : بيع সংঘটিত হওয়ার জন্য ৪ ধরনের শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে।

১. এমন শর্ত যা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে হওয়া আবশ্যক। এ ধরনের শর্ত দুটি।

ক. عاقل বা জ্ঞানবান হওয়া, সুতরাং পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে بيع সংঘটিত হবে না।

খ. متعدد বা ক্রেতা-বিক্রেতা ভিন্ন হওয়া। সুতরাং উভয়পক্ষ থেকে একজন উকিল দ্বারা بيع সংঘটিত হবে না।

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে এমন শর্ত যা মূল ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে হওয়া আবশ্যক। মূল ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য শর্ত হলো কবুল ইজাবের চাহিদা মোতাবেক হওয়া।

৩. এমন শর্ত যা ক্রয়-বিক্রয়ের স্থলে হওয়া আবশ্যক। عقد তথা ক্রয়-বিক্রয়ের স্থলের জন্য শর্ত হলো ক্রয়-বিক্রয় একই মজলিসে হতে হবে। যদি মজলিস ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে بيع সংঘটিত হবে না।

৪. এ প্রকার শর্ত ক্রীত ও বিক্রিত বস্তুর মধ্যে হওয়া আবশ্যক।

ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার জন্য معقود عليه এর মধ্যে ছয়টি শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে। যথা- ১. معقود عليه (বিক্রিত বস্তু) বিদ্যমান থাকা ২. সম্পদ হওয়া; ৩. মূল্যমান হওয়া; ৪. মালিকানার যোগ্য হওয়া; ৫. বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া; ৬. সোপর্দযোগ্য হওয়া।

بيع বৈধ হওয়ার জন্য এ ছাড়া আরো কতিপয় শর্তাবলী রয়েছে। যথা- ১. সময় নির্ধারিত হওয়া। ২. দ্রব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া; ৩. দাম সম্পর্কে অবহিত হওয়া; ৪. চুক্তি শর্ত ফাসেদ থেকে মুক্ত হওয়া; ৫. সুদের সন্দেহ হতে মুক্ত হওয়া; ৬. ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পরের ইজাব ও কবুল শ্রবণ করা প্রভৃতি।

বাইয়ে সালাম (بيع السلم):

অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়-এর প্রতিশব্দ হলো বাইয়ে সালাম।

পরিভাষায়- কেউ যদি ভাদ্র মাসে কোন কৃষককে এক হাজার টাকা এই বলে দেয় যে; তুমি আমাকে এর বিনিময়ে দশ মণ আমন ধান অগ্রহায়ণ মাসে প্রদান করবে। কৃষক যদি এ কথায় রাজি হয়ে টাকা গ্রহণ করে তবে নির্ধারিত সময়ে সে মাল প্রদান করতে বাধ্য থাকবে। তখন মালের দাম বেশি বা কম বিবেচ্য হবে না। এরূপ অগ্রিম মূল্য প্রদান করে ক্রয়-বিক্রয় করাকেই বাইয়ে সালাম বলে।

بيع السلم এর বিনিয়োগকারীকে صاحب المال (সাহিবুল মাল), পণ্য সরবরাহকারীকে مسلم إليه পণ্য সামগ্রীকে مسلم فيه এবং বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থকে رأس المال বলা হয়।

ফকিহগণ বাইয়ে সালামের বৈধতার ব্যাপারে নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْٓا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰٓى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ

কেউ যদি অগ্রিম মূল প্রদান করে কোন কিছু খরিদ করে, তবে সে যেন ওজন ও মাপ নির্দিষ্ট করে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বাইয়ে সালাম করে (বুখারি ও মুসলিম)

বাইয়ে সালামের রুকন : বাইয়ে সালামের রুকন ক্রয়-বিক্রয়ের রুকনের মতই। কাজেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্য হতে যে কোন এক পক্ষে প্রস্তাব এবং অপর পক্ষের সম্মতি-এর দ্বারা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত হবে। যাকে (إِيجَاب) ইজাব, ও (قبول) কবুল বলা হয়।

বাইয়ে সালামের শর্তসমূহ :

بيع السلم বা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ হওয়ার শর্তাবলী নিম্নোক্ত তিন ভাগে বিভক্ত।

১. চুক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী।

২. মূল্যের সাথে সম্পর্কিত শর্তবলী।

৩. মালের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী।

১. চুক্তির সাথে সম্পর্কিত শর্ত :

ক্রেতা-বিক্রেতা কোন পক্ষই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি বাতিলের ইখতিয়ার সংরক্ষণ করতে পারবে না। করলে মজলিস ত্যাগের পরে তা প্রত্যাহার করলে চুক্তি বহাল থাকবে।

২. মূল্যের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী :

ক. অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য নগদ অর্থ দ্বারা অথবা মালের দ্বারা পরিশোধ করা যায়।

খ. মালের মাধ্যমে পরিশোধ করা হলে তা ওজনযোগ্য (মণ, সের, কেজি) না পরিমাপযোগ্য (গজ, ফুট, মিটার) না গণণা-যোগ্য এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে।

গ. নগদ অর্থ দ্বারা পরিশোধ করা হলে তা দেশি মুদ্রায়/বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধযোগ্য- হবে তা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে।

ঘ. মূল্য নগদ অর্থে পরিশোধ করা হোক বা মালের মাধ্যমে পরিশোধ করা হোক এর পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে।

ঙ. মূল্য (নগদ অর্থ বা মাল) তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করতে হবে; বাকী রাখা যাবে না।

চ. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনের স্থানেই মূল্য বিক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে হবে। অন্যাথায় স্থান ত্যাগের সাথে সাথে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

৩. মালের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী :

ক. মালের প্রকৃতি তথা جنس المال সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন- ধান, পাট, গম, যব, মুগডাল ইত্যাদি।

খ. অনুরূপভাবে মালের শ্রেণিরও স্পষ্ট করে বলতে হবে। যেমন- সুন্দরবনের মধু, না চট্টগ্রামের মধু?

গ. মালের মান ও বৈশিষ্ট্যের কথাও চুক্তিতে উল্লেখ করতে হবে। যেমন- উত্তম মানের মাধ্যম মানের।

ঘ. মালের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে।

ঙ. বাইয়ে সালামে মাল যেহেতু পরবর্তী সময়ে হস্তান্তরে করা হয়ে থাকে। তাই মাল ক্রেতার নিকট হস্তান্তরের সময় ও কাল সুনির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

চ. যে মালে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়েছে তা চুক্তির সময় হতে মেয়াদকাল পর্যন্ত বাজারে যা সচরাচর প্রাপ্যতার থাকতে হবে। অন্যাথায় চুক্তি সহীহ হবে না।

ছ. মাল এমন প্রকৃতির হতে হবে যা নির্দিষ্ট করা যায়।

জ. মাল مكيلات (পরিমাণযোগ্য), موزونات (ওজনযোগ্য), عدديات (গণনাযোগ্য) বা ذرعيات (পরিমাপযোগ্য) বস্তু-এর কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

ঝ. যে সব মালামাল ওজন বা প্যাকিং করার জন্য মজুরির প্রয়োজন হয় যেমন– ধান, চাল, পুস্তক, মেশিনারি ইত্যাদি এসব মাল ক্রেতার নিকট যেখানে হস্তান্তর করা হবে সে স্থানের কথাও পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ঞ. মাল ও মূল্যের মধ্যে সুদের কোনরূপ সংমিশ্রন থাকতে পারবে না।

হুকুম : বাইয়ে সালামের হুকুম হলো, ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনের পর مسلم إليه তথা বিক্রেতা মালিক বলে গণ্য হবে এবং رب السلم তথা অর্থ বিনিয়োগকারী ক্রেতা مسلم فيه তথা মালের মালিক বলে গণ্য হবে। মেয়াদান্তে বিক্রেতা مسلم إليه তথা মাল উপস্থিত করলে ক্রেতা কোন সংগত কারণ- ব্যতীত তা গ্রহণের অস্বীকৃতি প্রকাশ করতে পারবে না। কিন্তু ক্রেতা যদি মাল শর্ত মত না পায় বরং অসংগতিপূর্ণ পায় তবে ক্রেতা বিক্রেতাকে শর্ত মোতাবেক মাল সরবরাহ করার জন্য বাধ্য করতে পারবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) كَاتِبٌ শব্দের অর্থ কী?

(ক) লেখক (খ) কবি

(গ) শিক্ষক (ঘ) সাহিত্যিক

(২) هو কোন প্রকার ضمير ?

(ক) مرفوع متصل (খ) منصوب متصل

(গ) مرفوع منفصل (ঘ) مجرور متصل

(৩) والله بكل شيء عليم আয়াতাংশে الله শব্দটি محلا কী হয়েছে?

(ক) مرفوع　　　(খ) منصوب

(গ) مجرور　　　(ঘ) مجزوم

(৪) إذا تداينتم بدين আয়াতাংশে دين শব্দটি محلا কী হয়েছে?

(ক) مرفوع　　　(খ) منصوب

(গ) مجرور　　　(ঘ) مجزوم

(৫) معاملات-এর মধ্যে কয়টি বিষয় সম্পৃক্ত?

(ক) ৩　　　(খ) ৪

(গ) ৫　　　(ঘ) ৬

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তসমূহ উল্লেখ কর।

(খ) بيع السلم কাকে বলে? بيع السلم এর শর্তসমূহ উল্লেখ কর।

(গ) সাক্ষ্য বিধির মূলনীতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) بيع কাকে বলে? ক্রয়-বিক্রয়ের রোকন কয়টি ও কী কী? বুঝিয়ে লেখ।

৬ষ্ঠ পাঠ

আয়াতের প্রকারভেদ

মহাগ্রন্থ আল কুরআন জ্ঞানের আকর। আল্লাহ তাআলা এতে জ্ঞানের মৌলিক সকল কথা বর্ণনা করেছেন। আবার কিছু রহস্যও আছে এ কুরআনে। মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াত তার প্রকৃত প্রমাণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ঘোষণা হলো–

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ .... وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوْ الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ٧]

আয়াতের মূলবক্তব্য:

আল কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার অমীয় বাণী। এর মধ্যে অধিকাংশ আয়াত হলো মুহকামাত আর কিছু আয়াত হলো মুতাশাবিহাত বা অস্পষ্ট। সুতরাং যাদের অন্তরে সমস্যা রয়েছে তারা মুতাশাবিহাত আয়াতের অনুসরণ করে। আর যারা জ্ঞানী তারা বলে মুতাশাবিহাত আয়াতগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি।

টীকা:

فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাব-সম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেশী তথ্যানুসন্ধান ও ঘাটাঘাটি করে না বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটি ও আল্লাহ তাআলার সত্য কালাম। কিছুসংখ্যক লোক এমন ও আছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাটাঘাঁটিতে লিপ্ত থেকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। (মাআরেফুল কুরআন)

وَالرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ : জ্ঞানে গভীরতার অধিকারী কারা? এ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, এরা হলেন সুন্নত-ওয়াল জামাআত। তারা কুরআন সুন্নাহর সে ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করেন, যা সাহাবায়ে কেরাম, পরবর্তী মনীষীবৃন্দ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমায় বর্ণিত আছে। তাদের মন-মস্তিষ্ক অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও উৎসাহী নয়। তারা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ তাদের বিশ্বাস উভয় প্রকার আয়াতটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত। (মাযহারি)

আয়াতের পরিচয় :

آية শব্দটি একবচন, বহুবচনে آيات আভিধানে এর অর্থ হলো–

১. العلامة (নিদর্শন) ২. الأمارة (চিহ্ন)

পরিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় আয়াতের অর্থ হল– الآية هي الجملة من كلام الله المندرجة في سورة من القرآن

অর্থ: আয়াত হলো- আল্লাহ তাআলার কালাম থেকে পবিত্র কুরআনের সুরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত একটি বাক্যকে আয়াত বলে। (مباحث في علوم القرآن)

আয়াতের প্রকারভেদ: প্রকাশ থাকে যে, আয়াত দু' প্রকার :

১. الآيات المحكمات (স্পষ্ট আয়াত) ২. الآيات المتشابهات (অস্পষ্ট আয়াতসমূহ)

মুহকাম এর পরিচয়: মুহকাম শব্দটি الإحكام মাসদার থেকে বাব إفعال এর اسم مفعول এর ছিগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ১. الموثق (মজবুত) ২. المتقن (সুদৃঢ়) ৩. الثابت (অটল) ৪. অকাট্য।

পরিভাষায় এর অর্থ সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ।

১. আল মানার প্রণেতা বলেন– أما المحكم فما أحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل অর্থ: মুহকাম এমন বক্তব্যকে বলে যা نسخ ও তাবদিল এর সম্ভাবনামুক্ত এবং এর উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুদৃঢ়।

২. উসুলুশ শাশি গ্রন্থকার বলেন– أما المحكم فهو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلا অর্থ : মুহকাম বলা হল এমন বক্তব্যকে যা مفسر অপেক্ষা অধিকতর সুদৃঢ়। আর তার উদ্দেশ্যকৃত অর্থ এর সুদৃঢ় যে, এর বিপরীত উদ্দেশ্য নেয়া বৈধ নয়।

৩. হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন– المحكمات ناسخة আয়াতে মুহকামাত হলো মানসুখকারী- (ইবনে কাসির)

৪. হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (ﷺ) বলেন– মুহকাম হলো সেই আয়াত যার মর্মার্থ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

উদাহরণ: আল্লাহ তাআলার বাণী– إن الله على كل شيء قدير আয়াতটি যেহেতু আকিদা, তাওহিদ এবং সিফাতের বর্ণনার ব্যাপারে এসেছে। সেহেতু এতে কোনরূপ نسخ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতএব আয়াতটি محكم এর অন্তর্ভুক্ত।

মুহকাম-এর হুকুম : মুহকাম আয়াতের হুকুম বর্ণনায় আল মানার গ্রন্থকার (রহ) বলেন– وجوب العمل به من غير إحتمال অর্থ : মুহকাম এর হুকুম হচ্ছে কোনরূপ সম্ভাবনা তথা– نسخ ও تبديل -এর অবকাশ ব্যতীত এর উপর আমল করা অত্যাবশ্যক। (কাশফুল আসরার ১ম খন্ড পৃ: ২০৯)

উদাহরণ : যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী– أحل الله البيع وحرم الربا অর্থ : আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। (বাকারা : ২৭৫)

অপর আয়াতে আছে- فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ...ا لخ

অর্থ – তোমরা মহিলাদের থেকে যাকে ইচ্ছা দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চারটি বিবাহ কর। (সুরা নিসা)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ মুহকাম আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যেগুলো نسخ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

(কাশফুল আসরার ১ম খন্ড, পৃ: ২১০)

মুহকাম আয়াতের প্রকার : মুহকাম আয়াতসমূহ দুই প্রকার। যথা- (১) محكم لعينه তথা আল্লাহ তাআলার রসুল জীবিত থাকাকালেই যা মুহকাম ছিল। যেমন- آيات التوحيد এগুলো মুহকাম محكم لعينه (২) محكم لغيره যেমন- যেহেতু রসুল (স) ওফাতবরণ করেছেন, তাই এই সমস্ত আয়াতসমূহ আর কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। (কাশফুল আসরার ১ম খন্ড, পৃ: ২০৯)

মুতাশাবিহাতের পরিচয়:

মুতাশাবিহ শব্দটি التشابه মাসদার থেকে বাবে তাফাউলু এর اسم فاعل এর واحد مذكر এর ছিগাহ। অভিধানে এর অর্থ হলো- ১. المبهم (অস্পষ্ট) ২. الالتباس (মিশ্রণ) যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী-

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাজিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট। সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট।

পরিভাষায়:

১. আল মানার প্রণেতা বলেন- أما المتشابه فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه অর্থ: মুতাশাবিহ এমন বক্তব্যকে বলা হয়, যার উদ্দিষ্ট অর্থ অবগত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

২. ইমাম শাফেয়ি ও আহমদ (র) বলেন- المتشابه هو ما احتمل من التأويل وجوها অর্থ : যে শব্দ ভিন্ন তাবিলের সম্ভাবনা রাখে তাই মুতাশাবিহ।

৩. মুসাসসিরকুল শিরোমনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন- যে সকল বাক্য আহকাম শরিয়ার বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তীতে হয় তাকে মুতাশাবিহ বলে। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

৪. আব্দুল আযিম যুরকানির মতে- هو الخفي الذي لا يدرك معناه عقلا ونقلا অর্থ : মুতাশাবিহ হলো এমন গোপন বিষয় যার অর্থ জ্ঞানগত এবং যুক্তিগতভাবে বুঝা যায় না।

৫. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- المتشابه هو المحتمل مختلف التأويل অর্থ : মুতাশাবিহ এমন বক্তব্যকে বলে, যা বিভিন্ন ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে।

৬. হজরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, মুতাশাবিহ হলো সেই আয়াত যার মর্মার্থ জানা যায় না।

৭. আল্লামা জাসসাস (রহ) বলেন, যার মর্মার্থ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না, তাকে মুতাশাবিহ বলে।

মুতাশাবিহ এর হুকুম:

১. মুতাশাবিহ এর হুকুম বর্ণনায় মানার প্রণেতা বলেন– حكمه اعتقاد الحقية قبل الإصابة অর্থ: এর হুকুম হলো, কেয়ামত পর্যন্ত এর ব্যাপারে সঠিক আকিদা বা বিশ্বাস পোষণ করতে হবে। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত। এ বিশ্বাস পোষণ করতে হবে।

২. নুরুল আনওয়ার গ্রন্থকার আল্লামা মোল্লাজিওয়ান (র) বলেন, "মুতাশাবহি সম্পর্কে এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, এর মর্ম সম্পর্ক আমরা কেয়ামত পর্যন্ত অবগত হব না। কেয়ামতের পর উক্ত মর্ম প্রত্যেকের কাছেই উদঘাটন করা হবে, যদি আল্লাহ তাআলা তা ইচ্ছা করেন।" এ ব্যাপারে কথা হলো– يفعل ما يشاء অর্থ : আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তাই করেন। আর নবি করিম (ﷺ) এর ব্যাপারে মুতাশাবিহ এর বিধান হলো, তিনি এর মর্মার্থ কর্তৃক مخاطب بالمهمل তথা নিরর্থক বস্তু দ্বারা সম্বোধন আবশ্যক হয়ে পড়ে। (নূরুল আনওয়ার পৃ: ১৩৩, ১৩৪)

আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর ব্যাখ্যা জানে কিনা: মহান আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ متشابه -এর ব্যাখ্যা জানে কি না, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. **আবু হানিফার অভিমত** : ইমাম আযম আবু হানিফা (র) ও তার অনুসারিগণের মতে, মহান আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ এমনকি গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণও متشابه -এর মর্ম সম্পর্কে অবগত নন। তাঁর দলিল নিম্নরূপ-

ক. কুরআন মাজিদে আছে- فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ...الخ এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা متشابهات এর অনুসরণকে পথভ্রষ্ট লোকদের কাজ বলেছেন এবং وَالرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ আয়াতের মাধ্যমে জ্ঞানে বুৎপত্তিশীলদের কাজ আত্মসমর্পণ ও মেনে নেয়ার কথা বলেছেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় الرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ তথা জ্ঞানে পরিপক্ক আলেমগণ মুতাশাবিহাতের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত নন।

খ. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ পর্যন্ত পূর্ণ বাক্য আর وَالرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ ... الخ দ্বিতীয় আরেকটি বাক্য, যা ওয়াও (و) দ্বারা শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে আয়াতের মর্মার্থ এরূপ- উহার (মুতাশাবিহ আয়াত) প্রকৃত মর্মার্থ কেবলমাত্র আল্লাহ জানেন। আর ইলমে প্রতিষ্ঠিত পন্ডিতগণ বলেন, আমরা উহার উপর ইমান এনেছি।

২. **ইমাম শাফেয়ি (র) এর অভিমত** : ইমাম শাফেয়ি (রহ) ও অধিকাংশ মুতাযিলাদের মতে, মুতাশাবিহ সম্পর্কে দূরদর্শী আলেমগণ অবগত আছেন। তাদের দলিল নিম্নরূপ-

* আল্লাহ তাআলার বাণী– وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ আয়াতে ওয়াকফ إِلَّا اللّٰهُ এর الله শব্দের উপর হবে না, বরং فِيْ الْعِلْمِ এর উপর। আর وَالرَّاسِخُوْنَ কে الله শব্দের উপর আতফ করা

হয়েছে। সেক্ষেত্রে আয়াতের মর্মার্থ দাড়ায়– বিজ্ঞ আলেমগণ ও মুতাশাবিহ এর মর্ম অনুধাবন করতে পারেন।

* ইমাম নববিও একই মত পোষণ করেন এবং বলেন যদি তাঁরা মুতাশাবিহ এর মর্ম না জানেন তাহলে নাসিখ, মানসুখ, হালাল- হারাম ও মুহকাম সম্পর্কে জানবেন না, আর তা হতে পারে না।

* উমর ইবনে আব্দুল আযিয বলেন, ইলমে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত লোকেরা মুতাশাবিহ এর মর্ম জানেন। তাঁরা বলেন যে, আমরা তার প্রতি ইমান এনেছি।

* রুবাই ইবনে আনাস থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। (আহকামুল কুরআন,পৃ- ১৫)

মুতাশাবিহ আয়াতের প্রকারভেদ : মুতাশাবিহ দুই প্রকার। যথা–

(١) الحروف المقطعات (٢) آيات الصفات

১. الحروف المقطعات: সুরার প্রথমে উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন হরফসমূহকে الحروف المقطعات বলা হয়। এ ধরনের ১৩টি বিচ্ছিন্ন হরফ কুরআন মাজিদের ২৯টি সুরার প্রথমে রয়েছে। যেমন– الم - حم - طه - يس

২. آيات الصفات: এগুলো এমন আয়াত যার শাব্দিক অর্থ জানা যায়, কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ জানা যায় না। যেমন– يد الله فوق أيديهم - الرحمن على العرش استوى

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) محكمات শব্দের অর্থ কী?

(ক) সুস্পষ্ট (খ) সুন্দর
(গ) সাজানো (ঘ) অস্পষ্ট

(২) أُنزل কোন ছিগাহ?

(ক) واحد مذكر غائب (খ) واحد مذكر حاضر
(গ) واحد متكلم (ঘ) واحد مؤنث غائب

(৩) أُنزل عليك الكتاب আয়াতাংশে الكتاب শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

(ক) فاعل (খ) مفعول
(গ) مبتدأ (ঘ) خبر

(৪) মুতাশাবিহ আয়াত কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

(৫) محكم শব্দের অর্থ কী?

(ক) মজবুত (খ) দূর্বল

(গ) সাদৃশ্যপূর্ণ (ঘ) নিদর্শন

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) الأيات المحكمات বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।

(খ) الايات المتشابهات কাকে বলে? এর হুকুম বর্ণনা কর।

(গ) فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) মুহকাম আয়াতের প্রকারসমূহ বিস্তারিত লেখ।

৭ম পাঠ

ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা

মানব জাতিকে সত্যের পথে চালাতে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নানা শরিয়ত দান করেছেন। সে ধারাবাহিকতার সর্বশেষে সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলামকে নির্বাচন করা হয়েছে। এবং মহানবি (ﷺ) এর বিদায় হজ্বে এ ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়েছে। তাই, এখন ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ .... وَاللهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ [آل عمران: ١٩، ٢٠]

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ .... الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ} [آل عمران: ٨٥، ٨٦]

মূলবক্তব্য : সুরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইসলামকে গ্রহণযোগ্য এবং একমাত্র জীবন ব্যবস্থা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করবে কেবল তারাই সঠিক পথ পাবে। ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম পরিত্যাজ্য।

শানে নুজুল :

মুজাহিদ (র) বলেন– আলোচ্য আয়াত হারিস ইবনে সুয়াইদ (رضي الله عنه) যিনি ছিলেন হুল্লাছ ইবনে সুয়াইদ এর ভাই। সে ছিল আনসারি সাহাবি। সে বার জন সঙ্গীসহ মুরতাদ হয়ে গেল। মক্কায় কাফেরদের সাথে মিলিত হল। অতঃপর সুরা আলে ইমরানের ৮৫নং আয়াত নাজিল হয়। এরপর তিনি তার ভাইয়ের নিকট চিঠি লিখে পাঠালেন যে, তার জন্য তওবার কোন পথ আছে কিনা। আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন, আয়াত নাজিলের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (তাফসিরে মুনির ৩য় খন্ড, ২৮৪নং পৃ:)

টীকা :

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য দীন হলো ইসলাম। ইসলাম ব্যতীত আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ধর্ম নেই। আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে যে নবি রসুল প্রেরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ধর্ম ছিল ইসলাম। সবকিছু জেনে শুনে যারা আল্লাহ তাআলার দীনের প্রতি কুফরি করে তাদের জানা উচিত আল্লাহ সকল বিষয়ে হিসাব রাখেন। (তাফসিরে মুনির, ৩য় খণ্ড)

دين শব্দটির ব্যাখ্যা : আভিধানিক অর্থ : আরবি ভাষায় دين শব্দটির অনেক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অর্থ হলো- রীতি ও পদ্ধতি। (মাআরেফুল কুরআন)

পারিভাষিক অর্থ : কুরআনের পরিভাষায় دين সেসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয়, যা হজরত আদম (عليه السلام) থেকে শুরু করে শেষ নবি হজরত মুহাম্মাদ (ﷺ) পর্যন্ত সব পয়গম্বর কোন ব্যক্তির এর মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন)

দীন বিধিসম্মত হওয়ার জন্য দুটি দিক বিবেচ্য। যথা- (১) আকিদা শুদ্ধ হওয়া এবং আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ বলে মেনে নেয়া (২) সঠিক নিয়ত এবং নেক আমলের মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা। (তাফসিরে মুনির, ৩য় খণ্ড)

إسلام পরিচয় : إسلام শব্দটি বাব إفعال এর মাসদার سلم মূল ধাতু থেকে উৎকলিত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- আল্লাহ তাআলার নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তার অনুগত হওয়া। তাফসিরে মুনিরে বলা হয়েছে- السلام বা শান্তি, الصلح বা সন্ধি হওয়া, الخضوع বা বিনয়ী হওয়া, الانقياد بالله বা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা। যেমন, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

{وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النساء: ١٢٥]

পারিভাষিক অর্থ :

১. প্রত্যেক পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের আনিত বিধি বিধানের আনুগত্য করার নামই ইসলাম। (معارف القرآن)

২. إظهال الخضوع والقبول لما اتى به محمد صلى الله عليه وسلم

মুহাম্মদ সা. যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা ও তা গ্রহণ করা।

পূর্ণাঙ্গ ইসলামের স্বরূপ: দীন ইসলাম ৩টি বিষয়ের সমন্বিত রূপ। যথা-

১. আকায়েদ
২. ইবাদত এবং
৩. এহসান বা তাসাউফ।

আকায়েদ বলতে ইমান বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের মতবাদে বিশ্বাসী পারিবারিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবনে ইসলামের বিধি বিধান বাস্তবায়ন করা এবং এহসান বলতে আত্মাকে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করে সৎগুণাবলি দ্বারা সুসজ্জিত করাকে বুঝায়। এহসানকে তাসাউফও বলে। (হাদিসে জিবরাইল অনুসরণে)

ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয় : প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তার আনীত বিধানই ছিল দীন ইসলাম এবং আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য ধর্ম। পরিশেষে দীনে মুহাম্মাদিই "ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে। যা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে। রসুল (স) আবির্ভাবের পর কুরআন ও তার শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য অন্য কোন ধর্ম নয়। অন্য সকল ধর্ম একের পর এক রহিত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিবৃত হয়েছে। (معارف القرآن) যেমন: আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: ٨٥]

কেউ ইসলাম ব্যতিত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। (আলে ইমরান: ৮৫)

ইসলামেই মুক্তি নিহিত : প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও তার রসুলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত তার কোন কর্ম ধর্তব্য নয়। যেমন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন- فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا সুতরাং, কেয়ামতের দিন তাদের জন্য ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখব না।

হাদিস শরিফে এরশাদ হচ্ছে-

عَنْ أَبِى مُوْسَى الأَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ سَمِعَ بِىْ مِنْ أُمَّتِى أَوْ يَهُوْدِىٌّ أَوْ نَصْرَانِىٌّ فَلَمْ يُؤْمِنْ بِى لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ »

হজরত আবু মুসা আশয়ারি (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : রসুলে করিম (ﷺ) বলেন : আমার উম্মতে যে কেউ সে ইহুদি হোক আর নাসারা হোক আমার কথা শুনল কিন্তু আমার প্রতি ইমান আনল না সে জান্নাতে যেতে পারবে না। (আহমদ-২০০৬৩)

জীবন সমস্যা সমাধানে ইসলাম : মুসলমানদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয় জীবন কেমন হবে? এ সকল জীবনের পূর্ণাঙ্গ সমাধান রয়েছে ইসলামে। আল্লাহ পাক বলেন-

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ এ কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি। (আনআম : ৩৮)

আল কুরআন যে মানুষকে আলোর পথ দেখায় সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে-

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

আলিফ-লাম-রা, এই কিতাব, এটা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে বের করে আনতে পারেন অন্ধকার হতে আলোকে, তাঁর পথে যিনি পরাক্রমশালী, প্রসংসার্হ। (ইবরাহিম : ১)

বুঝা গেল, এ কিতাব মানুষের ব্যক্তি চরিত্রকে উন্নত করে। এজন্য বলা হয় এ কিতাব هدى للناس তথা সমস্ত মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক।

পারিবারিক জীবনে ইসলাম :

পারিবারিক জীবনের সুন্দর দিক নির্দেশনাও ইসলাম দিয়ে থাকে। যেমন- وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ তোমরা স্ত্রীদের সাথে ন্যায় সংগত আচরণ কর। (সুরা নিসা) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ তাদের উপর পুরুষের যেমন অধিকার আছে, ঠিক তদ্রূপ অধিকার তাদের জন্যও আছে। (সুরা নিসা)

সমাজ জীবনে ইসলাম :

সামাজিক জীবনে কেমন ভাবে চলতে হবে সে দিক নির্দেশনা ইসলামে দেয়া হয়েছে। যেমন-

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

আর তোমরা সদ্ব্যবহার কর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিনদের সাথে এবং মানুষের সাথে সুন্দর কথাবার্তা বলো। এমনকি বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর সাথে কি আচরণ করতে হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। যেমন–

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

আর সদ্ব্যবহার কর পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, আত্মীয় বা অনাত্মীয় এবং সহকর্মী, পথিক ও দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই দাম্ভিক অহংকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (সুরা নিসা)।

অর্থনৈতিক জীবনে ইসলাম: অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য হলো– أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। লেনদেন সম্পর্কে বলা হয়েছে– يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ -হে ইমানদারগণ, যদি তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে অর্থ-লেনদেন কর তবে তা লিখে রাখ। (সুরা বাকারা)

সামরিক জীবনে ইসলাম : সামরিক জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

আর তোমরা তোমাদের এবং আল্লাহ তাআলার শত্রুদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে তীর ও ঘোড়ার শক্তি যথাসম্ভব সঞ্চয় কর। (সুরা তাওবা)

ধর্মীয় জীবনে ইসলাম : ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে– اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً তোমরা ইসলামে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রবেশ কর।

আন্তর্জাতিক জীবন ইসলাম : আন্তর্জাতিক জীবন সম্পর্ক বলা হয়েছে– وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا তোমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহ রজ্জুকে আকড়ে ধর এবং পৃথক হয়ো না। (সুরা আলে ইমরান) মোটকথা, ইসলাম হলো মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) দীন ইসলাম কয়টি বিষয়ের সমন্বিত রূপ?

(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

(২) العلم শব্দটি কোন ধরনের اسم ?

(ক) مصدر (খ) مرة
(গ) مشتق (ঘ) موصول

(৩) جاء শব্দের মূল অক্ষর কী?

(ক) ج+ا+ء (খ) ج+ي+ء
(গ) ج+و+ء (ঘ) ج+ء+ي

(৪) فلن يقبل منه আয়াতাংশে يقبل এর محل الإعراب কী?

(ক) مرفوع (খ) منصوب
(গ) مجرور (ঘ) مجزوم

(৫) دين শব্দের অর্থ কী?

(ক) রীতি (খ) ধর্ম
(গ) কর্ম (ঘ) জীবন

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) ইসলাম বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।
(খ) পূর্ণাঙ্গ ইসলামের স্বরূপ বর্ণনা কর।
(গ) ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه আয়াতের শানে নুজুল লেখ।
(ঘ) ان الدين عند الله الاسلام আয়াতাংশের ব্যাখ্যা কর।

৮ম পাঠ
ইতায়াতে রসুল (সা.)

আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্কের সেতু বন্ধনের মাধ্যম হলেন নবিগণ। তাই নবিদের আনুগত্য মানেই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। ইসলামে মহানবি (ﷺ) এর অনুসরণ এবং আনুগত্যকে ফরজ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ .... لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ} [آل عمران: ٣١، ٣٢]

মূল বক্তব্য :

পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভালবাসার একমাত্র মাধ্যম হলো রসুল (ﷺ) কে ভালবাসা এবং তার অনুসরণ করা আর রসুল (ﷺ) এর আনুগত্যের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ তাআলার ভালবাসা পাওয়া সম্ভব। আল্লাহ বান্দাহকে ভালবাসেন এবং গুণাহ মাফ করে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। কারণ তিনি বান্দাহর প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। আর অনুসরণের প্রকাশ পায় আনুগত্য করার মাধ্যমে । এজন্য মহান আল্লাহ তাআলা তার রসুল (ﷺ) এর আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য আদেশ করেছেন। একমাত্র কাফেররাই রসুল (ﷺ) এর আনুগত্য প্রকাশ করে না। যদি কেউ রসুল (ﷺ) এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাদের বাসস্থান হবে একমাত্র জাহান্নাম।

শানে নুজুল :

১. ইমাম দাহ্হাক (র.) বলেন, হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, একদা রসুল (ﷺ) মসজিদে হারামে ছিলেন, তিনি দেখলেন, কুরাইশরা মূর্তি স্থাপন করে তাকে সাজদা করছে। তিনি বললেন, হে কুরাইশরা, আল্লাহ তাআলার কসম তোমরা হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) এর ধর্মের বিরোধিতা করছ। অতঃপর কুরাইশরা বলল, আমরা এগুলোর ইবাদত করছি একমাত্র আল্লাহ তাআলার ভালবাসার জন্য, যেন এরা আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়। তখন আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাফসিরে কবির খন্ড: ৮ পৃ: ১৬)

২. ইমাম বাগাবি (র.) বলেন, এটা ইহুদি এবং নাসারাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, তারা বলত আমরা আল্লাহ তাআলার পুত্র এবং আল্লাহ তাআলার ভালবাসার লোক। তাদের একথার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসিরে মাজহারি: খ : ১ পৃ: ৪৬০)

৩. হজরত বকর ইবনে আসওয়াদ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান বসরি (র.) কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, রসুল (ﷺ) এর সময়ে একদল লোক বলত, হে মুহাম্মদ (ﷺ) আমরা আমাদের প্রভুকে ভালবাসি, তখন আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন । (তাফসিরে তাবারি, খ: ৩ পৃ: ২৮৪)

ইতায়াতে রসুল এর পরিচয় :

إطاعة الرسول আরবি যৌগিক শব্দ। إطاعة ও الرسول এর সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে শব্দদ্বয়ের পরিচয় প্রদান করা হল।

ইতায়াত (إطاعة) এর আভিধানিক অর্থ : إطاعة শব্দটি এসমে মাসদার । এটি طوع শব্দমূল থেকে নির্গত এর আভিধানিক অর্থ হলো- الانقياد বা আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, الموافقة সমর্থন।

ইতায়াত (إطاعة) এর পারিভাষিক অর্থ :

১. ইমাম জুরজানি (র.) বলেন, আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মতে, ইতায়াত হলো, কোন বিষয়ের সামঞ্জস্যতা।
২. ইমাম কাফাবি এর মতে, আদিষ্ট বিষয় করা যদিও সেটা মুস্তাহাব বিষয় হয়, আর নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা যদিও সেটা মাকরুহ বিষয় হয়।
৩. ইমাম মুনাবি বলেছেন, ইতায়াত হল প্রত্যেক ঐ বিষয় যার মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন এবং নৈকট্য লাভ করা যায়।

রসুল এর পরিচয়:

আভিধানিক অর্থ: رسول শব্দটি একবচন, বহুবচন হল رسل এর আভিধানিক অর্থ : المرسل তথা-প্রেরিত পুরুষ, আদিষ্ট ব্যক্তি ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ: রসুল প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ শরিয়ত প্রদান করেছেন। তিনি সে অনুযায়ী আমল করেন এবং সেটা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

ইতাআতে রসুল (إطاعة الرسول) -এর যৌগিক অর্থ : ইতাআতে রসুল এর যৌগিক অর্থ হলো- রসুল এর আনুগত্য করা । এখানে রসুল বলে শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ) উদ্দেশ্য।

ইতাআত এবং ইবাদাত মধ্যে পার্থক্য : উল্লেখ্য যে, ইতাআত করতে হয় আল্লাহ ও তাঁর রসুল (ﷺ) এর। পক্ষান্তরে, ইবাদাত করতে হয় শুধু মহান আল্লাহ তাআলার। ইতাআত এবং ইবাদতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে (إطاعة) ইতায়াত এবং ইবাদাত (عبادة) এর মধ্যকার মৌলিক কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হল-

১. কাফাবি (র.) এর মতে, ইতায়াত (إطاعة) হলো عام বা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ অপর দিকে (عبادة) ইবাদত হলো خاص বা নির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ।

২. তার মতে (إطاعة) ইতায়াত শব্দটি আল্লাহ তাআলার আদেশ মান্য করা এবং অন্য যে কারো আদেশ মান্য করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে, ইবাদত শব্দটি শুধমাত্র আল্লাহ তাআলার তাজিম এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩. আবু হেলাল এর মতে, অর্পিত কাজ ইচ্ছাকারীর ইচ্ছা অনুযায়ী করাকে বলা হয় ইতায়াত। অপরদিকে عبادة হল বিনয়ের পরিপূর্ণ রূপ যার মাধ্যমে চূড়ান্ত ফলাফল এর অধিকারী হওয়া যায়।

৪. إطاعة আল্লাহ তাআলার এবং যে কারোর জন্য হতে পারে। অপর দিকে عبادة শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হবে। (নাদরাতুন নাইম, খ: ৭, পৃ: ২৬৭৪)

(إطاعة) ইতায়াত এবং (اتباع) ইত্তেবা এর মধ্যে কিছু পার্থক্য : ইতায়াত এবং এত্তেবার মাঝে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

১. ইতায়াত দ্বারা হুকুমগত বিষয়কে বুঝায়, আর (اتباع) এত্তেবা দ্বারা কর্মগত বিষয়কে বুঝায়।

২. মাজাজিভাবে إطاعة শব্দটি (اتباع) ইত্তেবা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মহান আল্লাহ তাআলা তার রসুলের ক্ষেত্রে إطاعة এবং اتباع উভয়ের কথাই বলেছেন। যেমন বলা হয়েছে- (فاتبعوني) তোমরা আমাকে অনুসরণ কর। অর্থাৎ রসুল (ﷺ) এর অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন أطيعوا الله و الرسول অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ এবং রসুল এর আনুগত্য কর।

সুতরাং বুঝা যায়, রসুল (ﷺ) এর (اتباع) ইত্তেবা এবং (إطاعة) ইতায়াত উভয়ই করতে হবে। অর্থাৎ তার সুন্নাত এবং তার কথাবার্তা সবকিছুর অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে।

ইতায়াত এর হুকুম : রসুল (ﷺ) এর ইতায়াত করা ফরজ। এটা কুরআন এবং হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত। যেমনিভাবে إطاعة করা ফরজ মহান আল্লাহ তাআলার। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন। وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা কৃপা লাভ করতে পার। (আলে ইমরান) অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ অর্থাৎ কেউ আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। (নিসা : ৮০)

এ প্রসঙ্গে রসুল (ﷺ) বলেছেন, مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ অর্থাৎ, যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য করল, আর যে আমার অবাধ্য হল সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হল। (মুসলিম, ৪৮৫২)

উপরোক্ত হাদিস এবং আয়াতগুলো থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে রসুল (ﷺ) এর আনুগত্য করা আবশ্যক।

(إطاعة الرسول) ইতায়াতে রসুল এর গুরুত্ব :

রসুল (ﷺ) এর এতাআতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর ইতায়াত ইমানের প্রধান অঙ্গ। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

(إطاعة) ইতায়াত না করলে আমল বাতিল হয়ে যাবে : রসুল এর ইতায়াত থেকে যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার আমল নষ্ট করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। যেমন কালামে হাকিমে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

{يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣]

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করো না।

(মুহাম্মদ : ৩৩)

রসুলের (إطاعة) ইতায়াত না করলে আল্লাহর ইতায়াত হবে না : এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে এসেছে,

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا – صلى الله عليه وسلم – فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا – صلى الله عليه وسلم – فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمُحَمَّدٌ – صلى الله عليه وسلم – فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ

অর্থাৎ, যে মুহাম্মদ (ﷺ) এর আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মদ (ﷺ) এর অবাধ্যচারণ করল, সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যচারণ করল। মুহাম্মদ (ﷺ) হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যকারী। (বুখারি : ৭২৮১)

আল্লাহ তাআলার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ধমক : যদি কেউ রসুল (ﷺ) এর ইতায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা তার ভালবাসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। আল্লাহ তাআলা তার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করার ধমক প্রদান করেছেন। কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন-

{قُلْ أَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِيْنَ} [آل عمران: ٣٢]

বলুন, 'আল্লাহ ও রাসুলের অনুগত হও।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখো, আল্লাহ তো কাফিরদেরকে পছন্দ করে না। (আলে ইমরান : ৩২)

অন্য আয়াতে এসেছে, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ অর্থাৎ, যে রসুল (ﷺ) এর আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করল।

হাদিস শরিফে এসেছে, রসুল (ﷺ) বলেন, مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করল, আর যে আমার অবাধ্যচারণ করল, সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যচারণ করল। (মুসলিম : ১৪৬৬)

ইতায়াতে রসুল (إطاعة الرسول) এর ফজিলত : রসুল (ﷺ) ইতায়াতের অনেক ফজিলত রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় ফজিলত হলো জান্নাতের সুসংবাদ।

রসুল (ﷺ) এর ইতায়াতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের রাস্তা তৈরি হয়। যারা রসুল (ﷺ) এর অনুসরণ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ

করেছেন। {وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا} [النساء: ١٣]

কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। (নিসা : ১৩)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

{وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُوْلَٰئِكَ رَفِيْقًا } [النساء: ٦٩]

আর কেউ আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করলে সে নবি, সত্যনিষ্ঠ, শহিদ ও সৎকর্মপরায়ণ–যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন–তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কত উত্তম সঙ্গী। (নিসা : ৬৯)

এ সম্পর্কে নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন: من أطاعني دخل الجنة যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে যাবে। (মেশকাত শরিফ)

ইতায়াতের ফায়দা : ইতায়াতের অনেক ফায়দা রয়েছে। নিম্নে ইতায়াতের কয়েকটি ফায়দা উল্লেখ করা হলো–

১. জান্নাত অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

২. ইতায়াত হলো সঠিক বান্দার পরিচয়।

৩. অন্তরে হিদায়াতের নুর বসে।

৪. আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও তার মুহাব্বত জন্মে

৫. বক্রতা দূর হয় আর নেয়ামত অর্জন হয়।

৬. গুণাহের প্রতি ঘৃণা জন্মে।

৭. শেষ ভাল হওয়ার লক্ষণ।

৮. ধর্মের ব্যাপারে সত্যায়নের দলিল।

৯. রসুল (ﷺ) এর এত্তেবা হয়।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) أَطِيعُوا শব্দের অর্থ কী ?

(ক) তুমি মনোযোগ দাও (খ) তুমি শোন
(গ) তোমরা অনুসরণ কর (ঘ) তুমি অনুসরণ কর।

(২) يحب কোন ছিগাহ?

(ক) واحد مذكر غائب (খ) واحد مذكر حاضر
(গ) واحد مؤنث حاضر (ঘ) واحد مؤنث غائب

(৩) قل أَطِيعُوا اللّٰه আয়াতাংশে الله শব্দটি তারকিবে কী হয়েছে?

(ক) نائب الفاعل (খ) مفعول
(গ) خبر (ঘ) مبتدأ

(৪) يغفر শব্দের অর্থ কী?

(ক) তিনি দূর করবেন (খ) তিনি ক্ষমা করবেন
(গ) তিনি দেখবেন (ঘ) তিনি হেফাজত করবেন।

(৫) اتبعوا শব্দের ছিগাহ কী?

(ক) جمع مذكر غائب (খ) جمع مذكر حاضر
(গ) واحد مؤنث حاضر (ঘ) واحد مؤنث غائب

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ... الخ আয়াতের শানে নুজুল লেখ।

(খ) إطاعة الرسول বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।

(গ) ইতাআত ও ইবাদাত এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর।

(ঘ) إطاعة الرسول এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

৯ম পাঠ

বাইতুল্লাহ

আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীতে তাঁর নিদর্শন স্বরূপ কাবাকে স্বীয় ঘরের মর্যাদা দিয়ে জগৎবাসী মুসলমানদের কিবলা বানিয়েছেন, এবং প্রতি বছর সামর্থবানদের জন্য উহার প্রতি হজ্ব করার বিধান করেছেন।
বাইতুল্লাহর মর্যাদাও গুরুত্ব সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে—

{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ .... فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ} [آل عمران: ٩٦، ٩٧]

মূল বক্তব্য:

সুরা আলে ইমরানের আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তাআলা কাবা শরিফের প্রাচীনত্ব ও তার বরকতময়তার কথা উল্লেখ করে তার প্রতি সক্ষমদেরকে হজ্ব পালনের হুকুম দিয়েছেন এবং উপসংহারে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করবেনা তারা অকৃতজ্ঞ বান্দা।

শানে নুযুল:

ইমাম কুরতুবি (র.) তাবেয়ি হজরত মুজাহিদ (র.) হতে বর্ণনা করেন, একদা মুসলমানগণ ও ইহুদিরা পরস্পর গর্ব করল। ইহুদিরা বলল بيت المقدس উত্তম এবং তা কাবা হতেও মহান। কারণ তা অসংখ্য নবিদের হিজরত স্থল ও পবিত্রভূমিতে অবস্থিত। তখন মুসলমানগণ বলল না, বরং কাবা শরিফই সর্বোত্তম। এ ঘটনা রসুল (ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছলে এ আয়াতটি নাজিল হয়। (কুরতুবি, রুহুল মাআনি)

টীকা:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ ...الخ

নিশ্চয়ই প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য স্থাপিত হয়েছে। এখানে প্রথম ঘর বলে الكعبة। উদ্দেশ্য আর প্রথম ঘর বলে কি বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যথা–

১। তাবিয়ি মুজাহিদ (র.) ও কাতাদা (র.) বলেন– এটাই পৃথিবীতে প্রথম ঘর। এর পূর্বে কোন ঘর ছিলনা। ইবাদতের জন্যেও না এবং বসবাসের জন্যও না।

অতঃপর আদম (عليه السلام) উহা নির্মাণ করেন। সুতরাং এটাই প্রথম ঘর। যেমন– বায়হাকি শরিফে বর্ণিত এক হাদিসে রসুল (ﷺ) বলেন, হজরত আদম (عليه السلام) ও বিবি হাওয়া (আ.) এর পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ তাআলা জিবরাইল (عليه السلام) এর মাধ্যমে তাদেরকে কাবা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তাদেরকে তা তাওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয় এবং বলা হয় আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ যা মানবমন্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। (ইবনে কাসির)

২। কিন্তু হজরত আলি (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে প্রথম ঘর বলে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের জন্য নির্মিত প্রথম ঘর বুঝানো উদ্দেশ্য। কেননা বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি ইতিপূর্বেই নির্মিত হয়েছিল। যেমন– বুখারি ও মুসলিম শরিফে উল্লেখ আছে, হজরত আবু জর গিফারি (رضي الله عنه) বলেন– আমি রসুল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহ তাআলার রসুল (ﷺ) ! পৃথিবীতে কোন মসজিদ প্রথমে স্থাপিত হয়েছে? তিনি বললেন المسجد الحرام আমি বললাম অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন المسجد الأقصى [ইমাম আবুল ফেদা ইসমাইল ইবনে কাসির (র.) বলেন এ মতটিই (২য়টি) সঠিক। (ابن كثير)]

কাবা শরিফ মোট কতবার নির্মিত হয়েছে:

তাফসিরে রুহুল মাআনিতে বলা হয়েছে, কাবা শরিফ সর্বমোট ১০ বার নির্মিত হয়েছে। যথা–

১. কাবার সর্বপ্রথম নির্মাতা ফেরেশতাগণ, আদম (عليه السلام) এর নির্মাণের ২ হাজার বছর পূর্বে তারা নির্মাণ করেছিলেন।

২. অতঃপর আদম (عليه السلام)

৩. অতঃপর শিছ (عليه السلام)

৪. অতঃপর ইব্রাহিম (عليه السلام)

৫. অতঃপর আমালেকা গোত্র।

৬. অতঃপর জুরহাম গোত্র।

৭. অতঃপর কুছাই বিন কিলাব।

৮. অতঃপর কুরাইশ গোত্র। এ সময় রসুল (ﷺ) নির্মাণ কাজে সহযোগিতা করেছিলেন।

৯. অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর।

১০. অতঃপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

কোন এক কবি বলেন-

بنى بيت رب العرش عشر فخذهمو + ملائكة الله الكرام ثم آدم

فشيث فإبراهيم ثم عماليق + قصي و قريش قبل هذين جرهم

فعبد الله بن الزبير بنى كذا + بنى حجاج و هذا متمم

কাবা শরিফের ১১তম নির্মান কাজ করেন তুরস্কের সুলতান মুরাদ খান।

কাবা চত্বর বা মসজিদে হারামের ইতিহাস: কাবা শরিফের চারপাশে অবস্থিত মসজিদকে المسجد الحرام বলা হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মসজিদের হারামের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মক্কা বিজয়ের পর থেকে হজরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর খেলাফতকালের শেষ পর্যন্ত কাবার পার্শ্ববর্তী তাওয়াফের জায়গাটিই মসজিদে হারাম বলে পরিচিত ছিল।

১. সর্বপ্রথম হিজরি ১৭ সালে হজরত উমার (ﷺ)ই মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ ও নির্মাণ করেন। তিনি কাবার আশেপাশের কয়েকটি বাড়ি ক্রয় করে মসজিদে হারামের দেয়াল নির্মাণ করেন।

২. এরপর ২৬ হিজরি সালে হজরত উসমান (ﷺ) আরো কিছু বাড়ি ক্রয় করে মসজিদে হারাম সম্প্রসারণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে ছায়াদার ছাতার ব্যবস্থা করেন।

৩. মসজিদে হারামের ৩য় সম্প্রসারণ কাজ করেন হজরত আব্দুল্লাহ বিন জোবায়ের (ﷺ)। তিনি কাবা পুনঃনির্মানের সাথে সাথে মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের কাজ করেন। তার নির্মিত মসজিদে হারামের আয়তন ছিল ৩২৪০০ বর্গহাত। এরপরে মসজিদে হারামের সংস্কারের কাজে হাত দেন আ. মালেক বিন মারওয়ান। তিনি মসজিদে হারামের দেয়াল গুলি উচু করেন এবং টিনের দ্বারা উহার ছাদ দেন।

৪. হিজরি ৯১ সালে ওয়ালিদ বিন আ. মালেক পিতার সংস্কার কর্ম ভেঙ্গে ৪র্থবার মসজিদে হারামের সম্প্রসারণ ও সংস্কার করেন। তিনি মসজিদে হারামের মজবুত ইমারত নির্মাণ করেন এবং মিসর ও সিরিয়া থেকে মার্বেল পাথরের খুটি আনেন। কারুকার্য খচিত কাঠ দ্বারা তিনি মসজিদে হারামের ছাদ নির্মান করেন।

৫. মসজিদে হারামের ৫ম সম্প্রসারণ কাজ করেন ১৩৭ হিজরিতে আব্বাসিয় খলিফা আবু জাফর মানসুর। তিনি উত্তর ও পশ্চিম দিকের ঘরবাড়ি গুলো কিনে সে জমিনগুলো মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত করেন। তার আমলে মসজিদে হারাম পূর্বের চেয়ে দ্বিগুন বড় করা হয়। তিনিই প্রথম মসজিদের উত্তর পশ্চিম কোনে মিনার তৈরি করেন।

৬. ৬ষ্ঠ সম্প্রসারণ কাজ করেন ১৬০ হিজরিতে খলিফা আল মাহদি। ৯ বছর সম্প্রসারণ কাজ চলে। তিনি চার পাশ থেকেই মসজিদকে বড় করেন। ৩ কোটি ৫ লাখ দিনার ব্যয় করে ১ লক্ষ ২০ হাজার বর্গহাত আয়তনের মসজিদ নির্মান করেন। যা পূর্বের মোট আয়তনের ২গুন।

৭. ৭ম সম্প্রসারণ করেন ২৮১ হিজরি সালে খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ।

৮. মসজিদে হারামের ৮ম সম্প্রসারণ করেন ৩০৬ হিজরি সালে খলিফা মুকতাদির বিল্লাহ। এরপর কয়েক বার সংস্কার কাজ হলেও সম্প্রসারণ কাজ হয়নি।

৯. মসজিদে হারামের ৯ম সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয় ১৯৫৫ সালে বাদশাহ সউদ বিন (رحمه الله) আযিযের আমলে। ২০ বছর ধরে সম্প্রসারণ কাজ চলে। বেজমেন্টসহ তিন তলা মসজিদের আয়তন ১লাখ ৬০ হাজার ১৬৮ বর্গ মিটার। পূর্বে এর আয়তন ছিল ১৯ হাজার ১২৭ বর্গ মিটার। এই সম্প্রসারণে মোট ৬২১ মিলিয়ন ৬ লাখ ৪২ হাজার রিয়াল ব্যয় হয়। সম্প্রসারণের পর এতে ৪ লাখ লোক এক সাথে নামাজ পড়তে পারত। এ সময়ে ৯০ মিটার উচু ৭টি মিনারা তৈরী করা হয় এবং মাতাফকে আগের চেয়ে ৩০০ গুণ বৃদ্ধি করা হয়। পূর্বে মাতাফে একসাথে সাড়ে তিন হাজার লোক তাওয়াফ করতে পারত। এই সম্প্রসারণের পর ৭ হাজার লোক এক সাথে মাতাফে তাওয়াফ করতে পারত। এছাড়াও মসজিদে হারামকে আধুনিকায়ন করা হয়।

১০. মসজিদে হারামের ১০ম সম্প্রসারণ কাজ শুরু হয় ১৪০৯ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৮ সালে বাদশাহ ফাহাদ বিন আ. আযিযের আমলে। মসজিদে হারামের পশ্চিমে সুকে ছগির নামক বাজার ও পার্শ্ববর্তী ঘর ভেঙ্গে মোট ২১ হাজার ৭৩০ বর্গ মিটার জায়গা অধিগ্রহণ করা হয় এবং সেখানে পূর্বের মসজিদের কারুকার্যের সাথে মিল রেখে বেজমেন্টসহ ৩ তলা মসজিদ নির্মান করা হয়। সম্প্রসারণের পর মসজিদে হারামের বর্তমান আয়তন ৩লাখ ৯ হাজার বর্গ মিটার এবং এতে মোট ৬লাখ ৫ হাজার মুসল্লি এক সাথে নামাজ পড়তে পারে। এ আমলে নতুন সম্প্রসারিত অংশে আরো ২টি মিনারা নির্মাণ করা হয়। ফলে মোট মিনারা সংখ্যা দাড়ায় ৯টিতে। মসজিদের ছাদে উঠার জন্য ২টি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সিড়ি নির্মাণ করা হয় যা

দ্বারা প্রতি ঘন্টায় ১৫ হাজার লোক ছাদে উঠতে পারে। এছাড়াও অনেকগুলি সাধারণ সিড়ি আছে। মসজিদে হারামে রেডিও এবং টিভি নেটওয়ার্ক এবং মাইক্রোফোনসহ যাবতীয় আধুনিক ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। [মক্কা শরিফের ইতিহাস]

১১. বাদশাদ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে ১১তম সম্প্রসারণের কাজ চলছে।

কাবার ফজিলত: কাবা শরিফের মর্যাদা ও ফজিলত অনেক। যথা –

১। কাবার দিকে দৃষ্টিপাত করা একটা ইবাদত। যেমন হাদিসে আছে– النظر إلى الكعبة عبادة অর্থ- কাবার দিকে দৃষ্টিপাত করা এক প্রকার ইবাদত।

২। হাদিসে আরো আছে, عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن الله تعالى ينزل في كل يوم وليلة عشرين ومئة رحمة ينزل على هذا البيت ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين (المعجم الكبير) রসুল (ﷺ) বলেন, প্রতি দিন ও রাতে এই ঘরের উপর ১২০টি রহমত নাজিল হয়। তন্মধ্যে ৬০টি তাওয়াফকারীদের জন্য, ৪০টি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং ২০টি কাবার প্রতি দৃষ্টিপাতকারীদের জন্য।

৩। হজরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) বলেন,

من دخل البيت دخل في حسنة و خرج من سيئة مغفورا (البيهقي)

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ঘরে প্রবেশ করে সে নেক ও কল্যাণের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যখন বের হয় তখন গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে বের হয়।

৪। অন্য হাদিসে আছে, রসুল (ﷺ) বলেন;

مَنْ طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أُسْبُوْعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ. لاَ يَضَعُ قَدَمًا وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرٰى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً (الترمذي)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিসাব করে এক সপ্তাহব্যাপী কাবা শরিফ তাওয়াফ করে সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান সওয়াব পাবে, তিনি আরো বলেন, সে ব্যক্তি প্রতি কদম উঠানো ও নামানোর দ্বারা তার একটি গোনাহ মাফ হয় এবং একটি নেকি লেখা হয়।

৫। তিরমিজি শরিফের অন্য হাদিসে আছে–

مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (الترمذي)

যে ব্যক্তি ৫০ বার বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে সে সদ্যভূমিষ্ট নিষ্পাপ শিশুর মত পাপমুক্ত হয়ে যায়।

৬। কাবা শরিফের মর্যাদা এত বেশি যে, এর মর্যাদার কারণে এর দিকে মুখ করে বা পিছন ফিরে পেশাব বা পায়খানা করা সম্পূর্ণ হারাম। এটি শূন্য ময়দানে হোক বা ঘরের ভিতর হোক।

মোট কথা কাবার মর্যাদা অনেক বেশি। তাই কাবার দিকে পা ছড়িয়ে বসা বা উহার দিকে পিক ফেলা উভয় মাকরুহ। কাবার মর্যাদার জন্যই প্রতিবছর উহাকে রেশমী সুতার দামী গেলাফ পরানো হয়। কাবার প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো সকলের জন্য ফরজ।

بِبَكَّةَ : মক্কা নগরীতে। আল্লামা ইবনে কাসির (র.) বলেন– بَكَّةَ মক্কার একটি প্রসিদ্ধ নাম। এ অর্থে مَكَّةَ ও بَكَّةَ একই স্থানের ২টি নাম। মক্কাকে بَكَّةَ বলার কারণ হলো– بَكٌ মানে চূর্ণ বিচূর্ণ করা। যেহেতু এ নগরীতে জালেম ও আল্লাহদ্রোহীরা সদা লাঞ্ছিত হয়। কেউ একে ধ্বংস করতে পারে না। তাদের দম্ভ চূর্ণ হয়। তাই এক بَكَّةَ বলে।

* ইবনে আব্বাস (ﷺ) বলেন– الفج থেকে التنعيم পর্যন্ত জায়গাকে مَكَّةَ এবং بيت الله থেকে البطحاء পর্যন্ত এলাকাকে بَكَّةَ বলে।

* ميمون بن مهران বলেন– بيت الله এবং তার চতুর্পাশ্বের জায়গাকে بَكَّةَ এবং এর পরবর্তী অঞ্চলকে مَكَّةَ বলে।

* মুকাতিল বলেন– ঘরের স্থানকে بَكَّةَ এবং বাকি এলাকাকে مَكَّةَ বলে।

মক্কার অন্যান্য নাম:

মক্কার অনেক গুলি নাম আছে। যেমন–

(١) مكة (٢) بكة (٣) البيت الحرام (٤) البيت العتيق (٥) البلد الأمين (٦) المأمون (٧) ام رحم (٨) ام القرى (٩) صلاح (١٠) العرش (١١) القادس (١٢) المقدسة (١٣) الناسة (١٤) الحاطمة.

কেউ কেউ বলেন: بَكَّةَ মক্কার পূর্ব নাম। পরবর্তীতে ب কে م দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

مُبَارَكًا : অর্থ- বরকতময়। কাবা প্রথম ঘর হওয়ার দিক থেকে যেমন তা শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। তদ্রুপ এর ২য় শ্রেষ্ঠত্ব হলো এটা মুবারক বা বরকতময়। বরকত অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কোন বস্তু দু'ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। যথা–

১। প্রকাশ্যতঃ বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া।

২। তদ্বারা এত বেশি কাজ হওয়া যা তদাপেক্ষা বেশি বস্তু দ্বারা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। একে অর্থগত দিক দিয়ে বৃদ্ধি পাওয়া বলে। কাবা গৃহের বরকত হওয়া বাহ্যিক ও অর্থগত উভয় দিক দিয়েই রয়েছে।

বাহ্যিক বরকত: কাবার বাহ্যিক বরকত এই যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা শুষ্ক বালুকাময় হওয়া সত্ত্বেও এতে সব সময়, সব ঋতুতে, সব রকম ফল-মূল, তরি-তরকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এত বিপুল পরিমাণে মজুদ থাকে, যা শুধু মক্কাবাসীর জন্যই নয় বহিরাগতদের জন্যও যথেষ্ট। বহিরাগতদের অবস্থা সবাই জানে। বিশেষতঃ হজ্জের মৌসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে সমাবেত হয়। তাদের সংখ্যা মক্কার অধিবাসীদের সংখ্যা অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশী হয়ে থাকে। এ বিরাট জন সমাবেশ সেখানে দু'চারদিন ২৫০

নয় কয়েকমাস অবস্থান করে। হজ্জের মৌসুম ছাড়াও এমন কোন দিন যায় না, যখন সেখানে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের ভিড় না থাকে। বিশেষতঃ হজ্জের মৌসুমে যখন সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়, তখনও এমন কথা শোনা যায়নি যে, বাজারে জরুরি পণ্য সামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে। মক্কায় পৌঁছে কোন কোন হাজি শত শত ভেড়া দুম্বা ও কোরবাণি করেন। গড়ে জন প্রতি ১টি কোরবানি তো অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুম্বা সেখানে সব সময়ই পাওয়া যায়। এগুলো বড় একটা বাইরে থেকে আমদানী করার ব্যবস্থা করতে হয় না। এ হচ্ছে বাহ্যিক বরকতের অবস্থা। যা উদ্দিষ্ট নয়।

অর্থগত বরকত : কাবাগৃহের অর্থগত বরকত যে কত পরিমাণ তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। যেমন :

১. হজ্জ ও ওমরা : যা কাবা ছাড়া হয় না। উহার বিশাল সোয়াব এ গৃহের কারণেই। যেমন হজ্জের সোয়াব সম্পর্কে হাদিসে আছে- اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।

২. এ গৃহের কারণেই এখানে ১ রাকাত নামাজে অন্যত্র ১ লক্ষ রাকাতের সমান সোয়াবের হয়।

৩. হাদিসে আরও বলা হয়েছে যে, সঠিক ভাবে হজ পালনকারী গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, কেমন যেন তার মা তাকে সদ্য প্রসব করেছে। আর এ সবই কাবাগৃহের মর্যাদার কারণে।

فيه آيات بينات : এ আয়াতে কাবা গৃহের ৩টি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। যথা-

১. এতে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো মাকামে ইব্রাহিম।

২. যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়। কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না।

৩. সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজ্বব্রত পালন করা ফরজ। যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।

কাবার প্রথম বৈশিষ্ট্য: কাবা শরিফের ১ম বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো এতে আল্লাহ তাআলার অনেক কুদরতের নিদর্শন বিদ্যমান। যেমন-

১। কাবাগৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যবধি আল্লাহ তাআলা এর বরকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কা বাসীকে নিরাপদে রেখেছেন। যেমন–বাদশাহ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কাবা শরিফ ধ্বংস করার জন্য অভিযান করলে আল্লাহ তাআলা পক্ষীকূলের মাধ্যমে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন।

২। মক্কার হারামে প্রবেশকারী মানুষ এমনকি জীব জন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররা এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও নিজেদের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে পালায় না।

৩। সাধারণভাবে দেখা যায়, কাবা গৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়। সে পার্শ্বস্থিত দেশ গুলিতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

৪। কাবার সম্মানে সুস্থ কোন পাখী উহার ঠিক উপর দিয়ে উড়ে যায় না।

৫। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ হাজি সেখানে তিন দিন পর্যন্ত প্রত্যেকে মোট ৪৯ টি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করে। এতে এক বছরেই কঙ্করের পাহাড় গড়ে ওঠার কথা, অথচ হজ্জের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কঙ্করের খুব একটা স্তুপ দেখা যায়না। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু কঙ্কর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে আছে, এসব কঙ্কর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেন। যাদের হজ্জ কবুল হয়না শুধু সেসব হতভাগাদের কঙ্করই থেকে যায়।

(روح المعاني، الخصائص الكبرى، معارف القرآن)

مقام إبراهيم : মাকামে ইব্রাহিম কাবা গৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই কুরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাকামে ইব্রাহিম একটি পাথরের নাম। এর উপর দাঁড়িয়েই হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) কাবাগৃহ নির্মাণ করতেন। বর্ণিত আছে, নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে পাথরটিও আপনা আপনি উচু হয়ে যেত এবং নীচে অবতরণের সময় নীচু হয়ে যেত। এ পাথরের গায়ে হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام) এর পদচিহ্ন বিদ্যমান। একটি অচেতন জড় পদার্থের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে উচু-নীচু হওয়া এবং মুমির মত নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা এ সবই আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের নিদর্শন। এতে কাবা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি কাবা ঘরের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। তাওয়াফকারীদের সুবিধার্থে একে যমযম কূপের নিকট একটি কক্ষে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। কাবা তাওয়াফের পর ২ রাকাত নামাজ এর পিছনে দাঁড়িয়েই পড়তে হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মাকামে ইব্রাহিমকে ১টি কাঁচ পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আসলে এ বিশেষ পাথর মাকামে ইব্রাহিম বলে। যদিও শাব্দিক অর্থে গোটা মসজিদে হারামকেই মাকামে ইব্রাহিম বলা হয়। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরামগণ বলেন– মসজিদে হারামের যে কোন স্থানে তাওয়াফ পরবর্তী নামাজ পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

ومن دخله كان آمنا : কাবা গৃহের ২য় বৈশিষ্ট্য হলো, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। ইহা একটি শরিয়াতি হুকুম। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করবে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যা কাণ্ড করে বা কোন অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দেবে না বরং তাকে হরম থেকে বের হতে বাধ্য করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দেবে। এভাবে হরমে প্রবেশকারী ব্যক্তি শরিয়তি আইন অনুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়।

ولله على الناس حج البيت ...الخ : কাবা ঘরের ৩য় বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো সামর্থবান ব্যক্তির জন্য এর সম্মানে হজ্ব করা ফরজ। تفسير القاسمي তে বলা হয়েছে هذه الآية هي آية وجوب الحج عند الجمهور অধিকাংশের মতে এই আয়াতটি দ্বারাই হজ্ব ফরজ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন– সুরা বাকারার– وأتموا الحج والعمرة لله আয়াত দ্বারা হজ্ব ফরজ হয়েছে। কিন্তু প্রথম মতটি সঠিক। (محاسن التأويل، القرطبي)

الحج এর পরিচয়: الحج। শব্দটি ح বর্ণে যবর যোগে মাসদার এবং ...... বর্ণে যের যোগে ...... হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর শাব্দিক অর্থ হলো–

(১) القصد - ইচ্ছা করা।

(২) القصد إلى معظم - সম্মানিত বস্তুর প্রতি যাওয়ার ইচ্ছা করা।

পরিভাষায়:

هو قصد البيت الحرام للتقرب إلى الله تعالى بأفعال مخصوصة في زمان مخصوص و مكان مخصوصة

নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাছিলের লক্ষ্যে কাবা ঘরের প্রতি গমণের ইচ্ছাকে الحج বলে। (القاموس الفقهي)

হজ্জের হুকুম: সামর্থবান ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা শর্ত সাপেক্ষে ফরজে আইন। ইহা ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদী ফরজ। এর অস্বীকারকারী কাফের ও মুরতাদ।

হজ্জ ফরজ হওয়ার সময়কাল: فقه السنة গ্রন্থকার বলেন- হজ ফরজ হয়েছে ৬ষ্ঠ হিজরি সালে। কারণ এ বছরেই وأتموا الحج والعمرة لله ... الخ আয়াতটি নাজিল হয়েছে। কিন্তু عمدة القاري গ্রন্থে আল্লামা আইনি (র.) বলেন, হজ্জ ফরজ হয়েছে ৯ম হিজরিতে। কারণ এ বছরে ولله على الناس حج البيت ...الخ আয়াতটি নাজিল হয়েছে। ইমাম কাজি আয়াজ ও ইবনুল কায়্যিম ২য় মতটি প্রাধান্য দিয়েছো।

হরম শরিফের পরিচয় :

পবিত্র মক্কা নগরীকে ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় হরম বা সম্মানিত এলাকা বলা হয়। شفاء الغرام গ্রন্থকারের মতে, হজরত আদম (عليه السلام) কে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক ফেরেশতা পাঠান এবং মক্কা নগরীকে হরম এলাকা বলে ঘোষণা করেন।

সর্বপ্রথম হরম এলাকার সীমা নির্ধারণের পিলার নির্মাণ করেন হজরত ইব্রাহিম (عليه السلام)। মক্কা বিজয়ের পর হজরত মুহাম্মদ (صلى الله عليه وسلم)ও পিলার বসান এবং পরবর্তীতে এর সংস্কার কাজ অনেক বার করা হয়। হরমের চার পাশে বিভিন্ন দূরত্বে হরমের সীমানা নির্ধারণী পিলার আছে। যেমন-

১. আরাফাতের পথে হরমের সীমানা হচ্ছে ১৮.৪ কি. মি.।
২. মসজিদে হরম থেকে জিয়িররানার পিলারের দূরত্ব ১৫.২ কি. মি.।
৩. হরম থেকে তানইমের পিলারের দূরত্ব ৬.৫ কি. কি.
৪. শোমাইসির পিলারের দূরত্ব ২১ কি. মি.।
৫. ইয়েমেনের পিলারের দূরত্ব ১৩ কি. মি.।

ومن كفر فإن الله غني عن العالمين : আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে (তার জানা উচিত) সে আল্লাহ তাআলার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। কেননা, আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগৎ হতে অমুখাপেক্ষী। এখানে كفر বলাতে হজ্জ ত্যাগ করা বা অস্বীকার করাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন হাদিস শরিফে আছে-

مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوْتَ يَهُوْدِيًا أَوْ نَصْرَانِيًا

যে ব্যক্তি এমন পরিমাণ পাথেয় ও বাহন খরচের মালিক হলো যা দিয়ে সে বাইতুল্লায় যেতে সক্ষম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে হজ্জ করল না। সে ইহুদি হয়ে মরুক বা নাসারা হয়ে মরুক তাতে যায় আসেনা। (তিরমিজি)

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) কাবা শরিফ সর্বমোট কতবার নির্মিত হয়েছে?

(ক) ৮ বার (খ) ৯ বার
(গ) ১০ বার (ঘ) ১১ বার

(২) بينات শব্দের একবচন কী?

(ক) بيان (খ) بين
(গ) بينة (ঘ) بيون

(৩) سبيل শব্দের বহুবচন কী?

(ক) سبل (খ) سبول
(গ) سبائل (ঘ) سبيلون

(৪) কাবা শরিফ বারবার তাওয়াফ করার কারণ কী ?

(ক) কাবা শরিফ বেশি পুরাতন (খ) তাওয়াফকারীর সওয়াব বেশি
(গ) কাবা বেশি শক্তিশালী (ঘ) কাবা শরিফ দশবার নির্মিত

(৫) কাবা শরিফের প্রথম নির্মাতা কে?

(ক) ফেরেশতাগণ (খ) হযরত আদম (আ)
(গ) হযরত শীষ (আ) (ঘ) হযরত ইবরাহিম (আ)

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) مقام ابراهيم বলতে কী বুঝায়?

(খ) ان أول بيت وضع للناس আয়াতে প্রথম ঘর বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

(গ) কাবা শরিফের ফজিলত বর্ণনা কর।

(ঘ) حج-এর পরিচয় দাও। হজ্জ আদায়ের হুকুম বর্ণনা কর। হজ্জ কখন ফরজ হয় লেখ।

১০ম পাঠ

আদর্শ মানুষের গুণাবলি

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে তাকে বসবাস করতে হয়। প্রত্যেক মানুষই সমাজের একজন সদস্য। এ হিসেবে সমাজের জন্য প্রয়োজন আদর্শ মানুষের। যাদের কারণেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তারাই হবেন সকলের আদর্শ ও অনুকরণীয় মানুষ। এদের অনুসরণ করলে সমাজে শান্তি স্থায়িত্ব হবে এবং মানুষ হবে সফলকাম। আদর্শ মানুষের গুণাবলির প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ .... إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ} [آل عمران: ١٥٩]

অনন্তর আপনি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহেই তাদের সাথে কোমল আচরণ করছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তবে অবশ্যই তারা আপনার চতুর্পার্শ্ব হতে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর তাদের সাথে (জটিল) বিষয়াদি সম্পর্কে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজে দৃঢ় সংকল্প করেন, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর উপর নির্ভরশীলদেরকে ভালবাসেন।

আয়াতের প্রেক্ষাপট :

কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ করে নেয়া রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর মহান আদর্শসমূহের অন্যতম। উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে যখন রসুলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শ করেছিলেন, তারা মদিনার বাইরে গিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করবেন না-কি ভেতরে থেকে, তখন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি এমন কতিপয় যুবক সাহাবি মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার পক্ষে মত দেন। কিন্তু প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাহাবাদের মত ছিল এর বিপরীত। অবশেষে পরামর্শ অনুযায়ী মহানবি (ﷺ) মদিনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং যথারীতি ওহোদ প্রান্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন।

যুদ্ধ শুরু হলে প্রথম দিকে মুসলমানদের বিজয় দেখে গিরিপথে পাহারারত সাহাবিগণ মহানবি (ﷺ)-এর আদেশের কথা ভুলে গিয়ে সেখান থেকে সরে আসলেন। ফলে পিছন দিক থেকে খালিদ ইবনে ওয়ালিদের নেতৃত্বে কাফেরবাহিনী মুসলমানদের আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে দিলো। এ সময় রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর চাচা হজরত হামজা (رضي الله عنه) সহ ৭০ জন সাহাবি শহিদ হলেন। মহানবি (ﷺ) এর দন্ত মোবারকও শহিদ হলো। এই বিপর্যয়ের পরেও মহানবি (ﷺ) তাঁদেরকে কিছুই বললেন না, বরং তাঁদের সাথে বিনম্র আচরণ করলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন। যদি মহানবি (ﷺ) তাঁদেরকে ধমক দিতেন এবং তাঁদের সাথে রূঢ় ব্যবহার করতেন, তবে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেত। এই কঠিন মুহূর্তে মহানবি (ﷺ) যে কোমল মনের হতে পেরেছেন, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমতেই হয়েছে। সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই এ আয়াতটি নাযিল করা হয়।

টীকা :

বিনয়-নম্রতা: বিনয় নম্রতা মানুষের উত্তম গুণাবলির অন্যতম। আরবিতে একে تواضع বলে। এটি অহংকারের বিপরীত। নিজেকে ছোট মনে করে অপরের সাথে নম্র ব্যবহার করাই বিনয়। আল্লাহ তাআলা বিনয়ীকে ভালোবাসেন। অহংকার করার কারণেই আজাজিল ফেরেশতাদের শিক্ষক পদ থেকে বিচ্যুত হয়ে ইবলিসে পরিণত হয়। বিনয় সম্পর্কে মহানবি (ﷺ) বলেন–

من تواضع لله رفعه الله.

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে খুশি করার উদ্দেশ্যে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করবে তিনি তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন।

নম্র ব্যবহার সম্পর্কে মহানবি (ﷺ) আরো বলেন- إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ (متفق عليه)

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোমল। তিনি সকল ক্ষেত্রে কোমল আচরণকে পছন্দ করেন। (বুখারি ও মুসলিম)

ক্ষমাশীলতা :

ক্ষমাশীলতা একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ তাআলা নিজে ক্ষমাশীল। তিনি ক্ষমা করে দেয়াকে পছন্দ করেন। যার প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা আছে তার ক্ষমাই প্রকৃত ক্ষমা। তায়েফবাসী মহানবি (ﷺ) কে পাথর মেরেছিল, কিন্তু মহানবি (ﷺ) তাদের বদদোয়া করেননি বরং ক্ষমা করে হিদায়াতের দোআ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন –

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (شعب الايمان)

হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে হিদায়াত করুন, কারণ তারা বুঝে না। (শোআবুল ইমান)

তাই অপরাধ ক্ষমা করা অতি উত্তম গুণ এবং সবরের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে হাদিস শরিফে আছে, রসুলে করিম (ﷺ) উকবা (رضي الله عنه) কে বলেছেন,

يَا عُقْبَةُ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

হে উকবা! যে তোমার হতে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর। আর যে তোমার ওপর জুলুম করে তুমি তাকে ক্ষমা কর। (আহমদ-১৭৯১৫)

توكل:

তাওয়াক্কুল অর্থ– আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করা, সকল কাজে তাঁর ওপর নির্ভর করা। একথা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যে, যাবতীয় কাজ আল্লাহ তাআলার মর্জিতে হয় এবং এ-ও বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ সকল কাজের অধিকর্তা। এর অর্থ এই নয় যে, কোন কাজ না করে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে বসে থাকতে হবে। বরং কাজের সবকিছু সম্পাদন করে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর করতে হবে। এক সাহাবি মহানবি (ﷺ) কে বললেন, হে আল্লাহর রসুল (ﷺ)! আমি উট ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব, না

বেঁধে রেখে? মহানবি (ﷺ) বললেন – اعقلها و توكل। আগে উট বাঁধ অতঃপর ভরসা কর। [তিরমিযি, আনাস (রাঃ) থেকে]

কোন আসবাবের মুখাপেক্ষী না হয়েও তাওয়াক্কুল করা যায়। তবে এটা উঁচু পর্যায়ের বান্দাদের জন্য। এক হাদিসে মহানবি (ﷺ) বলেন-

لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا

যদি তোমরা সঠিকভাবে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করতে, তবে তিনি তোমাদেরকে সেভাবে রিজিক দিতেন, যেভাবে পাখিদেরকে রিজিক দিয়ে থাকেন। পাখিরা সকাল বেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট পূর্ণ করে বাসায় ফিরে। (তিরমিজি-২৫১৫)

তাওয়াক্কুলকারীকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং তার জন্য তিনি যথেষ্ট হয়ে যান। আল্লাহ তাআলা বলেন- وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (তালাক : ৩)

আদর্শ মানুষের পরিচয় :

সেসব মানুষকেই আদর্শ মানুষ বলা হবে, যারা সকলের অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়; যাদেরকে সবাই মান্য করবে, যাদের মধ্যে সকল সুন্দর গুণাবলিসহ আদর্শ মানুষের গুণাবলি পাওয়া যাবে।

আদর্শ মানুষের গুণাবলি: সুরা আল-ইমরানের ১৫৯নং আয়াতে কারিমায় একজন আদর্শ মানুষের যে সকল গুণাবলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ্য করা হল–

১. কোমল হৃদয়ের হওয়া :

একজন আদর্শ মানুষকে অবশ্যই কোমল হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। কেননা, একজন কোমল স্বভাবের ব্যক্তি স্বভাবগত ভাবেই অপরের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে এবং অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে। সাধারণ মানুষ সহজেই তার সাথে মিশে। পক্ষান্তরে, একজন রূঢ় ও কঠোর স্বভাবের ব্যক্তি থেকে সাধারণ মানুষ দূরে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

{وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ} [آل عمران: ١٥٩]

যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়ত। (আলে ইমরান : ১৫৯)

৩. ক্ষমাশীলতা :

আদর্শ মানুষের অন্যতম গুণাবলি হলো তাকে অবশ্যই ক্ষমাশীল হতে হবে। মানুষের ওঠা-বসায়, চাল-চলনে ও কথা-বার্তায় ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই হলো আদর্শ মানুষের গুণ। ব্যক্তিগত ভাবে তার সাথে কেউ অন্যায় করলে একজন আদর্শ মানুষ ঐ অপরাধীকে ক্ষমা করে দিবে। যেমন রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন- واعف عمن ظلمك অর্থাৎ যে তোমার সাথে অন্যায় করে তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

৪. পরামর্শ গ্রহণ করা :

একজন আদর্শ মানুষের অপরিহার্য গুণ হলো পরামর্শ গ্রহণ করা। ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক যে কোন মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজে পরিষদের কিংবা জ্ঞানী-গুণীদের পরামর্শ গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে। একক ব্যক্তি তিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন, তার একক সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে, যার মাশুল দিতে হবে সমগ্র জাতির। এমনকি রসুল (ﷺ) এর ওপরও এই নির্দেশ ছিল যে, তিনি যেন সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন- وشاورهم في الأمر
এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। (তালাক : ৩)

৫. তাওয়াককুল :

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভর করার গুণটি একজন মুসলিম আদর্শ মানুষের জন্য একান্ত অপরিহার্য। যেমন বলা হয়– السعي منا والإتمام من الله প্রচেষ্টা হলো আমাদের পক্ষ থেকে, আর সমাপ্তি ও ফলাফল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। কাজেই বিপদ আপদে, ভাল মন্দে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। একজন আদর্শ মানুষকে সর্বাবস্থায় তাওয়াক্কুলের গুণে গুণান্বিত হতে হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।
উল্লিখিত গুণাবলি ছাড়াও একজন আদর্শ মানুষকে আরো অনেক গুণে গুণান্বিত হতে হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গুণাবলি হলো-

৬. অস্থিরতা পরিহার :

একজন আদর্শবান মানুষকে অবশ্যই অস্থিরতা পরিহার করতে হবে। চরম বিপর্যয়ের সময়েও অত্যন্ত সাহসী, কঠিনতম মুহূর্তে সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণকারী এবং সর্বাবস্থায় অবিচল ধৈর্যশীল হতে হবে। যেমন রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « الْأَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ (الترمذي)

অর্থাৎ, রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন ধীরস্থীরতা আসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়া আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। (তিরমিজি)

৭. সত্যবাদিতা :

একজন আদর্শ মানুষের মধ্যে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক তার মধ্যে অন্যতম হলো সত্যবাদিতা। যেমন বলা হয় - الصدق ينجي والكذب يهلك সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে।

৮. **বিশ্বস্ততা ও আমানতদারিতা :**

আদর্শ মানুষের অন্যতম গুণ হলো সে হবে বিশ্বস্ত, আমানতদার, ওয়াদাপূরণকারী। বিশেষ করে জনগণ কর্তৃক অর্পিত আমানতের পূর্ণ সংরক্ষণকারী হতে হবে। তাতে তার ক্ষতি হলেও সে অবলীলাক্রমে তা মেনে নিবে।

৯. **ন্যায় বিচার :**

একজন আদর্শ মানুষকে অবশ্যই ন্যায়বিচারকের গুণে গুণান্বিত হতে হবে। কেননা, ন্যায় বিচার করা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের নির্দেশ দেন। (নাহল : ৯০)

১০. **বিদ্বানের সাহচর্য :** একজন আদর্শ মানুষকে অবশ্যই বিদ্বান ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, জ্ঞান এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সাহচর্য ছাড়া আদর্শ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়।

১১. **ধৈর্যশীলতা :** একজন আদর্শ মানুষকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। কেননা, ধৈর্যশীলতা হল একটি মহৎ গুণ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ . البقرة: ١٥٣

হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন। (বাকারা : ১৫৩)

১২. **আল্লাহ তাআলার ভয়:** সর্বোপরি একজন আদর্শ মানুষের মধ্যে অবশ্যই আল্লাহ তাআলার ভয় থাকতে হবে, এটা তার অন্যতম গুণ। কেননা যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে যা ইচ্ছা তাই করতে পাবে। সুতরাং আদর্শ মানুষকে তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

১৩. **নবিজির প্রতি ভালোবাসা :** আদর্শ মানুষের অন্যতম গুণ হলো হুব্বে রসুল তথা রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি মহব্বত রাখা। একজন আদর্শ মানুষ হতে হলে আবশ্যকভাবে নবিজির প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। আর এ জন্য তাকে রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হওয়া প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

রাসুলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। (আহযাব : ২১)

১৪. **ব্যক্তিত্ব :** আদর্শ মানুষ হতে হলে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। সত্যের ক্ষেত্রে বিনয়ী এবং অসত্যের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে।

১৫. **বীরত্ব :** যিনি আদর্শ মানুষ হবেন তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তাকে অবশ্যই সাহসী ও বীরত্বপূর্ণ হতে হবে। কোন ভীতু, দুর্বল লোক আদর্শ মানুষ হতে পারে না।

১৬. **ন্যায় পরায়ণতা:** আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ন্যায়পরায়ণ হওয়া। ন্যায়পরায়ণ না হলে কেউ আদর্শ মানুষ হতে পারবে না।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) رحمة শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অনুগ্রহ (খ) ক্ষমা

(গ) কঠোরতা (ঘ) রাগ

(২) لنت কোন সিগাহ ?

(ক) واحد مذكر غائب (খ) واحد مذكر حاضر

(গ) واحد مؤنث غائب (ঘ) واحد مؤنث حاضر

(৩) إن الله يحب المتوكلين আয়াতাংশে المتوكلين তারকিবে কী হয়েছে?

(ক) مفعول (খ) حال

(গ) فاعل (ঘ) تمييز

(৪) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ আয়াতাংশে الله শব্দটি محلا কী হয়েছে?

(ক) مرفوع (খ) منصوب

(গ) مجرور (ঘ) مجزوم

(৫) عزمت এর মাদ্দাহ কী ?

(ক) زمت (খ) زعم

(গ) عمت (ঘ) عزم

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) فبما رحمة من الله لنت لهم ... الخ আয়াতের শানে নুযুল লেখ।

(খ) توكل বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা কর।

(গ) একজন আদর্শ মানুষ যে সকল ইতিবাচক গুণাবলি ধারণ করেন, সংক্ষেপে তা উল্লেখ কর।

(ঘ) একজন আদর্শ মানুষ যে সকল বৈশিষ্ট্য বর্জন করেন, সংক্ষেপে তা উল্লেখ কর।

৩য় অধ্যায়

তাজভিদ শিক্ষা

৩য় অধ্যায়

তাজভিদ শিক্ষা

১ম পাঠ

ইলমুত তাজভিদের পরিচয়

বিশ্ব জগতের হিদায়েতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডার মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং এহেন গৌরবান্বিত গ্রন্থ শুদ্ধরূপে পাঠ করে সম্যক পূণ্য অর্জনে সকলের মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন– وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا

তুমি আল কুরআন পড় ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। (মুযযাম্মিল : ৪)

এই পবিত্র বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন মাজিদ তাজভিদসহ পড়া সকলের ওপর ফরজ। কুরআন মাজিদ পাঠ করতে হলে এ ওয়াজিব দায়িত্ব পালন করা সকলের একান্ত আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে নবি করিম (ﷺ) বলেন– خَيْرُكُمْ مَّنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে নিজে কুরআন শেখে ও অন্যকে শেখায়। (বুখারি)

নবি করিম (ﷺ) অন্যত্র বলেন– أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ সমস্ত নফল ইবাদতের মধ্যে কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা উত্তম। (বায়হাকি)

নবি করিম (ﷺ) অন্যত্র বলেন– اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِأَصْحَابِهِ অর্থাৎ, তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা নিশ্চয়ই তা স্বীয় পাঠকের জন্য হাশরের দিন সুপারিশ করবে। (মুসলিম)

হজরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রসুল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কিতাব থেকে ১টি হরফ পড়বে, সে একটি নেকি পাবে, এবং ১টি নেকিকে ১০ গুণ দেয়া হবে। আমি বলিনা الم একটি হরফ, বরং ا একটি হরফ, ل একটি হরফ এবং م একটি হরফ।

علم التجويد : تجويد শব্দটি **باب تفعيل** -এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা, পবিত্র করা।

১. ইলমে কিরাতের পরিভাষায়, যে বিদ্যা শিক্ষা করলে কুরআন মাজিদ শুদ্ধ করে পড়া যায় তাকে علم التجويد বলে।

২. কারো কারো মতে, কুরআন মাজিদের প্রতিটি حرف কে নিজ مخرج হতে উচ্চারণ করা এবং তার প্রতিটি صفة সুন্দরভাবে এবং যথাযথভাবে আদায় করাকে علم التجويد বলে।

موضوع علم التجويد : علم التجويد এর আলোচ্য বিষয় হল ২টি। যথা-

١. مخارج الحروف

٢. صفات الحروف

غرض علم التجويد : علم التجويد এর কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে। যেমন :

ক. مخرج -এর ভুল উচ্চারণ হতে বেঁচে থাকা।

খ. অক্ষরের صفة সমূহ ঠিকমত আদায় করা।

গ. কুরআনের وقف ও وصل সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

ঘ. সাত কিরাতের حقيقة উপলব্ধি করা।

حكم علم التجويد : কুরআন মাজিদ তাজভিদ ব্যতীত পাঠ করলে গুনাগার হতে হবে। কেননা তাজভিদসহকারে কুরআন পাঠ করতে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা হুকুম দিয়েছেন। তাই তাজভিদ শিক্ষা করা ফরজ। এ মর্মে ইবনুল জযরি (র.) বলেছেন-

الأخذ بالتجويد حتم لازم ÷ من لم يجود القرآن آثم

তাজভিদকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যক। যে তাজভিদ সহকারে কুরআন পাঠ করে না সে পাপী।

২য় পাঠ

ইলমে কিরাতের পরিচয়

কুরআন মাজিদ পাঠের শাস্ত্রকে ইলমে কিরাত বলা হয়। قراءة অর্থ পঠন বা পাঠ করা। আর পরিভাষায় علم القراءة হলো-

هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية و طريق أدائها اتفاقا و اختلافا مع عزو كل وجه لناقله (البدور الزاهرة)

ইলমে কিরাত এমন একটি শাস্ত্রকে বলে, যার দ্বারা আল কুরআনের কালেমাসমূহের উচ্চারণ পদ্ধতি ও তা আদায়ের নিয়মাবলি মতভেদসহ এবং প্রত্যেক পদ্ধতিকে তার বর্ণনাকারীর প্রতি সম্পর্কসহ জানা যায়।

সহজ কথায় কুরআন মাজিদের কালেমাগুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ ও আদায়ের পদ্ধতিকে ইলমে কিরাত বলে।

আল্লামা তকি উসমানি বলেন, সকল আলেমের এজমা হলো, কুরআন হিসেবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কোন কিরাতের মাঝে ৩টি শর্ত পাওয়া জরুরি। যথা–

১. মহানবি (ﷺ) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হওয়া।

২. আরবি হুরফ ও নাহুর আইন অনুযায়ী হওয়া।

৩. মাসহাফে উসমানির লিখন পদ্ধতির মাঝে এর সংকুলান হওয়া।

আল্লামা তাকি উসমানি স্বীয় উলুমুল কুরআন গ্রন্থে আরো লিখেন, এ তিন শর্ত সাপেক্ষে অনেকগুলো কিরাত পাওয়া যাওয়ায় এক ইমাম এক বা একাধিক কিরাত গ্রহণ করে তা শিক্ষা দিতে লাগলেন। ফলে সেই কিরাতটি সেই ইমামের নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

বিশেষ করে ৭জন কারির কিরাত অন্য কিরাতের মোকাবেলায় অনেক বেশি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। যাদের কিরাতকে আব্বাস ইবনে মুজাহিদ (রহ.) স্বীয় কিতাবে একত্রিত করেন। এর অর্থ এই নয় যে, বিশুদ্ধ ও ধারাবাহিক কিরাত কেবল এই সাতটি এবং বাকি কারিদের কিরাতগুলো বিশুদ্ধ ও ধারাবাহিক নয় বরং ভুল ও অগ্রহণযোগ্য।

আসল কথা হলো, যে কিরাত উক্ত তিন শর্ত মোতাবেক হবে তা গ্রহণযোগ্য হবে। এজন্য পরে আল্লামা শাজাই রহ. এবং আবু বকর ইবনে মিহরান রহ. সাত কিরাতের পরিবর্তে দশ কিরাত এক কিতাবে জমা করেন। সেখানে উক্ত ৭ কিরাত ছাড়া ও আরো ৩ কিরাত শামিল রয়েছে।

কিরাতের প্রকার :

মক্কি ইবনে আবু তালেব বলেন, কুরআন মাজিদ তিনভাবে বর্ণিত হয়েছে যথা–

১. যা বর্তমানে পাঠ করা হয়, যা ছেকাহ রাবিগণ মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং যা আরবি ভাষার নিয়ম ও মাসহাফে উসমানির মুয়াফেক।

২. যা সহিহ সনদে খবরে ওয়াহেদ দ্বারা বর্ণিত, আরবি ভাষার নিয়ম মোতাবেক কিন্তু মাসহাফে উসমানির লেখার মুয়াফেক নয়। এ প্রকার কিরাতের হুকুম হলো এর দ্বারা কুরআন সাব্যস্ত হবে না এবং এটা নামাজে পড়াও জায়েজ নাই। এ প্রকার কিরাত অস্বীকার করা কুফরী হবে না। তবে প্রথম প্রকার কিরাতকে অস্বীকার করা কুফরি হবে।

৩. যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেননি এবং তা আরবী ভাষার নিয়মের বিপরীত। এ প্রকার কিরাত গ্রহণীয় নয়।

আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়তি (রহ.) ইবনুল জজরি (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন কিরাত ৪ প্রকার। যথা–

১. متواتر : যা অসংখ্য নির্ভরযোগ্য রাবি থেকে বর্ণিত, যাদের মিথ্যার উপর ঐক্যমত হওয়া অসম্ভব। এভাবে শেষ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। আল কুরআনের অধিকাংশ কিরাত এরকমই।

২. مشهور : যার সনদ শুদ্ধ কিন্তু তা متواتر এর পর্যায়ে পৌঁছেনি। তবে তা আরবি ভাষার নিয়ম ও মাসহাফে উসমানির লেখার নিয়মের সাথে মুয়াফেক এবং কারিদের নিকট প্রসিদ্ধ, তারা এ কিরাতকে ভুল বা শায বলেননি। ইবনে জজরি ও ইবনে শামাহ (রহ.) এর মতে, এ ধরনের কিরাত নামাজে পড়া যায়।

৩. آحاد : যে কিরাতের সনদ শুদ্ধ তবে قواعد عربية বা رسم عثماني এর বিপরীত এবং যা কারিদের নিকট প্রসিদ্ধ হয়নি। এ প্রকার কিরাত নামাজে পড়া বৈধ নয়।

৪. شاذ : যে কিরাতের সনদ বিশুদ্ধ নয়।

মোট কথা متواتر হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে কিরাত ৩ প্রকার।

* ১ম প্রকার সকলের নিকট متواتر যেমন- সাত কারির কিরাত।

* ২য় প্রকার متواتر হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক এবং প্রসিদ্ধ কথা হলো এ প্রকারও متواتر -এর উদাহরণ হলো ৭ কিরাতের পরবর্তী ৩ কিরাত।

* ৩য় প্রকার হলো সর্বসম্মতিক্রমে شاذ তবে শুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য কিরাত হতে হলে শর্ত হলো সনদ শুদ্ধ হওয়া, رسم عثماني এর موافق হওয়া এবং قواعد عربية এর অনুযায়ী হওয়া। এর কোন একটি কম হলে সে কিরাত অশুদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩য় পাঠ

সাত কারির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কারি বলতে পাঠককে বুঝায়। এখানে কারি বলতে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পাঠককে বুঝানো হয়েছে। যাদের কাছ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে মুতাওয়াতের পর্যায়ে কুরআন মাজিদের কিরাত বর্ণিত হয়েছে তাদের সংখ্যা সাত জন। মুতাওয়াতির ও সহিহ হিসাবে স্বীকৃত কিরাতের সাত কারির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো।

বেশি প্রসিদ্ধ ৭জন কারির পরিচয় :

১. **আব্দুল্লাহ ইবনে কাছির আদ দারামি** (মৃত ১২০ হি): তিনি হজরত আনাস (ﷺ), আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (ﷺ) এবং আবু আইয়ুব আনসারি (ﷺ) এর সাক্ষাৎ পান। তার কিরাত বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে মক্কায়। তার কিরাতের কারিদের মধ্যে বাযযি ও কুমবুল বেশী প্রসিদ্ধ।

২. **নাফি ইবনে আব্দুর রহমান** (মৃত্যু ১৫৯ হি.): তিনি ৭০জন এমন কারি হতে উপকৃত হয়েছেন যারা সরাসরি উবাই ইবনে কাব (ﷺ), ইবনে আব্বাস (ﷺ) ও আবু হুরায়রা (ﷺ) এর ছাত্র ছিলেন। তার কিরাত পবিত্র মদিনায় বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবু মুসা কালুন ও আবু সাইদ ওরশ বেশি প্রসিদ্ধ।

৩. **আব্দুল্লাহ ইবনে আমের দামেস্কি** (মৃত্যু ১১৮ হি.) : তিনি সাহাবিদের মধ্যে নোমান বিন বশির (ﷺ) এবং ওয়াছেলাহ ইবনে আসকা (ﷺ) এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি কিরাতের ব্যাপারে মুগিরা বিন শিহাব হতে উপকৃত হয়েছেন। যিনি সরাসরি হজরত উসমান (ﷺ) এর ছাত্র। তার কিরাত শাম দেশে বেশী প্রচলিত ছিল। তার রাবিদের মধ্য হতে হিশাম ও জাকওয়ান বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

৪. **আবু আমর জিয়াদ বিন আলা** (মৃত্যু ১৫৪ হি.): তিনি মুজাহিদ ও সাইদ বিন জোবায়ের এর ছাত্র ছিলেন। যারা সরাসরি ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও উবাই বিন কাব (রাঃ) হতে কিরাত শিখেছেন। তার কিরাত বসরা এলাকায় বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। হাফস বিন আমর এবং ছালেহ বিন যিয়াদ সুসি তার প্রসিদ্ধ রাবি।

৫. **হামজা বিন হাবিব** (মৃত্যু-১৮৮ হি.): তিনি সুলাইমান আল আমাশের (র) ছাত্র ছিলেন। তিনি সরাসরি হজরত উসমান (রা), আলি (রা) এবং ইবনে মাসউদ (রা) এর ছাত্র ছিলেন। তার কিরাত কুফায় বেশি প্রচলিত। খালফ বিন হিশাম ও খাল্লাদ বিন খালিদ তার প্রসিদ্ধ রাবি।

৬. **আসিম বিন আবিন নাজুদ** (মৃত্যু-১২৭ হি.): তিনি হজরত ঝির বিন হুরাইশের মাধ্যমে ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর এবং আবু আব্দুর রহমানের মাধ্যমে হজরত আলি (রাঃ) এর ছাত্র ছিলেন। তার ক্বিরাত বর্ণনা কারিদের মধ্যে হাফস ও শোবা প্রসিদ্ধ। বর্তমানে সাধারণত হাফসের কিরাতে পাঠ করা হয়।

৭. **আলি বিন হামজা আল কিসায়ি** (মৃত্যু-১৮৯ হি.): তার কিরাত বর্ণনা কারিদের মধ্যে লাইস ও হাফস আদ দাওরি বেশি প্রসিদ্ধ।

বিঃ দ্রঃ সাত কারি ছাড়া আরও তিনজন কারি রয়েছে যাদের কিরাতও متواتر এবং صحيح বলে ধরা হয়। তাদের পরিচয় নিম্নরূপ :

* **ইয়াকুব বিন ইসহাক** (মৃত্যু-২০৫ হি.) : তিনি সালাম ইবনে সুলাইমান থেকে উপকৃত হন। তার কিরাত বসরাতে বেশি প্রসিদ্ধ।

* **খালফ বিন হিসাব** (মৃত্যু-২২৯ হি.): তিনি সুলাইমান বিন ইসা থেকে উপকৃত হন। তার কিরাত কুফাতে বেশি প্রসিদ্ধ।

* **আবু জাফর ইয়াজি বিন কা'কা** (মৃত্যু-১৩০ হি.): তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ) ও উবাই (রাঃ) প্রমুখ থেকে উপকৃত হন।

সাত কিরাত বলতে সাত কারিদের আলাদা পঠন পদ্ধতিকে বুঝায়। তবে এটা আবশ্যক নয় যে, প্রত্যেক কালেমায় এরূপ পার্থক্য হয়েছে। বরং কোথাও দুই, কোথাও তিন বা চার কিরাত পাওয়া যায়।

৪র্থ পাঠ

আল কুরআন তেলাওয়াতের পদ্ধতি

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল কুরআন শুদ্ধরূপে তেলাওয়াত করা মুসলমানদের উপর আবশ্যক। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا

তুমি আল কুরআন পড় ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। (মুযযাম্মিল : ৪)

শুদ্ধভাবে কুরআন কারিম তেলাওয়াত করলে প্রতি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকির কথা বলা হয়েছে। অশুদ্ধভাবে কুরআন কারিম তেলাওয়াতে স্বয়ং কুরআন তার পাঠককে লানত করে। রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

رب تال للقرآن والقرآن يلعنه (كذا في الإحياء عن أنس)

কুরআনের অনেক পাঠক আছে, কুরআন তাদেরকে লানত করে। তাই পাঠকের উচিত, শুদ্ধভাবে নির্দিষ্ট নিয়মে কুরআন শরিফ পাঠ করা।

কুরআন পাঠের চারটি নিয়ম রয়েছে। যথা–

১. তারতীল (ترتيل)

২. তাহকীক (تحقيق)

৩. তাদবীর (تدوير)

৪. হদর (حدر)

নিম্নে এ পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল–

الترتيل (তারতিল)

الترتيل শব্দটি باب تفعيل এর মাসদার। এর মাদ্দাহ হল رتل, জিনস صحيح এর অর্থ হল–

১) তাজভিদসহ আস্তে পড়া

২) ধীরে ধীরে পড়া, আর পরিভাষায়–

هو التمهل والتودة و عدم السرعة مع إعطاء الحروف حقها من الصفات والمخارج

কুরআনের প্রত্যেক হরফকে তার হক আদায় করে তথা মাখরাজ ও সিফাত আদায় করে ধীরে ধীরে পাঠ করাকে তারতিল বলা হয়।

তারতিল সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন– وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا আপনি তারতিল তথা ধীরে ধীরে তাজভিদসহ কুরআন তেলাওয়াত করুন। (সুরা মুজ্জাম্মিল-৪)

২০১৫

التحقيق (তাহকিক)

التحقيق শব্দটি باب تفعيل এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه কোন কিছু কম বেশি না করে পূর্ণ হক আদায় করে গুরুত্বের সাথে সম্পাদন করা।

পরিভাষায়ঃ التحقيق هو إعطاء كل حرف حقه و هو أقل تودة من الترتيل

প্রতিটি হরফের হক (মাখরাজ ও ছিফাত) আদায় করে পড়াকে তাহকিক বলে। এটা তারতিল অপেক্ষা কম ধীর।

التدوير (তাদবির)

হদর এবং তাহকিক এর মধ্যবর্তী পর্যায়কে তাদবির বলে একে توسطও বলা হয়।

الحدر (হদর)

الحدر শব্দটি ح ও د বর্ণে যবর যোগে باب نصر এর মাসদার। এর অর্থ الإسراع বা দ্রুত করা।

পরিভাষায়– الحدر هو القراءة بالسرعة و عدم التمهل

দেরী না করে দ্রুত পাঠ করাকে الحدر বলা হয়। তাজবিদ বিশারদগণ বলেন الحدر উক্ত তিন প্রকার অপেক্ষা দ্রুত পঠনকে বলে। এমনকি কারো মতে ইহা তাহকিক এর বিপরীত।

মোট কথা, কুরআন তেলাওয়াতের চারটি পদ্ধতি থাকলেও তারতীলসহকারে তা তেলাওয়ায়াত করা সর্বোত্তম এ জন্য আল কুরআনে নির্দেশ এসেছে।

অবশ্য কোন কোন আলেম তারতিল ও তাহকিককে একই প্রকার বলেছেন।

তাহকিক ও হদরের মধ্যে কোনটি উত্তম তা নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, কারো মতে তাহকিক উত্তম কেননা তাতে কুরআন চিন্তা ভাবনার সাথে পড়া যায়।

আবার কেউ কেউ বলেন الحدر উত্তম। কেননা, তাতে বেশি পড়া যায় ফলে নেকী বেশি হয়। তবে আল্লামা ইবনুল কয়্যিম রহ. বলেন, ترتيل বা تحقيق এর ছাওয়াব বড় বা মহান আর الحدر এর ছাওয়াব বেশি। তবে এমন দ্রুত পড়া উচিত নয়, যাতে শব্দ বা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাতে ছাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহ হবে।

৫ম পাঠ

মাখরাজের বিবরণ

মাখরাজ অর্থ বের হবার জায়গা, অর্থাৎ আরবি অক্ষরগুলো যে যে স্থান হতে উচ্চারিত হয়, সেই স্থানকে আরবি ভাষায় মাখরাজ বলে।

২৯টি অক্ষর ১৭টি মাখরাজ হতে উচ্চারিত হয়। তন্মধ্যে কোন মাখরাজ হতে ১টি অক্ষর, কোন মাখরাজ হতে ২টি অক্ষর এবং কোন কোন মাখরাজ হতে ৩টি অক্ষর পর্যন্ত উচ্চারিত হয়ে থাকে।

১ম মাখরাজ : হল্ক ও মুখের জওফ অর্থাৎ কণ্ঠনালী ও মুখের মধ্যকার শূন্যস্থান। এ মাখরাজ থেকে একটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। যথা-আলিফ (ا)

আলিফ উচ্চারণ করার সময় মুখ ও হল্কের কোন অংশ অন্য কোন অংশের সাথে সংযোগ হয় না। শুধু বাতাসের সাথে উচ্চারিত হয়।

২য় মাখরাজ : আকছায়ে হল্ক, অর্থাৎ কণ্ঠনালীর মূল, যা সিনার দিকে আছে। এই মাখরাজ থেকে দুটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। হাম্‌যাহ্, হায়ে-হাওয়ায (ء ـ ه) যথা- أء ـ أه

৩য় মাখরাজ : আওছাতে হল্ক, অর্থাৎ কণ্ঠনালীর মধ্যস্থল। এই মাখরাজ থেকে দুটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। আইন, হায়ে হুত্তি (ع ـ ح) যথা- أع ـ أح

৪র্থ মাখরাজ : আদ্‌নায়ে হল্ক, অর্থাৎ কণ্ঠনালীর উপরের মাথা। এই মাখরাজ হতে দুটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। গাইন, খা (غ ـ خ) যথা- أغ ـ أخ

৫ম মাখরাজ : আকছায়ে জবান, অর্থাৎ, জিহ্বামূল ও সেই বরাবর ওপরের তালু। এই মাখরাজ হতে একটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। ক্বাফ (ق) যথা– أق

৬ষ্ঠ মাখরাজ : জিহ্বার অর্ধাংশের মধ্যস্থল ও সেই বরাবর ওপরের তালু। এ মাখরাজ হতে একটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। কাফ (ك) যথা– أك

৭ম মাখরাজ : জিহ্বার ঠিক মধ্যস্থল ও উপরে মধ্য তালু। এ মাখরাজ হতে তিনটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। জিম, শিন, ইয়া (ج ـ ش ـ ي) যথা- أج ـ أش ـ أي

৮ম মাখরাজ : জিহ্বার কিনারা ও ওপরের আদরাস্ অর্থাৎ চোয়ালের দন্ত-পাটি বা দন্ত-মাড়ি। এ মাখরাজ হতে একটি অক্ষর উচ্চারিত হয়। দোআদ (ض) যথা- أض

৯ম মাখরাজ : জিহ্বার আদনা কিনারা, অর্থাৎ জিহ্বার অগ্রভাগের কিনারা ও রুবাইয়া, আন্ইয়াব, যাওয়াহেক নামক দন্ত-মাড়ি এবং ওপরের তালু। এ মাখরাজ হতে একটি অক্ষর লাম (ل) উচ্চারিত হয়। যথা– أَلْ

১০ম মাখরাজ : লামের মাখ্রাজের নিকটস্থ জিহ্বার আগা ও সেই বরাবর ওপরের ছানায়া উলিয়া নামক দন্ত-মাড়ি। এ মাখরাজ হতে একটি অক্ষর নুন (ن) উচ্চারিত হয়। যথা- أَنْ

১১শ মাখরাজ : জিহ্বার আগার পিঠ ও সেই বরাবর ওপরের ছানায়া উলিয়া নামক দন্ত-মাড়ি। এ মাখরাজ হতে রা (ر) অক্ষর উচ্চারিত হয়। যথা– أَرْ

১২শ মাখরাজ : জিহ্বার আগা ও ওপরের ছানায়ে উলিয়া নামক দু'দাঁতের মূল। এ মাখরাজ হতে তিনটি অক্ষর তা, দাল, ত্বোয়া (ط ـ د ـ ت) উচ্চারিত হয়। যথা- أَطْ ـ أَدْ ـ أَتْ

১৩শ মাখরাজ : জিহ্বার আগা ও নিচের ছানায়ে ছুফ্লা নামক দু'দাঁতের মূল অথবা আগা। এ মাখরাজ হতে তিনটি অক্ষর, যা, সিন, ছোয়াদ (ص ـ س ـ ز) উচ্চারিত হয়। যথা- أَصْ ـ أَسْ ـ أَزْ

১৪শ মাখরাজ : জিহ্বার আগা ও ছানায়ে উলিয়া নামক দন্তের আগা। এ মাখরাজ হতে তিনটি অক্ষর ছা, যাল, যোয়া (ظ ـ ذ ـ ث) উচ্চারিত হয়। যথা– أَظْ ـ أَذْ ـ أَثْ

১৫শ মাখরাজ : ছানায়ে উলিয়া নামক দন্তের আগা ও নিচের ঠোঁটের ওপরের ভাগের মধ্যস্থল। এই মাখরাজ হতে একটি অক্ষর ফা (ف) উচ্চারিত হয়। যথা– أَفْ

১৬শ মাখরাজ : ঠোঁট। এই মাখরাজ হতে তিনটি অক্ষর বা, মিম, ওয়াও (ب ـ م ـ و) উচ্চারিত হয়। যথা- أَبْ ـ أَمْ ـ أَوْ

১৭শ মাখরাজ : নাসিকামূল। এ মাখরাজ হতে ঐ নুন অক্ষর উচ্চারিত হয়ে থাকে, যে নুন অক্ষর ইখ্ফা ও এদগাম করার সময় তার আসল মাখরাজ ছেড়ে গুন্নার সাথে গোপন করে পড়তে হয়। যথা– أَنْتَ ـ مَنْ يَشَاءُ

৬ষ্ঠ পাঠ

লাহন (لحن)

لحن শব্দটি باب فتح يفتح এর মাসদার। আরবি ভাষায় বলা হয়, لحن في كلامه অর্থাৎ, লোকটি তার কথা বা বাক্যে ভুল করেছে। সুতরাং বলা যায়, لحن শব্দের শাব্দিক অর্থ ভুল বা অশুদ্ধ।

তাজভিদ শাস্ত্রের পরিভাষায়, তাজভিদের নিয়মপদ্ধতির বিপরীত কুরআন মজিদ পড়লে তাকে لحن বলে।

أقسام اللحن : لحن দুই প্রকার। যথা-

(١) اللحن الجلي

(٢) اللحن الخفي

اللحن الجلي :

علم التجويد -এর বিপরীত মারাত্মক ও প্রকাশ্য ভুলকে اللحن الجلي বলে। اللحن الجلي পাঠ করা হারাম। এতে কবিরা গুনাহ হয়। নামাজে اللحن الجلي করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যায়। اللحن الجلي করার কারণে কুফরির পর্যায় চলে যেতে পারে।

যেমন– সুরা ফাতিহার মধ্যে أنعمتَ -এর জায়গায় أنعمتُ পড়লে কুফরি হবে। কেননা নেয়ামতের মালিক আল্লাহ না হয়ে সে সময় পাঠক নিজেই মালিক হয়ে যায়।

اللحن الخفي :

علم التجويد -এর পরিপন্থী সূক্ষ্ম ও অপ্রকাশ্য ভুলকে اللحن الخفي বলে। اللحن الخفي কে তাজভিদের পরিভাষায় মাকরুহ বলা হয়েছে। এতে গুনাহ হয় না, তবে এর থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। যেমন– صراط শব্দের ر বারিক করে পড়া। অথচ তাকে তাজভিদের নিয়ম অনুযায়ী পোর করে পড়া উচিত।

৭ম পাঠ

নুন সাকিন ও তানভিনের বর্ণনা

নুন-এর উপর সাকিন হলে তাকে নুন সাকিন এবং দুই যবর, দুই যের এবং দুই পেশকে তানভিন বলে। নুন সাকিন (نْ) তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একত্রে উচ্চারিত হয়। পৃথকভাবে একাকী উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন নুন সাকিন (نْ) হামজার সাথে মিলে আন (أَنْ) হলো।

আর তানভিন কোনো হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। এজন্য তাকে কোন হরফের সাথে যুক্ত করতে হয়, তখন তানভিনে একটি গুপ্ত নুন উচ্চারিত হয়। যেমন– اً۔اٍ۔اٌ এক্ষেত্রে নূন গুপ্ত রয়েছে। যার প্রকৃত রূপ اَنْ۔اِنْ۔اُنْ

নুন সাকিন (نْ) ও তানভিন (تنوين) পাঠ করার নিয়ম চার প্রকার। যথা-

১. ইযহার (إظهار) (স্পষ্ট করা।) ২. ইক্লাব (إقلاب) (পরিবর্তন করা।)

৩. ইদগাম (إدغام) (মিলিত করা।) ৪. ইখফা (إخفاء) (গোপন করা।)

১. ইযহার (إظهار) : এর শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট করে পাঠ করা। আর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হুরূফে হলকি (ء۔ه۔ح۔خ۔ع۔غ) ছয়টির কোন একটি আসলে নুন সাকিন ও তানভিনকে তার নিজ মাখরাজ থেকে গুন্নাহ ব্যতীত স্পষ্ট উচ্চারণ করা। যথা–

عذاب أليم ۔ عليم حكيم ۔ من أمر ۔ من خير

উল্লেখ্য, নুন সাকিন এবং তানভিন উভয়ের মধ্যে উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নুন সাকিন ওয়াক্ফ (وقف) এবং ওয়াসল (وصل) উভয় অবস্থায় নিজ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয়। যেমন:

رب العالمين ، من قبل

আর তানভিন ওয়াক্ফ অবস্থায় উচ্চারিত হয় না; বরং তা সাকিন হয়ে যায়। যেমন– الله أحد এখানে দাল-এর তানভিন উচ্চারিত না হয়ে সাকিন হয়েছে। অর্থাৎ احدْ হয়েছে। কিন্তু ওয়াসাল অবস্থায় তানভিন উচ্চারিত হয়, যথা ماء دافق – শব্দের হামজা (ء) এর তানভিন উচ্চারিত হয়েছে।

২. ইক্লাব (إقلاب) : অর্থ পরিবর্তন করা। নুন সাকিন ও তানভিনের পরে বা (ب) হরফটি হলে নুন সাকিন

ও তানভিনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে পাঠ করাকে ইক্‌লাব (إقْلَاب) বলে। এ স্থলে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ গুন্নাহর সাথে পাঠ করতে হয়। যেমন–

مِنۢ بَعْدِ - سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

৩. ইদগাম (إدغام) : অর্থাৎ মিলিত করা। ইদগামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- إدخال الشيء في الشيء

অর্থাৎ একটিকে অপরটির মধ্যে প্রবেশ করানো। আর তাজভিদ শাস্ত্রে ইদগাম একটি হরফকে অন্য একটি হরফের সাথে মিলিয়ে একত্রে উচ্চারণ করা। এক্ষেত্রে প্রথম হরফটি দ্বিতীয় হরফের মধ্যে এমনভাবে মিলিত হবে যাতে প্রথম হরফের মাখরাজ ও সিফাত বিলীন হয়ে দ্বিতীয় হরফের রূপ ধারণ করবে এবং দ্বিতীয় হরফটি তাশদিদযুক্ত হবে। একে ইদগামে তাম (إدغام تام) বলে।

আর পরস্পর দুটি হরফ মিলিত হওয়ার পরে প্রথম হরফটির কিঞ্চিৎ মাখরাজ ও সিফাত উচ্চারিত হলে তাকে ইদগামে নাক্বিস (إدغام ناقص) বলে।

ইদগামের হরফ ছয়টি। যথা: ي - ر - م - ل - و - ن একত্রে يرملون বলে।

ইদগাম দুই প্রকার। যথা-

১. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ (إدغام مع الغنة)

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (إدغام بلا غنة)

১. ইদগাম মায়াল গুন্নাহ (إدغام مع الغنة) : নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইদগামের চারটি হরফ ي - م - ن - و একত্রে (يمنو) –এর কোন একটি হরফ হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে তার পরবর্তী হরফের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম মায়াল গুন্নাহ বলে। যেমন– قوم يعقلون - من مال - من وال ইত্যাদি।

২. ইদগাম বিলা গুন্নাহ (إدغام بلا غنة) : নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইদগামের দুটি হরফ ل - ر এর কোন একটি হরফ হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে নিজ মাখরাজ ও সিফাত বিলীন করে গুন্নাহ ব্যতীত ইদগাম করে পাঠ করাকে ইদগামে বিলা গুন্নাহ (إدغام بلا غنة) বলে এবং একেই ইদগামে তাম বা পরিপূর্ণ ইদগাম বলে। যেমন رحمة للعالمين - من ربهم - من لا يحب ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, নুন সাকিন ও তানভিনের নিয়ম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও চার স্থানে ইদগাম হয় না। دنيا - بنيان - صنوان - قنوان -এ সকল স্থানে ইদগাম না হওয়ার কারণ এই যে, একই শব্দের নুন সাকিন ও তানভিনের পরে ইদগামের হরফ একত্রিত হয়েছে। এটা ইদগামের নিয়মের পরিপন্থী হওয়ার কারণে ইদগাম হয়নি।

ইদগাম হলে দুই শব্দের দুই হরফ থাকতে হয়। আর ইদগামের উদ্দেশ্য হলো কঠিন উচ্চারণকে সহজ করা। উক্ত শব্দসমূহের ইদগাম করলে উচ্চারণ কঠিন হয়ে যায়।

৪. ইখফা (إخفاء) : ইখফা বলতে বোঝায় নুন সাকিন ও তানভিনকে এমনভাবে গোপন করে পাঠ করা যাতে তা ইযহার ও ইদগাম উচ্চারণের মাঝামাঝি অবস্থায় উচ্চারিত হয়।

তাজভিদ বিশারদগণের অভিমত الإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام অর্থাৎ, ইযহার এবং ইদগামের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইখফা বলে। সুতরাং ইখফার হরুফের যে কোন একটি হরফ নুন সাকিন ও তানভিনের পরে হলে ঐ নুন সাকিন ও তানভিনকে গুন্নাহ সহকারে ইখফা (إخفاء مع الغنة) করতে হয়। একে ইখফায়ে হাকিকি বলে।

ইখফার হরফ পনেরটি : ت.ث.ج.د.ذ.ز.س.ش.ص.ض.ط.ظ.ف.ق.ك

ইখফার উদাহরণ: لن تنال.من ثمرات.ينسلون.عملا صالحا.ماء دافق

৮ম পাঠ

মিম (مْ) সাকিনের বর্ণনা

মিম (مْ) হরফের উপর জযম হলে তাকে মিম (مْ) সাকিন বলে। উক্ত মিম সাকিন পাঠ করার নিয়ম তিন প্রকার। যথা–

১. ইখফা (إخفاء) গোপন করা।

২. ইদগাম (إدغام) মিলিত করা।

৩. ইযহার (إظهار) স্পষ্ট করা।

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১. ইখফা (إخفاء) : মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) হরফ হলে ঐ মিম সাকিনকে إخفاء مع الغنة বা গুন্নাহ সহকারে ইখফা (إخفاء) করতে হয়। উচ্চারণকালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে কিঞ্চিৎ গুন্নাহ লোপ পায় এবং এক আলিফ থেকে দেড় আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। তাকে ইখফায়ে শাফাভি বলে। যেমন– وما هم بمؤمنين.ترميهم بحجارة ইত্যাদি।

২. ইদগাম (إدغام) : মিম সাকিনের পরে আরো একটি হরকত যুক্ত মিম হলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম বলে। এটা উচ্চারণকালে তাশদিদযুক্ত মিমের ন্যায় উচ্চারিত হয় এবং গুন্নাহর কোন পরিবর্তন হয় না। এ ইদগামকে মিসলাইন (সগির) বলে। যেমন–

فِيْ قلوبهم مرض۔ أم من خلق۔ عليهم مؤصدة ইত্যাদি।

৩. ইযহার (إظهار) : মিম সাকিনের পরে "বা" (ب) এবং "মিম" (م) ব্যতীত বাকি সাতাশ হরফের কোন একটি হরফ হলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্ট করে পাঠ করতে হয়। যেমন–

الحمد۔ انعمت۔ الم تر۔ وهم خالدون ইত্যাদি।

৯ম পাঠ

মাদ্দের বিস্তারিত বর্ণনা

মাদ্দ (مدّ) অর্থ দীর্ঘ করা। অর্থাৎ মাদ্দ বিশিষ্ট হরফটি উচ্চারণকালে শ্বাস এবং আওয়াজকে দীর্ঘ করে পাঠ করা। যেন স্বাভাবিকভাবে মাদ্দটি পরিপূর্ণ হয়।

মাদ্দ প্রথমত দুই প্রকার। যথা–

১. মাদ্দে আসলি (مد أصلي) মূল মাদ্দ বা ভিত মাদ্দ।

২. মাদ্দে ফারয়ি (مد فرعي) উপ-মাদ্দ বা শাখা মাদ্দ।

১. মাদ্দে আসলির (مد أصلي) বর্ণনা : মাদ্দের হরফ তিনটি। যথা: و ۔ ا ۔ ي একত্রে واي বলে। ওয়াও সাকিনের পূর্বের হরফে পেশ, আলিফের পূর্বের হরফে যবর এবং ' সাকিনের পূর্বের হরফে যের থাকলে তাকে মাদ্দের হরফ বা حرف مد বলে। যেমন نُوحِيهَا একে মাদ্দে আসলি (مد أصلي) বা মাদ্দে তাবয়ি (مد طبعي) বলে। এই মাদ্দ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পাঠ করতে হয়।

এক আলিফ দুই হরকতের সমান। যেমন– ب+ب বলতে যে সময় প্রয়োজন হয় তা-ই এক আলিফের পরিমাণ, অথবা হাতের একটি আঙ্গুল সোজা অবস্থা থেকে মধ্যম গতিতে বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে এক আলিফ, দু'টি আঙ্গুল বন্ধ করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে দু'আলিফ, এভাবে তিন ও চার আলিফের পরিমাণ নির্ধারিত করা যায়।

মাদ্দে আসলির আর একটি ধারা হল, যখন কোন হরফে উল্টা পেশ (ـٗ) খাড়া যবর (ـٰ) এবং খাড়া যের (ـٖ) থাকে; তখন খাড়া যবরে আলিফ যুক্ত মাদ্দের হুকুম, খাড়া যেরে ইয়া যুক্ত মাদ্দের হুকুম এবং উল্টা পেশে

ওয়াও যুক্ত মাদ্দের হুকুম প্রযোজ্য হবে। একেও মাদ্দে আসলি বা তাবয়ি-এর ন্যায় এক আলিফ দীর্ঘ করে পাঠ করতে হয়।

২. মাদ্দে ফারয়ি (مد فرعي) এর বর্ণনা : মাদ্দে ফারয়ি দশ প্রকার। যথা–

১. মাদ্দে মুত্তাসিল বা ওয়াজিব (مد متصل أو واجب)

২. মাদ্দে মুনফাসিল বা জায়েজ (مد منفصل أو جائز)

৩. মাদ্দে আরিয (مد عارض)

৪. মাদ্দে লিন (مد لين)

৫. মাদ্দে বদল (مد بدل)

৬. মাদ্দে সিলাহ (مد صلة)

৭. মাদ্দে লাযিম কালমি মুসাক্কাল (مد لازم كلمي مثقل)

৮. মাদ্দে লাযিম কালমি মুখাফ্ফাফ (مد لازم كلمي مخفف)

৯. মাদ্দে লাযিম হারফি মুছাক্কাল (مد لازم حرفي مثقل)

১০. মাদ্দে লাযিম হারফি মুখাফ্ফাফ (مد لازم حرفي مخفف)

উল্লেখ্য যে, মাদ্দে ফারয়ি-এর কোনো কোনো মাদ্দ গঠন করতে মাদ্দে আসলির সম্পর্ক থাকবে। তখন তার বিস্তারিত বর্ণনা না দিয়ে কেবল মাদ্দে আসলি বলে উল্লেখ করা হবে এবং মাদ্দের পরিমাণ নির্ণয় নীতি সম্পর্কে দেয়া বিবরণ স্মরণ রাখতে হবে।

১. **মাদ্দে মুত্তাসিল** (مد متصل) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দে আসলির পরে হামজা থাকলে তাকে মাদ্দে মুত্তাসিল বা ওয়াজিব মাদ্দ বলে। এটা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন : جَاءَ ـ سُوءٍ ـ جِيْئَ ইত্যাদি।

২. **মাদ্দে মুনফাসিল** (مد منفصل) : পাশাপাশি দুটি শব্দের প্রথম শব্দের শেষে মাদ্দে আসলি এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে হামজা থাকলে তাকে মাদ্দে মুনফাসিল বা জায়েজ মাদ্দ বলে। যথা– وَمَا أُنْزِلَ ـ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ ـ قُوا أَنْفُسَكُمْ ইত্যাদি।

৩. **মাদ্দে আরিয** (مد عارض) : এই মাদ্দটি ওয়াক্ফ বা বিরতি অবস্থায় হয়। ওয়াসল বা মিলিয়ে পাঠ করলে মাদ্দ হয় না। ওয়াক্ফ বা বিরতির কারণে শব্দের শেষে হরফটি অস্থায়ী সাকিন করতে হয়। অস্থায়ী সাকিনের পূর্বে মাদ্দে আসলি থাকলে তাকে মাদ্দে আরিয লিস্‌সুকুন (مد عارض للسكون) বলে। এটা তিন আলিফ থেকে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়া হয়। তবে চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করা উত্তম। যেমন: حساب۔تعلمون۔رب العالمين ইত্যাদি।

৪. **মাদ্দে লিন** (مد لين) : লিন অর্থ নরম করা বা সহজ করা। এটি ওয়াকফ (وقف) বা বিরতি অবস্থায় মাদ্দ হয়। ওয়াসল (وصل) বা মিলিয়ে পাঠ করলে মাদ্দ হয় না।

ওয়াও (وْ) সাকিন এবং ইয়া (يْ) সাকিন-এর পূর্বের হরফে যবর থাকলে তাকে মাদ্দে লিন (مد لين) বলে। এটা এক আলিফ থেকে দুই আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। যেমন– خوف۔بيت ইত্যাদি।

৫. **মাদ্দে বদল** (مد بدل) : বদল অর্থ পরিবর্তন করা। হামজা সাকিনকে পূর্বের হরফের হরকত অনুযায়ী মাদ্দের হরফ (واي) দ্বারা বদল বা পরিবর্তন করে পড়াকে মাদ্দে বদল (مد بدل) বলে। যেমন: آمن মূলে أأمن ছিল। اومن মূলে أأمن ছিল। إيمانا মূলে إإمانا ছিল।

কেননা, হামজাতে হরফে শিদ্দাহ সিফাত আছে বিধায় একত্রে দু'হামজা উচ্চারণ করা কঠিন। সুতরাং নিয়ম অনুযায়ী সহজ করণার্থে পূর্ববর্তী হরফের হরকত মোতাবিক হরফ দ্বারা হামজাকে পরিবর্তন করা হয়েছে। এই মাদ্দ এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৬. **মাদ্দে সিলাহ** (مد صلة) : সিলাহ অর্থ হা (ه) যমিরে একটি মাদ্দ বৃদ্ধি করা, অর্থাৎ হা (ه) যমিরে উল্টা পেশ হলে তার সাথে ওয়াও সাকিন বৃদ্ধি করে পড়া এবং হা (ه) যমিরে খাড়া যের হলে তার সাথে ইয়া সাকিন বৃদ্ধি করে পড়া। একে মাদ্দে সিলাহ (مد صلة) বলে। যেমন: له -এর স্থলে لهو এবং به এর بهي ইত্যাদি।

মাদ্দে সিলাহ (مد صلة) দুই প্রকার :

ক. সিলাহ তবিলাহ (صلة طويلة) খ. সিলাহ কাসিরাহ (صلة قصيرة)

ক. **সিলাহ তবিলাহ** (صلة طويلة) : হা (ه) যমিরের পূর্বে এবং পরে হরকত থাকলে এবং পরের হরকতটি হামজা বিশিষ্ট হরফ হলে তখন তার পেশের সাথে و (ওয়াও) বৃদ্ধি করে এবং যেরের সাথে

ي (ইয়া) বৃদ্ধি করে মাদ্দে মুনফাসিলের ন্যায় তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে সিলাহ-এ তবিলাহ বলে। যেমন– من علمه إلا بإذنه ـ ماله أخلده ইত্যাদি।

খ. **সিলাহ্ কাসিরা** (صلة قصيرة) : হা (ه) যমিরের পূর্বে এবং পরে হরকত থাকলে এবং পরের হরফটি হামজা না হলে তখন তার পেশের সাথে ওয়াও (و) এবং যেরের সাথে ইয়া (ي) বৃদ্ধির করে মাদ্দে আসলির ন্যায় এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে সিলাহ-এ কাসিরাহ বলে। যেমন– يضل به كثيرا এবং إنه هو ইত্যাদি।

৭. **মাদ্দে লাযিম কালমি মুসাককাল** (مد لازم كلمي مثقل) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে তাশদিদ যুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাযিম কালমি মুসাক্কাল বলে। যথা : حاجة ـ دابة ـ ضالين ইত্যাদি। এটা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৮. **মাদ্দে লাযিম কালমি মুখাফ্ফাফ** (مد لازم كلمي مخفف) : একই শব্দের মধ্যে মাদ্দের হরফের পরে জযমযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাযিম কালমি মুখাফফাফ বলে। যথা: الآن এটা তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

৯. **মাদ্দে লাযিম হারফি মুসাক্কাল** (مد لازم حرفي مثقل) : হুরুফে মুক্বাত্তাআত যা সুরার প্রারম্ভে থাকে, তার মধ্যে যে সমস্ত হরফের নাম তিন হরফ বিশিষ্ট তাতে যদি মাদ্দের হরফের পরে তাশ্দিদযুক্ত আসলি সাকিন থাকে তাহলে তাকে মাদ্দে লাযিম হারফি মুসাক্কাল বলে। যথা– الم ـ طسم ইত্যাদি। একে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

১০. **মাদ্দে লাযিম হারফি মুখাফ্ফাফ** (مد لازم حرفي مخفف) : হুরূফে মুক্বাত্তায়াত- যা সুরার প্রারম্ভে থাকে, তার মধ্যে যে সমস্ত হরফের নাম তিন হরফ বিশিষ্ট ঐ সমস্ত হরফে মাদ্দের হরফের পরে যজমযুক্ত আসলি সাকিন হলে তাকে মাদ্দে লাযিম হরফি মুখাফ্ফাফ বলে। যেমন : يس ـ الر ـ حم ـ ن ـ ص ইত্যাদি। একে তিন আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

১০ম পাঠ

হুরুফের সিফাতের বিবরণ

সিফাত অর্থ গুণ বা স্বভাব। মানুষের মধ্যে যেমন এক একজনের এক এক স্বভাব বা এক এক গুণ। যেমন কেউ বিনয়ী, কেউ উগ্র ইত্যাদি, সেরূপ অক্ষরের মধ্যেও কোন অক্ষর শক্ত, কোন অক্ষর কোমল, কোন অক্ষর পড়ার সময় তার আওয়াষ জারি হতে থাকে এবং কোন অক্ষরে আওয়াষ বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি।

অক্ষরের সিফাত অনেক প্রকার। তন্মধ্যে অত্যাবশ্যক বিশ প্রকার সিফাতের বিষয় আলোচনা করা হল। যথা- ১. হুরুফে মাহ্‌মুছাহ্‌ ২. হুরুফে মাজ্‌হুরাহ্‌ ৩. হুরুফে শাদিদাহ্‌ ৪. হুরুফে রিখ্‌ওয়াহ্‌ ৫. হুরুফে মুতাওয়াসসিতাহ্‌ ৬. হুরুফে মুস্তালিয়া ৭. হুরুফে মুস্তাফিলাহ্‌ ৮. হুরুফে মুতবিকাহ্‌ ৯. হুরুফে মুনফাতিহাহ্‌ ১০. হুরুফে মুজলিকাহ্‌ ১১. হুরুফে মুছমিতাহ্‌ ১২. হুরুফে ছাফিরাহ্‌ ১৩. হুরুফে কুলক্বলাহ্‌ ১৪. হুরুফে লিন ১৫. হুরুফে মুনহারিফাহ্‌ ১৬. হুরুফে তাকরার ১৭. হুরুফে তাফাশ্‌শি ১৮. হুরুফে মুস্তাতিল ১৯. হুরুফে মদ ২০. হুরুফে গুন্নাহ্‌ ইত্যাদি।

১. **হুরুফে মাহ্‌মুছাহ্‌** : যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে মৃদু আওয়ায হয় ও আওয়ায জারি হতে থাকে, তাদেরকে হুরুফে মাহ্‌মুছাহ্‌ বলে। হুরুফে মাহ্‌মুছাহ ১০টি। যথা– ف.ح.ث.ه.ش.خ.ص.س.ك.ت

২. হুরুফে মাজ্‌হুরাহ্‌ : হুরুফে মাহ্‌মুছার বিপরীত, অর্থাৎ যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে বড় আওয়ায হয় এবং আওয়ায বন্ধ হয়ে পুণরায় জারি হতে থাকে, তাদেরকে হুরুফে মাজ্‌হুরাহ্‌ বলে। হুরুফে মাজ্‌হুরাহ্‌ ১৯টি। যথা– ا.ء.ب.ج.د.ذ.ر.ز.ض.ط.ظ.ع.غ.ق.ل.م.ن.و.ي

৩. হুরুফে শাদিদাহ্‌ : শাদিদাহ্‌ অর্থ কঠিন, অর্থাৎ, যে অক্ষরগুলো অতিশয় শক্তিশালী এবং উচ্চারণ করার সময় তাদের আওয়ায সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, তাদেরকে হুরুফে শাদিদাহ্‌ বলে। এরূপ অক্ষর ৮টি। যথা– ء.ج.د.ق.ط.ب.ك.ت

৪. হুরুফে রিখ্‌ওয়াহ্‌ : হুরুফে রিখ্‌ওয়াহ্‌ হুরুফে শাদিদার বিপরীত, অর্থাৎ, যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে নরম আওয়ায হয়, তাদেরকে হুরুফে রিখ্‌ওয়াহ্‌ বলে। হুরুফে রিখ্‌ওয়াহ্‌ ১৬টি। যথা– ا.ث.ح.خ.ذ.ز. س.ش.ص.ض.ظ.غ.ف.و.ه.ي

৫. হুরুফে মুতাওয়াসসিতাহ : অর্থ মধ্যম, অর্থাৎ যে অক্ষরগুলো না শক্ত, না নরম, এরূপ মধ্যম ধরণের অক্ষরগুলোকে হুরুফে মুতাওয়াসসিতাহ বলে। এরূপ অক্ষর ৫টি। যথা– ل.ن.ع.م.ر

৬. **হুরুফে মুস্তালিয়া** : যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে জিহবা উপরের তালুর দিকে উত্থিত হয়, তাদেরকে হুরুফে মুস্তালিয়া বলে। হুরুফে মুস্তালিয়া ৭টি। যথা : خ.ص.ض.غ.ط.ق.ظ হুরুফে মুস্তালিয়া পোর করে পড়তে হবে।

৭. **হুরুফে মুস্তাফিলাহ্** : হুরুফে মুস্তাফিলাহ্ হুরুফে মুস্তালিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ যে, অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে জিহ্বা নিচের দিকে পতিত হয়, অথচ বারিক (পাতলা) পড়তে হয়, তাদেরকে হুরুফে মুস্তাফিলাহ্ বলে। হুরুফে মুস্তাফিলাহ্ ২২টি। যথাঃ ا.ء.ب.ت.ث.ج.ح.د.ذ.ر.ز.س.ش.ع.ف.ك.

ل.م.ن.و.ه.ي

৮. হুরুফে মুতবেকাহ্ : যে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করতে জিহ্বার কিয়দাংশ উপরের তালুর সঙ্গে মিশে যায় তাদেরকে হুরুফে মুতবেকাহ বলে। হরুফে মুতবেকাহ মোট ৪টি। যথা : ظ.ط.ض.ص

৯. হুরুফে মুনফাতিহাহ্ : যে সকল অক্ষর উচ্চারণ কালে জিহব্বার কোনো অংশ তালুর সাথে না লাগিয়ে মধ্য মূল হইতে প্রশস্ত ভাবে উচ্চাররিত হয় সে সকল হরফ'কে হরুফে মুনফাতিহাহ বলে। حروف منفتحة ২৪টি যথা- ا.ب.ت.ث.ج.ح.خ.ذ.ر.ز.س.ش.ع.غ.ف.ق.ك.ل.م.ن.و.ه.ء.ي

১০. হুরুফে মুযলিকাহ : যে সকল অক্ষর জিহ্বার মাথার পার্শ্ব দ্বারা যেমন- ر.ن.ل এবং যে সকল অক্ষর ঠোঁটের বাজু দ্বারা তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়। যেমন ف.م.ب এ সকল অক্ষরকে মোজলেকাহ অক্ষর বলে।

১১. হুরুফে মুসমিতাহ : إصمات ইছমাত অর্থ অক্ষরকে মাখরাজ স্থানে সঠিক ভাবে স্থির, বা বন্ধ করিয়া পড়া। অর্থাৎ ইহার উচ্চারণ কালে মাখরাজের মধ্যে অক্ষরটি চুপ হওয়া চাই এবং হরফ ২৩টি যথা- ا.ت.ث.ج.

ح.خ.د.ذ.ز.س.ش.ص.ض.ط.ظ.ع.غ.ق.ك.و.ه.ء.ي

১২. হুরুফে ছাফিরাহঃ صفيرة ঐ হুরুফে গুলোকে বলে যাদের উচ্চারণ কালে ছানাইয়ায়ে উলিয়া এবং ছানাইয়ায়ে ছুফলা দাঁতের মধ্যস্থল হইতে শক্ত ভাবে চড়ুই পাখির আওয়াজের ন্যায় একটি আওয়াজ বাহির হয় তবে কাহারও মতে ص অক্ষরে হাঁসের, س অক্ষরে টিরি এবং ز অক্ষরে মৌমাছির আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শুনিয়ে পাওয়া যায়। হুরুফে ছাফিরাহ তিনটি যথা ز.س.ص

১৩. হুরুফে কলকলাহ্ : কলকলাহ্ অর্থ জুম্বেশ' অর্থাৎ, যে অক্ষরগুলো সাকিন এবং ওয়াক্ফের অবস্থায় উচ্চারণ করতে তাদের উচ্চারিত স্থানটি জুম্বেশ হয়ে একটু আওয়ায প্রকাশ পায়, তাদেরকে হুরুফে কলকলাহ্ বলে। হুরুফে কলকলাহ্ (৫টি)। যথা- ق.ط.ب.ج.د

যেমন- কোন গোলাকার বস্তু (বল) শক্ত ভূমিতে আঘাত করলে আঘাত পাওয়া মাত্রই প্রতিঘাত হয়। অর্থাৎ সে গোলাকার বস্তুটি আঘাত করা মাত্রই জুম্বেশ হয়ে উপরের দিকে উত্থিত হয়, সেরূপ কলকলার ৫টি অক্ষর জযমযুক্ত এবং ওয়াক্ফের অবস্থায় তাদের উচ্চারিত স্থানে সজোরে আঘাত লেগে জুম্বেশ হয়ে প্রতিঘাতের ন্যায় কিঞ্চিত আওয়াজ শুনা যায়।

১৪. হুরুফে লিন : লিন অর্থ নম্র, অর্থাৎ যে যে অক্ষর নরমভাবে বিনা কষ্টে উচ্চারিত হয়, তাদেরকে হুরুফে লিন বলে। হুরুফে লিন ২টি। যথা– و، ي

এ দুটি অক্ষর যখন সাকিন হয়ে তাদের ডানের অক্ষরে যবর থাকে, তখন বিনা কষ্টে উচ্চারিত হয় বলে এরা হুরুফে লিন নামে অভিহিত হয়, নচেত না। যথা- بيت.خوف.موت ইত্যাদি।

১৫. হুরুফে মুনহারিফাহ্ : এনহেরাফ অর্থ ফিরে যাওয়া অর্থাৎ যে যে অক্ষর উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা তাদের মাখরাজ হতে ফিরে অন্য মাখরাজের দিকে অগ্রসর হয়, তাদেরকে হুরুফে মুনহারেফাহ্ বলে। হুরুফে মুনহারিফাহ্ ২টি। যথা- ر.ل

১৬. হুরুফে তাকরার : যে অক্ষর উচ্চারণ করতে পুণঃ পুণঃ বা একাধিকবার উচ্চারিত হতে চায়, তাকে হর্ফে তাক্‌রার বলে। হর্ফে তাক্‌রার একটি। যথা– ر

১৭. হুরুফে তাফাশশি : যে অক্ষর উচ্চারণ করতে তার আওয়ায মুখের ভিতরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে, তাকে হুরুফে তাফাশ্‌শি বলে। হুরুফে তাফাশ্‌শি একটি। যথা– ش

১৮. হুরুফে মুস্তাতিল : যে অক্ষর উচ্চারণ করার সময়, তার মাখ্‌রাজের মধ্যে জিহ্বা ও আওয়ায দীর্ঘ হয়ে পড়ে, তাকে হর্ফে মুস্তাতিল বলে। হুরুফে মুস্তাতিল একটি। যথা– ض

১৯. হুরুফে মদ : যে যে অক্ষর দীর্ঘ স্বরে পড়তে হয়, সেগুলোকে হুরুফে মদ বলে। হুরুফে মদ তিনটি। যথা– ا.و.ي

২০. হুরুফে গুন্নাহ : যে যে অক্ষরে মধ্যে গুন্না করতে হয়, তাদেরকে হুরুফে গুন্না বলে। হুরুফে গুন্না দুটি। যথা- م.ن

১১শ পাঠ

পোর ও বারিকের বিবরণ

পোর অর্থ মুখভর্তি মোটা আওয়াজে উচ্চারণ করা এবং বারিক অর্থ হাল্কা, পাতলা আওয়াজে উচ্চারণ করা। আরবি হুরুফের সুন্দর উচ্চারণের ক্ষেত্রে পোর ও বারিকের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এজন্যে কুরআন মাজিদ পাঠকালে পোর ও বারিকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। পোর হরফ বারিকরূপে উচ্চারিত হলে তেলাওয়াতের সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। অনুরূপভাবে বারিক হরফ পোর উচ্চারণ করা হলে তাতেও সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। কারণ কুরআন মাজিদকে খুব সুন্দরভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করার প্রতি হাদিস শরিফে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আরবি হরফগুলোর মধ্যে হুরুফে মুস্তালিয়া (خص ضغط قظ) সর্বদা পোর উচ্চারিত হয়। পোর উচ্চারণের তিনটি স্তর রয়েছে ঃ উচ্চস্তর, মধ্যমস্তর ও নিম্নস্তর। হুরুফে মুস্তালিয়ার যে কোন একটির পরে আলিফ (ا) যুক্ত

হলে এবং তার পূর্বে যবর থাকলে উচ্চস্তরের পোর হয়। উক্ত হুরুফে আলিফ ব্যতীত শুধু যবর বা পেশ থাকলে মধ্যম স্তরের পোর হয় এবং যের থাকলে সর্বনিম্ন স্তরের পোর হয়। যথা ঃ

উচ্চস্তরের পোর : خالدون۔صادقون۔غافلون ইত্যাদি।

মধ্যম স্তরের পোর : من الظلمات۔انطلقوا ইত্যাদি।

নিম্ন স্তরের পোর : الصراط۔ظل ذي ثلاث شعب ইত্যাদি।

সাকিন হুরুফের পূর্বে হুরুফে মুস্তাফিলাহ্ (حروف مستفلة) এর ২২টি হরফের কোন একটি হরফ হলে তা সর্বদা বারিক উচ্চারিত হয়। এ হরফগুলো হলোঃ ا۔ب۔ت۔ث۔ج۔ح۔د۔ذ۔ر۔ز۔س۔ش۔ع۔ف۔ك۔ل۔م۔ ن۔و۔ه۔ي আলিফ (ا), রা (ر) এবং আল্লাহ (الله) শব্দের লাম (ل) এ তিনটি হরফ তাদের পূর্বে হরকত অনুযায়ী পোর এবং বারিক হয়। যেমন–صاخة۔والله خير الرازقين এটা হরকত অনুযায়ী পোর এবং بائسين تابعين۔ثابتين এটা হরকত অনুযায়ী বারিক ইত্যাদি।

"রা" অক্ষর পোর পড়ার বিবরণ

পোর অর্থ মোটা বা পুষ্ট, অর্থাৎ কোন অক্ষরকে মোটা বা পুষ্ট করে পড়াকে পোর বলে। রা অক্ষর পোর পড়ার নিয়ম পাঁচটি। যথা–

১. যে সময় ر অক্ষরের মধ্যে যবর কিংবা পেশ হয়, সে সময় রা অক্ষর পোর পড়তে হয়। যথা–رسول۔رزقوا ইত্যাদি।

২. যে সময় রা অক্ষর সাকিন হয় এবং তার ডানের অক্ষরে যবর কিংবা পেশ থাকে, সে সময় ر অক্ষরকে পোর পড়তে হবে। যথা- قربة۔قربانا ইত্যাদি।

৩. যে সময় রা অক্ষর সাকিন হয় এবং তার পূর্বাক্ষরে যের থাকে, সে রা অক্ষরের পরে হুরুফে মুস্তালিয়া আসলে তখন সেই রা অক্ষরকে পোর পড়তে হবে। যথা– قرطاس۔مرصاد۔فرقة ইত্যাদি। হুরুফে মুস্তালিয়া ৭টি। যথা : خص ضغط قظ

৪. যদি রা অক্ষর সাকিন হয় এবং তার ডানের অক্ষরে কাস্‌রায়ে আরেযি থাকে, তবে সেই রা অক্ষরকে পোর পড়তে হবে যথা : ان ارتبتم۔ام ارتابوا ইত্যাদি।

কাস্‌রায়ে আরযি অর্থ নকল যের, অর্থাৎ যেই যের আগে ছিল না, কিন্তু শব্দকে ব্যাকরণমতে সহজ করার জন্য পরে দেওয়া হয়েছে, তাকে কাসরায়ে আরেযি বলে।

৫. যেই রা অক্ষরে মধ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয়, সেই রা অক্ষরের ডানে ইয়া (ي) অক্ষর ব্যতীত অন্য কোন অক্ষর সাকিন হলে সেই সাকিন অক্ষরের পূর্বাক্ষরে যবর কিংবা পেশ হলেও সেই রা অক্ষরকে পোর পড়তে হবে। যথা- القدر. ترجع الأمور. شهر ইত্যাদি।

'রা' অক্ষর বারিক পড়ার বিবরণ

বারিক অর্থ- পাতলা বা ক্ষীণ, অর্থাৎ কোন অক্ষরকে পাতলা বা ক্ষীণ করে পড়াকে বারিক উচ্চারণ বলে 'রা অক্ষর বারিক পড়ার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চারটি স্থান আছে।

১. যদি রা অক্ষরের নিচে যের থাকে,তবে সেই রা অক্ষর বারিক পড়তে হয়। যথা– رجال. رزقا ইত্যাদি।

২. যদি রা অক্ষর সাকিন হয় এবং সেই রা অক্ষরের ডানের অক্ষরে যের থাকে, তবে সেই রা অক্ষর বারিক পড়তে হবে। যথা مرية. فرعون ইত্যাদি।

৩. যে সময় 'রা' অক্ষরের মধ্যে ওয়াক্‌ফ করা হয়, সে সময় রা অক্ষরের ডানে ইয়া (يْ) সাকিন থাকলে সে 'রা' অক্ষরও বারিক পড়তে হবে। যথা- سعير. خبير. خير ইত্যাদি।

৪. 'রা' অক্ষর ব্যতীত অন্য কোন অক্ষর সাকিন হলে সে সাকিন অক্ষরের পূর্বাক্ষরের নিচে যের থাকলে সে সময়েও 'রা' অক্ষর বারিক পড়তে হবে। যথা– ذكر. شعر. حجر. عين القطر ইত্যাদি।

'লাম' অক্ষর পড়ার বিবরণ

আল্লাহ্ শব্দের লাম অক্ষর কোন সময় পোর পড়তে হয় এবং কোন সময় বারিক পড়তে হয়।

যদি আল্লাহ শব্দস্থিত লামের ডানের অক্ষরে যবর কিংবা পেশ থাকে, তবে আল্লাহ্ শব্দের লামকে পোর পড়তে হবে। যথা– والله. على الله. عبد الله ইত্যাদি। আর الله শব্দের লামের পূর্বে যদি যের থাকে তাহলে الله শব্দের লাম বারিক পড়তে হয়। যেমন– بسم الله. ولله على الناس. بايات الله ইত্যাদি।

১২শ পাঠ

ওয়াক্বফের বিবরণ

وقف অর্থ থেমে যাওয়া। কুরআন মাজিদ পাঠকালে কোন শব্দের শেষে বিরাম নেওয়াকে (**وقف**) ওয়াক্বফ্ বলে। পাঠান্তে কোন আয়াতের বা শব্দের শেষে আওয়াজ ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে থেমে যাওয়া বা বিরাম নেওয়াকে পরিভাষায় (**وقف**) ওয়াক্বফ্ বলে। তাজভিদ বিশারদগণের মতে, কোন আয়াত বা শব্দ শেষ করে বিরামার্থে আওয়াজ ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে পুনরায় শুরু করার জন্য থেমে যাওয়াকে (**وقف**) ওয়াক্বফ বলে। কারো কারো মতে, এক শব্দকে তার পরবর্তী শব্দ থেকে পৃথক বা আলাদা করাকে (**وقف**)ওয়াক্বফ্ বলে।

ওয়াক্বফ্ (**وقف**) যে হরফের উপর করা হয়, উক্ত হরফ সাকিন না থাকলে সাকিন করে (**وقف**) ওয়াক্বফ্ করতে হয়।

(**وقف**) এর প্রকারভেদ : পদ্ধতিগতভাবে (**وقف**)ওয়াক্বফ চার প্রকার যথা :

১. ওয়াক্বফ্ বিল-ইস্‌কান (وقف بالإسكان)

২. ওয়াক্বফ্ বিল -ইশ্‌মাম (وقف بالإشمام)

৩. ওয়াক্বাফ্ বির-রাওম (وقف بالروم)

৪. ওয়াক্বফ্ বিল–ইব্‌দাল (وقف بالإبدال)

নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১. ওয়াক্বফ বিল-ইস্‌কান (وقف بالإسكان) : পাঠকালে কোন আয়াত বা শব্দের শেষ হরফকে পূর্ণ সাকিন করে ওয়াক্বফ (**وقف**) করাকে (وقف بالإسكان) ওয়াক্বফ বিল ইসকান বলে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ (**وقف**) ওয়াক্বফ। যেমন– هدى للمتقين. يعملون ইত্যাদি।

২. ওয়াক্বফ বিল-ইশমাম (وقف بالإشمام) : পাঠকালে কোন আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে পেশ থাকলে ওয়াক্বফ (**وقف**) কালে ঐ হরফ সাকিন করার পর উভয় ঠোঁট দ্বারা দ্রুত উক্ত পেশের দিকে ইশারা করে ওয়াক্বফ (**وقف**) করা হয়। এরূপ ওয়াক্বফকে ওয়াক্বফ বিল-ইশ্‌মাম (وقف بالإشمام) বলে। এটা প্রত্যক্ষ করা যায় কিন্তু শোনা যায় না। কাজেই বধির ব্যক্তিদের জন্য এটা শিক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু অন্ধব্যক্তিদের জন্য সম্ভব নয়। তবে তারা শিক্ষকের ঠোঁটে হাত লাগিয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। এজন্য পাঠককে

এভাবে ইশ্‌মাম উচ্চারণ করতে হবে; যাতে দর্শকগণ তার ঠোঁটের গোল আকৃতি দেখতে পায়। যেমন – قدير

نستعين। ইত্যাদি।

৩. ওয়াক্‌ফ বির্‌রাওম (وقف بالروم) : পাঠকালে কোন আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে এক যের বা এক পেশ অথবা দুই যের বা দুই পেশ, এর যে কোনটি থাকলে ওয়াক্‌ফকালে অতি মৃদু আওয়াজে আদায় করে ওয়াক্‌ফ (وقف) করাকে ওয়াক্‌ফ বিররাওম (وقف بالروم) বলে। এটা উচ্চারণকালে উক্ত হরকতের এক তৃতীয়াংশ উচ্চারিত হয় এবং পাঠক নিজে ও তার নিকটে অবস্থানকারীগণ শুনতে পারে। কিন্তু দূরে অবস্থানকারীগণ শুনতে পায় না। কাজেই এটা অন্ধব্যক্তিগণের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব কিন্তু বধিরগণের জন্য সম্ভব নয়। যথা– هو الله ـ عليم ـ خبير ইত্যাদি।

৪. ওয়াক্‌ফ বিল-ইব্‌দাল (وقف بالإبدال) : পাঠকালে কোন আয়াত বা শব্দের শেষ হরফে দুই যবর হলে ওয়াক্‌ফ (وقف)অবস্থায় ঐ দুই যবরকে এক যবর পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে ওয়াক্‌ফ (وقف) করতে হয়। উক্ত দুই যবরের পরে আলিফ থাক বা না থাক, উভয় অবস্থায়ই ওয়াক্‌ফ (وقف)কালে এক হরকত পড়তে হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করতে হয়। একে ওয়াক্‌ফ বিল-ইব্‌দাল (وقف بالإبدال) বলে। যথা– شيئا ـ ونساء ـ إيمانا ـ خبيرا ইত্যাদি।

পাঠকের প্রয়োজনবোধে ওয়াক্‌ফ করাকে "ওয়াক্‌ফ বিল-মহল" (وقف بالمحل) বলে। এটা চার প্রকার। যথা–

১. ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিবারি (وقف اختباري)

২. ওয়াক্‌ফে ইন্তিজারি (وقف انتظاري)

৩. ওয়াক্‌ফে ইয্‌তিরারি (وقف اضطراري)

৪. ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিয়ারি (وقف اختياري)

নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো–

১. ওয়াক্‌ফে ইখ্‌তিবারি (وقف اختباري) : রসমুল খত (رسم الخط) হিসেবে অনেক হরফ লেখা রয়েছে কিন্তু তা পড়া হয় না; এরূপ হরফের মধ্যে কোনটি مقطوع (বিচ্ছিন্ন), কোনটি موصول (মিলিত) আবার কোনটি محذوف (বিলুপ্ত) থাকলে পাঠকালে উক্ত হরফের উপর ওয়াক্‌ফ (وقف) করা যায় না। কিন্তু

শ্বাস বন্ধ হওয়ার কারণে অথবা কোন ভয়ের কারণে ওয়াক্বফের নিয়ম-কানুন ব্যতীত ঐরূপ স্থানে ওয়াক্বফ (وقف) করা হলে তাকে ওয়াক্বফে ইখ্‌তিববারি (وقف اختباري) বলে।

২. **ওয়াক্বফে ইন্তিযারি (وقف انتظاري)** : একটি বাক্যের শেষে এমনভাবে ওয়াক্বফ (وقف) করা যাতে দ্বিতীয় বাক্যের যোগাযোগ (عطف) রক্ষা করা যায়, তাকে ওয়াক্বফে ইন্তিযারি (وقف انتظاري) বলে।

৩. **ওয়াক্বফে ইয্‌ত্বিরারি (وقف اضطراري)** : পাঠকের অনিচ্ছায় (পাঠকালে) শ্বাস বন্ধ হওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন কারণে পড়তে অক্ষম হলে তখন যে কোন স্থানে ওয়াক্বফ (وقف) করা যায়, তবে পুণরায় পূর্বের শব্দ থেকে পড়তে হয়। এরূপ ওয়াক্বফকে ওয়াক্বফে ইয্‌তিরারি (وقف اضطراري) বলে।

৪. **ওয়াক্বফে ইখ্‌তিয়ারি (وقف اختياري)** : পাঠকের ইচ্ছাধীন কোন কারণ ছাড়াই নিজের সুবিধামত কোন স্থানে ওয়াক্বফ (وقف) করাকে ওয়াক্বফে ইখ্‌তিয়ারি (وقف اختياري) বলে।

ওয়াক্বফে ইখ্‌তিয়ারি বা নিজ ইচ্ছাধীন ওয়াক্বফ (وقف) আবার চার প্রকার। যথা–

১. ওয়াক্বফে তাম (وقف تام) পূর্ণ বিরাম।

২. ওয়াক্বফে কাফি (وقف كافي) যথেষ্ট বিরাম।

৩. ওয়াক্বফে হাসান (وقف حسن) ভাল বিরাম।

৪. ওয়াক্বফে ক্ববিহ্‌ (وقف قبيح) মন্দ বিরাম।

নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১. **ওয়াক্বফে তাম (وقف تام)** : এটা এমন শব্দে ওয়াক্বফ করা, যাতে পরবর্তী শব্দের সাথে শব্দগত বা অর্থগত কোন সম্পর্ক থাকে না। অর্থাৎ বাক্যও শেষ এবং অর্থ ও শেষ। এমন স্থানে ওয়াক্বফ করাকে ওয়াক্বফে তাম (وقف تام) বলে। যথা – مالك يوم الدين ۔ وإياك نستعين ۔ واولئك هم المفلحون ইত্যাদি।

২. **ওয়াক্বফে কাফি (وقف كافي)** : এই ওয়াক্বফ এমন শব্দের উপর করা হয় যার পরবর্তী শব্দের সাথে শাব্দিক সম্পর্ক নেই কিন্তু অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ শব্দের উপর ওয়াক্বফ (وقف) করাকে ওয়াক্বফে কাফি (وقف كافي) বলে। যেমন– الله الصمد এর সাথে لم يلد সম্পর্কযুক্ত। وتب -এর সাথে ما أغنى

সম্পর্কযুক্ত ইত্যাদি। এরূপ ওয়াক্বফ (وقف) কেবল عالم বা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে করা সম্ভব। সাধারণ পাঠকের জন্য ওয়াক্বফের চিহ্নের উপর ওয়াক্বফ করা উত্তম।

৩. **ওয়াক্বফে হাসান (وقف حسن)** : এটা এমন শব্দের উপর ওয়াক্বফ (وقف) করা যেখানে অর্থ পূর্ণ হয়েছে কিন্তু পরবর্তী শব্দের সাথেও শব্দগত ও অর্থগত উভয় প্রকার সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ ওয়াক্বফ করাকে ওয়াক্বফে হাসান (وقف حسن) বলে। যথা– يوسوس في صدور الناس -এর সাথে من الجنة والناس - এর উভয় প্রকার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তবে এখানে উভয় আয়াতে চিহ্ন থাকায় ওয়াক্বফ করা বৈধ।

৪. **ওয়াক্বফে ক্বাবিহ্ (وقف قبيح)** : এটা এমন শব্দের উপর ওয়াক্বফ (وقف) করা হয় যার উপর ওয়াক্বফের কোন চিহ্ন নেই; বরং পরবর্তী শব্দের সাথে শাব্দিক ও অর্থগত দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এরূপ ওয়াক্বফ (وقف) কে ওয়াক্বফে ক্বাবিহ্ (وقف قبيح) বলে। যথা– الحمد এর দালের উপর এবং مالك يوم الدين -এর يوم এর মিমের উপর ওয়াক্বফ করা। এরূপ ওয়াক্বফ করা অনুচিত। তবে অনিচ্ছাকৃত হলে পুনরায় এর পূর্বের শব্দ থেকে আরম্ভ করতে হয়।

কুরআন মাজিদে বিদ্যমান ওয়াক্বফের চিহ্নসমূহের বর্ণনা

ক্রমিক	চিহ্ন	মর্ম	মর্মার্থ
১	٥	বিরাম	আয়াত সমাপ্তির বিরাম চিহ্ন
২	م	লাযিম	বিরতি অবশ্য কর্তব্য।
৩	ط	মুত্বলাক্ব	বিরতি খুব ভাল, মিলান ঠিক নয়।
৪	ج	জায়িয	বিরতি ভাল, মিলানও যায়।
৫	ز	মুযাওওয়াজ	বিরতির চেয়ে মিলান ভাল।
৬	ص	মুরাখ্খাস	মিলান ভাল বিরতির চেয়ে।
৭	ق	ক্বিল আ:সা: ওয়াক্ফ	মিলান ভাল।
৮	لا	লা-ওয়াক্ফ	বিরতি নয়, অবশ্যই মিলাবে।
৯	س	সাকতাহ	নিঃশ্বাস রেখে কিঞ্চিৎ বিরতি।
১০	قف	আমর ওয়াক্ফ	বিরতি, মিলান ঠিক নয়
১১	قلے	ওয়াক্ফ আওলা	মিলানোর চেয়ে বিরতি ভাল।

১২	قلا	ক্বিলা-লা ওয়াক্ফা আ: সা:	বিরতির চেয়ে মিলান ভাল
১৩	وَقْفَةْ	ওয়াক্ফাহ্	সাকতার ন্যায়, কিঞ্চিৎ দীর্ঘ বিরতি।
১৪	صل	আমর-ওয়াছ্ল	মিলানো ভাল।
১৫	صلے	ওয়াছ্ল-আওলা	মিলান অতি উত্তম।
১৬	وَقْفُ النبي	ওক্বফুন্ নবি	নবির ওয়াক্ফ, বিরতি ভাল।
১৭	وَقْفُ غفران	ওয়াক্ফ গুফরান	বিরতিতে পাপ মোচন।
১৮	وَقْفُ جبريل	ওয়াক্ফ জিব্রাইল	বিরতিতে বরকত বৃদ্ধি।
১৯	وَقْفُ منزل	ওয়াক্ফ মনযিল	মিলানোর চেয়ে বিরতি ভাল।

১৩শ পাঠ

হায়ে যমির পড়ার নিয়ম

আরবি ভাষার মধ্যে নাম পুরুষের সর্বনাম হিসেবে শব্দের শেষে 'হা' (ه) ব্যবহার করা হয়, একে 'হা' যমির (هاء ضمير) বলে। 'হা' যমির পড়ার নিয়মগুলো নিচে উল্লেখ করা হল।

১. হা (ه) যমিরের পূর্বে যের অথবা ইয়া সাকিন থাকলে ه (হা) যমিরে যের হয়। যেমন– واليه ـ به কিন্তু দুই স্থানে এর ব্যতিক্রম বা বিপরীত। হাফসের মতে উক্ত স্থানদ্বয়ে পেশ পড়তে হয়। যথা-

(১) সুরা কাহফের ৬৩ নং আয়াতে وما أنسانيهُ

(২) সুরা ফাতহ এর ১০ নং আয়াতে عليهُ الله

এছাড়া হা যমিরের পূর্বে যের থাকা সত্ত্বেও নিয়মের বিপরীত দুই স্থানে হা যমির সাকিন পড়তে হয়। যেমন– (১) সুরা শু'আরা এর ৩৬ নং আয়াত এবং সুরা আ'রাফ –এর ১১১ নং আয়াতে وأرجهْ এবং (২) সুরা নামল এর ২৮ নং আয়াতে فألقهْ

২. হা (ه) যমিরের পূর্বে যের অথবা ي (ইয়া) সাকিন না থাকলে হা (ه) যমিরে পেশ হবে। যেমন له ـ اخاه ـ منه ـ رأيتموه কিন্তু একস্থানে নিয়মের বিপরীত হা (ه) যমিরে যের পড়তে হয়। যেমন– সুরা নুর এর সপ্তম রুকূতে ويتقهِ فأولئك

৩. হা (ه) যমিরের পূর্বের এবং পরের হরফে হরকত থাকলে হা (ه) যমিরের হরকতকে (إشباع) দীর্ঘ করে পড়তে হয়। অর্থাৎ যেরের সাথে ইয়ায়ে মাদ্দাহ (ياء مدة) এবং পেশের সাথে ওয়াও মাদ্দাহ (واو مدة) বৃদ্ধি করে পড়তে হয়। যেমন- من ربه والمؤمنون - ورسوله أحق কিন্তু একস্থানে নিয়মের ব্যতিক্রম (إشباع) দীর্ঘ হবে না। সুরা যুমার এর প্রথম রুকুতে وإن تشكروا يرضهُ لكم পেশকে সিলাহ্ (صلة) ব্যতীত পড়তে হবে।

৪. হা (ه) যমিরের পূর্বে বা পরে যদি সাকিন হরফ থাকে তখন হা (ه) যমিরকে দীর্ঘ করে পড়তে হয় না। যেমন- أو زد عليه - به الحق - بيده الملك - منه قليلا কিন্তু একটি স্থানে নিয়মের ব্যতিক্রম 'হা' (ه) যমির দীর্ঘ করে পড়তে হয়। তা হচ্ছে সুরা ফুরক্বান এর শেষ রুকুতে فيه مهانا এটা ইমাম হাফস রহ. -এর নিয়ম অনুযায়ী পাঠ করা হয়।

১৪শ পাঠ

যমিরে 'আনা' পড়ার নিয়ম

কুরআন মাজিদে 'আনা' (أَنَا) শব্দের নুনের সাথে আলিফ লেখা আছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্বে এ আলিফ ছিল না। এতে (رسم الخط) রসমুলখত অনুযায়ী আলিফ লেখা হয়েছে, কিন্তু পড়ার সময় তা পড়তে হয় না। এ যমিরের নুন সর্বদা أَنَ (আনা) যবর বিশিষ্ট হয় এবং মাস্দারের নুন সর্বদা أَنْ (আন্) জযমবিশিষ্ট হয়। ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান ইবন 'আফ্ফান রা. -এর সময়ে কুরআন মাজিদ হরকত বিহীন ছিল। কোন্‌টি যমিরের أَنَ (আনা) আর কোনটি মাসদারের أَنْ (আন্) হরতক বিহীন অবস্থায় তা একই রূপ أن এবং أن ছিল। এ কারণে সাধারণের পাঠে জটিলতা দেখা দেয়। এ জন্য সর্বসাধারণের নির্ভুল পাঠের সুবিধার্থে যমিরের أَنَ (আনা) এবং মাসদারের أَنْ (আন্) - কে পৃথক করার লক্ষ্যে যমিরের আনার নুনের সাথে একটি আলিফ বৃদ্ধি করে أَنَا (আনা) করা হয়। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা যমিরের أَنَ (আনা), মাসদারের আন্ (أَنْ) নয়। এটা লেখায় আসবে, কিন্তু পড়ায় আসবে না। যেমন- لكنّا هو الله - انا أوحي - ولا انا عابد - إن أنا إلا ইত্যাদি।

এখানে لكنّا শব্দের নুনের আলিফও أَنَا (আনা) শব্দের আলিফ। পূর্বের শব্দ لكن + أَنَ ছিল। আনার আলিফকে বিলোপ করার পর নুনের সাকিনকে দ্বিতীয় নুনের মধ্যে ইদগাম করে لكنّ করা হয় এবং নুনের

সাথে বর্ণিত রসমুলখত (رسم الخط) এর আলিফ চিহ্নটি যোগ করে لَكِنَّا করা হয়। সুতরাং নুনের আলিফটি অতিরিক্ত। এ জন্য لكنا هو الله –এর নুনের আলিফটি পড়ার সময় বাদ পড়ে যায়। উক্ত নুনের উপর وقف (ওয়াক্বফ) করলে আলিফ পড়া যাবে এবং এক আলিফ দীর্ঘ মাদ্দ করতে হয়। যেমন –لَكِنَّا

এতদ্ব্যতীত أَنَاب ـ أَنَابُوا ـ أَنَامِل ـ أَنَاسِيَّ এ চার স্থানে নুনের সাথে যুক্ত আলিফ অতিরিক্ত নয়। এ আলিফকে ওয়াক্বফ (وقف) এবং ওয়াসল (وصل) উভয় অবস্থায় এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ মাদ্দ করে পড়তে হয়।

১৫শ পাঠ

অতিরিক্ত আলিফের বর্ণনা

ইলমে তাজভিদে আলিফে জায়েদা বা অতিরিক্ত আলিফের গুরুত্ব অনেক। কারণ পাঠক যদি না জানে কোন আলিফকে পড়তে হবে আর কোনটিকে পড়া যাবে না তাহলে অতিরিক্ত আলিফকে মূল আলিফ মনে করে মাদ্দ করবে আর ভুল তেলাওয়াত করবে। অতিরিক্ত আলিফগুলো সাধারণত رسم الخط বা লেখার নিয়মে এসে থাকে, এগুলো লেখার সময় আসে, কিন্তু পড়ার সময় আসে না। তাই এগুলোকে الف زائدة বা অতিরিক্ত আলিফ বলে।

যেমন أَنَا জমির এর আলিফ। এটা পূর্বে আলিফ ছিল না। জমিরের নুন আনা (أَنَ) তথা সর্বদা যবর বিশিষ্ট হয় এবং মাসদারের নুন সর্বদা (أَنْ) (আন) জযম বিশিষ্ট হয়। হজরত উসমান (رضي الله عنه) এর খেলাফত কালে কুরআন মাজিদে হরকত ছিলনা। জমিরের أَنَ আর মাসদারের أَنْ দেখতে এক রকম ছিল। পার্থক্য করা কঠিন হওয়ায় সাধারণের পাঠে জটিলতা দেখা যায়। এজন্য সর্ব সাধারণের নির্ভুল পাঠের সুবিধার্থে উভয় أن এর মাঝে পার্থক্য করার জন্য জমিরের أَنَ এর সাথে ا বৃদ্ধি করে أَنَا করা হয়।

ইমামুল কোররা হাফস র. এর মতানুসারে سلاسلا ও قواريرًا এর শেষের ا এর উপর وَقْفٌ এর সময় পড়া হয়, কিন্তু وصل (মিলিয়ে পড়া) এর সময় পড়া হয় না। কারণ এটা رسم الخط এর ا এ ছাড়া কুরআন মাজিদের চার স্থানে ثمودًا এর শেষে ا লেখা হলেও পড়া হয় না। যেমন–

১. সুরা হুদ এর ৬ষ্ঠ রুকুতে أَلَا إِنَّ ثَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ

২. সুরা ফুরকান এর ৪র্থ রুকুতে وَعَادًا وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ

৩. সুরা নাজম এর ৩য় রুকুতে وَثَمُودَا فَمَا أَبْقَى

৪. সুরা আনকাবুত এর ৪র্থ রুকুতে وَعَادًا وَّثَمُوْدَا وَقَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ

উক্ত চার স্থানে ثَمُوْد এর د এর হরকত হজরত আবু বকর (ﷺ) এবং কেরাত শাস্ত্রের ইমামগণ দুই যবরের তানভিন পড়েছেন। ইমাম হাফস এমত পোষন করেন না। এমতাবস্থায় د এ একটি ا দিয়ে অন্যান্য ইমাম গণের কেরাত আছে তার প্রমাণ রাখা হয়েছে। এ কারণে ইমাম হাফসের মতে ثَمُوْدَا এর ا পড়া যায় না।

رسم الخط এর ا চেনার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তাই পাঠকের সুবিধার্থে আমরা অতিরিক্ত আলিফের একটা তালিকা পেশ করা হলো।

জানা আবশ্যক যে অতিরিক্ত আলিফ ২ প্রকার। যথা–

১. رسم الخطএর ঐ আলিফ যা وَقْفএর সময় পড়া হয় কিন্তু وصلএর সময় পড়া হয় না। যেমন–

ক. أَنَا জমিরের আলিফ। কুরআনের যেখানেই উহা থাকুকনা কেন। যেমন–وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ

খ. [الكهف: ٣٨] {لَٰكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّيْ} এর لَٰكِنَّا এর আলিফ (ا)

গ. [الأحزاب: ٦٦] {وَأَطَعْنَا الرَّسُوْلَا} এর الرسولا এর আলিফ (ا)

ঘ. [الأحزاب: ٦٧] {فَأَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا} এর السبيلا এর আলিফ (ا)

ঙ. [الأحزاب: ١٠] {وَتَظُنُّوْنَ بِاللهِ الظُّنُوْنَا} এর الظنونا এর আলিফ (ا)

চ. [الإنسان: ٤] {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَٰسِلَا} এর سلسلا এর আলিফ (ا)

ছ. [الإنسان: ١٥] {كَانَتْ قَوَارِيْرَا} এর قواريرا এর আলিফ (ا)

২. رسم الخط এর ঐ আলিফ যা وَقْف ও وصف কোন অবস্থায় পড়া হয় না। যেমন–

ক. لا এর আলিফ (ا) পাঁচ স্থানে অতিরিক্ত হয়। যেমন-

১. [آل عمران: ١٥٨] {لَاإِلَى اللهِ تُحْشَرُوْنَ} এর لا এর আলিফ (ا)

২. [التوبة: ٤٧] {وَلَا أَوْضَعُوْا خِلَالَكُمْ} এর لا এর আলিফ (ا)

৩. [النمل: ٢١] {أَوْ لَاأَذْبَحَنَّهُ} এর لا এর আলিফ (ا)

৪. [الصافات: ٦٨] {ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاإِلَى الْجَحِيْمِ} এর لا এর আলিফ (ا)

৫. [الحشر: ١٣] {لَاأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِنَ اللهِ} এর لا এর আলিফ (ا)

খ. نبائ ـ ملائه ـ مائتين ـ مائة ـ لشائ ـ أفائن এর আলিফ (ا)

খ. [الإنسان: ١٦] {قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ} এর قواريرا এর আলিফ (ا)

১৬শ পাঠ

তায়া'উয ও তাছমিয়া পড়ার নিয়ম

তায়াউয আউযু বিল্লাহ (أعوذ بالله) পড়াকে বলে এবং তাছমিয়া বিসমিল্লাহ (بسم الله) পড়াকে বলে। কুরআন মাজিদ পাঠ করার পূর্বে শয়তানের প্রবঞ্চনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করা অতি জরুরি। এজন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

অর্থ : যখন কুরআন পাঠ করবে (সুরার শুরু হোক বা মাঝে হোক) তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে। (নাহল : ৯৮)

أعوذ بالله পাঠ করার কয়েক প্রকার বাক্য আছে। যেমন–

١. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

٢. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

٣. أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم.

٤. أعوذ الله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم.

٥. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي.

٦. اللّٰهمّ إني أعوذ بك من إبليس و جنوده.

তবে, অধিকাংশ মুহাক্কিক আলিমের মতে, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم করাই উত্তম। কেননা, হযরত নবি করিম (ﷺ) তা দ্বারাই কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত আরম্ভ করতেন। أعوذ بالله পাঠ করার সাথে بسم الله পাঠ করাও জরুরি যদি সূরার প্রারম্ভে হয়। আর সুরার প্রারম্ভে না হলে أعوذ بالله পড়া জরুরি; بسم الله না হলেও চলবে, তবে بسم الله পড়া শ্রেয়।

ইমাম আছেম কুফি রহ. এর শাগরিদ ইমাম হাফছ রহ.– এর মতে, بسم الله الرحمن الرحيم প্রত্যেক সুরার অংশ বা একটি আয়াত। কাজেই কোন সুরা بسم الله ব্যতীত পাঠ করলে সেই সুরা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এজন্য প্রত্যেক সুরার প্রারম্ভে بسم الله পাঠ করা একান্ত জরুরি। তবে সুরা তাওবার শুরুতে بسم الله পাঠ করতে হয় না। কারণ উক্ত সুরা নাজিল কালে بسم الله নাজিল হয়নি। তাছাড়া بسم الله الرحمن الرحيم আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও দয়া স্বরূপ। আর সুরা তওবা কাফের ও মুশরিকদের উপর গজব ও আজাবের দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। এ কারণে এই সুরায় بسم الله নাজিল হয়নি। অতএব এ সুরার শুরুতে بسم الله পড়া হয় না। কেবল মাত্র أعوذ بالله من الشيطان الرجيم পাঠ করেই এ

সুরা পড়া শুরু করতে হয়। তবে সুরা তাওবার মধ্যখান থেকে পাঠ করা শুরু করলে بسم الله পড়াতে কোন দোষ নেই।

أعوذ بالله এবং بسم الله পাঠ করার নিয়ম চার প্রকার। যথা–

১. فصل كل (ফাসলি কুল)

২. وصل كل (ওয়াসলি কুল)

৩. فصل أول وصل ثاني (ফাসলি আউয়াল ওয়াসলি সানি)

৪. وصل أول فصل ثاني (ওয়াসলি আউয়াল ফাসলি সানি)

১. فصل كل (ফাসলি কুল) : অর্থাৎ اعوذ بالله ও بسم الله এবং পরবর্তী আরেকটি সুরার অংশ পাঠকালে প্রতি আয়াতে ওয়াকফ করে পাঠ করাকে ফাসলি কুল (فصل كل) বলে। যেমন–

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ بسم الله الرحمن الرحيم ـ قل أعوذ برب الناس .

২. وصل كل (ওয়াসলি কুলল) : অর্থাৎ اعوذ بالله ও بسم الله এবং পরবর্তী আরেকটি সুরার অংশ পাঠকালে নিঃশ্বাস ও আওয়াজ বহাল রেখে একত্রে পাঠ করাকে (وصل كل) ওয়াসলি কুল বলে। যেমন–

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس .

৩. فصل أول وصل ثاني (ফাসলি আউয়াল ওয়াসলি সানি) : অর্থাৎ اعوذ بالله ও بسم الله এবং পরবর্তী আরেকটি সুরার অংশ পাঠকালে اعوذ بالله পাঠ করে ওয়াকুফ করা এবং بسم الله সহ পরবর্তী অংশ পাঠকালে ওয়াকুফ না করে একত্রে পাঠ করাকে فصل أول وصل ثاني (ফাসলি আউয়াল ওয়াসলি সানি) বলে। যেমন–

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ـ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس .

৪. وصل أول فصل ثاني (ওয়াসলি আউয়াল ফাসলি ছানি) : অর্থাৎ اعوذ بالله ও بسم الله এবং পরবর্তী আরেকটি সুরার অংশ পাঠকালে أعوذ بالله এবং بسم الله একত্রে পাঠ করে وقف (ওয়াকুফ) করা এবং পরবর্তী সুরার অংশ পৃথকভাবে পাঠ করাকে وصل أول فصل ثاني (ওয়াসলি আউয়াল ফাসলি ছানি) বলে। যেমন–

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ـ قل أعوذ برب الناس .

তবে এই সব নিয়ম কুরআন পাঠ শুরুর ক্ষেত্রে জায়েজ। কিন্তু একটি সুরার শেষাংশে بسم الله কে মিলিয়ে পড়া এবং পরবর্তী সুরা থেকে বিচ্ছিন্ন করে পড়া জায়েজ নয়। এমতাবস্থায় بسم الله পূর্ববর্তী সুরার অংশ হওয়া বুঝায়। যেমন–

من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم ـ قل أعوذ برب الناس

১৭শ পাঠ

সাকতার বিবরণ

সুন্দরভাবে কুরআন মাজিদ পাঠের ক্ষেত্রে السكتة এর গুরুত্ব অনেক। সাকতা শব্দের অর্থ অল্প থামা। পরিভাষায়- তেলাওয়াত চালু রাখার নিয়তে নিশ্বাস না বন্ধ করে وقف এর চেয়ে কিছু কম সময় আওয়াজ বন্ধ রাখাকে সাকতা বলে। ইহা কালেমার মধ্যখানে বা শেষে হয়ে থাকে। সাকতার নিয়ম কিয়াসি নয়, বরং সেমায়ি। সাকতার আলামত হিসেবে কোরআন মাজিদে س অক্ষরটি ব্যবহার করা হয়।

সাকতা মোট ৪ স্থানে করা হয়। যথাঃ

১. [الكهف: ١، ٢] {وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ۜ قَيِّمًا} এর عوجا শব্দের আলিফের উপর। অবশ্য এখানে ২ আয়াতকে মিলিয়ে পড়ার সময়ই سكتة হয়ে থাকে।

২. [يس: ٥٢] {مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ} এর مرقدنا এর الف এর উপর।

৩. [القيامة: ٢٧] {وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ} এর من এর নুনের উপর। এখানে নুনকে প্রকাশ করে পড়তে হবে। কেননা সাকতা ইদগামকে বাধা দেয়।

৪. [المطففين: ١٤] {كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ} এর بل এর ل উপর। এখানে ও ইদগাম নিষিদ্ধ হওয়ায় ل কে প্রকাশ্য পড়তে হবে।

জ্ঞাতব্য :

১. [الحاقة: ٢٨، ٢٩] {مَا أَغْنٰى عَنِّيْ مَالِيَهْ ـ هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطَانِيَهْ} এর ماليه এর মধ্যে ইদগাম, ওয়াকফ এবং সাকতা সব করা বৈধ।

২. অনুরূপভাবে সুরা আনফালের শেষ শব্দকে সুরা তওবার সাথে মিলিয়ে পড়ার সময় আনফালের শেষাক্ষরে সাকতা করা জায়েজ আছে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তর লেখ :

(১) تجويد শব্দটির বাব কী?

(ক) تفعيل (খ) تفاعل

(গ) تفعل (ঘ) مفاعلة

(২) ইলমে তাজভিদের আলোচ্য বিষয় কয়টি?

(ক) ১ (খ) ২

(গ) ৩ (ঘ) ৪

(৩) প্রসিদ্ধ কারির সংখ্যা কতজন?

(ক) ৭ (খ) ৮

(গ) ৯ (ঘ) ১০

(৪) তাড়াতাড়ি বা দ্রুত কুরআন পাঠ করাকে কী বলে?

(ক) ترتيل (খ) تحقيق

(গ) توسط (ঘ) حدد

(৫) তাজভিদসহ ধীরে ধীরে কুরআন পাঠ করাকে কী বলা হয়?

(ক) ترتيل (খ) تحقيق

(গ) توسط (ঘ) حدد

(৬) কুরআন মাজিদ দ্রুত ও ধীরে ধীরে পড়ার ক্ষেত্রে কয়টি নিয়ম রয়েছে?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

(৭) وقف শব্দের অর্থ কী?

(ক) সুন্দর করা (খ) থেমে যাওয়া

(গ) পোর বা মোটা করা (ঘ) বারিক বা পাতলা করা

(৮) يعملون শব্দের শেষে وقف করলে তা কোন প্রকার وقف হবে?

(ক) وقف بالإسكان (খ) وقف بالإشمام

(গ) وقف بالروم (ঘ) وقف بالابدال

(৯) وقف اختياري কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

(১০) কুরআন মাজিদে মিম (م) চিহ্ন দ্বারা কী বুঝানো হয়?

(ক) মিলনের চেয়ে বিরতি ভালো (খ) মিলানো ভালো

(গ) বিরতি অবশ্য কর্তব্য (ঘ) বিরতি নয়, অবশ্যই মিলাবে

(১১) কুরআন মাজিদে ব্যবহৃত 'وقف منزل' চিহ্নের মর্মার্থ কী?

(ক) মিলনের চেয়ে বিরতি ভালো (খ) নিঃশ্বাস রেখে কিঞ্চিত বিরতি

(গ) বিরতিতে বরকত বৃদ্ধি (ঘ) মিলান অতি উত্তম

(১২) কুরআন কারিমে কতস্থানে انا এর নুনের সাথে যুক্ত আলিফ অতিরিক্ত নয়?

(ক) ৩ (খ) ৪

(গ) ৫ (ঘ) ৬

(১৩) কুরআন মাজিদ পাঠকালে أعوذ بالله ও بسم الله পড়ার কয়টি নিয়ম রয়েছে?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

(১৪) سكتة শব্দের অর্থ কী?

(ক) অল্প থামা (খ) সুন্দর করা

(গ) স্পষ্ট করা (ঘ) গুন্নাহ করা

(১৫) কুরআন মাজিদের কতস্থানে سكتة করা হয়?

(ক) ১ (খ) ২

(গ) ৩ (ঘ) ৪

(১৬) নুন সাকিনের কায়দা কয়টি?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

(১৭) قلقلة এর অক্ষর কয়টি?

(ক) ৪টি (খ) ৫টি

(গ) ৬টি (ঘ) ৭টি

(১৮) ط হরফ নুন সাকিন ও তানভিনের কোন কায়দার?

(ক) ইযহার (খ) ইখফা

(গ) ইদগাম (ঘ) ইকলাব

(১৯) سميع عليم এর মধ্যে নুন সাকিন ও তানভিনের কোন্ কায়দা হয়েছে?

(ক) ইযহার (খ) ইখফা

(গ) ইদগাম (ঘ) ইকলাব

(২০) ইলমে তাজভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোন্টি?

(ক) মাখরাজ ও ছিফাত (খ) পোর ও বারিক

(গ) ওয়াজিব গুন্নাহ (ঘ) নুন সাকিন ও তানভিন

(২১) مدّ (মাদ্দ) শব্দের অর্থ কী?

(ক) সুর করা (খ) দীর্ঘ করা

(গ) হ্রস্ব করা (ঘ) গুন্নাহ করা

(২২) ادغام এর حرف কয়টি?

(ক) ৩ (খ) ৪

(গ) ৫ (ঘ) ৬

(২৩) اخفاء শব্দের অর্থ কী?

(ক) স্পষ্ট করা (খ) গোপন করা

(গ) পরিবর্তন করা (ঘ) মিলিত করা

(২৪) ادغام কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

(২৫) إظهار-এর হরফ কয়টি?

(ক) ৪টি (খ) ৫টি

(গ) ৬টি (ঘ) ৭টি

(২৬) মিম সাকিন পড়ার নিয়ম কয়টি?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

(২৭) মিম সাকিনের إدغام এর হরফ কয়টি?

(ক) ১ (খ) ২
(গ) ৩ (ঘ) ৪

(২৮) কোন হরফটি হলক থেকে উচ্চারিত হয়?

(ক) ء (খ) ل
(গ) ق (ঘ) ك

(২৯) মাখরাজের সংখ্যা কতটি?

(ক) ৪ (খ) ৬
(গ) ১৫ (ঘ) ১৭

(৩০) লাহন (لحن) কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(ক) علم التجويد কাকে বলে? علم التجويد এর موضوع ও غرض উল্লেখ কর।

(খ) কুরআন মাজিদ তিলাওয়াতের কয়টি নিয়ম রয়েছে এবং সেগুলো কী কী? বিস্তারিত উল্লেখ কর।

(গ) وقف কাকে বলে? وقف এর প্রকারসমূহ সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

(ঘ) হায়ে যমির (ه) পড়ার নিয়মসমূহ লেখ।

(ঙ) যমিরে আনা (أنا) পড়ার বিধান লেখ।

(চ) تعوذ ও تسمية পড়ার বিধানসমূহ বিস্তারিত লেখ।

(ছ) مخرج কাকে বলে? মাখরাজ কয়টি? যে কোনো দুটি মাখরাজের বিবরণ দাও।

(জ) লাহন (لحن) কাকে বলে? لحن এর প্রকারসমূহ উদাহরণসহ লেখ।

(ঝ) নুন সাকিন ও তানভিনের ادغام এর পরিচয় ও প্রকারভেদ উদাহরণসহ লেখ।

(ঞ) নুন সাকিন ও তানভিন কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার উদাহরণসহ লেখ।

(ট) মিম সাকিন পাঠের নিয়মসমূহ উদাহরণসহ লেখ।

(ঠ) مد (মাদ্দ) কাকে বলে? مد لين (মাদ্দে লিন) এর পরিচয় উদাহরণসহ লেখ।

(ড) রা (ر) অক্ষর পোর বা মোটা করে পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ঢ) রা (ر) অক্ষর বারিক বা পাতলা করে পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ণ) লাম (ل) হরফ পাতলা ও মোটা করে পড়ার নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

(ত) سكتة কাকে বলে? কত স্থানে سكتة করা হয়? উল্লেখ কর।

২০২৫

শিক্ষক নির্দেশিকা

কুরআন মাজিদে মানব জীবনের সার্বিক বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এতে একদিকে যেমনিভাবে মানব জীবনের আত্মিক বিষয় বিবৃত হয়েছে। তেমনিভাবে মানুষের জাগতিক কর্মকান্ডের সুস্পষ্ট বিধানাবলি ও দিক নির্দেশতা রয়েছে। জ্ঞানের ভান্ডার কুরআন মাজিদ থেকে এসব নির্দেশনা প্রাপ্তির জন্য আল কুরআন অধ্যয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আল কুরআনকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত গতানুগতিক ধারা অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু মানব জীবন গতিশীল এবং তার কর্মকান্ডের ধারাও পরিবর্তনশীল হওয়ায় শিক্ষাদান ব্যবস্থায়ও বিশ্বব্যাপী আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

তাই বিশ্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তনে, নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন এবং জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে, সরকার কর্তৃক জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদিত হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে কুরআন মাজিদে শিক্ষাকে বাস্তবমুখী, জীবনঘনিষ্ঠ, ফলপ্রসূ এবং শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক, কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষকর্মী, মূল্যবোধ সম্পন্ন, সৎ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

পুস্তকটিতে কারিকুলামের নির্দেশনা অনুযায়ী সুরা আল বাকারা ও সুরা আলে ইমরানকে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। সুরারা আয়াত সমূহের সরল বঙ্গানুবাদ, শব্দ বিশ্লেষণ, বাক্য বিশ্লেষণ, মূল বক্তব্য, শানে নুযুল, আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি, টীকা-টিপ্পনী ছাড়াও বিশেষ বিশেষ আয়াতকেন্দ্রিক, জীবনভিত্তিক এবং নৈতিক গুণাবলির উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে, দশটি পৃথক পাঠ সংযোজন করা হয়েছে। সুরার প্রতিটি রুকুর শেষে এবং বিষয় ভিত্তিক আলোচনার প্রতিটি বিষয়ের শেষে আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি "সৃজনশীল" অনুশীলনের নমুনা দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় গতানুগতিক মুখস্ত নির্ভরতা পরিহার করে, দক্ষতা ভিত্তিক অনুশীলনী সংযোজন করা হয়েছে। সবশেষে তাজভিদ অংশ সংযোগিত হয়েছে।

পাঠ দান প্রক্রিয়ার, শিক্ষার্থীদেরকে পাঠ আয়ত্ব করানো এবং পাঠের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা শিক্ষকের নিজস্ব কৌশল প্রয়োগের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও নিম্নে কিছু পরামর্শ সম্মানিত শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রদত্ত হলো :

১। যেহেতু আল কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী সম্বলিত মহাগ্রন্থ, সেহেতু পুস্তকটির পাঠ্য শুরুর প্রাক্কালে ১/২ টি ক্লাস এর মাহাত্ম, মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আকর্ষণীয় ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা দরকার। যাতে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে গ্রন্থটি জানার ও অধ্যয়নের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুস্তকের মধ্য হতে মর্মস্পর্শী ১/২টি ঘটনা পেশ করা যেতে পারে।

২। প্রতিটি পাঠ শুরু করার পূর্বে এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন।

৩। প্রথমত ঃ আয়াতের সরল অনুবাদ শিক্ষা দেবেন। এক্ষেত্রে শাব্দিক বিশ্লেষণ ভালভাবে আয়ত্ব করিয়ে আয়াতের অনুবাদ শিক্ষা দেবেন। বিশেষ বিশেষ আয়াত মুখস্ত করাবেন।

৪। তাহকিক ও তারকিব ব্লাক বোর্ডের সাহায্যে অনুশীলন করাবেন।

৫। আখলাক সম্পর্কিত বিষয়গুলো পাঠদানের ক্ষেত্রে সৎ চরিত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহবৃদ্ধি এবং অসৎ চরিত্রের প্রতি তাঁদের ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট হবেন।

৬। ইমান ও ইবাদত সম্পর্কিত আয়াতগুলো পাঠদানে শিক্ষার্থীদেরকে নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।

৭। সৃজনশীল পদ্ধতি কী? তা শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন। অনুশীলনীতে সংযোজিত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও রচনামূলক সৃজনশীল প্রশ্নমালার আলোকে পাঠদান ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন। এক্ষেত্রে জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক, প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক যোগ্যতা যেন শিক্ষার্থীরা অর্জনে সক্ষম হয় তা বিবেচনায় রেখে সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা, পাঠ উপস্থাপন ও পাঠ মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৮। শিক্ষক মহোদয় প্রতিটি পাঠ শেষে ব্লাকবোর্ডে ১/২টি উদ্দীপক তৈরি করে চারটি দক্ষতার নমুনামূলক প্রশ্ন দেখাবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে অনুরূপ তৈরি করে বাড়ির কাজ হিসেবে আনতে বলবেন।

৯। প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষাসমূহ ছাড়াও পাক্ষিক ও মাসিক পাঠদানের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করলে পাঠ মূল্যায়ন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে।

১০। পরিশেষে, আবারো সম্মানিত শিক্ষক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, একজন শিক্ষাদরদী, নিষ্ঠাবান,কর্তব্যপরায়ন শিক্ষকই পারেন তার শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান অর্জনে যোগ্য করে তুলতে। আর এক্ষেত্রে শিক্ষকের নিজস্ব উদ্ভাবিত কৌশলের বিকল্প নাই।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল নবম ও দশম : কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো।

– আল হাদিস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।